১. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

মানুষ ও বানাইছে আল্লা প্রেমের কারণে
প্রেমের ডুরি বান্ধরে মন মুরশিদের সনে ৷৷

মানুষ ও বানিয়ে আল্লা
ভেতরে দিলেন নুরতাজেল্লা
ংসেই মানুষ কি হবে কল্লা এইনা ভুবনে।।

আল্লার প্রেমে মুসা নবী
তুর পাহাড়ে দেখলেন ছবি
উদয় হলো দিনের রবি অতি গোপনে।।

নবীর প্রেমে ওয়াজকরনী
দন্ত ভাঙলেন আপনা আপনি
প্রকাশ হলো দিন রজনী অতি গোপনে।।

বাউল রাজ্জাক ভেবে বলে
আল্লার প্রেম পায়তে হলে
কুল কলঙ্ক ছেড়ে দেনা বাবার চরণে।।

২. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

আল্লা তুমি মহান, সাজালে বিশ্ব রাগান
তাইতো তোমার নাম হয়েছে রহিম রহমান।।

সাজায়ে বিশ্ব বাগান দেখালে কত লিলানিকেতন
প্রকাশিলে বিশ্ব ভুবন, সবই তোমার দান।।

আদমকে সৃষ্টিকরে, মিশলেন তার ভেতরে
জ্ঞান চক্ষু থাকলে পরে, দেখতে পাবে তার নিশান।।

রাজ্জাক সাই এর এই নিবেদন সৃষ্টির লিলা বোঝে কয়জন
স্রষ্টা হলো অমূল্য ধন গোপনের অতি গোপন ।।

৩. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

এ বিশ্ব নবী আদমও ছবি অন্তর চিরা প্রভুর কালাম
এ বিশ্বের লাগিয়ে এনেছ চাহিয়া শান্তির সুধা দীন ইসলাম।।

আমার দয়াল নবী মোস্তফা, রাস্তা দিয়া হাইটা যায়
বনের পশু পাখি সালামও জানাই
কি বলব নবীজির কথা, শুনলে প্রাণে লাগে ব্যাথা, বুক ভেসে যায় নয়ন জলে।।

পাহাড়ের গুহায় ছিন নবী সাধানার
পাঠায় দুনিয়ার আল কুরআন
ইকরা রাবুকা তাবিজ ও হিরা অন্তর চিরা প্রভুরও কালাম।।

আরবও শহরে আমেনার উদরে
দয়াল নবীজির জন্ম হয় দেখে বিবি খাদিজা
পাগলিনী হইয়া যায় বিয়ের প্রস্তাব নিজে পাঠায়।।

তায়েফের মাঠে নবী আমার ক্ষত হয়
তবু অভিসাপ না দেয়
বাউল রাজ্জাক ভেবে বলে দয়াল নবীর চরণ তলে
রেখো তোমরা অপারের বেলায়।।

৪. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

আমার এমন বান্ধব কে আছে, যে আমারে ভালোরে বাসে,
যে আমারে ভালোবেসে আসন দিবে তার পাশে।।

ভালোবাসার এত যন্ত্রণা
আগে তো আর প্রাণ সখি আমি জানিনা
জানলে তো আর প্রেম কারতাম না থাকিতাম ঘরে বসে।।

ভালোবেসে করলাম একি ভুল
জীবন যৌবন সব হারাইয়া গেল জাতি কুল
হৃদয় আমার হয় যে ব্যাকুল তবু আছি তার আসে।।

বাউল রাজ্জাকেরি মনের কথা
সখি আর প্রাণে দিওনা ব্যাথারে
সেরে আমার হৃদয় গাঁথা খুঁজি আমি কোন দেশে।।

৫. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

হাওয়ায় আসে হাওয়ায় বসে হাওয়া ধরে সাধন কর
কুলিবিল মোমিন আরশে আল্লার আসল ঘর।।

হাওয়াতে আছে মিশে চলে সে অচীন দেশে
মোমিনের কলবে বসে চরাই বিশ্ব চরাচর।।

হাওয়াকে সাধন করে জেনে নাও পারোয়ারে
জ্ঞান চক্ষু থাকলে পরে দেখতে পাবি তার নিহার।।

বাউল রাজ্জাকেরি এই নিবেদন হাওয়ার খবর জানে কয়জন
মুরশিদ যদি জানাই তার ধন এই না ভবের উপর।।

৬. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

আমারে ফেলোনা গো মুরশিদ দয়াল হয়ে
আমি চাতকীনের মতো হয়ে আছি তোমার পানে চেয়ে মুরশিদ দয়াল হয়ে।।

তোমার রূপে নয়ন দিয়ে যায় যদি নরকী হয়ে
তোমার দয়াল বলে ডাকবে না কেউ মুরশিদ আমার এ হাল দেখে।।

অধম তারণ নাম শুনেছি হাল ছেড়ে বেহাল হয়েছি
এখন ভব মাঝে পতিত হয়ে মুরশিদ ঘুরি কলঙ্কের ডালি বয়ে।।

পতিত পাবন নামের ধবনি শুনিতেছি দিন রজনী
অধীন পাঞ্জু হলো গুনমনি মুরশিদ কয় শ্রীচরণ দিয়ে।।

৭. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: সাই জালালের

এ ছুরত দোযখে যাবে, যে বলে সে গোনাগার
কি ছুরত বানাইলে খোদা রূপ মিশায়ে আপনার।।

মানব দেহেতে খোদা দম থাকতে হবে না যোদা
কেবা আদম, কেবা খোদা কে করিবে কার বিচার।।

দেখেলাম দুনিয়া ঘুরে দুই ছুরতে মিল না পড়ে
লক্ষ কোটি আকার ধরে সাজিলেন সাই নিরাকার।।

এই রূপ ধরিতে পারে তোমরা কি বলগো তারে
হয়কি না হয় এই আকারে বৃহৎ রূপটি আপনার।।

যে ডুবেছে রূপের সনে কালির লেখার আর কি মানে
সাই জালালের এ জীবনে সার হয়েছে একাকার।।

৮. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

ভাব সাগরে ভাবের মানুষ বসে আছে ভাব ধরে
খুঁজতে গেলে কইবা মেলে আওয়াজ বুঝে লও ধরে।।

ভাবে আসে ভাবে বসে ভাবে লেখে ভাবে দেখে
আনকতা তার নাইরে মুখে ভাবে বসে নিহারে।।

ভাবের মানুষ আলেক লতা ভাব ছাড়া সে কয়না কথা
পঞ্চভব তার হৃদয় গাঁথা আঞ্জুবান তার বেদ পড়ে ।।

জাতি বিদ্যা মহাতানা থাকতে দেহে ভাব হবে না
ভবা রে তোর স্বভাব কানা পড়ে রইলি কলের ঘোরে।।

৯. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: সাই জালালের

নাইরে খোদা মানবে হোদা দেখনা চেয়ে কুরানে
সাধের জীবন দাও বিসর্জন একজন প্রেম মানুষের চরণে।।

মুনশি আর মাওলানা কাজী যত সব হয় নামাজী
থাকে সবাই চক্ষুবুজি করিয়া তাহার ধ্যানে
যত কিছু সাধন ভজন, করছে মানুষ সারা জীবন
সত্যিকারে থাকলে সেজন পাইয়া যাইতো বর্তমানে।।

মানুষের ভেতরে খোদা, দম থাকতে হবে না যোদা
কেবা আদম কে খোদা বুঝ করিয়া লও মনে
আল্লা সব আলেমে লেখা, চোখ তুলে পাইলে না
বাকী রইলো তত্ত্ব শিক্ষা, যাওনা পীরের ছানে।।

আসল কুরান দেহ তোমার এর মধ্যে রয় তত্ত্ব খোদার
কালির লেখা আরবী আল্লার মুরতুজা রয় ইয়াছিনে
জালালে কর দেহের বিচার, করতে বাকী রইলো তোমার,
খুদি খোদার একই আকার নিগুর তত্ত্ব নিসন্ধানে।।

১০. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছাড়া ক্ষেপা রে তুই মূল হারাবি।।

দ্বিদলের মৃণালে সোনার মানুষ উজলে
মানুষ গুরুর কৃপা হলে, জানতে পাবি
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।।

এই মানুষে মানুষ গাঁথা গাছে যমন আলেক লতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা, জাতে তরবী
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।।

মানুষ ছাড়া মনরে আমার দেখবি রে সব শূন্যকার
লালন বলে মানুষ আকরে ভজলে পাবি
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।।

১১. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

গুরু তুমি পতিত পাবন পরম ঈশ্বর
অখন্ড মন্ডুলাকরন ব্যাপ্তং জগৎ চরাচর।।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনে ভজে তোমায় নিশি দিনে
আমি জানি নাকো তোমা বিনে গুরু তুমি পারাৎপর।।

ভজে যদি না পায় তোমার এ দোষ আমি দিব বা কার
আমার নয়ন দুটি তোমার উপর যা কর তুমি এবার।।

আমি লালন একষাড়ে ভাই বন্ধু নাই আমার জোড়ে
আমি ভুগোছিলাম পক্স জ্বরে সিরাজ সাই উদ্ধার।।

১২. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

এমনও সুভাগ্য আমার কবে হবে
দয়াল চাঁদ আসিয়া আমায় পার করিবে।।

সাধনের বল কিছুইতো নাই কেমন করে ঐ পারে যাই
কূলে বসে দিচ্ছি দোহাই অপার ভেবে।।

পতিত পাবন নামটি তার শুনে বল হয়গো আমার
আবার ভাবি এই পাপির ভার সে কি নিবে।।

গুরুপদে ভক্তি হীন হয়ে রইলাম আমি চিরদিন
লালন বলে কি করিতে এলাম ভবে।।

১৩. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: হালিম মিয়া

যে জন তোমার হৃদ মাঝারে- নির্জীবকে সজীব রে করে
দেকবি তারে প্রেম নদীর কিনারে,
আপন ঘরে রূপ সাগরে ডুবলে পাবি তারে।।

মোকাম লাহুত, নাছুত, মালকুত, জাবরুত, আড়ওয়া,
আরো মোকাস হাহুত খোঁজ মোকাম মাহামুদার ভেতরে
লা মোকমের খুললে তালা দেখবি সেদিন নুর তাজেল্লা,
রূপের মানুষ সদায় ঝলক সারে।।

তালা মারা কলেমাতে, চাবি রয় মুরশিদের হাতে
মুরশিদ ছাড়া খুলবি কেমন করে,
তোমার কত ভাঙা বেড়া, রিপুতে করেছে তাড়া
তুমি মনের বেড়া লাগাও শক্ত করে।।

ভবেরও মরা যারা, চর্ম চক্ষু বন্ধ করা
মাশুক বিনে কান্দে জারেজার
আমি যে দিকেতে ঘুরাই আখি, সেই দিকে তোমারে দেখি,
হালিম মিয়া চিনলো তোমারে।।

১৪. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: হালিম মিয়া

তিন দিকেতে বইতে পানি, ত্রিবেনী আর ত্রিমোহনা
মাকাম মাহামুদার ঘরে আল্লা নবীর বারাম খানা।।

এবার সম্মুখে ছুরাতের ময়দান ঘুরে বেড়ায় পাগল মস্তান
তারা বুকে নয় সবুরের পাষাণ লুকনা ঘরে লেনাদেনা।।

এবার উবর্ধ জগৎ সহস্রে মাকাম মাহামুদার ঘরে
কাবা কাওছার তার ভিতরে আশেক মাশেক লেনদেনা।।

হালিম কয় মেরাজে যেতে আশেকের মন ওঠে মেতে
বান্দার মেরাজ হয় সালাতে আগে কর তার ঠিকানা।।

১৫. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

হাওয়া দমে দেখ তারে আসল বেনা
কে বানলো এমন রং মহল খানা।।

বিনা তেলে জ্বলছে বাতি দেখতে যেমন মুক্তার মতি
জলময় তার চতুর্ভিতি, মধ্যে খানা।।

তিল পরিমান জায়গায় সেজে হদ্দ রূপ তাহার মাঝে
কালাই শোনে আধলায় দেখে ন্যাংড়ার নাচনা।।

যে গড়েছে এ রং মহল না জানি তারে রূপটি কেমন
সিরাজ সাই কয় নাইরে লালন তার তুলনা।।

১৬. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

মুখে পড়রে সদায় লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
আইন ভেজিলেন রাসুলুল্লাহ।।

নামের সাহিত রূপ ধিয়ানে রাখিয়া জপ
বে নিশানায় যদি ডাক চিনবি কি রূপ সেই আল্লা।।

লা শরীক জানিও তাকে পড়া এ নাম দেলে মুখে
মুক্তি পাবে থাকবে সুখে সেইতো এবাতউল্লাহ।।

বলেছেন সাই আল্লা নুরী এই জেকেরের দারজা ভারী
সিরাজ সাই তাই কয় ফোকারী শোনরে লালন বেলিল্লাহ।।

১৭. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

রাছুল রাছুল বলে ডাকি-২
রাছুল নাম নিলে মুখে আমি বড় সুখে থাকি।।

মক্কায় গিয়ে হজ্ব করিয়ে রাসুলের রূপ নাহি দেখি-২
আবার মদীনাতে যেয়ে দেখি রাছুল মরেছে তার রওজা দেখি।।

কুল গেল কলঙ্গ হলো, তার কিছু নাই দিতে বাকী
সোনার রাছুল মলো কলঙ্গ হলো-২ কেমন করে গৃহে থাকি।।

হায়াতুল মোরছালিন বলে দলিলে লেখা দেখি
দরবেশ সিরাজ সাই কয় শোনরে লালন রাছুল চিনলে আখের পাবি।।

১৮. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

কি হবে আমারও গতি-২
আমি কতই বেড়াই কতই শুনি ঠিক দাঁড়ায় না কোন পতি।।

যাত্রা ভঙ্গ যে নাম শুনে বনের পশু হনুমানে
নিষ্ঠা গুন যার রম চরণে সাধুর খাতার তার সুখ্যাতি।।

চামের কেটোয় গঙ্গা এলো কলার ডেগোয় সর্প হলো
এ সকলি ভক্তির বলে আমার নাইকো সেবল শক্তি।।

মেঘ পানে চাতকের ধ্যান অন্য বারি না করে পান
লালন বলে জগৎ প্রমাণ ভক্তির শ্রেষ্ঠ সেই ভক্তি।।

১৯. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

নিতাই কারো ফেলে যাবে না
তুমি ধরো চরণ ছেড়ো না।।

দৃঢ় বিশ্বাস করে মন ধর নিতাই চাদের চরণ
পার হবি পার হবি তুফান এপারে আর থাকবি না।।

হরি নামে তরী লয়ে ফিরছে নিতাই নায়ে হয়ে
এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে চরণ কেন নিলে না।।

কলির জীবের হয়ে সদয় পারে যেতে ডাকছে নিতাই
লালন বলে মন চলো যায় এমন দয়াল মিলবে না।।

২০. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: সাই জালাল

ডুবার মতো ডুবতে পারলে পাইবা একটা রূপের খনি,
ডুব দিয়ে তোল মনি ঘাটে নামলে হবে ধনি।।

ঘাটের নাম কীর্তিনাশা তার ভেতরে সাপের বাসা
চারিদিকে মাছি মশা, দিচ্ছে জয়ের ধ্বনি
বিনা মন্ত্রে নামলে ঘাটে সাপে অমনি ধরে ফনি
ফনা তুলে ছোবল মারে, খাটবে না আর ঔষধ পানি।।

সাধু, ওলি, কামেল যারা, সাপের ভয় করে না তারা,
দুই একদিন নাড়াচাড়া মালের হয় আমদানী
মেয়ে হয়ে মেয়ের বাজারে যাওনা চলি
তুমি মেয়ের বাজারে গেলে দেখতে পাবে রূপের খনি ।।

সাই জালালের কপাল মন্দ পার ঘাটাতে তরী বন্ধ
আমার কি করেবন পছন্দ আপে সাই রব্বানী
সেই ঘাটেতে কত মহাজন করছে মহাজনী
তুমি বছরেতে বার দিনে বাক্সতে লাগাও ছুরানি।।

১. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

দয়া করো মোরে গো ও বেলা ডুবে গেল
চরণ পাবার আশে রইলাম বসে আমার সময় বয়ে গেল
ও বেলা ডুবে এলো।।

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
সমবাজ্যের ডাংকা বাজলো
আমার মহাকালে ঘিরে নিলো
সঙ্গের সাথী কেউ নারে হলো
বেলা ডুবে এলো।

কি হবে আর অন্তিম কালে
রয়েছি বিনা সম্বলে
অধীন পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে
সাধের জনম বৃথারে গেল
বেলা ডুবে এলো।।

২. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

দীনের রাসুল এসেছে আরব শহরে দীনে বাতি জ্বেলেছে
দীনের বাতি রাসুলের রূপ উজালা করেছে।।

মুহাম্মদ নাম নুরেতে হয় নবুয়্যতে নবী নাম কয়
রাসুলুল্লাহ ফানা ফিল্লাহ আল্লাতে মিশেছে

মুহাম্মদ হন সৃষ্টি কর্তা, নবী নামে ধর্ম দাতা
রাছুল মারফতের ভেদ ওতে শরাতে বুঝইছে।।

জাহেরার ভেদ জাহেরাতে আশেকের ভেদ পুসিদাতে
রাসুল মহর নবুয্যত আক্কাছেরে দেখাইছে।।

রাছুল রূপ ধ্যানে আছে মনের আঁধার তার দুরে গেছে
অধীন পাঞ্জু ভাব বুঝে ভ্রমেতে ভুলেছে।।

৩. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: মনছুর সাঁই

এখন না চিনিলে পরে আবাব চিনিবো কবে
হাশরে কে উদ্ধারিবে আমার হাশরে কে উদ্ধারিবে।।

লাও লাখ কালাম কোন নবীর ছান
কোন নবীর পরে ছারে জাহান
বিবোরিয়া করো বয়ান, শুনলে মনের আঁধার যাবে।।

কোন নবী হয়েছেন ওফাত
কোন নবী করিলেন সাদাৎ
কোন নবী হয় বান্দার হায়াৎ খবর শুনির কিতাবে।।

যিনি হয় পারের কান্ডারী
কোথায় মোকার তার বসত বাড়ী
মনছুর বলে আরজ করি মায়ার বদ্ধ জ্ঞান অভাবে।।

4. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

সেই নবীকে চিনে করো ধ্যান
আহাম্মদে আহাদ মেলে আহাদ মানে ছুবাহান
আতি উল্লাহ আতিয়ুর রাছুল দলিলে আছে প্রমাণ।।

আউয়াল আখের জাহের বাতেন চার যুগে নবী বিরাজমান
বাতুনে থেকে নবী জাহেরায় দেয় তরিকদান।।

আল্লার নুরে নবী জন্ম হয় নবীর নুরে ছারেজাহান কয়
নুরে জানে আদম তনে নবী বসত করে বর্তমান।।

তরিক ধরো সাধন করো আখেরাতে পাবে আছান
বর্তমানে নাহি চিনে পাঞ্জু হলো হতজ্ঞান।।

৫. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

মেয়ের চরণ নেরে মাথায় করে
মেয়ে বিনে এ ভুবনে গতি নাইরে।।

ত্যাজে নারী বসবাসী মর্কট সন্যাসী
মেয়ের চরণে গয়া কাশী, দেখলিনেরে।।

বাঞ্ছা কল্প তরু ধ্বনি, সাধু শাস্ত্রে প্রমাণ শুনি
বৈদিক ধোকায় নাহি চিনি, কভু তারেরে।।

স্ত্রী রূপে সেই মা জননী রসিক মুখে হয় বাখানি
দুদ্দু রচে তার কাহিনী যুক্ত করে।।

৬. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: দরবেশ হাতেম শাহ

যারা কোন নবী করিলেন জারি
যে জান সেই নবী নামা বল দেখি তাই আমারী।।

কোন নবী হয় আব্দুল্লার ঘর
কোন নবীর পর পরওয়ানার ভার
কোন নবী হয় বন্দার হায়াত ভবে করতাছে ইন্তেজারি।।

মিরাজে যান কোন নবী
কোন নবী আজম ছবি
কোন নবীর হয় চৌদ্দ বিবি কোন নবী আউয়াল আখেরী।।

কোন নবী কালেবে বসে
কোন নবী পাক পাঞ্জাতনে মিশে
দরবেশ হাতেম শাহ তাই পাইনা দিশে নবী পুরুষ কিংবা হয় নারী।।

৭. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: দরবেশ হাতেম শাহ

জেন্দা পীরের খান্দানেতে কর তাহার উল
পড় ওয়ালা আলী মুহাম্মদ রাছুল
মকানা মোহাম্মদা মরে নাই সে আছে জেন্দা
সেইতো রাহা কলেমা কলেন্ডা বুঝিয়া কর কবুল।।

কলেমার ধজেতে রয় আহাম্মদী ছুরাত তাতে হয়
রয়েছে বান্দার ছিনায় ছিনায় সেই তো ভজনের মূল।।

যে কালেমার মুহাম্মদ হয় নবী নামের নাই পরিচয়
দরবেশ হাতেম শাহ ঐ কলেমায় নবীজির বৃত্তান্তের মূল।।

৮. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

রূপ সাগরে রূপের মানুষ বসে আছে রূপ ধরে
ধরতে গেলে না দেয় ধরা, সদায় ঝলক মারে।।

রূপে রূপে আছে মায়া জলে যেমন চাঁদের ছায়া
তেমনি দেখ রূপের কায়া আছে এই দেহের পরে।।

রূপের মানুষ অধর ধরা স্বপ্নতে যায় না ধরা
আয়নাতে যদি লাগাও পারা দেখবি নয়ন ভরে।।

রাজ্জাক সায়ের এই নিবেদক গুরু বাক্য করলে পালন
সেই দিবে তোর রূপদর্শন দেখবি জীবন ভরে।।

৯. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

আল্লার প্রেমের প্রেমিক যারা, প্রেমের ধ্যানে আছে তারা,
সদায় থাকে বসে রূপ নিহারে আমার বান্ধব রে
নিগুঢ় প্রেমের তত্ত্ব কথা বলবো আমি কারে।।

সদায় থাকে ধ্যানে জপে মালা নিশি দিনে
মিথ্যা কথা কয় না কভু তারা
আমার বান্ধব রে দেখলে তাদের মায়া হয়,
বলছেন আমার মালেকে সাই চক্ষু থাকলে দেখ সুনজরে।।

সদায় থাকে রূপ নিহারে দেলে দেলে জেকের করে
কেউতো শুনতে নাহি পাই
রূপ সাগরে ডুবলে পরে দেখতে পাবি রূপের ঘরে
রূপের মানুষ সদায় ঝলক মারে।।

বাউল রাজ্জাক ভেবে বলে সুস্থ প্রেমের প্রেমিক হলে
জীবন যৌবন যায় না বিফলে
তাই দেখ মনছুর হেল্লাজ
শিরকাটিলেও হয় না নারাজ জীবন দিলো আল্লার প্রেমের পরে।।

১০. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

আমার সাধন ভজন সবই গেল কামের বশে পড়ে
কি হবে গুরু আমার এই ভবের পরে।।

ভবেতে আসলাম আমি কত কড়াল করে
তোমারে ডাকবো দয়াল সারাজীবন ভরে
এখন কামের জালে আটকে পড়ে ঘুরছি কলের ঘোরে।।

কাম রিপুর যন্ত্রণাতে জ্বলি সারাক্ষণ
কেমনে করি দয়াল তোমারে স্মরণ
আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব হলো হরণ কেমনে যায় ঐ পারে।।

বাউল রাজ্জাকেরি মনের বেদনা
গুরু আমার সঠিক পথের সন্ধান বলোনা
ভবে এই অভাগার মরণ যন্ত্রণা গুরু ঘুচবে কেমন করে।।

১১. আব্দুর রাজ্জাক

গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

কদম ডালে বসে কালা বাঁশরী বাজায়
আমি সখি অভাগিনী আমার কেহ নাই
ও তার বাঁশির সুরে হৃদয় হরে সখি প্রাণে বাঁচা দায়।।

আমি যখন রানতে বসি কালা তখন বাজায় বাঁশি
আমি রান্না থুইয়া কেমনে আশি আমার প্রাণে ধৈর্য নাই।।

বাঁশি বাজে মধুর সুরে মন যে আমার কেমন করে
আমি এসব কথা বুঝায় কারে আমার শোনার মানুষ নাই।।

কি বলিব মনের কথা সে যে আমার হৃদয় গাঁধা
বাউল রাজ্জাকেরি মনো ব্যথা সখি কি করে বূঝায়।।

১২. আব্দুর রাজ্জাক

গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

আদমে আল্লা মিশো আছে
তাই ফেরেশাতারা সেজদা করেছে।।

আদমে আছেন আল্লা মেরাজে রাসুলুল্লাহ
দেখালেন তাহার হিল্লা এই ভবে এসে।।

আদমে আল্লা না থাকিলে পাপ হইতো সেজদা দিলে
তাইতো সব ফেরেশতা মিলে সেজদা করেছে।।

আল্লা বলেন ফেরেশতারে সেজদা করো আমার আদমেরে
আজাজিল বুঝতে নারে, শয়তান হয়েছে।।

তাইতো বাউল রাজ্জাক বলে বরজখ ধরে নামাজ পড়িলে
মেরাজ তার হয় কপালে প্রমাণ হাদীসে।।

১৩. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

নাই সফিনায় নাই খোদা ছিনায় দেখ বর্তমান
রূপ না দেখে সেজদা দিলে দলিলেতে কয় হারাম।।

বরজগ ব্যতীত সেজদা, কবুল করে না খোদা
সকলি হবে বেফায়দা, নামাজ হবে ছুবাহান
কোন কুপেতে বসে তুমি কারে ডাকো মমিন চাঁদ।।

আলহামদু কুলহুআল্লা, এই দেহেতে আছে মিলা
আত্মাহিয়াতু আত্মায় আল্লা তিনি দেহে বর্তমান
মানব দেহে বিরাজ করে খোদে খোদা সুবহান।।

লাহুত নাছুত, মালকুত, জবরুত তার উপরে আছে হায়ুত
কুরানেতে রয়েছে ছাবুত পড়ে দেখ অভিধান
নয় দরজা বন্ধ করে, বরজখের করো বিধান।।

স্বরূপ যারে বলে, মুরশিদের দয়া হলে
জবরুতের পর্দা খুলে দেখায় সেরূপ বর্তমান
সেরাজ সাই কয় শোনরে লালন আর হবে তোর কবে জ্ঞান।।

১৪. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

চাঁদ হতে হয় চাঁদের সৃষ্টি চাঁদেতে হয় চাঁদময়
সৃষ্টিতত্ত্ব আজব লীলা আমি শুনতে পাই।।

জল হতে হয় মাটির সৃষ্টি
জল দিয়ে জল হয়গো মাটি
বুঝে দেখ এই কথাটি, ঝিয়ের পেটে মা জন্মায়।।

এক মেয়ের নাম কলাবতী
নয় মাসে হয় গর্ভবতী
এগার মাসে সন্তান তিনটি, মেঝটা তার ফকির হয়।।

ডিমের ভেতর থাকে ছানা
ডাকলে পরে কথা কয় না
সেথায় সাইয়ের আনাগোনা দিবা রাত্রি আহার জোগায়।।

মাকে ছুলে পুত্রের মরণ
জীবগণে তাই করে ধারণ
লালন বলে আজব ধরম হাটে হাড়ি ভাঙবার নয়।।

১৫. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: পাগলা কানাই

অধীন পাগলা কানাই কয়, চইড়া পোড় প্রেমের নায়
রাত্রদিন বইসা ভাবি হায় রে হায়-২

ডুবু ডুব প্রেমের তরী কখন যেন ডুইবা যায়
এই ভাবনার ভাবছি আমি, কখোন যেন প্রাণ যায়।।

একে মোর জীর্ণ তরী, পাপে বুঝায় হইছে ভারী
কেমনে দিব পাড়ী, পারের সম্বল নাই
এ নৌকা বাইতে বাইতে আমার দিন তো চলে যায়।।

শোনওরে মন ব্যাপারী ভব নদী দিবি পাড়ি
গুরু যার আছে কান্ডারী পারের ভয় তার নাই
ওসে অনায়াসে পাড়ি দিয়ে ঐ পারে চলে যায়।।

১৬. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: দুদ্দু শাহ

আমার আশা যাওয়া ফুরাবে কবে
ভবনদীর মাঝে বারে বারে যায় গো ডুবে।।

ভব নদীর তুফান ভারী গুরু এসে হও কান্ডারী
নইলে মারা যাবে তরী কাম কুম্ভীরে ধরে খাবে।।

যদি মারা যায় বিপাকে দয়াল বলে কে ডাকবে তোমাকে
পাপী বলে ফেলো যাকে ওনি তারে কোলে নেবে।।

দীন দুদ্দু বিনয় করে লালন সাইজির চরণ ধরে
সাই আজ আমার তরী যেন না ডোবে।।

১৭. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: গোসাই চাঁদ

আপন দেহের খবর জান,
দেহের মধ্যে পরম বস্তু বাইরে খুঁজলে পাবে ক্যান।।

রক্তধাতু, শুক্রধাতু মাত-পিতা দুইজন
ও তার শুক্র ধাতু পরম পিতা তাহারে ভজনা কেন।।

কুলকন্ডারী সহায় রেখে উর্ধ্বে বাদাম তোল
দশ ইন্দ্রকে শিষ্য করে জ্ঞান বর্শিতে টেনে আন।।

দেহের সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র পঞ্চতত্ত্ব গুরুর কাছে জান
গোসাই চাঁদে বলে নিগুম ঘরে আছে গুরুর বস্তু ধন।।

১৮. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: লালন সাঁই

মানুষ ভজনে কথা জানাই তোরে
যাহাতে অমর হবি যম যাতনা যাবে দুরে।।

নর নারী নির্বিকার হয়ে দোহাকে জানবি দ্যোহে
জীবনের অকৈতব গৃহে আত্ম তত্ত্বে খবর করে।।

যাহাতে সৃজন বর্ধন যোগে তাহা করবি গ্রহণ
দীর্ঘ পর মায়ুর কারণ জনম তার মরণের দ্বারে।।

এ দেহকে নিত্য ভেবে আত্ম বস্তু খুঁজে নেবে
লালন সাই বলছে তবে জানবি দুদ্দু মেয়ে ধরে।।

১৯. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

কেমনে পাবো দয়াল আমি তোমায়
আমি দিবা নিশি খুইজা বেড়ায় এই না ধরায়।।

তোমায় দয়াল পাইবার আশে
ত্রিবনীর ঘাটে রইলাম বসে
কাম নদীর এক ধাঁক্কা এসে আমার সাধন ভেঙ্গে যায়।।

শুনে তোমার নামের ধ্বনি
জপলাম মালা দিন রজনী
তবু আমি দিন দুঃখিনী আমার কেহ নাই।।

তাই তো বাউল রাজ্জাক বলে
কোথায় গেলে দয়াল মেলে
মুরশিদ তুমি দাওনা বলে আমার প্রাণে ধৈর্য নাই।।

২০. আব্দুর রাজ্জাক
গীতিকার: আব্দুর রাজ্জাক

কি নামাজ পড়িলে জীবের আঁধার যায় দুরে
বল বল বল গুরু আজ আমারে।।

নামাজের তত্ত্ব না জানিলে
সাধন ভজন আমার যাই বিফলে
তাই রয়েছি আমি পাগল হালে এই ভব বাজারে।।

নামাজ শুনি অনেক প্রকার
কোন নামাজে হয় আল্লার দীদার
কোন নামাজ হয় উম্মতের উপর বলো গুরু আমারে।।

কোন নামাজে হয় মিরাজ
কোন নামাজে হয় আখেরের কাজ
অতি বিনয় করে বলছে রাজ্জাক গুরুর চরণ ধরে।।

১. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

এসো মাগো শরিয়তি করিগো মিনতি
আমার এই কণ্ঠে এসে কর ভর,
তোমার অবধ সন্তানে বুকে এসো আমার ভিতর।।

সরস্বতি-২ কুল বরণে, রক্তের বিবি শিব কুল ভুল করণে- ২
হরা লক্ষি পর লক্ষি তোর গলায় দেখি গজ মর্তো
আমার এই কণ্ঠে আসি কর গো ভর।।

ছয় রাগ ১৬ রাগিনি মা তোমার উপরে
তুমি না হইলে সহায় কে গান গাইতে পারে
বৃদ্ধার ভার তোমার উপর দিয়াছে সাই পরয়ার
আমার এই কণ্ঠে আশি কর ভর।।

অধম আকবার বলে মনরে আমার কেহ নাই জগতে,
তুমি না হইলে সহা বেগান গারতে
পাবে যেদিন প্রাণ পাখি উড়ে যাবে ভবের খেলা
সাহা হরে সঙ্গে আমার কেউ না যারে
ভরসা আত্তাপ সাইর উপর।।

২. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

তুই ছাড়া মোর প্রাণ বাঁচেনা
ও মা ফাতেমা মাগো তোর কথাটি মুখে বললে দুঃখ কষ্টে থাকে না।।

আল্লাহ তোরে মা ডেকেছে. বেহেসতের চাবি দিয়াছে
তোর কথা যার মনে আছে দোযকে সে যাবে না।।

নবীর নন্দীনি তুমি, তুমি হও মা জগত জননী
তোমায় মা বলেছে কদের গনি বলেছে সাই রাব্বানা।

ঐ জগতের কর্তা তুমি,
তোমায় কোন সাধনে পাব আমি
তুমি তরাও হয়ে জগত স্বামী আকরব কে যেন ভুলনা।।

৩. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

মাগো গোবিন্দ এলো দরোজায়
তুমি কোলে নিবা কি ফিরিয়ে দিবা তরায় করে বল তায়।।

মাগো শিশু কালে তোমার কোলে রেখে ছিলে রিদ কমলে,
সামান্য অপরাধ পেলে কান ধরে মারতে আমায়।।

বাঁশের বাঁশি হাতে ধরে বাজাইতাম রাধা সুরে
কখনও থাকি বৃন্দা বনে কখন থাকি মথুরায়।।

থাকি আমি ভক্তের কাছে, আমি ছাড়া কি ভক্ত বাঁচে
অধম আকবর এই গান গাবে গুরু আত্তাপ সাইজির কৃপায়।।

৪. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

আমার সাইজির প্রেমে যার মন মজেছে রে সখি
সেকি ঘরে রইতে পারে।।
ওসে জলন্ত অনলের মতো জ্বাল জ্বলছে তাহার অন্তরে, সে কি।।

আমি প্রেম না করে ছিলাম ভাল, প্রেম করে কি জ্বালা হোল সখিরে
আমার সোনার যৌবন বৃথা গেল, সাইজি রইলো বহু দুরে।।

আমার সাইজির সঙ্গে প্রেম করা,
যেমন কাঁচা বাঁশে ঘুণে জ্বরা সখিরে,
দেহ থাকতে আত্মা মরা কেন্দে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে, সে কি ।।

সাইজি কথা মনে হলে, ছুটে যাই সেই নদীর কুলে, সখিরে
এই দুঃখ যাবে আকবর মলে, দুঃখ চলে যাবে চিরতরে।।

৫. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

ভবে এসে সাধন করে পেয়েছি এক চাপা কল
ঐ কলেতে পড়ে আমার গেল দেহের বুদ্ধি বল।।

১৪ ভুবন কলের মদ্ধে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়,
আমি গেলে সকল ভুল সঙ্গে সঙ্গে মরণ হয়,
কত পীর পয়গমবর অলি আওলিয়া ঐ কলে হয় চলা চল।।

অবহেলায় দিন বয়ে যাই বুঝেও কিছু বুঝি না,
গেলে ঐ কলের কাছে বিবেক বুদ্ধি থাকে না,
অচবিতে চাপন দিলে ছনাত করে পড়ে জল।।

সাধু যারা বাঁচে তারা আমার দ্বারা হোল না
ঐ কলের ভিতর চোমক আছে বুঝে জ্ঞান হোল না,
আকবর পড়ে ঐ চাপা কলে বাহির হোল মুত্র মল।।

৬. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

আমার দেহ নদীর জোয়ার আসলেরে,
মাঝি মাল্লার নাইরে অভাব।
আমি দুদিন পরে যাব মরে, পড়ে রবে এই দেহ খাপ।।

মাসে মাসে জুয়ার আসে দেহ নদীর ভিতরে,
সেই জোয়ারে ভাসিয়ে তরী সাধকরা যায় পারে,
আমি যোগ না চিনে পাড়ি দিতে,
শেষ কালে হয় কাশি আর হাপ।।

ঐ জোয়ারে ভেসে এলাম, এই যে দুনিয়াই
এসে দেখি মাতা-পিতা আরো জোড়ের ভাই
এরা কেউ নাই আপন সব অকারণ
শেষ বিদায় বেলা করে দিও মাফ।।

এই জীবনের যৌবন কালে এক রমনী এলো
আমার বায়ে বসে দিনে রাতে আমায় চুসে খেল,
এখন গেল আকবর তোমায় বাহার
আত্তাপ সাইজি করে দিও মাফ।।

৭. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

তোর জ্বালায় প্রাণ গেলরে নিঠুর বন্ধু তোর জ্বালায় প্রাণ গেল
আমার বেথা ভরা বুকের মাঝে প্রাণ বন্ধু ছিল।।

ও বন্ধুরে প্রথমও যৌবনের কালে,
তুমি আমায় বলেছিলে, ভুলিব না এ জীবন গেলে রে।।

ও বন্ধুরে একলা ঘরে শুয়ে থাকি,
স্বপনে তোমায় দেখি, ঘুম ভাঙ্গি না পায় তোমার দেখারে।।

ও বন্ধুরে, যারে দিলাম মন প্রাণ
তারে আমি ভুলব কেন এই জ্বলাতো সহে না অন্তরে।।

ও বন্ধুরে অধম আকবর ভেবে বলে
না বুঝিয়া প্রেম করিলে অবশেষে ঘটিবে জঞ্জাজওরে।।

৮. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

আমার জীবন যৌবন সর্ব ধন দান করিলাম বন্ধুর পায়
ওরে বিদেশে মোর প্রাণ বন্ধু ছেড়ে যায়।।

নাবাল কালের ভালবাসা, আশা ভরা বুকে,
পিপাসিত চাতক আমি চেয়ে বন্ধুর মুখে,
হোলাম বন্ধু হারা, পাগল পারা, এখন কোথায় গেলে তোমার পায়।।

কাঁন্তে কাঁন্তে চোখের জল আমার গেল শুকাইয়া
আশায় আশায় জীবন প্রদীপ গেল নিভিয়া,
আমি কার কাছে কই মনের বেথা কে মোরে সান্ত্বনা দেয়।।

নিষ্ঠুর অতি প্রাণের পতি বন্ধু পাষাণ তোর দেহ মন
কাঁচা মনে দাগ লাগালি বন্ধু সহিব কেমন
আবুল তোর লাগিয়া কান্দে বইয়া
যেন মৃত্যু কালে তোর দেখা পায়।।

৯. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

পয়সা হাতে না থাকিলে পর হয়ে যায় জোড়ে ভাই,
এভবে পয়সা যারও নায়, তার কথায় কোন মূল্য পাই।।

পয়সা থাকলে সনমান বাড়ে, না থাকলে হয় বদনামি,
পয়সার জোরে বড় লোকের ঘরে বিয়ে করেছিলাম আমি,
এখন সকল গেল ছাড়েখার, দিলাম দুদিনের বাহার,
ছাপার শাড়ি না কিনিলে বউতি আমার মুখ ঘুরাই।।

যখন আমায় বিয়ে কবলে কত বিলাউচ পাওডার দিয়ে ছিলে,
টেডি একখান শাড়ি পরে বেড়াতাম হেলেদুলে
এখন হাতে পয়সা নাই, টেডি শাড়ি জোটে নাই
গিন্নি বলে মিনসে রে তোর পাতে দেব আকার ছায়

পয়সাতে হয় মেম্ববারি ভায়, পয়সাতে হয় চিয়ারমেন
পয়সাতে এসডিও সাহেব পয়সাতে হয় লাট সাহেব
আমার যখন হাতে পয়সা ছিল কত লোকে বলিত ভাই।।

এখন এতো খাটন খেটে আসি গিন্নি বলে সরে বয়
খুয়াজ শা কয় আকবর বোকা পয়সার লোব তোর গেল নায়

কত বাদশা আমির ছেড়ে পয়সা হই মোরে দেওয়ানা
পয়সা হোলে রাছুল মিলে হাজিরা যাই মক্কায় চলে
আল্লার দেখা পাব বলে, হজ করিয়া হাজি হয়।।

১০. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

ছিলাম আমি অনেক দুরে
এসে খনেক দেখা পেয়ে তোরে
মাইয়া ফাঁশি আপন গলে নিলাম
একা ছিলাম কেনবা আমি মাইয়া বাড়াইলাম।।

লক্ষ লোকের চোখের পরে,
প্রথম যেদিন দেখলাম তোরে
চোখে চোখে যখন তাকাইলাম,
আমার জীবন যৌবন শুপে দিয়ে রইলাম আসা পথে চেয়ে,
তোরে একদিনও না কাছেতে পাইলাম।।

মাসে মাসে দেখা দিও,
আমার কথা না ভুলিও
ছোইহ তোমার মাথার কিরে দিলাম,
তোমার কথা মনে হলে বুক ভেসে যাই নয়ন জলে
শাড়ির আচল দিয়ে চোকে জল মুছিল।।

তোর অঙ্গেতে বেন্ধে ঘর,
আপন জনা করলামরে পর,
তবু তোর মনের খবর কিছুই না পাইলাম,
অধম আকবর বলে বড় বেথা,
কার কাছে কই মনের কথা,
আমার বেথার কথা কারো না কইলাম।।

১১. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

আমার জানেরও জানরে
তুমি আমায় কেমনে থাক ভুলে
আমি যে দিন হতে ফুলের মালা, ওরে বন্ধু দিয়াছি তোর গলে।।

প্রথম যে দিন মনের কথা হইল তোমার সনে
এই জগতে তুমি আমি জানিরে দুই জনে
আমার মনের কথা সকল শুনে, ওরে বন্ধু আমায় গেলে ফেলে।।

আদর ভরা মুখখানি তোর, মায়া ভরা চোখ,
শুরু তোর চিন্তা করে আমার, হইল কঠিন রোগ,
আমার রোগ বেধি সব ভাল হবে, ওরে বন্ধু তোমায় কাছে পেলে।।

গোপন প্রেমের বেশি বেথা, কেহই না তা জানে,
একবার কাছে পাইলে তোরে কথা কইতাম কানে-২
আমার এই দুঃখ সব পাসরিবে অধম আকবর মারা গেলে।।

১২. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

অভাগিনি একলা ঘরে বসত করা হোল দায়
আমার বেথার দোসর কেবা আছে আমার সঙ্গে কথা কয়।।

ফাগুন মাসের মুন্দা শীতে গৃহে রয় না আমার প্রাণ,
সে আমারে ভালবাসে তারে দেখাল জুড়ায় জান,
তারে দেখলে পরে চিনা যায়রে হেসে হেসে কথা কয়।।

এমন মানুষ পায়লে দেখা মনের কথা বলিব
হৃদয় মাঝে আসন করে সেই আসনে বসাব
এমন মানুষ ভবের পরে দুই এক জনা পাওয়া যায়।।

দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ভুবনে,
আকবরের চোখ পড়িলে যায় ঘটেছে সেই চেনে
আমার মনের বেথা বলবো কোথা, যদি বেথার বেথিত পায়।।

আকুল দাস

১.

বড় ব্যাথা পাব দওয়াল তুমি না আসিলে,
তুমি যদি নাই বা আসো অভাগিনি কি দোষ করল।

পাশের বাড়ী আসো দয়াল আমি আশার আসে
আজিরে চরণ ভুলে,
খোরশেদ বেড়ায় দেশে দেশে
বড় ব্যাথা পাব কি দয়াল তুমি না আসিলে। ।

২.
তুমি ভালো থেকো নতুন বাজারের ঠিকানায় মোবাইল করো,
পল্লী হসপিটাল মর্ডানপাড়া কাঞ্চন নগর দৈনিন্দ বাজার,
এই বাজারের কমিটি যারা জ্ঞানী গুনী মানে তারা।
সকাল সন্ধ্যা দেখা শুনা করে তিনারা এই বাজারে
অধীন ষষ্ঠি বাউল বলে আকুল মরলো গো ড্রেনের কোলে।।

৩. আকুল দাস
গীতিকার: যাদু বিন্দ
ধর্ম মাছ ধরব বলে ভক্তি জ্বালা ছিড়ে গেল
কু সঙ্গে সঙ্গ নিলাম কুখানে বিলগাঁ পালাম,

সত্য সে ধর্ম বিলে সুরশি বাগদি দুলে ছিককে জাল
ঠেলে তারায় মাছ ধরলো ভালো,

আমি হিংসা নিন্দা গুঁগলি ঝিনুক পেয়েছি কতো গুলো,
মাছ ধরা পেঁচ পড়েছে পাঁচটা
ভুত আমার পেঁচ লেগেছে ভয়ে প্রাণ আমার চুমকি গেছে,
যাদু বিন্দু বলে চরণ ভুলে হয়েছি এলোমেলো।।

৪. আকুল দাস
গীতিকার:

আমার ও যে মনের ব্যাথা বিদয় গাঁথা আছে,
সখি বলবো কার কাছে
সে যদি আমার হতো কাছে এসে দেখা দিতো,
সমির বলে মোমের পুতুল মজালি তোরাই দুকুল,
এবার বুঝি পড়েছে ভুল
ভুলে পড়ে গেছে আমার
ও যে মনের ব্যাথা রিদয় গাঁথা আছে।।

৫.
তোরা সবে ঘিরে দাঁড়ারে
মিলেরে সব সখি জন্মের মতোন তোদের দেখি,
আমি মরলে প্রাণো সইরে মরিস না মনের খেদে

এতো কাঁদি প্রাণো সইরে
ভাবি কান্নায় শেষে এবার মরে জন্ম নেবো প্রানো বন্ধুর দেশে

অনাতের এই বাসনা
পাই যেনো বন্ধুর দেখা
তোরা জন্মের মতো আমার বিদায় দে।।

৬. আকুল দাস
গীতিকার: ভবা পাগলা

আয় আয় কে চড়বি কোলির সাইকেলে
দুদিক চাকা মধ্যে ফাঁকা চাপতি হবে ঠেং তুলে

সাইকেলের ডবল বেল আলা
বুড়ো ছুরা দেখলে তাদের মন হয় উতালা,

মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বেল বাঁজায়তে
সাইকেলে হাড়পাম্প দিয়ো না
টায়ার টিউ ঠিক রেখো ভাই লিক যেনো হয় না

ভেবে ভবা পাগলা কই সাইকেলটি মানবদেহে হয়,
স্বাদের জন্ম রবে পড়ে টানবে কুত্তা শিয়ালে।।

৭. আকুল দাস
গীতিকার: কোমদ কান্ত

আমার জীবনের আর আশা নাই বাঁচিবার আর স্বাদ নাই
পুরা দেহের হলো না রে আমার বন্ধুর সেবা,

আমার মতোন অভাগিনীর এজগতে কে বা
এতো কাঁদি প্রাণো সইরে ভাবি কান্নার শেষে,

এবার মরে জন্ম লই প্রানো বন্ধুর দেশে
অনাতের এই বাসনা পায় যেনো তয় দেখা,
আমার জম্মের মতো তোরা বিদায় দে।।

৮. আকুল দাস
গীতিকার: লালন সাঁই

এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে, কেবা না মজেছে সখি
কারও কথা কেউ বলে না, আমি একা হই কলঙ্কি

অনেকেতে প্রেম করে, এমন দশা ঘটা কারে,
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, শ্যামের পদে দিয়ে আঁখি।

তলে তলে তল গোজা খায়, লোকের কাছে সতী কওলায়,
এমন সৎ অনেকে পাওয়া যায়, সদয় যে হয় সেই পাতকী

অনুরাগী রসিক হলে সে কি ডরায় কুল নাশিলে,
লালন বলে ফুচকী খেলে, ঘোমটা দেয় আর চায় আড় চোখী।।

৯. আকুল দাস
গীতিকার: লালন সাঁই

তোমরা সবে দেখোছো গো আমার ভাগ্য হলো না মনোচুর
জেনতে মরা বাস করে নিগমের ঘরে

মরলে পুত্র বা পতি সে মরার হয় কোন সতগতি,
তোমরা সবে দেবে গো আমার ভাগ্য হলো না রে।

যার থুয়ে এলাম দাম করে, সে মরা কেন দেখি ঘরে,
চারটি ঘাটে চারটি চারটি ঘাটে ভাসে তারা,
লালন তাই ডুবে থেকে সে মন সন্ধ্যান করে।।

১০. আকুল দাস
গীতিকার: লালন সাঁই

এই দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথায় যায় না যানি
পেয়ে এক ভাঙ্গা তরি জনম গেলো সেচতে পানি

আমি বা কার কে বা আমার উদয় হয়না দ্বীনো মনি
দোষ দিবো কার এই ভূবনে হিন হয়ে ভজন বিনে,

লালন বলে কতদিনে পাবো সাহের চরন দুখানী
এদেশে এই সুখ হলো আবার কোথায় যায় না যানি ॥

১১. আকুল দাস
গীতিকার: বিরেন দাশ

১৩শ ৯১ সন ৩২শে শ্রাবণ শুক্রবার সময় বেলা ৮ ঘটিকায়
মরীমরে মন মহত শ্যামুল্য গুশাই
তিনি ছিলেন মোদের উপদেশ দাতা
মনের দঃখ চিন্তা দুর হত শুনে তোমার কথা,
তুমি না হও অগেন ছিল আত্ম তত্ত্ব গেন সব মানুষের সাম গেন তুমি
দিতে সব সময় এলো স্তভো দান পরমক গমন
শ্যামুল্য গুসাই ডাক পেল
কাশি বাদ্য যন্ত্র যত শুনে তোমার সহিত হত মনা শ্যামুল্য গুসাই
বিরেন দাশের কান্না হয় সার
তুমি গেলে ওই কবপার ওনাত দেখা হল না
আমায় ভাবলাম ভাগ্যে এহায় ছিল।।

১২. আকুল দাস
গীতিকার: নিয়ামত চাঁন

ওরে বন্ধ করে করো খেলা ওরে আমার অবুঝ মন,
আওলো খাওলো করলে খেলা ঠুকবে রে তোর ভিষণ জ্বালা

পাপ করে যাও গয়া কাশি সেখানে যেয়ে করো চুরি,
নিয়ামত চাঁন রশিক বলে দেখে হলাম অচেতন
দেহ বন্ধ করে করো খেলা ওরে আমার অবুঝ মন।।

১৩. আকুল দাস
গীতিকার: কোমদ কান্ত

গৌর দেশে যাবি যদি মন পাসপোর্ট করতে হয়,
ঢাকায় যাবি ভিসা নিবি নয়লে উপায় নাই,
শ্রদ্ধা মুখে ভক্তি দিলে তিন খানা ফটো চাই।।

দর্শনাতে গেলে পরে রে মনের আন্দার ঘুঁচে যায়
বান পুরেতে শিব লিঙ্গ দেখলে প্রাণ জুড়ায়,
আড়ং ঘাটে গেলে পরেরে যুগল কৃষক দেখা যায়

নয়স ভরে দেখলে জীবের তিতাব দূরে যায়,
রানা ঘটে গেলে পরেরে চার মুকামের ভেদ
চার দেশের চার লাইন গেছে যে বা যেথায় যায়
অধীন কান্ত ভেবে বলে ছিদাম নবদ্বীপে যায়,
সুরুপগঞ্জে পাড় হইলে গৌর গঙ্গা দেখা যায়।।

১৪. আকুল দাস
গীতিকার: বিরেন পাগলা

বেনারশি বটতলায় বশি উদয় করল শশী লয়ে সিদ্ধির ঝোলা।।
লাল কাপুর পড়ে করিতেন ভ্রমন হিংসা জাতি ভেদ ছিলনা

তখন শংক চিন্তা সিংগালয়া করিলেন আসন গুঁসাই
সিদ্ধি সাজে একা একা, নামযজ্ঞ করিতেন প্রচার।।

তিন দিন ধরে নামজ্ঞসার হামদহ বটগাছের তলায়।।
বৃনদাশ আর স্বমূল্য গুঁসাই বললেন সাধুবাবার নিবাস কোথায়,
সাধু বললেন বাড়ী মিথিলায় থাকি মাগুরা সাত দোয়ার তলায়।।

১৩শ ৮৫ সাল পূর্ণ হলো কাল ১১ ই ফগণ্ডুন শনিবারের বয়কাল
সন্ধ্যায় ৭ ঘটিকায় তিনি পর লোকে যান,
দেখে নর উত্তম গুঁসাই হয় উতালা ভেবে বলে বিরেন পাগলা
মুন্দিরের ছাঁদ কেনো আগলা,
সাবদাল সাহা কয় নরলিলাময় থেমে থাকো স্বমূল্য পাগলা
ধন্য আনন্দ সরি কালীতলা।।

১৫. আকুল দাস
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

রানী যশেদা বলে, উঠরে দুগ্ধের গোপাল, উঠরে মা বলে।।
আমি তাপিত প্রাণ শীতল করি, করিরে কালে।।

পুর্বে উদয় হলো ভানু, কোলে আয়রে প্রাণের কানু,
লনী খাওরে সকালে, বলাই ডাকে গোষ্ঠের বেলা, রইলো বলে।।

হাম্বা রবে যত ধেনু কানাই পানে চেয়ে কেন,
রবে করে সকালে, দিবনা দিবনা গোপাল, রাখালের দলে।।

লাই তুমি ডাকছ কেন দিবনা আর কৃষ্ণ ধন,
আমার এ প্রাণ গেলে, বলে লয় আমার গোপাল, রাখ বদ হালে।।

বনে লয়ে কৃষ্ণ ধনে, স্কন্ধে চড়াও চড় কেনে,
আমি শুনেছি কানে গোপাল ভুলে পাঞ্জুর জনম গেল বিফলে।।

১৬. আকুল দাস
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ভক্তির জোরে না ধরিলে মুখের কথায় কে পায় তারে।।
হরিভক্ত ছিলো বিদুর একজন একমুষ্টি অন্ন না ছিলো ঘরে।।
খুদে অন্ন্য প্রভু ভজন করে, বনের পশু ভক্ত হুনিমান,
শ্রীরাম চন্দের শ্রীপদ পদের সুপে ছিলো প্রাণ।।
চিত্র পটে রামরূপ ছিলো দেখায় হুনু বক্ষ চিরে,
হরিভক্ত ঋষি একজন কেটুর জলে গঙ্গায় সে দিলো
দরোশন গ্রাসে ঘন্টা স্বর্গে বাঁজে অধিন পাঞ্জু কেঁদে ফেরে।।

১. চুমকি খাতুন
গীতিকার: রফিক
আমারে নিবানি তোমার নাই
খাজা মালেক আমারে নিবানি তোমার নাই,
আমার ভাঙা মন্তব ছিড়া বাদাম কেউ তো মানে না বইঠাই ॥

ভাবো নদীর ডেউ দেখিয়া পরাণ কাপে ডরে,
কেউ আমাই করলো না সঙ্গী সবাই গেলো ছেড়ে,
তুমি মালেক সঙ্গে নিয়ো বসে আছি এই আশায় ॥

তুমি হও নায়েবে রাসূল ভক্তের নয়নমনি,
দয়ার স্বভাব তোমার দয়াল আমি তো জানি,
ঝইরা আমার চোখের পানি দেখোনা বুক ভেসে যায় ॥

আমি অধম হই গুনাগার, পাপে ভরা,
কে আমাই করিবে পার খাজা মালেক ছাড়া গো খাজা মালেক ছাড়া,
ড্রাইভার রফিক সর্বহারা, কান্দে বসে পার ঘাটায় ॥

২. চুমকি খাতুন
গীতিকার: রফিক

আয়রে যাবি লক্ষ্মীকুঞ্জে খাজা মালেক শাহর আস্তানায়,
হাজার হাজার নর-নারী রওজার ধুলি মাকছে গাঁই ॥

কোটচাদঁপুর থানার অধীন জন্ম নিলো এই না মুমিন,
আরনি গোয়াশ বেকোনদিন, জন্ম লইয়া ঝিনেদাই ॥

আয় দেখে যা প্রেক্ষাপটে কাটাই জনম ছালার চটে,
জন্মালো না গেলো হেঁটে, মালেক বাবার ওছিলাই ॥

ড্রাইভার রফিক কয় গুনাগার, করুনা চাই মালেক বাবার,
গদী নিশিন করলে যাহার ভক্তি রয় কাদের সাইজির পায় ॥

৩. চুমকি খাতুন
গীতিকার: সুলতান

আসে হাজারও হাজারও আসে, পাগল করিলো সারা দেশ,
আমার মালেক চান্দের গুনের কথা কইলে কি আর হয়রে শেষ ॥

মালেক এমনি একজন, পরে ছালারি বসন,
বৃক্ষ তালায় দিনো কাটায় সাধেরি জীবন,
ও আবার মওলার প্রেমে ছিলো পাগল,
বুঝতো না দেহের আয়েশ ॥

মালেক দয়ারই সাগর,
তার নাইরে আপন পর,
দুঃখীর চোখের পানি মুছাই করিতো আদর,
ও আবার রোগ হইতে পাইত মুক্তি তার কাছে করিলে পেশ ॥

সেদিন একুশে আষাঢ়,
মালেক ডাকিলো সবার,
আজকে আমি নিবো বিদায় বিদায় দাও আমার,
ও আবার শুনিয়া কথা মালেক শাহর সুলতানের হয় পাগল বেশ ॥

৪. চুমকি খাতুন
গীতিকার: রফিক

আমার চোখের নোনা পানিরে, আমার বুকের আহাজারিরে,
খাজা মালেক শাহর দিলাম উপহার,
মালেক চিশতিক দিলাম উপহার,
তাছাড়া কি আছে আমার মনে খুশি করবো তোমার ॥

তোমার লাইগা কাঁদে আমার মন,
কি যাদু করিয়া দয়ালা করিলা আপন,
এখন কেনো দূরে রাখো, করি কেনো ব্যবহার ॥

আহারে মন দেখতে তোমায় চায়,
দেখা দিয়া শান্ত করো এই পরাণও যায়,
সারা অঙ্গে আমার বিষ ঢালাচ্ছো, শান্তি করো এই জ্বালার ॥

চোখের জলে বুক আমার ভাসে,
মরণকালে আসো মালেক বসিও পাশে,
রফিক ড্রাইভার শেষ দেখাটি দেখিতে পারবে তোমায় ॥

৫. চুমকি খাতুন
গীতিকার: রফিক

আমি কাহারে জানাবো গো মনের ও বেদনা,
কারে দেখাবো হৃদয় চিরিয়া,
মালেক শাহর পিরিতি মাটির ঐ কলসি ভেঙ্গে গেলে জোড়া লাগে নারে ॥

বুক হইলো ফালাফালা আহারে বিষম জ্বালা,
কোথায় গেলো এমন সোনার মানুষ,
দেখিলে সোনার বদন পাগল হইতো মন,
আইবুনি গুনিজন ফিরিয়া গো ॥

কি ব্যাথা পাইয়া মনে লুকাইছো গোপনে
না জানি কি ব্যাথ্যা পাইছো তুমি,
আমরা অধম গুণাগার ভক্ত বাবা তোমার,
রাইখো না মনে আর ব্যাথ্যা গো ॥

আশিও মালেক বাবা আমার হৃদয় কাবা,
খালি পড়িয়া মুর্শিদ আছে গো
তাকায়া রাস্তাপানে বসা রই ধিয়ানে
আসিবে এই আশা করিয়া গো ॥

১. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: হাওড়ে গোসাই

বামা ভরা আশালো রাই কি দিয়া মিটাই রতি
আশায় মালশা হতে জেনেকি জাননা রাই

ছিলে তুমি আয়ানের ঘরণী,
সর্ম্পকে কৃষ্ণের হও মামি,
আবার শুনি ওলো রাঁধে ভাগ্নে ভাতারী
একটা নারীর দুইটা স্বামী আমরা লজ্জাই মরে যাই।।

বারে বারে করি মান
লিলার দেশে আর যাওনা
আয়ান দাদার মান থাকবে না কলতকিনী ওলো রাই।।

কৃষ্টের কথা মনে হইলে
প্রেম আগুন তোর উঠে জ্বলে
কয় হাওড়ে গোসাই - রাত্রে বারো দিনে তোরো তাহলে তোর ভালো হয়।।

২. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

কোন পথে মোর বন্ধু গেছে সখি বলেদে সই
আমি যোগীনী বেশে যাব সেই দেশে যেথা গেছে শ্যামরাই।।

নীলম্বনী শাড়ি খুলে দেনা হরি
গেরুয়া বসন পরিব তাই,
হাতের শংখ ভঙ্গ করি,
দেলো সহচরী সিতার মুছেদে আমায়।।

গলার গজমতি হার খুলেদে আমার
আদেরে তোর মালদে আমার গলায়,
আমার মাথায় বেনী আউলায়ে কোমর
বাধিয়ে যমুনা পার হয়ে, মথুরাই।।

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে,
খুজিব বন্ধুরে আছে যে কোথায়
মোর আপন বন্ধুয়া, আনিব বাধিয়া, না শুনিব কাহার দোহায়।।

৩. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমারো লাগিয়া বাঁশি বাজাই রাত্র দিনী।
নিষেধ কেন কর তুমি ওগো বিনোদিনী

তোমার কথা মনে হলে প্রাণে আসে কান্না
তখন আমি বাজাই বাঁশি পড়ে থাক তোর রান্না,
তোমার বাঁশি আমি বাজাই আমার কানে শুনি।

সত্য যুগে ছিলে
মনে কি পড়ে না তোমা হইতে বাঁশির জন্ম
মনে কি পড়েনা
তাই রাধা বলে বাজে অমনি।।

কেমনে বাঁশির বন্ধ করি ওলো প্রাণ সজনী
তোমারী লাগিয়া আমি তুলি বাঁশি ধনি,
আজিজ শা কয়রে খোরশেদ হইবা কি সুকিনী।।

৪. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমায় দেখলেই লাগে ভালো
না দেখিলে অঙ্গ জ্বলে (শুধু) আসে চোখোর জল

যেদিকেতে ঘুরাই আখি ও সখিরে-
সেদিকে তোমায় দেখি
হাত বাড়াইয়া ধরতে গেলে কোথায় লুকাইল য্যান

বাস্তবে যাই তোমার কাছে ঔ সখিরে-
যেয়েই কিবা হলো,
প্রাণ খুলে ক্যান কওনা কথা এই কি ভাগে ছিলো

কুল কলংকের ভয় থাকিলে ও প্রাণ সখিরে
বন্ধু কি পাই বলে-
খোরশেদ আলম তোমার প্রোমে জন্মের শিক্ষা পেলো।।

৫. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: যাদু বিন্দু

কাছা প্রেম তিরদিন থাকেনা
দুই চার দিন যায় মনের মতন, তার পরে ভালো লাগেনা।।

কুমারে পুতলী গড়ে
অতিশয় যতন করিয়ে বলেরে প্রতিমা
পূজার যজ্ঞ শেষ হইলে, ভাসায়ে দেয় কাশবেনা।।

মানুষ জনম করে পিরিতি
দুই চার দিন তার হায়রে সুরুতী
তার পরে ঘটে পিরিতি, সুরিুতিটা থাকে না।
পারি তেমনি তোমার অজান পিরিত পুরাইবে কি বাসনা।।

যাদু বিন্দু কেন্দে বলে
পড়ে বালার প্রেম ছলে কুলমান দিওনা,
কুলের মুখে কালি চলে যাবে আর আসবেনা।।

৬. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার:

নৈরাশ কইর না বৃন্দে তোমায় কই-২
নৈরাশ করলে পরে   কেমন করে সই।।
আনতে জেয়ে নাহি এনে, প্রবঞ্চনা দিখ
কেনে লে সখি এজীবনে কেমন করে সই।।
ধির অবৈতব লীলা, প্রকাশ করে না জাইনা তোমার
যদি হতো প্রেম জ্বালা কেমন জ্বলা ।।
হাল বলে ছমির ছান্দ।
হারাইছি বেড়াই কেন্দে, পড়ে বুঝি ছাড়ে কাই।।

৭. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

পাগল হইলাম শুইনা তোমার গান রে
আমি পাগল হইলাম শুইনা তোমার গান
পলকেতে জাও পালাইয়া উদাশ কইরা আমার প্রাণ।।

যদি তোমার কাছে আমি পাই,
জন্মের সাধ মিঠাইব থাইক ফুল শষ্যার
প্রেম ছিকলে রাখব বেধে ছাড়ব না আর সোনার চান।।

যদি তোমার রাখতে না পারি
তবে আমার প্রাণ পাখি যাই বেড়ী
নইলে জাব পিছু ধরি, তেজ্য করব কুলমান ।।

খোরশেদ আলম হয় দিশাহারা
কোনা দিন জানি প্রাণবন্ধু দিবেরে ধরা
তোমার প্রেমে আত্মহারা রবেনা মোর জানের জানা।।

৮. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: যাদু বিন্দ

নব অনুরাগী যোগী এসেছে কুঞ্জের দ্বীপে
জয় রাঁধা শ্রী রাঁধা বলে ডাকতেছে উচ্চ স্বরে

যোগীর ভাব বুঝিতে বারী দুই নয়নে বহে নারী,
দুই নয়নে বহে বারি
বাহির হয়ে দেখ কিশোরী অভিমান রেখ দুরে ।।

সকল গায়ে ভশো মাখা
জোড়া ভুরু তার নয়ন বাকা রমনীর কুল যাইনা রাখা
যদি একবার চাই ফিরে ।।

মুনি নয়শে মহামনি
দেবতাদের শিরমনি
শিরে জটা তত্ত্ব জ্ঞানী, ভিক্ষা চাই বারে বারে

নব যোগী ভিক্ষার আশে
এসেছে বুঝি তোমার দ্বারে
কাংগাল যাদু বিন্দু ভাষে কবিরের চরণ ধরে।।

৯. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

শোন শোন প্রাণের সখিলো
আরে ও সখি হবে কি আনন্দ আজ সন্ধার পরে
মোর বাসরেলো আসবে প্রাণ গোবিন্দ।।

বনের বন ফুল তুলিয়া লো
আরে ও সখি রেখছ গাথিয়া
প্রাণ গোবিন্দ আশার পরো লো গলায় দিওয়ে পরাইয়া ।।

ঘরের কোনাই থাকব বসে লো
আরে ও সখি লাজুক হাইয়া,
তাহার হস্ত নিয়া দিবিলো- আমার কমল হস্ত ধরাইয়া।।

উলু ধনি দিবি তোরা লো
আরে ও সখি সবেতে মিলিয়া
খোরশেদ বলে মোর কপালে লো মিলবে কি বন্ধুয়া।।

১০. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ইশ তুমি কি জিনিস বলনা প্রান পিয়াসী জানাইলাম লালিশ
আমার জ্ঞান থাকতে জ্ঞান হারালামা থাকতে হও খোড়া
বল থাকিতে বল হারা পাইনা মোর উদ্দিস।।

সর্ব অঙ্গ থরে থর কাপিছে কলো বর গায়েতে
আসিলো জ্বর বিরাম নাই নিমিশ
আ বুক চিরিয়া ফেতে যতই ধরি এটে
খাইছ নাকি আমার কাল নাগীনির বিষ।।

আহা কি জ্বালা খুলে যায়না বলা
সোনার অংগো কালা দিলে কি বকশিশ-
তুমি করছ কি না ছলনা, সুখে প্রেম কি জানি না
সারা জনম খেটে গেলাম প্রেমেরী মনিশ।।

তুমি দেব কি দেবতা বুঝাার নাই খমতা
কি রূপ দেয় বিধাতা জানাইলাম কুরনিশি
আল্লা কি হরি নারী রূপ ধরি
খোরশেদকে পাগল করি, করছ নাকি পালিশ।।

১১. জামরিুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

এবার তুমি যা চাহিবা চাও যদি আমার হও
আমাই চাইলে আমি হব, তোমায় সংগে নিব যদি তুমি চাওয়ার মত চাও ॥

যদি কুল কলংকে ভয় থাকে তাও ভাংগিয়া বল আমাকে
মনে চাইলে কুলের বধু হও
কুল ছেড়ে গেলে অকুলে, আমাকে পাইবা গোকুলে নইলে তুমি দুই কুল হারাও।।

যা চাহিবা তাহায় পাবা রাত্র কিম্বা হয়
সেদিবা যদি আমার অনুগত হও
তোমার বলতে না রাখিয়া, আমার পদে সব সুপিয়া, আত্মার সনে আত্মাটি মিশাও

দুই দেহে একদেহ করি, ভবনদী দিও পারি,
থাকলে সঠিক রূপ শরণের নাও,
খোরশেদ আলম বলে রাধা মনে না করিয়া দিবা, দুই জানেতে প্রেম নিশান উড়াও।।

১২. জামরিুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমার সনে বলতে কথা মনে লয়
বলতে কত চেষ্টা করি প্রাণে লাগে ভয়

উকি ঝুকি মারি কতো দেখতে তোমার মুখ,
কৃঙ্গ বাদির ঘরে বসত করে হইলনা মোর সুখ,
দিবানিশি দেহ গঞ্জনা সর্বদায়।।

কত দ্বন্দ্ব স্বামীর সনে তোমার লাগিয়া
দিবা নিশি দেয় গঞ্জনা যায়তেছি সহিয়া
এতো জ্বালা প্রাণে আমার নাহি সয়।।

দুই নৌকাতে দুই পা দিয়া কানতেছি এখনো
খোরশেদ বলে সেহি জন্য পাই না দরশন,
কানতে কানতে জনম আমারা বৃথা যাই।।

১৩. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

কান্দ তুমি কি কারণ তোমার দেখি বুজ মন
ঝরে নয়ন তোমার কি হয়েছে বলো বলনা প্রাণ প্রিয়সী কি হয়েছে।

তোমারী রূপের গায়, কেহ যদি আঘাত দেয়,
প্রাণ খুলিয়া তুমি বলো মোর কাছে আমি যাব তার উদ্দেশে।।
যে তোমায় আঘাত করেছে,
এত শক্তি সে কোথায় পাইলো বলো।।

তোমার রূপের কিরণ, পাগল করলো আমার মন
মনের বুঝাইয়া আমি রাখতে পারিনা
তোমার প্রেম যমুনাই সাঁতার দিতে ইচ্ছা হয়।
রিদয়ে আমার আশা যে ওযে রইলো।।

যদি তোমার কাছে পাই, মনে আশা সাধ মিটায়
প্রেমের খেলা আমরা খেলব দুই জনায়
অধম খেরশেদ আলম বেদনা পুরাও মনের বাসনা
আশাতে প্রাণ পাখি চাহিয়া রইলো।।

১৪. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ভালোবাসার প্রতিদানে মরণ হইতে পারে
তাই বলে কি প্রাণ বন্ধুরে ভুলিয়া থাকতে পারে।।

যেনা পারে তাই করে ক্যান এই ভাবেতে আসিয়া
এখন আমার হয়স গো মরণ তোমাই ভালোবাসিয়া
যদি তোমার প্রেমে যাই মরিয়া স্মৃতি থাকবে সংসারে।।

তুমি যদি যাওগো ভুলে তাতে আমার নাইক দুঃক
আমি যেন নাহি ভুলি এই টুকু মোররবে সুক
সর্ব সমায় যেন দেকি তোমার মুখ এই বাসনা অন্তরে।।

ভালোবাসা এতো জ্বালা এজ্বালা না প্রানে সয়
অনুমানে বুঝলাম তুমি ভালোবাসার জন্যে নাই
নয়লে ক্যান এমন দশা হয় তোমার সাথে প্রেম করে।।

প্রেম করিয়া খোরশেদ আলাম পাইলাম প্রেমে সজন
মজা পাওয়া দুরের কথ সজার পরে পাই সাজা,
তুমি হও গো প্রেমের রাজা আমার রেখো প্রজা করে।।

১৫. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: যাদু বিন্দু

কাজ কি লো সই ফাঁকা ফাঁকি মিছে বদনামি
পরের সোনাই কান কেটে নেই বেশ বুঝে দেখলাম আমি ।।

শ্যাম সহজে না যায়, ঘোট তালোরে মাথায়
চন্দ্রাবলীর নাচ দুরে শ্যামকে রেখে আয়
তারে দেখলে পরে ঘুনাকার বুক চিরে উঠে বমি ।।

কানাই লাল ভুয়ে, জমি কয়ে চাষ দিয়ে
চন্দ্রাবলী বীজ বুনেছে শুভ যোগ পেয়ে
আমি করব না আর পাড়া পাড়ি ইস্তফা দিলাম জমি ।।

তোরা শোন গো ললিতে,
শ্যামকে শিষে বল যেতে
মিছে ক্যান বেড়াচ্ছে কেবল ঘাটে পথে
যাদু বিন্দু প্রতি কর গতি, ওহে কুবির গোস্বামী ।।

১৬. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: মহি আলি

আমার নিভানো আগুন বাড়িলো দ্বিগুন,
সোনা বন্ধু তোমার মুখ দেখিয়ারে আবার এস তোমার মুখ দেখিয়ারে

পুড়ে পুড়ে হইলাম ছালি তোমার প্রেমে পোড়ে
কোন রমনীর প্রেমে পড়ে আমায় গেছ ভেলে ।
ওগো সখী মনে করতে এলে দেখা
তোমার বুঝি সাধ মেটে না জ্বালাইয়ারে ।।

জ্বালাও যতো জ্বলব ততো সহিবার শক্তি
দাও মন চুরি করছ নইলে মন ফিরাইয়া
সংগে করে নেও নইলে আমার মাথা খাও
একলা কেন জ্বলব প্রেম করিয়ারে ।।

জগতের মন রাখো একা শাস্ত্রে লেখা দেখি,
আমি কি এই জগতে রাধা নই গো আমার দাও ফাকি,
ভেবে কয় মহির আলি প্রিয় তোমাকে বলি
সুখ পাবে না রাধাকে কন্দাইয়ারারে ।।

১৭. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: আজিজ শাহ

প্রাণ বন্ধুরে বলো চিনা মানুষ অচিনা হয় কি করে
বিসু ভানু সুতা নাম আমার শ্রী রাধা, মন প্রাণ জীবন যৌবন নেও হরে

সত্য নারায়নী ত্রেতাই নামের ধরণী সত্য ত্রেতা লক্ষী সিতা নাম ধরি-
দুটি যুগ পাড়ি দিয়ে রাধার নামটি ধরিয়ে আয়ানের ধরণী হলাম দ্বাপরে

যুগে যুগে অবতার, আমি তো ছিলাম তোমার,
কেন বরগা দিলে আয়ান মামারে যার জমি চষার নাইরে হাল
নাঙ্গলেতে নাইরে ফাল চাষ না করলে জমি রয় বাচড়া পড়ে

বহুদিনের পতিত জমি, ফেরত কি তুমি ধর্ম বিজ বনো জমি চাষ করে,
মেরে জমির আগাছা যন্ত্রনা হইতে বাচা কৃঙ্গ কৃষক আজিজ নেও উদাস
করে।

১৮. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তুমি শুনোছ কি রাই
দুঃসাংবাদ মোর কানে এলে চিন্তায় মরে যাই,
তুমি যারে ভাল বাস সে আছে কোথাই

রাইলো রাই-২
যার প্রেমেতে আছ মজে খবর রাখনাই
গোষ্ঠ হতে, আসবার পথে গিয়াছে কোথায়
সত্য কথা বলতে গেলে আমার জীবন যাই,
চন্দ্রাবলী হাতে পাইয়া জনমের মত প্রেম খেলাই।।

রাইলো রাই-২
কত কষ্ট করে মোরা বাসর সাজায়,
সে আশা মোদের নৈরাশ হলো মুখে পড়লো ছাই
আগে না বলিছিলাম তোরে সে ভালোবাসে নাই,
নইলে কোন পরাণে সেই বেইমানে থাকলো চন্দ্রার ঠাই

রাইলো রহি-২
খোরশেদ বলে যাও ভুলে, আর আশাই থেকনাই
নিশিত হইলো প্রভাত আরতে নিশি নাই
জ্বালাইয়া মোমের বাতি রাত্রটা কাটায়
চন্দ্রা সুখি কৃষ্ণ পাইয়া কে বল রাধার ঘুম কামাই

১৯. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমি কি নাম ধরি কোন যুগে কখন
ভক্ত বাঞ্চ পুরহিতে যুগে যুগে লই জনম।।

গোলোকেতে ছিলাম যখন, নামটি আমার সাই নিরাঞ্জন,
নিরাঞ্জের লওলটি ঘেসে বৈকুন্টেতে নারায়ন।।

ত্রেতা যুগে রাম অবতার, মায়ের নামটি হয় কৌসল্লার
রাজা দশরত বাবা আমার অযুদ্ধেতে লই জনম।।

বসুদের সুত্র ধরে, দৈবকিনী লয় উদ্ধারে
নন্দ ঘোস মোর পালন করে যশোদার কৃঙ্গ ধন।।

গোপাল বলে মা যোশদা ডাকি সর্বদা,
খোরশেদ বলে কৃঙ্গ রাধা, কৃঙ্গ একই জন।।

২০. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমারে না দেখলে আমি মন মরমে যাই মরি,
কাইরানো আমার সনে চাতরী রায় কিশোরী।।

সত্য আর ত্রেতায় তুমি ছিলে লক্ষী সিতা
আমি ছিলাম রাম নারায়ন কথা কিন্তু নাহি মিথ্যা।
দ্বপারে হও রাধা কৃঙ্গ রূপে রই বাধা,
বাঞ্ঝা কল্পতরু নামটি ধরি।।

সত্যেই শ্রেতা বা মুনি করতে তোমায় ঘরণী
বাঞ্ঝা করিল যখন দিয়াছিলাম আমি
দ্বপারে আয়ান ঘোষ নাই কোন তাহারী দোষ
হইয়াছে তাহারী ইস্ত্রী।।

আমি চৈতনা রাধা তুমি কেন হও অন্ধ
সত্য করে বলো মোরে শোধায় প্রাণ গোবিন্দ
খোরশেদ আলম রয় অজান কেমনে পোলো চক্ষু দান
তাপিত প্রাণ শুনে শীতল করি।।

২১. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তুমি কে রমণী লাগে চিনি শুনিতে
মরম হরিণী হরিণী চোখেরী চাহনী পড়েছি পিরিতের ফাঁদে ।।

আয়ানের ঘরণী হয় কিনা হয় জানি, ঐ মতো যাই দেখিতে
আড় নয়নে, ঘোমটা টেনে সোনার নুপুর রাঙ্গা পদে
পদে দেখি সোনার নুপুর, তুমি যেন কত মধুর
মধুতে সমধু মাথা এছার জীবন যাইনা রাখা।।

মাজা দেখি শোরু, ভোমরা কাল ভুরু
তাই নিয়েছে মোর বেধে, কমল দুটি ওষ্ঠ ককিলেরী কণ্ঠ,
বুঝ মানে না মোর হৃদে
বক্ষ স্থলে কমল কলি, ঘুরছে কত ভ্রমর অলি,
পাগল করে নিয়াছে, আমার বলতে যাহা আছে।।

মাথায় চিকুন বেনী, বেনী ধওে ফনি জানিনা কি আনন্দ
খোরশেদ বলে এসো, যদি ভালোবাসো
নিদানের কান্ডারি প্রাণ গোবিন্দে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদ
প্রেমে ডুবে আমায় বাধো, হরিবল হরি, নেছে গেয়ে বাও তুলে।।

২২. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমার মনে কত কি বলে
মনে কয় তারে কোলে লইয়া আমি ঝাপ দিই নদীর জলে রে।।

মনে বলে তোরে লইয়া ওসখিরে
দেশ ছেড়ে যাই চলে
মরতে হইলে মরব আমি যা থাকে কপালে।।

হলুদ বসন পরে আমরা সখিরে-
চলতাম হেলে দুলে
যোগী আর যোগীনি কেমন খুশি দেখত তাই সকলে।।

এজীবনে হবে কিনা ও সখিরে-
খোরশেদ আলম বলে- কেঁদে কেঁদে ভাসি নয়ন জলে।।

২৩. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: বেহাল শাহ

শ্রীনন্দের নন্দন পাগলের মতোন বাঁশি বাজায় বনে-বনে,
ঘরে থুইয়া পতি বেড়াই দিবারাতি পরের ঘরের কোনে কোনে।।

মাতা দৈবকীনী কান্দে দিনরজনী শান্তি নাই তার জীবনে
কালার মন হল চঞ্চল মায়ের বদ হলো দেখনা তা নয়নে
কৃষ্ণ পাটার নাই লজ্জা সর্ম্পকে স্বামী হয়রে কুব্জা,
ধরে তাহার গলা নিলি ফুলের মালা, মিলন হলি দুই জনে।।

এই তোমার ধর্ম, স্বামীর সংগে কর্ম তাও করেছ গোপানে
আছে বহু কথা সবই শুনে রাধা,
রাধা রানীর হয়ে সহায় বনে যায় একজনে
যে বলে সেই জানতে পাই তার ভেদা ভেদ পেয়ে মহাদেব নত হল মার চরনে।।

করিয়ে কু-কাজ সবই হল নাশ য বংশে এই ভূবনে
ধর্ম চিরকাল থাকিবে কয় বিহাল, এই সমাইল নেও শুনে ধর্ম
মান যদি সখা হবে বিধি ছোট কো সমনে।।

২৪. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তুমি মোর জীবনে সাথী রূপ দেখিয়া তাই মাতি
নাম ধরিয়া বাসরি বাজায়

আমি হই নন্দের গোপাল সব সখিদের রাখাল
রাখাল রূপে ঘুরিয়া বেড়িয়-
দেবতা মনে করে যেজন নেই ভক্তি ভরে
যেয়ে তাহার বাসনা পুড়াই

যখন যাকে তখনে থাকিনা অন্যক্ষেণে
আমি কিন্তু রাধারী কানাই রাধা আমার মনবল
রাধা সহায় সম্বল রাধার প্রেমে মত্ব সর্বদাই।।

শোন বলি শ্রীমতি রাধা আমি তোমার প্রেমে বাধা
ঘুরি সদাই প্রেমে কানর দাই
খোরশেদ অলম কেন্দে কয় যদি দুইজন মিলন হয়
তবে যদি ধ্যানে মুক্তি পাই।।

২৫. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: অকবার সাঁই

ভালবেসে সোনার যৌবন গেলো আমার কি হলো
তুমি রইলে দুর বিদেশে আমি রইলাম আমার আশে
তোমার আশায়-আশায় দিন ফুরাইয়া গেল।।

মিটি মিটি হাসি দিয়া পরান আমার লক্ত করিয়া
তোমার পিরিতের বান অন্তরে বিন্ধিলো
যদি তোমার একদিন দেখা পাইতাম বুকের সঙ্গে বুক মিসাইতাম
তোমার আশায় আশায় দিন ফুরাইলো

কত আশা ছিলো বুকে দুইজন আমরা থাকব চিরসুখে,
সুখের নিশি রাত্র পোহাইয়া গেলো,
আমার ঘরে জ্বালা, বাইরে জ্বালা, অন্তর পুড়ে হইলো কালা,
জ্বলায় জ্বালায় অঙ্গ হইলো কালো

ভালোবেসেছিলাম তোরে তাইতে ব্যাথ্যা দিলে মোরে,
আমার বুকের মাঝে জ্বলে পুড়ে গেলো
আমার এমন ব্যাথ্যার ব্যাথিত কেবা আছে হটে আশে আমার কাছে গো
অধম অকবার প্রেমের জ্বালায় মইলো ॥

২৬. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমার কি জানো কি হইলো গো একি যন্ত্রণা
ঘুমাইলে কেন কাছে আসো ঘুম ভাংগিলে দেখিনা

নিশি রাত্রে ঘুম আসিলে বুকে বুকটি রাখ
মুখের পরে মুখ রাখিয়া কাতন সুরে ডাকো
চোখ মেলিয়া চাইয়া দেখি তোমায় যেন তোমায় না

মুখের পরে মুখ রাখিয়া বলে জানের টিয়া
এজগতে তোমায় ছাড়া আর কিছুনা দেখি,
আখি মেলে চাইয়া দেখি না

এই ভাবেতে আর কত কোল খেলবে পুতুল খেলা,
ছলনাতে মন ভুলাইয়া পরকে বাড়াই জ্বালা
লোক সমাজে যায়না বলা খোরশেদ আলির বেদনা।।

২৭. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

আমি কীভাবে রাখিবো তোমার ঘরে ও সোনা বন্ধুরে
আমার সোনার যৌবন বৃথা গেলো তুমার প্রেমে পড়ে ও সোনা বন্ধুতরে।।

সোনা বান্ধুরে আমি দিবা নিশি বইসা থাকি, তবু না তোমারে দেখি
এই ভাবনা ভাবতেছি অন্তরে
আমার জ্ঞান নয়ন না ফুটলে পারে কীভাবে রাখিব ঘরে
তবু আমি দেখতে পাই না তোরে।।

সোনা বন্ধুরে আমার নব যৌবন রাখবার তরে এই জীবন দিয়াছি তোরে
তবু আমি ভুলি কেমন করে
সোনা বন্ধুরে– আমি বুঝি না পিরিতির নীতি জানলে করতাম না পিরিতি
দিন দুখিনী থাকতাম একা ঘরে।।

সোনা বন্ধুরে– কত আশা ছিলো মনে একদিন কথা কইতাম খুলে
যদি আমি দেখা পেতাম তোরে
সোনা বন্ধুরে-২ পাগল পাঞ্জুর এই প্রার্থনা আর দিসনা তুই ভবের যন্ত্রণা
সর্বক্ষণে দেখি জানো তোমারে।

২৮. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: মায়া রানী

যত দুষী তোমার লাগিয়া প্রাণ বন্ধুরে
তোমার কি লাগেনা মাইয়া আমার দুখো দেখিয়া

তবু কি জানোনারে বন্ধু কি হালে যাই দিন দিনে-দিনে
সোনার যৌবন হইতাছে মলিন তুমি যদি বাসরে ভিন, দুঃখো কইব কই গিয়া

ইউসুবের লাগিয়া পাগল বিবি জুলেখায়
৮০ বৎসর বাইলো বরষী ইউসুফের লাগিয়া
হঠাৎ একদিন রাস্তায় পাইয়া যৌবন দিলো বিলাইয়া

প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা সহা যায়না
জানলে আগে তোমার সাথে প্রেম করিতাম না
মায়া রানীর মনের ব্যাথা পাগলা বন্ধু দেখলনা আসিয়া ।।

২৯. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

যার লাগিয়া পাগল হইয়া ঘুরি দেশ বিদেশে,
তুমি সে গো তুমি সে চুমিসে

মনটাকে যে কইরাছ চুরি, দেশ বিদেশে ঘুরে-ঘুরে,
তার তাল্লাস করি খাইয়া বিষের বড়ি, ঘুরে বেড়াই তাল্লাসে

এই কিরে তোর প্রেমের প্রতিদান
আমার মনটা কে যে কইরা তরি সাজিকে মহান
এখন লোক সমাজে হই আপমান যাহারে ভালোবেসে

কত করে ছলা কলা পরকে লয়ে ঘুরে ফিরে আমায় দেই জ্বালা,
এত জ্বালার যে কত জ্বালা জানলে মরতা হুতাসে

যখন আমার সম্মুকে আসে পূর্বের স্মৃতি থরে থরে উঠে মোর ভেসে
খোরশেদ মরে হায় হুতাসে যাহারে পাইবার আশে।

৩০. জামরুিল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমার জানের মধুমালা ক্যান দেও জ্বালা
তোমায় প্রথম দেখে হারাইলাম
তোমার রূপে সুফেছি মন হইয়া বেভুলা।।

কেন তুমি করগো ভয় যা ইচ্ছা তাই মনে লয়
দিব আশ্রয় বিদায়ের বেলা
তোমার করলে তেজ্য, আমি তোমার করব কষ্য
অনিবার্য থাকব তোমার ধরব গলা।।

তুমি সুন্দর বলে চেয়ে থাকি তাতে আমার অপরাধ কি
তোমায় দেখি মন হইলো উতালা
দেখে তোমার মুখের হাসি, তাইতে তোমায় ভালবাসি, প্রেম ফাঁসি পারেছি একেলা।।

তোমায় পাব কিনা পাব তবু ভালবেসেই যাবো
সাজাইব তোমা প্রেমের মালা,
খোরশেদ আলম বলছে কেঁদে পড়েছি পিরিতির ফাঁদে,
কেঁদে কেঁদে বাড়ে দিগুন জ্বালা।।

৩১. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

শোন বলি রাই অবলা তোমারী বুকের জ্বালা
মিঠাইব চিকুন কালা কোলে বসিয়া গো
আর কেন্দনা তুমি আমার লাগিয়া।।

রাইলো রাইলো-
তোমার যৌবন কমল রসে, করে টলমলো
হরে নিলো মনবল মরছি দগদীয়া
তোমার মনের আশা পাইলে খেলতাম পাশা,
ভালোবাসার প্রেম ছিকলে রাখিতাম বন্দীয়া।।

রাইলো রাইলো–
আমি বসন্তরই কোকিল কালের সংগে রাখি মিল
কালে কালে ডাকি আমি ডালে বসিয়া
আমি হই ভ্রমরা ফুলের মধু থাকলে ভরা
ক্ষুধা নিবারণ করি মধু খাইয়ারে।।

তুমি মুখে না অন্তরে দেখিব যাচাই করে
থাক আমার গলা ধরে ওগো প্রাণ প্রিয়া
খোরশেদ আলম কয় রাধা কৃষ্ণের প্রেমে ছিল বাধা
তুমি কেন কর দ্বিধা আমাই দেখিয়ারে।।

৩২. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমার লাগিয়া আমি কান্দি বসে দিনরত্রি
একদিন তো দেখলা না আসিয়ারে

প্রাণের বন্ধরে-
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে পাঠাইলাম দ্বাপরেতে সে কথা কি গিয়াছে ভুলিয়া
তোমার কথা আমিরে শুনি হইয়াছি আর ঘরণী এখন শ্বাশুড়ী ননদী খায়
জ্বালাইয়ারে

প্রাণের বান্ধবরে–
আসবে কিনা মোর বাসরে সত্য করে বলো মোরে,
নইলে পরাণ দিব ত্যাজিয়ারে
আমার কাছে পাইলে তোমাকে
বুকের পর মুখটি রেখে কইতাম কথা বিনাইনাইরে

প্রানের বান্ধবরে-
খোরশেদ আলম কাছে বসি আর বাজাও বাঁশের বাঁশি
বাঁশির সুরে মন নিলো হরিয়া
আমার মোর বাসরে এ নব ছিদ্র বাঁশি ধরে, জন্মের মত লও বাজাইরে।।

৩৩. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: আকবার শাহ

তুমি আমার কেমনে থাক ভুলে
ও আমার জানের ও জানরে
আমি যেদিন হইতে চোখের জল মুছে দিয়াছি আছলে।।

যেদিন হইতে গোপন কথা হইলো তোমার মনে,
তুমি আমি জানিরে শুধু দুই জনে
আমর মনের কথা সকল শুনি
ওরে আমার ফেলে গেলে।।

আদর ভরা খানি তোর মায়া ভরা চোক
শুধু তোর চিন্তা কইরা আমার হইলো কঠিন রোগ,
আমার রোগ ব্যাধি সব ভালো হবে ওরে সখি তোমাকে পাইলে ।।

গোপন প্রেমের বেশি কথা কেহই না তা জানে
একবার কাছে পাইলে কথা কইতাম কানে-কানে
এই দুখো সকলি যাবে অধম আকবার মলে।।

৩৪. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: নজরুল ইসলাম

প্রেম রোগ ঔষধের দোকান খুলেছি আমি
সব রোগের ঔষদ আছে প্রমাণ করছনি।।

আমার কাছে রুগি রোগ হইবে মাফ
হাত ধরে চিকিৎসা করি কনে লাগায় টেলিস্কপ
উত্তাপ বাড়িলে পরে থার্মমিটার লাগায়
তারে ঠান্ডা জল লাগলে মাথায় বাড়বে হাপানী।।

আমার কাছে রুগি আসলে রইবে আস্তাবল
গ্যাস্টিক জন্দ এন্টারসিটে মাথায় ব্যাথায় স্যাটামল
কাটা ঘায়ে দিই গো ডিটল ফিলা দিলে সারিবে মল
প্রেম জ্বালা বাড়লে ইঞ্জেকশন করি তখনি।।

প্রেম রোগ সারাত হইলে মার মহা চরণে তির,
মনের সাথে মন মিশাইয়া মন কর স্থির
রবেনা সমন জ্বালা দুরে জাবে ত্রিতাপ জ্বালা
নজরুলে কয় প্রেম খেলা খেলো তখনি।।

৩৫. জামরুল বয়াতি
গীতিকার: আজিজ শাহ

আমার নারী কুলে জন্ম হইলে কেন,
প্রাণ বন্ধুয়া তুমি তো মোর মনের খবর জানো।।

বন্ধুয়ারে-
অজান বুকে দেয় পদাঘাত, নেই হাসি বদনো,
তুই বন্ধুয়া কুল মারি লাগে পাথরের সমানে
জেনে শুনে কেন তুমি গাইলা বিচ্ছেদের গান বন্ধুয়ারে।।

তোমার লাগি কিনা করলাম আসিয়া ভূবনে
কুলমান সব হারাইয়ালাম তোমার কারণে
আমি বুঝলাম কিনচিত আসতে বাকিরে বন্ধু আমার শেষ মরণো।।

আজিজ শা কয় কলিদহে কইরা বিসর্জন
ইচ্ছা হইলে শ্মশান ঘাটে পুড়াও মন মতন,
আমার যা খুশি তাই কইরা দিও গো বন্ধু দিও শ্রীচরণো।।

১. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: প্রবোধ গোসাই

সাইকেলেতে চড়বি যদি ও অবোধ মন।।
প্রবৃত্তি নিবৃতি দিয়ে দুই চাকার কর গঠন।।

জ্ঞান কর্ম পেডেলে, নিষ্ঠা ভক্তি রাখ হ্যান্ডেলে
নিবৃত্তিতে চেন নাগায়ে চালাও গাড়ী প্রাণ খুলে,
প্রবৃত্তি তোর পথ দেখাইয়ে নিয়ে যাবে বৃন্দাবন।।

আশ্রয় ছিট ভুলনারে ভাই ধর্য্যের ব্রেক ধর সদায়
যত পারো হফিং কর পড়বা না খানায়
হুসিয়ারী বেলটি দিতে ভুলে না থাকো কখন।।

অসাধুর সাইকেল ধাওয়া কুজোর চিৎ হয়ে শুয়া
ছেলে, বুড়ো হাসলো যত উপহাস পাওয়া
পূর্ণ চড়বী যদি বাই সাইকেলে প্রবোধ গোসাইর কর স্মরণ।।

২. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: বলাই শাহ

কাম রূপে শ্রীচৈতন্য জগতের সে গুরু হয়।।
শোন বলি যাদু মনি গুরু চিনা হলো দায়।।

কোটি কোটি চন্দ্র যিনি বিজলি চমকের ন্যায়,
ঘাটে পথে সর্বদায়, আপনি কুদরত দেখায়,
ঘটে পটে সবঠাই কাম রূপেতে আছেন গো সাই
চণ্ডালে রাধিয়া অন্ন ব্রাহ্মণের মুখেতে দেয়।।

শক্তি গুরুর পদ তলে গয়া কাশি বৃন্দাবন,
সেই শক্তিকে সাধন করে জয় করে সে কাল শমন,
মহাশক্তির পদতলে রেখেছেন সাই বক্ষস্থলে
পলকেতে প্রলয় করে যেদিকেতে আখি ঘুরায়।।

১৪ বছর অনাহারে না হারে নারীর বদন
নিদ্রা ত্যাগি হয়ে লক্ষ্মণ পূজা করে ঐ চরণ
রাবন বধে তাহার কারণ বলাই শা তার প্রমাণ দেয়।।

৩. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: গোসাই শ্যাম চান্দ্র

কি বলে মন ভবে্ এলি।।
মায়ার ভোলে তত্ত্ব ভুলে কার গোয়ালি ধোয়া দিলি।।

হলি তুই যাহার ছেলে তারে না দোহায় দিলে
কি হবে শমন এলে কিছু না ভাবিলী,
ফজদারী আসামীর মতো বেন্দে লয়ে যাবে দূত
কি হবে দেহ ধন ধূলায় যাবে কুলাকুলি।।

মহাজনের পাট্টালয়ে এলি কবলতি দিয়ে
অঘোরে বিভোর হয়ে সত্যতা ডুবালি
পেয়ে মদন রসের গোলা ভাংলি অনুরাগের তালা
মলি ঠিক দুপুর বেলা করে বদ খিয়ালী।।

মন তোর ধুপের কন্ডু মদনে হলে বশিভুত
ভুলে গেলি পূর্ব্ব সত্ত্ব শূন্য করে ঝুলি,
গোসাই শ্যাম চান্দের আকড়া
ধর্ম নিয়ে বাধায় ঝগড়া
ধুপড়িতে আটেনা তালি।।

৪. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: বলাই শাহ

সত্য বস্তু রক্ষা হবে যার কৃপায়।।
ধনজনে জীবন যৌবন সপেদেরে গুরুর পায়।।

সচৈতন্যে মনের কথা অচৈতন্যে জানবি কি তা,
ওতোর পড়াশুনা সকল বৃথা মাথা দেরে গুরুর পায়।।

সবাই করুক তীর্থ ভ্রমণ অভিরুচি যার মন যেমন
ও তুই ঘরে বসে দেখতে পাবি সকল শাস্ত্রের পরিচয়।।

বলাই শা কয় শোনরে ছিরুদাস গুরুর সঙ্গে করগে বিলাস
হৃদ আকাশে রাগ মহারাগ হবেরে উদয়
গুরু রূপে চিন্ময় আকার ধ্যান কর মন সর্বদায়।।

৫. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

গুরু মোরে দয়া করো গো বেলা ডুবে এলো।।
চরণ পাবার আশে রলাম বসে সময় বয়ে গেল।।

দিন যে গেল সন্ধ্যা হলো যম রাজা ডঙ্কা বাজালো,
মহাকালে ঘিরে নিলো সঙ্গের সাথী কেউ না হলো।।

অমূল্য ধন হাতে লয়ে এসে ছিলাম ব্যাপার বলে
ছয় জনা বোমবাটে জুটে সে ধন লুটে নিলো।।

কি হবে অন্তিমকালে রয়েছি বিনা সম্বলে
অধীন পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে সাধের জন্ম বৃথায় গেল।।

৬. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ভজনহীন বলে দয়াল হালের কাটা এড়িয়েছে।।
ভরা গাঙ্গে জরা তরী মন মনুরায় ভাসিয়েছে।।

এ ভবো পাথারে তরী ঘুরলো পাকে ঘুরতেছে
ছয়জন ছিলো দাড়ী সদায় করিয়ে আড়ি
উঠে এলো ঝড়ি চোষাট্টি ঢেউ বেধেছে।।

দশ দ্বারে উঠছে পানি চেয়ে কুল না পাই আমি
ডুবে গেল সাধের তরী পালের কানি এড়িয়েছে।।

অধীন পাঞ্জু কেন্দে বলে এক পালে কুল না মেলে,
দেবংশে ধন নৌকায় ছিল তাইতে দশা ঘটিয়েছে।।

৬. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ধরা যায় তার অধরে।।
নিষ্টা ভক্তি হয় স্বরূপ দ্বারে।।
মূলাধার সেই অটল বৃক্ষ আছে দুটি ফল ধরে।।

লাল স্বেত দুটি ফুল পিতা মাত নাম ধরে,
অটল বরাতী মানুষ গড়ছে ফল মৈথন করে।।

অটল মানুষ নিজরূপ স্বরূপে সে নাম ধরে,
পিতা-মাতা পদ্ম ফুলে ভাসিছে সে সমূদ্রেরে।।

মহাযোগ সমুদ্রে অটল মানুষ ঝলক মারে,
অধীন পঞ্জু বলে তীর মেরে ধরো ভাটা জুয়ারে।।

৭. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ত্রিভঙ্গ সিন্ধুনিরে কি আশ্চর্য্য হাইরে।।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে জগৎ মাতাইরে।।

ক্ষণে-ক্ষণে ঝলক মারে ক্ষণে লুকায় নিরান্তরে
নিরাকার নিরঞ্জনে সে ফুলে বারাম দেয়রে।।

গগনের পারাপারে ফুলের মূল নিগম শহরে
দৈব যোগে প্রকাশিত পাতালে উদয়রে।।

চতুরদলে কিরণ উদয় ষড়োদলে হয় গন্ধময়,
অমাবশ্যায় পূন্য চন্দ্র সে ফুলে দেখাইরে।।

ফুলেতে উৎপত্তি প্রলয় অমূল্য গুন প্রকাশে প্রায়,
যে রশিকে সেই সে ফুল ধরে শমন জ্বালা নাইরে।।

ফুলের মধু বতন কিরণ দ্বিতীয়ার প্রথম নিরপণ
সাধু জনা করে সাধন পাঞ্জুর ভাগে হলমারে।।

৯. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: গোসাই কুবির

খুজলে তাই মেলে আপন দেহ মন্দিরে।।
জগৎ পিতা কচ্ছে কথা মিষ্টতা মধুর ঘুরে।।

লুকেচুরী জানে বিলক্ষণ কারো দেয়না দরশন
আকার শূন্য জগৎ মান্য জগতের জীবন
নাভি পদ্মে স্থিতি পাই না গতি, পলকে প্রলয় করে।।

আপন তত্ত্ব জান আপনি চেতন থাকো- দিবা রজনি
তবেই যদি কৃপা করে সেই গুনমনি
তার ধরবার আশায় কে করনা অধর নিধি নাম ধরে।।

মনে প্রাণে যদি কারো হয় বিশ্বাস
কর তাহার আশ্ তর্ক করলে ফাকায় পড়বা
সর্ব ধর্ম নাশ, যাদু বিন্দু বেটার বুদ্ধি মোটা
গোসাই কুবিরকে চিনতে নারে।।

১০. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: যাদু বিন্দু

এখন কেন কাঁদছোলো ধনি বসে নির্জনে ।।

যখন পায় ধরে শ্যাম সেদে গেল চাইলি না বদন পানে।।
জলে অনল দিতে পারি বিন্দে আমার মমে
রাধে থাক নিয়ে তোর মান কুঞ্জে আসবেনা আর শ্যাম
আমি স্বর্ণ রাধে বানায়ে বাসবো শ্যামের বামে।।

আমরা সব সখি মিলে, বনের বন ফুল তুলে
বিনা সুতের মালা গেথে বেখেছ তুলে
তোর সাধের মালা বাশি হবে শ্যাম কালা চাঁন বিহনে।।

রাধা তোর কৃঞ্চ আসবে না ফিরে
বড় ব্যাথা তুই দিয়েছিস তাহার অন্তরে।।
শ্যাম গিয়াছে বৃন্দাবনে বসেছে সিংহাসনে।।

যাদু বিন্দু ভনে গোসাই কুবির
স্থান দিও ঐ চরণে।।

১. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

দিলাম তোমার চরণে ভার, যা করো এবার।।
মাতা-পিতা জ্ঞাতি বন্ধু সঙ্গের সাথী কেই নরে আমার ।।

মুচির ছেলে রামদাস ছিল, গুরু ভজে সাধু হলে
কেঠোয় গঙ্গা সে দেখালো,
জগতে প্রচার।
স্বর্গে গ্রাসে ঘণ্টা বাজে এতই দয়া করলে তার।।

জুলার ছেলে কুবির ছিল, সাধুসেবা সে করিল
ছত্রিশ জাত তুফানি খেল
জগন্নাথ প্রচার,
তীর্থ ধর্ম ত্যাজ্য করে গুরুর চরণ করলো সার।।

গাধুসেবা যে করিল শমন জ্বালা দূরে গেল
জগেতে নাম প্রকাশিত দাস হলো তোমার
অধীন পাঞ্জু কাঁদে ঘোর তুফানে
ফেলে যেওনা আমার।।

২. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

গুরু রূপে নয়ন দেরে মন
গুরু বিনে কেহ নয় আপন।।
গুরু রূপে অধর মানুষ দিবে তোরে দরশন।।

পিতার ভাণ্ডে কি রূপ ছিলি,
মায়ের গর্ভে কি রূপ হলি
পূর্ব্ব পরে নিরন্তরে গুরু রূপে নিরঞ্জন।।

রজবীজ মিলন কে করিল,
কোথায় ছিল শক্তির আসন
ব্রহ্মাণ্ডের গঠন গড়ে সেই কোনজন।।

কোথায় ছিলি কোথায় আলি,
কার বা সঙ্গে ভবে এলি,
অধিন পাঞ্জু বলে গুরু তার কর অন্বষেণ।।

৩. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: হাতেম শাহ

সরা কোন নবী করেছে জারি।।
যে জানো সেই নবী নাম বলো আমারী ॥

কোন নবী হয় দোস্ত খোদার
কোন নবীর পর পরোয়ানার ভার
কোন নবী হয় আব্দুল্লার ঘর
কোন নবী হয় আওয়াল আখেরী।।

মেরাজে যান কোন নবী
কোন নবী হয় আদাম ছবি
কোন নবীর হয চৌদ্দ বিবি
ভবে করতেছেন ইন্তেজারি।।

কোন নবী কালেবে বসে,
কোন নবী পাঞ্জাতানে মিশে
হাতেম ভেবে পাই না দিশে
নবী পুরুষ কি মোহ হয় নারী।।

৪. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: হাতেম শাহ

দেখনা খুজে অজুত মাঝে নবী মূলাধার
সারে জাহান হয়েছে সৃষ্টি
নূর নবী নাম বলে যার।।

একেতে হয় তিনটি আকার
রাসুল নবী নাম বলে যার
আহাদ নামের হলে বিচার
ঘুচে যেতো ঘোর অন্ধকার।।

অন্ধকারে রাগের পরে
নিরঞ্জন সাই সৃষ্টি করে
শক্তির আশ্রয় দিয়ে তারে
এক দেহে দুই দেহ তার।।

শাকের শা দরবেশে বাণী
নবী হলো জগৎ স্বামী
আদম আকার ধরলেন তিনি
শীতল হয়ে দেখনা।।

৫. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: রজব আলী

মন কর দড় নৌকায় চড়ো শ্রীপদ পদ্ম স্মরণ করে।।
ডাকো হে পতিত পাবন শ্রীমধু সুধন
করবেন তারন এসে ভাবো পারে।।

গুরু যার আছে হেল্লা মাড়ি মাল্লা
সব সহ তার বসে ফেরে,
ত্রিবেনির ঘুল্ল পাকে মারে ঝিকে
লাগিয়ে তালা মালের ঘরে।।

সখা যার আছে গুরু কল্প তরু
কি করবে তার ঝড়ি ঝঙ্কারে
ধরে অনুরাগের বঠে, ধর এটে
তুফান কেটে যাবে পারে।।

ছাম ছল্লিন চান্দে বলে ভক্তির বাতাস
জোড় মাস্তুলে দেওনা তুলে
রজব আলী থাক নিহারে ডুরে ধরে
পলক যেন পড়ে নারে।।

৬. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: শামছুদ্দিন শাহ

ভবের ঘাটে রসের নদী বয়
ঘাটে পলকেতে প্রলয় হয়।।

এক ঘাটেতে উজান বয় বারী
আর এক ঘাটে নিতাই আমার
পারের কান্ডারী
মনে মানুষ পেলে তারী অনাসে পা করে দেয়।।

আর এক ঘাটে উজান স্রোত বয়
আর এক ঘাটে নালা পানি জানিও নিশ্চয়।
আর এক ঘাটে শান্ত পানি
দন্ডে বিম্ব ভেসে যায়।।

আনন্দ মোহিনী তাই কয়
মদন জানলে মাতার সেই ঘাটে পার হওয়া যায়,
ঘাটের বাক না চিনে নামলে জলে
ভাটার টানে ভাটিয়ে যায়।।

৭. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: মহেন্দ্র গোসাই

গেলাম মলাম চুবনী খেলাম
তবু লজ্জ হয়না এ জ্বালা তো হয়না আমার
এ জালা গো সয়না।।

ভবেতে এলাম একা তার পরে জুঠিলো দুকা,
সেই রসে হয়ে ভেকা, পেয়ে সাধের ময়না।
জনম ভরে পুশলাম তারে দিয়ে কাপড় গয়না
স্বার্থেব হানি হয় যখনি আর তোর ফিরে চাইনা।।

কামে কাম অনু হয়ে সন্তান সন্তোতি পেয়ে
আপন ধন পরকে দিয়ে, তবু তার মন পায় না
আপন দোষে সব হারালাম মনের দোষ তো ধইনা
তুমি গুরু থাকবে ভবে মন সুহালে রয় না।।

এ আগুন নিভাইতে যাব আর কোন জগতে
দীন মহেন্দ্র কোন মতে উপায় খুজে পাইনা
আমার দুষ্ট স্বভাব ভক্তির অভাব
বুঝি তাইতে চরণ দেই না।।

৮. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: মহেন্দ্র গোসাই

কেমন করে করবো আম সাপুড়ের খেলা
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি
দংশন করে রোজ দুবেলা।।

বিষের জ্বালায় জলে মরি,
মুক্তি পাবো কারে ধরি
তুমি বিপদ ভজ্ঞন হরি
দুর কর মোর ঘোর জ্বালা।।

দ্বারে দ্বারে ঘরছে ফনা,
আমার তো নাই বন্দ জানা
তলে পলো পাগলা ভোলা
হলো না কি বেভুলা।।

খাচায় সাপাসাপির বাস,
যে করেছে তারে গো বশ,
শুনলে যমের হয় গো ত্রাস
আছে মহেন্দ্রর বলা।।

৯. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: যাদু বিন্দু

বিষম নদী পাতাল ভেদি ত্রিবেনী।।
বিশ নামলে পরে উঠতে নারে প্রাণে মরে তখনি।।

তড়ফা তুফান ও ভারী বইছে উজান দিন রজনি
নদীর বাক দেখে যায় অবাক হয়ে
যত সব ধ্যানি জ্ঞানি।।

অকুল পাথার সাধ্য বা কার
পার হয়ে যায় তরনী
কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা,
দেবতরা খাই চবনী।।

মহেশ্বরের সাধন বলে,
পার হয়ে গেছেন তিনি
ঐ নদীতে নয়ন দিয়ে,
করতেছে হরির ধনি।।

সামাল সামাল সে না নদী,
গোসাই কুবিরের বাণী,
যাদু বিন্দু ডুবে মলো
হলোনা তা সু-সুন্ধানী ।।

১০. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: যাদু বিন্দু

নোনা গাঙে সোনার তরী সু রসিকে বেয়ে যায়
সু রসিক নেয়ে ঠান্ডা হয়ে বাক বুঝে পাড়ী জমায়।।

অনুরাগী মায়া ত্যাগি হরির নামের গুন গায়
গুরু পদে নিহার দিয়ে বসে আছে হাল মাচায়।।

লগী মোর ধীরে ধীরে গভীর নিরের খবর নেই,
জোয়ার এলে নৌকা খোলে
ছাড়েনা ভাটার সময়।।

যোগি মাঝি কাজের কাজি পাল তুলে দেই মুহাত যায়
রূপ রখানের তরী খানি
জল গাবি লাগেনা গায়।।

ছয় জন দারী আজ্ঞাকাবী
সাধ্য কি রে গোল বাধায়
পোষ মেনে মেনেযে মাঝির কারে
ডুবে আছে নাম শুধায়।।

গোসাই কুবির চান্দে বলে
সুরসিকে বেয়ে যায়
যাদু বিন্দুর টলো ডোঙা
ডুবে মলো সাঝ বেলায়।।

১১. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: গোসাই হরলাল

কি অপরূপ এক মরা দেখলাম রে
মরার ঘাটে মরা ভাসে।।
এখনও দুজ্জয় মরা, মরার গন্ধ গেছে দেশ বিদেশে।।

ছয়টি শৃগাল করে দৌড়াদৌড়ি
মধ্যে গাঙে ভাসে মরা উপায় কি করি,
আমি ঠকাই পীরের ছিন্নি দেব গো
মরা একবার যদি কুলে আসে।।

পাচটি কাচোই মরা বসে বসে খায়
দশটি শকুন গাছের আড়ে উকি মেরে চায়
আমি ঐ যে মরার কাছে যাবোরে
মরা একবার ডুবে একবার ভাসে।।

ঐ যে মরা কোথা হতে এলো
তিন দিবস হইল মরা ঘাট জুড়ে রলো
গোসাই হরলাল বলে দেখলাম শেষে
মরা মরা খাই চুষে।।

১২. গঙ্গা প্রসাদ
গীতিকার: রাধা বল্লব

আগে সাধন কর নারী।।
না জেনে নারীর তত্ত্ব কেউ যেওনা না নারীর বাড়ী ।।

না জেনে নারীর তত্ত্ব নারীতে হলে মত্ত
পুরুষের পরমাত্ম সবই নেবে কাড়ি
যদি নারী জয়ের আশা থাকে জাগাইয়ে নেও সে নাবী,
আছে নারীর সঙ্গে নারীর পিরিতি
নারী না হলে হয় অনারী।।

বাহাত্তর হাজার নারী আছে মন সবার বাড়ী
তাহার মধ্য তিনটি নারী বিজয় বলেহারী;
সুষুম্নাকে সাধন করে জাগায়ে নেও সে নারী
ইড়া পিঙ্গলা দুই নারী তারাই নারীর আজ্ঞা কারী।।

এক নারীর চতুর্দলে জীব রয়েছে তাহার কোলে,
ত্রিবেনীর ঘাটে গেলে সন্ধান পাবি তারী,
সেই ঘাটে এক দারোয়ান আছে সেও-
সেই নারীর আজ্ঞাকারী এক নিরিখের অভাব
হলে সহস্রারে মারে বাড়ী।।

কু নারীর সঙ্গ ছাড় দেহকে নৈবদ্য কর
সামর্থ্যকে পূজা করো দিয়ে নয়ন বারী
ব্রাহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সেই নারীর আজ্ঞাকারী
রাধা বল্লব বলে সব হারালাম রাগ বাঘিনী নারীর বাড়ী।।

১. লিয়াকত আলী
গীতিকার: গোপাল

এক ছাড়া দুই ভজতে গেলে হারাবী শোলআনা
মারেফতের সাধন পথে চলরে আমার মন রসোনা।।

মারফতের ফকির যে জন, রোজা নামাজ তার সর্বক্ষণ,
পঞ্চ ওয়াক্তের নাই প্রয়োজন ত্রিশ রোজার ধার ধারেনা।

এক ধ্যানেতে হয়ে মত্ত যিকির কর অবিরত
সাধনে হওগে রত ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না।।

কল্প তরু সমাধিতে বসো একাগ্র চিত্তে
গোপাল বলে দেখতে পাবে- আসল মূলের ঠিকানা।।

২. লিয়াকত আলী
গীতিকার: মিয়াজান শাহ

ছয় রাগের উপর হলো রে মন প্রেমের আলিঙ্গন,
নিগুড় প্রেম সেই রাগের উপর নবী আর সেই নিরঞ্জন।।

রাগ পাত্রে শাই রব্বানী, সঙ্গে ছিল মা জননী,
তার উপরে নুরের ছাউনি, রসেতে তার হয় মিলন।।

যোগি ন্যাসি কর্মি জ্ঞানী, নিগুঢ় প্রেম সাধন ধ্বনী,
মিয়ারাজে প্রকাশ জানি, বহে মুন্দা, মুন্দা সমিরন।।

মিয়াজান শা চাঁদের খেলা, শোনবে বাহাদুর বেলিল্লাহ,
আসমান, জমিন যাহার হিল্লার শুধু সে প্রেমের কারণ।।

৩. লিয়াকত আলী
গীতিকার: ভবা পাগলা

হৃদয়ে বসায়ে পাখি রাধা কৃষ্ণের নাম যপনা
আমি যাহা বলি পাখি, শুনেও কেন শোন না।।

নাম কর-২ পুটে, পশু জনম যাবে কেটে,
মানব আত্ম বসবে ঘটে,পশু আত্মা থাকবে না।।

ষোল নাম বাত্রিশ অক্ষরে আঠাশ অক্ষর দাও গো ছেড়ে
অজপা নাম চার অক্ষরে জীবে সেই নাম যপেনা।।

ভবা পাগলার দুঃখ মনে, এসব কথা কে আর শোনে,
মনের দুঃখ মনে রইল মনে প্রকাশ করা গেল না।।

৪. লিয়াকত আলী
গীতিকার: বাউল চাঁন

নবী কলমা দাতা ধর্ম সুতা যুগে-২ রয় মিশে,
নবী নুর অংশ নফংশ করন তার নিঃবংশ শুনে লেগেছে দিশে।।

আত্তয়ালে নবী ফাতেমা বিবি সুখে দুঃখে ভার নিলেন নবী
এই ভবে ভাবি, লয়ে উম্মতের নবী সরোয়ার এই মানবে মিশে।।

ছিল নুর সেতারা সে ভেদ বুঝবি কি তোরা
ভাব অন্তে নবী পদে ছিল সে বেত্তরা
তাহার জুতা রেখে দেরাগের ডালে নবী বসিলেন মনুর বেশে।।

রূপাই কেন্দে-২ জারে জার মুরশিদ কি হবে আমার,
ভাব অন্তে নবী পদে জীবন অনিবার,
বাউল চাঁন কায় আর রূপাই নবীর হাল নিশো।।

৫. লিয়াকত আলী
গীতিকার: কৃষ্ণ

দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে ঘটল আমার কুমতি,
দিবা নিশি ভাবছি বসে কি হবে আমার গতি।।

দশ ইন্দ্র রিপু যারা, কেই কথা শোনে না তারা,
যাদের দ্বারা খেদাব ভুত তাদের ধরেছে ভুতি।।

সবে বলে আমার আমার, আমি বা কার কেবা আমার
কি ঘরেতে বশত করে দেখলাম না তার মুরতি।।

দিনরাত কৃষ্ণ বলে এই ছিল কি মোর কপালে,
প্রভু চিন্তা মনিগুন নিধি আমারে দাও সুমতি।।

৬. লিয়াকত আলী
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

গুরু রূপে যে দিয়েছে নয়ন,
ভেবে দেখ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে গুরু রূপে সাই নিরঞ্জন।।

মন হয়েছে ফুলের জ্যোতি, মধুর রতি উপার্জন,
মধুর লোভে গুরু ধরে, আত্মার সাতে সম্মেলন।।

দেহের মাঝে গুরু রাজা পুজা করে সর্বক্ষণ,
পুজা করে প্রাপ্তি হয় সে মধুর রতি উপার্জন।।

খাশ ভান্ডারে অমূল্য প্রেম, কে জানে তার অন্বেষণ,
পাঞ্জু কি তার মর্ম জানে, জানে শুধু সাধু জন।।

৭. লিয়াকত আলী
গীতিকার: যাদু বিন্দু

কি জম গৌউর প্রেমের স্বর ভাজা,
খেলে সুধা যাবে ক্ষুধা বাঁকা মন হবে সোজা।।

হালায় কারের বলি হারি, দেখ মাল তৈয়ারি করি
রেখেছে সারি-২ মুক্তা, মিঠার খাজা গজা।।

সে জিনিস যে খেয়েছে মনের আধার সব গিয়াছে
মহা রসে মেতে আছে, নাই কোন বৈদিগ পুজা
ভাব রসে তার মাখা তনু নয়ন দেখলে যায় বুঝা।।

গোসাই কুবিরের বাণী, আছে ছালা পুরা চিনি
যাদু বিন্দু দিন রজনী বলদ হয়ে বয় বোঝা।।

৮. লিয়াকত আলী
গীতিকার: তোরাপ শাহ

পিরিতে হবে আরাম, ঘটবে ব্যারাম ঔষধে আর সারবেন না
পিরিত করে সোনার যৌবন রাখা যাবে না।।

আগে বাধ্য কর আপনার মন, শন্তি পাবে চির জীবন,
দুই মনেতে কর একমন, অকালে মরণ হবে না।।

না জেনে প্রেম-পিরিত করা আয় থাকিতে জীবনে মরা
কবে প্রাণ পাখিটি দিবে উড়াল আপন খাঁচায় রবে না।।

দেখে শুনে বোঝেরে মন, শেষ কালে তোর কেউ নয় আপন
তোরাপ শা কয় জলে জীবন, ঐ জল ঢালা ফেলা কর না।।

৯. লিয়াকত আলী
গীতিকার: কাঙ্গাল কছিম

দিয়ে তরী সুমুদ্রী চিন্তা আমার গেলা না,
ভাবতে, চিন্তে দিয়া ফুরাল মনের ভাবনা গেলনা।।

চৌদ্দ পোয়া তরী লয়ে, ভাসলাম মধ্য সুমুদ্রে,
দুই দাইড়ে এক বাদাম দিয়ে হাইলাতে জল মানাই না।।

নীল বসন্ত বোঝাই তরী, ছিড়ল হালের টানের দড়ি
ছয় জনাতে যুক্তি করি, লুটে নিল ষোল আনা।।

কাঙ্গাল কছিম বিনয় করে, নৈয়মদ্দিন শার চরণ তলে,
অন্য আশা নাহি মোরে, কেবল ভরসা চরণ খানা।।

১০. লিয়াকত আলী
গীতিকার: গোলাম হায়দার

পড়িতে এলাম গুরু তোমারি দ্বারে-
ক অক্ষর দেখে ব্যাকুল মানে করে কও মোরে।।

ক বাম রেখাতে বসে কোন জন
দক্ষিণ রেখায় কোন মহাজন
গুরুর পাছে করে শ্রবণ, দেসব বর্ণ বোধ পড়ে।।

ক অর্ধ রেখাই কেবা- বসে, অতিরসে ছেয়ে আছে
আবার কোন জন নারীর বেশে মাত্রাতে বিরাজ করে।।

ক আকুড়েতে বসৎ কাহার
মধ্যে শূন্য কোন দেবতার
গোলাম হায়দার আরোজ করে ধরে উমেদ সাইজির চরণ ধরে।।

১১. লিয়াকত আলী
গীতিকার: গোলাম হায়দার

পড়বি যদি বর্ণ পরিচয়, ধরগে গুরুর প্রেমওময়

ক- এর বাম রেখাতে ব্রহ্মা বসে
দক্ষিণ রেখার বিষ্ণু রয়,
অধ রেখার রুদ্র বসে সরস্বতি মাত্রাই ধায়।।

ক-এর আকুড়েতে কুল কুন্ড
যিনি জ্ঞানীজনে জানতে পায়
কয় দেবতার মিলন দেখে
পাপ-তাপ দুরে পালায়।।

ক- এর মধ্যে শূন্য সদাই
শিব দেখলে পাপির প্রাণ জুড়াই
গোলমে হয়দার বলে জানতে পারে উদ্দেশ্য যদি ছায়া দেয়।।

১২. লিয়াকত আলী
গীতিকার: হাওড়ে গোসাই

মায়া, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতি, নদীর
মাসে-২ জোয়ার আসে ত্রিবেনীতে সৎগতি।।

সেই যে নদী হয় উতালা,
তিন দিন নদীর খেলা
একদিন কালা একদিন ধলা, এক দিনে হয় লাল মতি
সেই ধারাতে স্নান করিলে হবে গৌরাঙ্গ সুবতি।।

এক যুব নারী ঘরে থাকে,
ঘরে বসে জগৎ দেখে
সাত হয়ে ধর্ম রাখে লয়ে উপপতি
এসব তত্ত্ব জানতে পারলে হবেরে তার উন্নতি।।

এবার মরে মেয়ে হবো
প্রেম সাগরে ঝাপ দেব
সাধুর কাছে জেনে লব প্রেমের রিতি নীতি
গোসাই হাওড়ে বলে আর রাখাব না বংশে বাতি দিতি।।

১৩. লিয়াকত আলী
গীতিকার: গোবিন চাঁদ

আপন মনের মানুষ মনে রেখ যতনে,
দর্পনেতে দিয়ে পারা ঠিক রেখ দুই নয়ন তারা
প্রেম রসেতে অঙ্কন করা আপনি লাগবে নয়নে।।

মনের মানুষ কেউ মন ছাড়া কর না
কলে বলে আসলের ঘরে ওগুল দিতে ভুল কর না,
বোম্বাটে বসে আছে ছয় জনা,
গাটির ধন নিবে লুটে ভাসাবে আকুল পাতারে
সাথিরা সব যাবে চলে কাঁদবি বসে নির্জনে।।

খুটো ধরে বসে আছে যে জনা,
কত তুফান বয়ে যায় জাতার ঘেষ লাগেনা
গায় অমনি ক্ষত হতে হবে সুজনা-
যেমন চুনে হলুদ মিশাইলে দুই রং যায় অমনি সরে
শেষ কালেতে লাল রং ধরে ঠাউরে দেখ নয়নে।।

গোবিন চাঁদ কয় গেল বেলা,
ছাড়রে মন ভবের খেলা
ভাব সাগরে দেওগো মালা, কাজ কি অন্য সন্ধানে।।

১৪. লিয়াকত আলী
গীতিকার: রমজান

নৈরাকারে ভেসে ছিল আমার প্রভু নিরঞ্জন,
কার আগেতে কে-বা কারে করিল সৃজন।।

আদ্য মাতা বক্ষ পরে, কে ভাসিল নৈরাকারে,
মা বলিয়া ডাকলেন কারে, কারে বলি খোদ মহাজন।।

আদি মাতা সৃষ্টির গোড়া, দয়াল নাম তার মা জহুরা,
হাসান হোসেন দুই ভাই তারা
মায়ের কোন অঙ্গেতে হয় মিলন।।

তত্ত্বকথা অর্থ করে, বলে দাও মুরশিদ আজ আমারে
রমজান বলে কালা চাঁদরে না বুঝে মোর যায় জীবন।।

১৫. লিয়াকত আলী
গীতিকার: বাহের শাহ

পড়ব না তোর শরার নামাজ আইন কিসে ঠিক রবে,
আসমান জোড়া নবীর আইন কি করে আদায় হবে।।

প্রথমেতে সিজদা দিতে কেবা কারে দেখাইলে
কে খোদা কে মুহম্মুদা কে কারে সিজদা করে,
এর রফাদানী কেবা করে, সিজদা দিতে বলো কারে।।

প্রথমেতে রাসুলউল্ল্যা তরমি বান্ধে মিনার পর
দ্বিতিয়াতে নাভির উপর কি ভেদ আছে এর মাঝার
তৃতীয়াতে দুই হাত খোল এ দেখি বিষম খেলা
নামাজ আদায় হবে কোনখানে।।

বাহের বলে হায় কি করি
তিন আইনের কোনটি ধরি,
কোন তিন সময় নিষেধ আছে মুখে মোহাম্মদের নাম না লবে।।

১৬. লিয়াকত আলী
গীতিকার: রমজান শাহ

যেদিন আশেকেতে ভেসে ছিলেন সাই
নিঃআকারে শূন্য ভরে আরশ ছিল ভাই।।

নিঃআকারে আকার ধরিল,
গোলা আকৃতি ডিম্ব রূপে সাই শূন্যে ছিল,
সেদিন এক বিন্দু ঝরেছিল তাইতে জগৎ পয়দা হয়।।

অন্ধকারে আহামদের আলী আলিপ পয়দা
অন্ধকারে মশাল জ্বেলে আলিফ খাড়া রয়
এক বিন্দুতে কুশুম হয়ে পাঁচটি বাচ্চা তাহার হয়।।

অন্ধকারে আসতে পথে
কুহকারে ঝুল মারে
রমজান বলে কালা চাঁদরে ঘোর পাক তোমার কিসে যায়।।

১. মান্নান সাঁই
গীতিকার: বেহাল শাহ

সর্ব প্রদাতা পরম দয়ালু আমি খোদা তায়ালা নাম শুরু করতেছি,
হে এলাহী শয়তানেরও হস্ত হইতে যেনো বাঁচি ॥

সর্বস্ব প্রশংসা খোদার, তিনি সমুদয় জীব জড় জগতের সার,
বিচার দিনের কর্তা তিনি তিনার কাছে আরোজ জানাইতেছি ॥

পীব পয়গম্বর অলী আউলিয়া, যে পথে গেছেন চলিয়া,
সে পথ আমার দাও দেখাইয়া দেখে যেনো আনন্দে নাচি ॥

যারা আছেন বিপদগামী, তাদের প্রতি রুষ্ট স্বামী,
অধম বেহাল বলে শুনে আমি সর্বক্ষণ চিন্তাতে আছি ॥

২. মান্নান সাঁই
গীতিকার: বেহাল শাহ

আমারো যে মনো ব্যাথ্যা হৃদয় গাঁথা আছে
হৃদয় গাঁথা আছে সখী হৃদয় গাঁথা আছে ॥

ব্যাথার ব্যাতীত যে জন হবে, বন্ধু এসে দেখাইবে
আমার মোন বাঞ্ছা পুরাইবে, তবেই তো প্রাণ বাঁচে ॥

হৃদ পিঞ্জিরার পোষা পাখি, কোথাই গিয়ে বসলো সখী
একবার এনে দেখাও দেখি, কালা আছে কি মরেছে ॥

বেহাল বলে সমীর পুতুল, মজাইয়ে গেছে দুকুল
এবার বুঝি পড়েছে ভুল, ভুল পড়ে রয়েছে ॥

৩. মান্নান সাঁই
গীতিকার: বেহাল শাহ

তুই বিনে মোর বন্ধু কেউ নাইরে দয়াল
আমার মনের দুঃখ বলবো কারে ॥

আমার নাই ভজন সাধন, তোমারি চরন রেখেছি হৃদয় মাছে,
ও মোর দয়াল এই বাসনা অন্তরে ॥

তোমার নামেরই গুণে বেড়াই এ ভূবনে, দেখোনা কি নজরে,
ও মোর দয়াল তুমি ফেলো যেয়োন আমারে ॥

ও তাই বেহালেরই মন সদা সর্বক্ষণ থাকি যেনো ঐ রূপ ধরে,
ও মোর দয়াল তোমাই না দেখলে যাবো মরে ॥

৪. মান্নান সাঁই
গীতিকার: দুর্দ্দু শাহ

নবী চিনা হয় কামনা আগে মুরশিদ ধরো,
আত্তল আখের জাহের বাতেন তবে সেই ভেদ জানতে পারো্ ॥

আল্লাহর নুরে যে নবী হয়, সারে জাহান সেই নুরে হয়,
হয়াতুল মুরছাল্লিন সে হয়, জন্দা চার যুগের পরো ॥

অঙ্গ অংশ কলা রূপে, তিন রূপ ধরে এক রূপেতে,
অংশ রূপ রয় সব ঘটেতে বাতেনি রূপ কয় যারে ॥

মুর্শিদ ভোজনের আইন দিয়ে খাকের দেহ খাবে থুয়ে,
নবীর নুরেতে নূর যাই মিশায়ে দুদ্দু হয় আকার সাকারো ॥

৫. মান্নান সাঁই
গীতিকার: কাজেম সাইজি

মলাম আপনিকে আপনি ভুলিয়া, দুঃখ জানাই কার লাগাইয়া
মনের মানুষ হারাইয়া বেড়াই পথে পথে কান্দিয়া কান্দিয়ারে ॥

যমন নদীর ভাঙ্গে কূল, পাখি গাহিছে গুনগুন,
অমনি মতো আমার মনে লাগে ঘুণ,
আমার নাই কোন ফুল জ্বলে ফোটে পদ্ম ফুল,
মোলাম অমনি মতে জলেতে ভাসিয়া ॥

বন্ধুর পাইতাম যদি পথে চলে যাইতাম তার সাথে,
শ্মশানে শ্মশানে বন্ধু আছে গোপনে
অধীন কাজেম সাইজি কয় কাশেম কথা মিথ্যা নয়
গুরু না ভোজিলে তা কি যায় পাওয়া ॥

১. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

সব শিল্পীরা একই ব্যাচের আমি হই ভিন্ন
রকম যেহেতু গুরু আমার খেরশেদ আলম ।।

তাহার গান শুনেছেন অবশ্য
আর পরিচয় দিয়ে হয়না আমি কার শিষ্য
আমি তাহার ক্ষুদ্র শিষ্য দার্শা পনাই রই মগন।।

যারা ভালোবাসত তাহার গান
আমাকে বাসিবে ভালো এইটায় প্রমাণ
আমাকে করে উভয় দান তার কথা করে স্মরণ।।

আমি তাহার চরণের দাসি
যখন ডাকে তখনে ছুটিয়া আসি
খোরশেদ বলে ভালোবাসি ছাড়িয়া লজ্জা শরম।।

২. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

শুনে শিক্ষা করে শিক্ষা দুই শিক্ষা এক কয়না তাকে
দেখলাম খেলা খেলতে ফুটবল
মনাই মন্ডল বারবার বল যাই ঠ্যংগের ফাঁকে।।

মুনাই মন্ডল কি খেলুয়ার
দেখলাম তাহার খেলার বাহার নিজের চোখে
আসলে সে দৌঁড়ায় ভালো
দেখা গেল বল পেলনা মিডিল থেকে।।

তার কাছে বল আসে যখন মারে তখন বল
পায়না বল খেলুয়ার কে
পায়ে পায়ে লাগে বেড়ী যাই গো পড়ি
গড়াগড়ি করতে থাকে ।।

শুনে শিক্ষা এমনি রীতি
লাথালাথি মাতা-মাতি করতে থাকে
খেরশেদ আলম মুনায় মন্ডল, খায় কত গোল
শেষে দোষ দেয় কেবল নিজের গোলকিকো।।

৩. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আখ দিলি ক্যান চাপা কলেতে
চাপা কলের চিপায় পড়ে ভাসলি রসেতে ।।

চাপা কলের চিপা গলি,
দেখেই আখ ঠেলিয়া দিলি আনন্দে পেতে
পহেলা চাপেই হলি চেপটা সাজ সন্ধ্যা রাতে।।

চাপা কলের এমনি ধারা
আখ হতে হয় গো তেড়া চুবনি কষাতে
ছেড়ে ছেড়ে ধরে তেড়ে ফাঁকড়া কলেতে।।

প্রেম সড়াশী দিয়ে খিল
চাপা কলের বাট কর ঢিল বল পায়না জাতে
ঠিক করে দোম চালাও হরদাম ন্যাশ কুম্ভকেতে।।

গুরু রূপ হয় গো হারা
চাপা কলেই যাইগো মারা- এক পলকেতে
খোরশেদ আলম করছে নিয়ম আজিজ শায়ের মতে।।

৪. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমি কয় জনার মন রাখব বন্ধু কওনা তাড়াতাড়ি
তুমি কি জাননা বন্ধু আমি একা নারী।।

যৌবন দেখে কত বন্ধু আশে আসে আমার বাড়ি
আসবেকিনা কোনই বন্ধু হইলে আমি বুড়ি।।

মন বিনিময় চাইনারে মন না হইলে সুন্দরী
আমার কেউ তো ভালবাসে না সবাই যৌবনের ভিক্ষারি।।

দেহ নিয়ে পাগল সবাই মন থেকে রই দুরি
তোমরা আমার বলে দাওনা আমি কার পিছনে ঘুরি।।

মনের সাথে মন মিশাইলে হইতাম তাড়ি
খোরশেদ বলে তারে লইয়া হইতাম দেশান্তরি।।

৫. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমার তরি তুমিই যাইবা বাইয়ারে (ভক্ত)-২
মাঝির কাছে গেল কেবল কৌশল দেয় শিখাইয়া।।

যেজন গুরু সেজন মাঝি, তারে আগে কর রাজি
নয়লে তরি খাবে ডিগবাজি মাঝ দরিয়ার যাইয়া
মাঝি তো সংগে যাবে না থাকবে সহায় হইয়া।।

ঘৃণা লজ্জা ভয় ইত্যাদি তোমার মধ্যে থাকে
পার হইতে অকুল নদী মরিবে ডুবিয়া
মরিলেও বাঁচাইতে পারে গুরু সাই কি বরিয়া।।

বিশ্বাস ভক্তি প্রেম যার আছে, সেইত ভবে পার হয়েছে
দিগ্বিজয়ী সেই হয়েছে গেছে অমর হইয়া
আজিজ শা খোরশেদ থাকো আত্মাতে মিশিয়া।।

৬. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

দেখতে হরিণী হরিণী,
চোখেরী চাহনী মায়বিনী বাবরী ছাটা মাথার চুল

তুমি কি সাগরিকা নাকি তুমি নায়িকা
নাকি গায়িকা ডিস্ক বাউল
কি সুন্দর চেহারা মনেরী মন হরা
আগা গোড়া যেন স্মরণের পুতুল, বাবরী ছাটা মাথার চুল।।

যৌবনে ঢলো ঢলো রসেতে টলো মলো
কর্ণেতে দুল দিয়া মোর ঝুমকা বেড়ি হাতেতে রেশমী চুড়ি
দেখতে যেমন সুন্দুরী টুকুটুকি ফুল।।

সে যে মোর তুতা ময়না
কেন যে কথা কয় না, আমার পরাণে সয়না হইছি ব্যাকুল
খোনশেদ আলাম কয় তোরে,
গোকুল নগরে কে পাঠালো তোরে দেখতে বাউল।।

৭. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

চাটগাইয়া দেশের পাটনাইয়া মোল্লারে
ও মোল্লা আইছরে কত তনে
বাইনা পাইয়া ওয়াজ লইয়া মইতা রইছ গানেরে

ষাড়ের দেয়না মসলমানি গাভির হয় না বিয়া
ঐ গাভির দুধ খাও মোল্লা কোন শরিয়ত দিয়া।।

মরগ মুরগী ফরজ গোসল করে নাই জীবনে
ঐ মুরগীর মাংশ মোল্লা বলো কোন বিধানে।।

খোরশেদ বলে গানের জবাব দিও গানে
এমন ভাবে দিও জবাব শ্রোতগণে য্যান মানেরে।।

৮. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ঠিক থাকে না গেড়ো
দেখলেই তুই হলি চাষা বুদ্ধি নাশা লাঙ্গল ভেঙ্গে করলি গুড়ো।।

গুরু রেখে নজরে কাম ক্রোধ দুই বলদ জুড়ে
চষতে থাকে ধিরে ধিরে থেকো হুশিয়ারে
ঘনঘন চাষ করিয়া জমির ঘাস সব মোরো
ঐ জমিতে আবাদ করতে সুযোগের অপেক্ষা কইরো।।

অমাবশ্যা পার হইলে পুণিমা তার শুরু হলে,
তিন দিন শুভো যোগ চলে, তুমি বিজ রোপিতে পার
সু সুন্তান তার হবে ঘরে ১৪ গুষ্ঠি করবে পারো।।

ওষ্টাজ্য মতলেব আলী সাজে নাড়া, লাঙ্গল থাকতে জমি হারা
আজিজ শাহের বিজায় কড়া
তার লাঙ্গলের মুড়ো এখন আমি কি করি করিব বলো
মুকসার খুড়ো কুযোগ পেয়ে চষতে যেয়ে নাম ধরেছি খোরশেদ ভেড়ো।।

৯. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

বলো প্রতি চাষেতে বীজ না বুনে থাকি মতে
চষতে গেলেই বীজ বুনা পারি ঠেকাইতে।।

কৃষক স্বামী-স্ত্রী জমি কোরানেতে কয়
আমার জানতে ইচ্ছা হয়
আবাদে এবাদত হয় কোন যোগের ধারাতে।।

জীব হত্যা মহাপাপ কয়
জগতো স্বামী হইলাম খুনি আসামি
এখন বলো বাঁচি আমি কেন পদ্ধতিতে।।

গুরু মোরে কৃপা করে দেখাও শরণ
আমি করতেছি শপথ
ভুল করে ঝুলব না কুপথে মরণ ফাঁসিতে।।

চাষ করিব বীজ বুনিব শুভ যোগেতে
সে যোগ চিনব কি মতে
খোরশেদ বলে সে যোগ পেলে যাব ফলাতে।।

১০. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তুমি আমার জানের মধু মালা ক্যান দাও জ্বালা
তোমায় আমি প্রথম দেখে হারাইলাম
তোমার রূপে সুফেছি মন হইয়াছি বেভুলা।।

কে তুমি করগো ভয় যা ইচ্ছা তায় মনেতে লয়
দিব আশ্রায় বিদায়েরী বেলা
সবাই তোমার করলে তেজ্য
আমি তোমার করব কার্য্য অনিবার্য্য থাকব ধরে গলা।।

তুমি সুন্দর বলে চেয়েই থাকি- তাতে আমার অপরাধ কি
তোমায় দেখি মন হইলো উতালা
দেখে তোমার সুখের হাসি তাইতে আমি ভালোবাসি
প্রেমের ফাঁসি পরেছি একেলা।।

তোমায় পব কিনা পাব সারা জনম ভালো বেসে যাব
সাজাইব তোমার প্রেমের মালা
খোরশেদ আলম বলেছে কেঁদে পড়েছি পিরিতে ফাঁদে
কেঁদে কেঁদে বাড়ে দিগুন জ্বালা।।

১১. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তুমি মোর জীবন সাথী রূপ দেখিয়া
তায় সাথী নাম ধরিয়া বাসরি বাজাও।।

আমি হই নন্দের গোপাল সব সখিদের হই রাখাল
রাখাল রূপে ঘুরিয়া বেড়ায়
দেবতা মনে যেজন নেয় ভক্তির ভরে
আমি যেয়ে তাহার বাসনা পুরায়।।

যখন ডাকে তখনে থাকিনা অন্যখানে
আমি কিন্তু রাধারি কানাই-
রাধা আমার মন বল রাধা সহায় সম্বল
রাধার প্রেমে মত্ত সর্বদায়।।

শোন বলি শ্রীমতি রাধা আমি তোমার প্রেমে বাধা
ঘুরি সদায় প্রেমো ঋণের দায়
খোরশেদ আলম কেঁদে কয় যদি দুইজন মিলন হয়
তবে যদি ধ্যানে মুক্তি পায়।।

১২. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ধর ধর সখি তোরা আমারে
অঙ্গ আমার যায় জ্বলিয়া কাঁপিছে থরে থরে।।

চলিতে পারিনা আমি হয়েছি দুর্বল
কি হয়েছে বলতে গেলে আসে চোখে আসে জল
হাটতে গেলে হয় দুর্বল, মাথায় চক্রর মারে।।

দেখতে একটু লাগে ভালো না দেখিলেই মরি
পাইলে কাছে যাইত বেঁচে এই তো রোগের বড়ি
খাইয়ালে যায় সারি, শিঘ্রই তুই খাওয়া ধররে।।

এইবার বুঝি আর বাঁচবো না বন্দ হয় মোর দোম
কোন দিন যেন নিতে আসে আমার তরে যোম,
কাতরে কয় খোরশেদ আলম, বুকে রাখনা চেপে ধরে।।

১৩. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

হায় বাবা লালন হারাইয়া কাঁদছি আমি
হায় বাবা লালন থাকতে তারে চিনলামরে করলাম না সেবা সাধন।।

মুখে মুখে আমরা সবায় লালনের পাগল
কাজের বেলায় টনটনাটন যায় না মনে গোল
ফাগণ্ডুন মাসের পুর্ণিমায় দোলে শুনলেই লোকের হয় স্মরণ।।

লালন আমার রিদয় মুন্দিরে সর্ব সুমায় দেয় জুগায়ে
তবু যায় ভুলে আমি চলছি তাহার কৃপা বলে
আমার সাধ্য নাই কখন।।

আমার দ্বারা কিছুই হইলোনা
যারা পেল তারা আমার বলে গেলে না
পেলনা তারা করে সাধন, বেদনায় খোরশেদ আলাম।।

১৪. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: আজিজ শাহ

আমার নারিকুলে জন্ম হইলো কেন প্রাণ বন্ধুয়া
তুমি তো মোর মনের খবর জানো।।

বন্ধুরে-
অজান বুকে দেয় পদাঘাত নেই হাসি বদন
তুই বন্ধুয়া কুল মারিলে লাগে পাথরের সমানো
জেনে শুনে কেন তুমিরে গাইলা বিন্দের গান।।

বন্ধুরে–
তোমার লাগি কিনা করলাম আসিয়া ভুবনো
কুলমান সব হারাইলাম তোমার কারণো
আমি বুঝলাম কিঞ্চিত আসতে বাকিরে
বন্ধু আমার শেষ মরনো।।

বন্ধুরে-
আজিজ শা কয় কালি দহে কইরা বিসর্যন
ইচ্ছা হইলে শ্মশান ঘাটে পুড়োইয়া মন মতনো
আমার খুশি তায় কইয়া দিওরে বন্ধু দিও শ্রীচরণো।।

১৫. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

মনে বলে তোমার নিয়ে ঝাপ দিই নদীর জলেরে
আমার মনে কত কি বলে।।

আমার মনে বলে তোরে পইয়া ওসখিরে দেশ ছেড়ে যাই চলে
মরতে হইলে মরব দুইজন যা থাকে কপালে।।

হলুদ বসন পরে আমরা ওসখিরে চলতাম হেলে দুলে
যোগি আর যোগিনী দুইজন কেমন সুখি দেখতো তায় সকলে।।

এই জীবনে হবে কিনা ওসখিরে খোরশেদ আলম বলে
কেঁদে ভাসি নয়নেরী জলে।।

১৬. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

শোন বলি রায় অবুলা তুমারি বুকের জ্বালা
মিঠাইব চিকুন কালা কোলে বসিয়ারে
আর কান্দনা তুমি আমার লাগিয়া।।

রাইলো রায়-
তোমার যৌবন কমল রসে ভরা টলমল
কেড়ে নিলো মনেরি বল মরছি দুধ দিয়া
আমার মনের আশা পাইলে খেলতাম পাশা
ভালোবাসার প্রেম শিকলে রাখিতাম বান্দীয়া।।

আমি বসন্তর কোকিল, কালের সাথে রাখি মিল
কালেতে ডাকি আমি ডালে বসিয়া
আমি হই সেই ভ্রমোরা ফুলে মধু থাকলে ভরা
মধু পান করি আমি ফুলে বসিয়া।।

তুমি মুখে কও না অন্তরে,
দেখিব যাচায় থাক আমার গলাধরে ও প্রাণো প্রিয়া
খোরশেদ আলম কয় রাধা কৃষ্ণের প্রেমে রয় বাধা
এখন কেন কর দ্বিধা আমার দেখিয়ারে।।

১৭. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমার নিভানো আগুন, বন্ধুর বাড়িল দ্বিগুন
সোনা বন্ধু তোমারে দেখিয়ারে আবার এসে তোমার মুখ দেখিয়া।।

পুড়ে পুড়ে হইলাম ছালি তোমার প্রেমে পড়ে
কোন রমণীর প্রেমে পড়ে আমায় গেছ ভুলে
ওগো প্রাণের সখা বুঝি করতে এলে দেখা
তোমার বুঝি মেটেনা জ্বালাইয়া।।

জ্বালাও যত জ্বলব ততো সহিবার শক্তি দাও
মন চুরি করছ নইলে মন ফিরাইয়া নেও
সংগে করে নেও নইলে আমার মাথা খাও
একলা কেন জ্বলব প্রেম করিয়ারে।।

জগতের মন রাখো এক শাস্ত্রে লেখা দেখি
আমি কি সেই রাধা নয় গো আমায় দাও ফাঁকি
ভেবে ভেবে কয় মহির আলী প্রিয় তোমাকে বলি,
সুখ পাবে না রাধাকে কান্দাইয়ারে।।

১৮. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: তোরাফ সাইজি

গানের মত শান্তি নাই ভাই জগতে
গানে দেয় সুপথের সন্ধান সরল চিত্ত মানুষে।।

দিনের নবী গনে শুনিত আহসাবগণে গান গাইত
তত্ত্ব কথা মত্ত্ব হইত জানিয়া নিত গানেতে
তত্ত্ব কথা যেনা বুঝে ঝগড়া বাধে তার সাথে।।

সামা বলে আরবি কোরান বাংলায় তারে বলে গান
সেই গানটা গজল বলে উর্দ্দু ভাষাতে
উমর বিন শাদের কন্যা গান শোনইত রবি হতে।।

শরিয়তে গান গাইতে মানা আসনে তার মূল জানে না
তত্ত্ব কথা জান হলে হাসন কর মারফতে
হদিস বোখারী শরিফেতে পষ্ট রূপে লেখা তাতে,
খুজে দেখ দুইশত ৩০ পৃষ্ঠাতে।।

অধম মতলেব ভেবে বলে তোরাফ সাইজির চরণ তলে
চার তরিকার ভেদ গুরু আমার জানালে
খাজা বাবা গান গাহিত, বড় পীরে গান শুনিত,
খুজে দেখ আগে খাজার জীবনীতে।।

১৯. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার: ইউনুছ শাহ

বাংলা সম্রাট শ্রেষ্ঠ বাউল কুষ্টিয়া দরবেশ লালন
সাধু কুলের শিরমনি আল চিস্তিয়া সাধন ভজন।।

জন্ম তোমার হরিশপুরে কেউ বলে অন্তপুরে
গ্রাম ছেড়ে যাও অনেক দুরে এসে ছেওড়িয়া কর গমন।।

সিরাজ সাই হলেন গুরু, ধর্ম শিক্ষা করলেন শুরু
আবার সে কল্পতরু যে জনা রাখে স্মরণ।।

ইউনুছ শা খোদাবক্সে চরণ
কি দিয়া করিব পুজন
হইলো সাধন ভজন জনম গেল অকারণ।।

১. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

আমি নর অধম করি আমি নিবেদন
আছেন হেথাই যতো, সাধু গুরু মহাজন।।

যান্ত্রে যান্ত্রিক স্রোতা যারা
মোর নিবেদন নিবেন তারা
কিঞ্চিত বঞ্চিত করবেন না
অধিনে দানো চরণ।।

মা ফাতেমা জননী
ত্রি জগতের মা তুমি
চাও এই সন্তানের প্রতি
এইতো আকুল আবেদন।।

চাইনে আমি অভিজাত মান
এসে করো চরনো দান
পাগল রফি ঐ চরন ধরে থাক
নিভে যাক বুকের দাহন।।

২. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

ওহে প্রভু দয়াল গো দাতা
মিটাও তুমি ভক্তের আশা,
চাইযে ভক্তে যাই যেতা।।

অভাব মুক্ত দয়ার ভান্ডার
এক বিন্দু দাও অধম বান্দার
জানি তুমি দয়ার ভান্ডার
জানাও তুমি এই ভবে তা।।

তুমি হও জীবের মহাজন
চাইবো করুনা কার কাছে এখন,
এই অধিনে দিলে চরণ,
জানা যাবে মহান ভবতা।।

ভক্তি মুক্তি তোমার মেহেরে
নরক দিবি কেন পাপি করে,
ঔ শক্তিতে রফি চলে ফেরে
তুই ছাড়া কে বুজাবে বেথা।।

৩. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

হবে কি আর এই কপালে,
ও সাধুর চরণ ধুলি মাথায় লয়ে
ফিরে আসব মানব কূলে।।

আশায় করে রাস্তার ধারে,
চেয়ে আছি চাতক নিহারে
কবে চরণ হেথাই পড়ে
পাপি পরশ হবে ধুলে।।

দেহ খানা পাপে ভরা
সার শুধু মোর আশা করা,
নেবে কি এই পাপির ভারা
জীবন বেলা গেলো চলে।।

তাই রফিক দেহে থাকতে জীবন
চাও ফিরে গো পতিত পাবন
জনম জনম সাধুর চরণ,
রাখি যেন মাথাই তুলে।।

৪. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

গুরুজীর পাঠশালাতে যাবি মন মনোরে
শিশুর মতো হয়ে খাটি,
পোন করো জীবন মরণ।।

শিশু যেমন চেয়ে থাকে
মনে মনে মাকে ডাকে
কি ভালো কি মন্দ হবে
ভাবে কিতা সে কখন।।

কতো শিশু অনাদরে
অযতনে ভুগে মরে
চড়াও কি হয় মায়ের পারে
দেখছো কিতা কেউ কখন।।

তাই রফি রইল বারো তালে
মন দাঁড়াই না শুদ্ধ হালে
সে কি কভু হতে পারে
শিশুর মতো ঐ ধরন।।

৫. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

মা বলে যে তোমাই ডাকি
সন্তানের মা হয়ে কেনো,
ডাক শুনে নীরবে থাকিস।।

মাগো তুমি মায়ায় ঘেরা
সব সন্তানের ধারণ ধরা
তোমার বুকের সন্তান মোরা
বহন করছে দেখ মা- খাকি।।

ভালো মন্দ মা ঝানা খুড়া
মায়ের মায়ায় কেউ বাদ পড়ে না
আমি ছেলে মা তোর ছন্ন ছাড়া
ঐ চরণ পানে চেয়ে থাকি।।

এসেছি মা তোমার দারে
ফিরাইওনা মা আজ আমারে
কলঙ্গ হবে মহত নামে,
রফিক তুমি দিওনা ফাঁকি।।

৬. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

চেয়ে দেখি আর বেলা নাই
সঙ্গের সাথীরা চলে গেছে
আমায় ফেলে বাঁকা বাস্তায়।।

আশার কালে মনের ভুলে
আলোর মশাল আইছি ফেলে
এবার বাঁকা গলি রাস্তা ভুলি
কোন পথে স্বদেশে যাই।।

চেয়ে আছি নিহারিকা
সেটাও তো মোর হয়না দেখা,
আলেয়াতে দিচ্ছে ধোকা
ছুটছি আলোয়ার আশায়।।

জুটে কয়জন পকেট মারা
রফির পুঁজি করল সারা
হইছি এখন দিশে হারা
টাল খেয়ে ঘুরে বেড়াই।।

৭. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

বারে বারে করি মানা
পাল পলিছি কেউ মেনো না।।

মাংনাতে ধরাই নেশা
কয়দিন পরেই চাবে পঁয়সা
নেশায় বেড়ে যাবে আশা
পয়সা ছাড়া কেউ দেবে না।।

পরের প্রতি আশায় করে
বলো কয়দিন চলবে তোরে,
মাংবি মঙ্গন দারে দারে
হবি ইন্তেজারি দায়েক দিনা।।

নকস রিপু শক্ত করে
দাঁড়াও নিজের শক্তি ধরে
ছমির কয় রফি পড়বি ফেরে
দেখে শুনে জ্ঞান হল না।।

৮. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

এ ঘর বান্দেছে কোন মিস্ত্রী
সন্ধান পেলে যেতাম চলে,
দেখতাম তার কেমন শ্রী।।

একটা খুটি শূন্যে খাড়া
তার উপরে পাড়েম করা
ছয় ভাগেতে রাগের আড়া,
বয় বাতাস ঝিরি ঝিরি।।

টানা পেলো শূন্যে হেলা,
রাত্র দিনে বাতি জ্বালা
দেখিতে ঘর তিনটি তালা,
নয় দিকে তার হয় দুয়ারি।।
রফি ঘরের চিন্তায় মরে,
কখন বুঝি ঘর যাবে পড়ে
কীট পতঙ্গে খাবে ছিড়ে
পালাইলে ঘরের ঘরণী।।

৯. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকারঃ খাজা রফি উদ্দিন

যদি রূপ নগরে যাবি
প্রেম কাঠের দরজা দিয়ে
ঘরে লাগাও চাবি, ওরে চাবি।।

মন দর্পনে লাগাও পারা
মুর্শিদ চরণ নেও আসছারা,
দেখতে পাবি সরল রাহা,
যে পথে তার পাবি, রে পবি।।

লাহুত মুকামে খুল্লে তালা
দেখতে পাবি রূপের খেলা,
ডিম্বুর মাঝে সাই নিরালা,
নীর নূরে খাই খাবি, ওরে খাবি।।

ছমির ডেকে রফি কে কয়
ত্রি জগতে দিন দয়াময়
সব খানেতে হয় সে উদয়
স্বরূপ দারে দেখলে পাবি, ওরে পাবি।।

১০. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকারঃ খাজা রফি উদ্দিন

চুবনি খেলাম ডুবে মলাম
হলাম না ঘটের সন্ধানি
না জানি সে মায়া গাঙ্গ আছে কতই পানি।।

ঘাট বাঁধানো হিরা কাঞ্চন
ডুবল কতো ধনি মহাজন
হল না তাদের দেশে যাওয়া মন,
জানে মালে হলো হানি।।

ঘাটের জলের শ্রী বলি হরি
স্রোত টানে তার পাতাল পুরি
পাতাল পুরি এক জল কুমারী
ভারা লোটে মুক্তা মনি।।

রফি কয় ঘাটের আকার কান্ড
দেখাই ছোট, গভীর প্রচন্ড,
স্রোত না চিনলে লন্ড ভন্ড,
জীবন নিয়ে টানা টানি।।

১১. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

আমার আতংকেতে প্রাণ কাঁপে,
জুয়ার ছুটেছে, নুনা গাঙ্গে,
ব্াঁধ বেড়ি মানেনা সেজল
গ্রাম গঞ্জে ঢুকেছে।।

ছিলো যতো ডিংগী ডুঙ্গা,
নুনাই ধরে করল ভাঙ্গা
পারা পারে সংকট ভাবি,
পড়ে রইলাম সবার পিছে।।

দেখে গাংগের নুনা পানি,
কুলে বসে ভাবছি আমি
শব্দ করে কল কলানি,
কতই মানুষ মরেছে।।

পাইনা গাংগের আদি প্রান্ত
বিশ্ব কান্ডের মূল সিদ্ধান্ত
ঢেউ দেখে হয়ে ভ্রান্ত
রফি শান্ত হয়েছে।।

১২. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

কথা কইও মনের ভাব জেনে
যথা তথা কইলে কথা,
সহজে কি তা মানে।।

জহরিতে জহর চেনে,
বাদুরে চিনে কলা,
কানা লোকের পথ দেখালে,
হোচট খেয়ে কয় শালা
পারলে কানার হাতে ধোরে
দিয়ে সঠিক স্থানে।।

ঝিনুক বুকে মুক্তা থাকে
তাই থাকে কি গুগলিতে,
চৈত্র ওয়াজ পুষে করে
মরবা সারা রাত্র শীতে,
তাই যথার কথা তথাই বলো,
নয়লে বিপদ সামনে।।

ময়না টিয়া খাচায় রেখে
বাজ পাখি পুশলে খাচায়
গায়ের মাংশ ঠুকরে খাবে
থাকবে না কোন উপায়
হইলে হুতা রফির কথা
রাইখ সদায় স্মরণে।।

১৩. জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি উদ্দিন

দয়াল দাও জমায়ে পাড়ি
তোমার নাম ভরসা করে,
সাগরে ভাসাই তরী।।

সাগর ভরা কুমিরের দল,
ঘুলা করে সাগরের জল
কখন বুঝি তরি ডুইবা
জানে মালে মরি।।

স্রোত দেখে হুস হারা হয়ে,
নামের সারি যাই হাবায়ে
বাঁচাও তোমার অজান নায়ে
নয় কলংক তোমারি।।

সাড়ে তিন হাত নৌকা খানি,
দমকাই ওঠে পানি।
ছয়ার ভিতর বইসা রফি,
দেখে সায়ের কারিগিরি।।

১. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আমার বন্ধু সোনার চাঁন
তোর বিহনে বাঁচেনা পরাণ
তুই যে আমার জীবন মরন
তুই যে জানের জান।।

চোখের আড়াল হইয়া কেন দুরে দুরে থাকো
আমায় রেখে তোমার মনে কারবা ছবি আঁক
যতই দুরে থাকরে বন্ধু আমার হৃদয়ে স্থান

কাঁদাইলি তুই মনের মত,
আর কাঁদাবি কত বিরহ বেদনায় আমায়
কাঁদায় অবিরত আর সহেনা সোনা বন্ধু, তোমার নিঠুর প্রতিদান।।

তোমার স্মৃতি বক্ষে রেখে কাটায় নিশীদিন
জীবন আর চলে না বলে তক্কেল দিনহীন
তোমার তরে ওরে বন্ধু মন করে আন চান।।

২. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

ঘর বাঁধিয়া ছিলাম আমি, সেই যে হৃদয় পুরে,
পলকেতে ভাইঙ্গা গেল, অজানা কোনা ঝড়ে
ঘরের ভিতর মনের মানুষ, ছটফটাইয়া মরে।।

মনের খুটি মনের ছাউনি, মনের ছিল আঁড়া,
মনের একখান দরজা ছিল, মনের বাঁধা বেড়া,
আঁটন ছাঁটন মনেরই চালা, সব গেল যে উড়ে।।

সেই ঘরেতে ছিল আমার দুই নয়নের আলো,
আচম্বিতে ঘুর্ণি হাওয়াই নিভাইয়া যে গেল,
এখন চারিদিকে সবই কালো, দেখি ভুবন জুড়ে।।

হৃদয় পুরের অধিবাসি, কথাশুনে রাখো,
আমার মতো কেউ ঘর বাইন্ধনা, সুখ হবে না দেখো,
তককেল পাইল সেহি দুঃখ, সারা জনম ধরে।।

৩. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

কোরান মানে ভাই, তোমার মত ভন্ড ফকির মানে না
ভন্ডরা ভন্ডামি ছাড়া, হাদিসে দলিল মানে না।।

কোরান মোদের ধর্ম্মবাণী, সুদ নিষেধ কোরানে জানি,
তোদের মত ভন্ড যিনি, সুদ খেলেও পেট ভরে না,
দারোগা পুলিশ আইনের ঘরে, ঘুষের টাকা চিন্তা করে,
সে আসল পুলিশ নয়রে, তোমরা তাহা জান না।।

সুনাগরিক হলে পরে ঘুষের টাকা না চিন্তা করে,
তোমরা তা দাও কেনরে, না দিলে তো পাবে না,
ইসলাম ধর্ম অনুসারে ছবি দেখা নিষেধ নাইরে,
নিষেধ যদিও হয়ে থাকে, বুলু ছবি দেখেন।।

বুলু ছবি দেখে কারা, ভন্ডদের ভন্ড ছেলেরা
আসল ভন্ড নয় তাহারা, ভন্ড তাদের বাবা মা,
মহিউদ্দীন কয় তককেল তুমি, ফাজিল তর্কে নিষেধ আমি,
সর্বদায় জ্ঞান চিন্তা কর, শয়তানের ধোকায় পড়না।।

৪. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

কেন তোমায় এতো মনে পড়ে, প্রতিক্ষণে,
তোমার ভাল দেখেছ, তাইতো ভুলে গিয়েছে,
আমি ভুলতে পারিনা তোমারে।। ও বন্ধুরে।।

আগে তো জানতাম না বন্ধু পিরিত বলে কারে,
প্রেম শিখাইয়া নিঠুর বন্ধুর রইলা এখন দুরে,
শয়নে স্বপনে আহার নিদ্রা জাগরণে,
খুজে মরে এ পোড়া অন্তরে, ও বন্ধুরে।।

ভুলে যদি যাবে বন্ধু কেন এসেছিলে
ভালবাসার সঙ্গে মিছে কুল কেন মজাইলে
আরকি দেখা দেবে না, আদর করে ডাকরেনা
এসো বন্ধু প্রাণ সখা ঘরে, ও বন্ধুরে ।।

মনে কি হয় না বন্ধু, আমার স্মৃতি কথা
তোমার স্মৃতি বক্ষে লয়ে, বয়ে বেড়ায় ব্যাথা
বন্ধু যে নাই পাশে, হারা হয়ে সব দিশে
তককেল কাঁদে এসো বন্ধু ফিরে ও বন্ধুরে
কেন তোমায় এতো মনে পড়ে।।

৫. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

কেন তার প্রেমে মজিলাম ও সখিরে,
বিরহের অনলে জ্বলে মরিলাম,
অন্তরে জ্বলে তুষের অনল ধিকিধিকি দগ্ধ করিলাম ।।

বন্ধুর বিরহ জ্বালা সহোনো না যায়,
বন্ধু বিনা মনের কথা কহোনো না যায়,
সেই বন্ধুয়া দিলো ফাঁকি কেমনেতে ঘরে থাকি,
মিছা কেন কুল মজাইলাম।।

কুল মজানো নাটের গুরু, আগে জানি না,
জানলে আগে এমন এমন পিরিত, ভুলেও করতামনা,
না জানিয়া বন্ধুর সনে, মন বিকাইলাম মনে মনে,
প্রতিদানে ব্যাথা যে পাইলাম।।

জানি আমার এ জীবনে, মিটিবেনা সাধ,
নিরবেতে সইতে হইল, শুধুই অপবাদ,
তককেল বহে ভুলের বোঝা, সাজার উপর পাইরে সাজা
বে মেয়াদি কয়েদি হলাম।।

৬. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

মন না বুঝে প্রেম কইরো না, করোনা কেউ এমন ভুল
সারা জনম শেষ হবে না, কাঁদিয়া ভুলের মাশুল।।

ভুতে ধরা রোগীর মত, কান্ড জ্ঞান রবে না,
জ্বালায় -২ দগ্ধ হবি জ্বালায় জীবন বাঁচবে না,
ভাল চোঁখে কেউ দেখবেনা, বলবে যে আগল পাগল।।

না বুঝে মন প্রেম কইরো না, মন যদিনা হয় সরল,
সরল প্রাণে দিবে আঘাত, অকালে যাবে জীবন
জ্বলে পুড়ে কাঁদবি তখন ব্যার্থ হয়ে ছিড়বি চুল।।

আপন ভেবে তককেল বোকা, বলছে দেশের প্রেমিক গণ,
মান আপমান সইতে পারলে, করতে পারো প্রেম স্মরণ
মন না হলে মন মতো মত, বেঁচে থাকায় হবে ভুল।।

৭. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আমার বক্ষ ফাঁটে তোমার তরে, ওরে বন্ধু শুধুই তোর বিহনে;
কাঁদবি তুই আর কত দিনে।।

গোপনে নির্জনে আমার আর কাঁদাবি কত;
মন প্রাণ হইরা নিছো বন্ধু, এজনমের মত;
আমার নিরব কান্না অবিরত, চলে প্রতিক্ষণে।।

বুকের মাঝে আশা ছিল, একই সাথে রবো,
মনের যতো কথা ছিল, তোমার কাছে কবো,
তোমায় দেখে দুখ ভুলব, থেকে এক স্থানে।।

সুখের লাগি কইরা ছিলাম, মধুর ও পিরিতি,
দুখবিনা সুখ না হইল, একেমন তোর রীতি,
এখন দুঃখ আমার জীবন সাথী, যাবেকি মরণে।।

আর ভরসা করবো কারে যদি মনে হয়;
নিদানেতে পইড়া কাঁন্দি, একবার পাশে আয়,
অধম তককেল কাঁদে বন্ধুর আশায় ও বন্ধু- এসো এ জীবনে।।

৮. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

বন্ধু আমার কোথায় গেল চলে প্রাণ সইরে
বন্ধু আমার গেছে বুঝি ভুলে।।

সইলো সই যে দিন বন্ধু গেছে চলে, এ অন্তরে চিতা জ্বলে
ধিকি ধিকি মন পোড়ে আগুনে
মনের আগুন জ্বলে মনে, নিভেনা বন্ধু বিহনে
দেখলে তারে বলিস কথা খুলে।।

যখন হইতে বন্ধু হারা হয়ে গেছি পাগল পারা
সর্ব অঙ্গ জ্বরা জ্বরা, সহেনা জীবনে
যদি আমি যায় গো মরে মরা দেহ দেখাস তারে
তার তরেতে রাখিস মরা তুলে।।

যদি বন্ধু আসে দেশে, বলিস আমার বন্ধুর কাছে
তোমার মরা রেখেছি এই হালে
তককেল করে এ নিবেদন, সোনা বন্ধুর করে স্মরণ
দুখ বিনা সুখ, সইনা এ কপালে।।

৯. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আমার জনম গেল কাঁদিতেরে-২
আর পারিনা জ্বালা সহিতে
আমি বন্ধুর প্রেমে পাগলিনী, না পাই কিছু বলিতে।।

বন্ধুরে-২ আমারে তুমি কাঁদইয়া, চুপি সারে আড়াল হইয়া,
ভুলে থাকো কারবা আশাতে-২
আমি তোমার পর্শে প্রাণ জুড়াবো, আসিলে আমার ঘরেতে।।

বন্ধুরে-২ আমি রোজ নিশীতে জেগে একা,
বাসরে তোমার না পাই দেখা,
তুমি বিনে কেউ নাই ধরাতে-২
আমার মধুর নিশী বিফল হলো, পাইনা তোমার কাছেতে।।

বন্ধুরে-২ আমার মন উদাসী তোমার জন্যে
মন পুড়ে ছাঁই মন আগুনে
এ আগুন না পরি নিভাতে
অধম তককেল পুড়ে নিরবধি, তোমার শীতল বারী পাইতে।।

১০. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

ও যারে ভুলে রইলি, এই জীবনেরে সেকি পারে মন জানিতে
যার মনেতে দুঃখের স্মৃতিরে
ওসে পারে না সহিতেরে।।

ভুল করিয়া ভুলতে গেলে, দ্বিগুণ ধরে মনে, হায়রে-২
দিবা নিশী পোড়ায় তাহার মনের মন আগুনে
অদৃশ্যতে দগ্ধ করেরে ও তার মরণ হয় শেষ কালেতে।।

এ জীবনে জ্বলে পুড়ে, যদি কেহ বাঁচে হায়রে-২
অন্য জনার বুঝ নেয় না সে, নিজেই ভাল বোঝে
উথাল পাতাল আপনা আপনিরে, ওসে করে কল্পনাতেরে।।

ভাব নগরে ভাবের দেশে, ভাবের বড়ই অভাব-২
যার যেমন ভাব সেই তার ভাল, এইতো তাহার স্বভাব রে
অধম তককেল বলে স্বভবের অভাবরে
ওতা যাবে কি মরিলেরে সেকি পারে মন জানিতে।।

১১. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

মালার ফুল গেল মোর ঝরেরে
মালার ফুল গেল মোর ঝরে
যার লাগিয়া মালা গাঁথা আমার, সে জন নাহি পরের।।

অনেকে কষ্টে ফুল কুড়াইয়া, ও সখিরে
গাঁথি যতন করে,
শখের মালা সুখায়ে গেল আমার সোনা বন্ধুর বিনেরে।।

দিবা নিশী চেয়ে থাকি, ও সখিরে,
পথের পানে আঁখি
কখন যেন নিদ্রায় এসে বন্ধু স্বপনে তোমায় দেখিরে।।

মধুর আলাপ হইল দুজন, ও সখিওে, বুকেতে বুক রাখি,
ঘুম ভাঙ্গিয়া তককেল কাঁন্দে আমার বন্ধু দিলো ফাকিরে।।

১২. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আমার মনে তোমার দেখতে চাই
দয়াল, প্রাণে ধৈর্য্য নাহি লয়; দয়াল আয়রে আয়
তোমার পাইব বলে দু বাহু তুলে, আছি সে আরাধনায়।।

তোমার পাইবার তরে, আয়লাম ভবের মাঝারে,
ওরে দয়াল এই সংসারে, তুমি নিদয় হয়ে আর থেক নারে,
দয়াল তুমি আমার হও সদয়।।

প্রাণ জুড়াবো বলে, ডাকি দুই হাত তুলে,
বুক ভাষায় নয়ন জলে, তুমি এ দুখিনীর পরশ দিয়ারে,
পোড়া মন জুড়াও আমায়।।

তককেল কাঁদে নিদানে, তোমায় আশায় চরণে
ওরে দয়াল তোমার আলিঙ্গনে
আমি তোমার আশায়, দ্বার খুলিয়ারে, চেয়ে আছি সর্বদায়।।

১৩. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তোরাব সাইজি

জানলাম রে তুই প্রকৃত নাড়া,
নামাজ যদি নাহি পড়বি, ভাঙবে পিঠের নিল দাড়া।।

ফকির জাতের এমনি ধারা, সঙ্গে আধলা লইয়া তারা,
এক সেজদায় করে নামাজ সারা, কোন নবীর উম্মত তোরা।।

ঈসা মুছা দাউদ নবী, তারা নাহি ছিল বে নামাজী
তোরা আঁচলা ঝোলা কোথায় পালি, কোন বেদের চালান তোরা।।

তোরাব সাইজি ভেবে বলে, শোনরে মতলেব বলছি তোরে
নামাজ রোজা না করিলে মারবে আতষের কুড়া।।

১৪. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: আলতাব উদ্দীন

আল্লার আরশ কুর্চি লৌহ কলম, হুকুমে সব পয়দা হয়,
এই মানুষে আছে আল্ল, কোন পাগলে কয়।।

মানুষে যদি আল্লা থাকে, দিনের নবী কেন যায় মেরাজে,
মেরাজেতে গিয়ে নবী; কোন আল্লাহের দেদার পায়।।

জংগলাতে নড়ছে পাখী; তোর দেলে কেন মারে ঝাকি
আল্লা ভয় করে কি কারো দেখি,পাখী দেখে কি আল্লা ডরায়।।

আলতাব উদ্দীন বিনয় করে কয়,
দেখাও আমার আল্লার বাড়ী ঘর,
যে দেখাবে আল্লার বাড়ী ঘর, আমি চরণ পুঁজা দিবো তারি পায়।।

১৫. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: মুনছুর সাঁই

আদম আর খোদা দুইজন, আছে কে কোথায়
আদম তত্ত্ব না জানিলে, খোদার তত্ত্ব দুরে রয়।।

তেইশ পারা কোরান বিছে, চার রুকু ছাদ ছুরায় আছে,
নাফাকতুফিহে বলে, আল্লা খোদ বাণী ফর্মায়।।

আদমের কালের গড়ে, রুহুকে কয় পরোয়ারে,
যাও তুমি কালেব অন্তরে; আদমকে চেতন বানায়।।

ঢুকলো রুহু ধড়ের বিছে, শিরায় শিরায় ঘুরিতেছি,
আঁধার দেখে বাহিরে আসে, বলে অন্ধকারে শান্তি নাই।।

আসে যায় এই হাওয়া দেখি, বন্ধ হইলে সকল ফাঁকি,
কে বন্ধ করে কোথায় থাকি, মুনছুর এই আরজ জানায়।।

১৬. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

বেনামাজী ধোকাবাজী নামাজ কেন পড়না
দেল হুজুরে পড়লে নামাজ, পাবি তার দেখা শোনা।।

নামাজ তোমার পড়তে হবে, রমজানে রোজা রাখিবে,
মন সরলে শান্তি পাবে, দুশ্চিন্তা আর রবেনা,
শোন ভন্ডফকির মিয়া, পড় নামাজ মসজিদ গিয়া,
খোদার ঘরে নামাজ পড়লে, খুশি হবেন রাব্বানা।।

শোন ও ফকিরের দল, বিল্লাল এসে আযান দিল,
রাসুলুল্লা আইন করিল, সে আইন কেন মান না,
মানুষ হয়ে মানুষ ভজে, এমন পাগল কে আছে
আল্লা ভুলে ভন্ডামি করছে, যমে তো আর ছাড়বে না।।

এবতে দায়েতুল বেহাজাল ইমাম, মনেতে জাপিয়া তামাম,
নিয়তে পাকা করিলাম, এতে সম্মান যাবেনা
তাই তককেল বলে ফকির মিয়া এসো কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া
জায়নামাজ খান বিছাইয়া, করি আল্লার আরাধনা।।

১৭. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: মহি উদ্দীন

আগে শরীয়ত মানতে হবেরে-২
মনের ময়লা ধুয়ে যাবে, ইহ পরকালেরে।।

শরিয়তে হয় নামাজ রোজা, আদায় কর হয়ে সোজা,
নইলে তোমার দিবে সাজা, সময় ঐ আখেরে,
নামাজ ছাড়া পার পাবিনা, পুলি ছুরাতের পুলে,
নফছকে দমন রাখিয়া, বলিল মওলানা রে।।

সহজ মানুষ নামাজ পড়ে, আউলিয়া হয় ভবের পরে,
রোজায় ছিয়াম সাধন করে, মুসলমানের দলে,
রমজানে কোন ছিয়াম করে, ফকিরের দলে,
নামাজ রোজা বেহেস্তে চাবি; দলিলে তা আছেরে।।

হ্জ্জ জাকাত ধনীর পরে, জায়েজ হয় এ সংসারে,
গরীব দুঃখী তাহা পায়রে, উভয়ে শরীক হয়ে,
মহি উদ্দীন কয় তককেল তুমি, যাও শরিয়ত ধরে,
শরিয়তের ঝান্ডা উড়াও, দিনে রাত্রে পাঁচ ছয় বারে।।

১৮. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: মতলেব ফকির

শরিয়ত বিনে ফকির কোথায় দাঁড়াবি
মারফতটা ছাড়িয়া দিলে. শরিয়তে পথ সোজা পাবি।।

শরিয়ত যদি, না মানিবা, গায়েব চামড়া খুলে দিবা,
ইসলামিয়া চামড়া খুলে দিবা
ইসলামিয়া চামড়া লয়ে; টাট্টির পর্দ্দা ঘিরিবি।।

শরিয়তে লয়ে জন্ম, মারফতে কর কর্ম্ম গো,
তোদের জন্য দায় ঠেকিবে, সেই যে দয়ার নবী।।

মাফতের পীর কেবা ছিল, সত্য করে আমায় বল,
অধম মতলেব ভেবে বলে, গাছ ছাড়া ফল কোথায় পাবি।।

১৯. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আর কত কাঁদাবি তুই আমারে সোনা বন্ধুরে-২
মারলিরে পিরিতের ডুরা, হলাম আমি দিশে হারা,
আমি পাগল হলাম, তোমারই কারণে।।

পিরিত করে লোক জানিলো, জগতে কলংক হলো
কুলমান সকলি গেল, হইতো ভুলে কারণে-২
আমার বলতে নাই আর বাকী,
সর্বদা তোর কাছে রাখি
বুক চিরিয়া দেখাইতে পারি না সোনা বন্ধুরে।।

শুনলে পরে ঘুম আসেনা,
না দেখলে মন ভরেনা,
অশ্রুধারা বহে দুই নয়নে,
সোনা বন্ধুরে-২ তোর পিরিতের এত যে টান,
বাঁচেনা তোর জানেরই জান,
তোর বিরহে বাঁচিব কেমনে সোনা বন্ধুরে।।

মরণ হলেও ভাল হতো, সকল দুঃখ দুরে যেত,
ভাবনা চিন্তা দুর হইতো থাকতোনা জীবনে-২
আমি আশায়-২ জেগে থাকি, হতাশ হয়ে উঠে বসি,
হায়রে তককেল মইলো বন্ধুর বিহনে।।

১. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: রাধা শ্যাম

অগগানো তিমেরোং হে গরু নাশ করো
জ্ঞানও অনজেনো নয়নে দাও সলা কয়া দিয়া চক্ষু
মিলিতাং আমারে কৃপা করে আলো দেখাও।।

ভুরমতো জীব আমি ভুরমতো হলো না
আশার এই সংসারে পাই বড় লাঞ্চনা
এই গর্ব যন্ত্রণা আমারে ঘুচাও।।

মায়াই মহিত হয়ে ভুলেছি তোমারে
চুরো আশি লক্ষ যুনি ভুলি বারে বারে
এই ভাবো সংসারে মরি ঘুরে ঘুরে
আমারে কৃপা করে চেতনা করাও।।

তুমি বিনে গুরু কেউ নাই জগতে
অগতির গতি দাও শুনিবে কুরআনে
রাধা শামের প্রতি শীঘ্রই করো গতি
করি করি আমি এই মিনতি ফিরে চাও।।

২. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

নিজোগুণে কৃপা করে গুরু চরণ দাও আমায়
তবে দয়াল তোমায় জানাই।।

সাধনে পারোকে সে জন ভক্তির বলে পাই সে চরণ
সাধহীন না পেল চরণ কেবল করুনাময়।।

জগৎকে করিতে তারণ প্রতিজ্ঞা তোমার নিরুপন
তুমি গুরু রূপে করিয়া ধারণ কৃপা সিন্ধু নাম তোমায়।।

পতিত যদি পতিত রবে প্রতিজ্ঞা পালন কই হবে
দুদ্দু কয় গোলকে রবে তোমার পতিত পাবন নাম কই রয়।।

৩. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: লালন সাঁই

সেই প্রেমগুরু জানাও আজ আমায়
যাতে মনের আদি কর্তব্য ঘুচে যায়।।

এই দেশেরই নিদাই হয় না দেয় কিঞ্চিৎ উপাসনা।
ছিলো ব্রজের জলৎ কালো গৌর বরণ হলো
কোন প্রেম সেধে বাঁকা শেম রায়।।

পুরুষ কোনদিন সহজ ঘটে শুনলে মনের সন্দো মেটে
তবেই তো জানি সেই প্রেমের করনি সহজ লেনাদেনা হয়।।

কোন প্রেমে বশ গুপিকারে কোন প্রেমে সাম রাধার পায় ধরে
বলো বলো তুমিই হে গুরু গোষাই দীনের অধীন লালন বিনয় করে কয়।।

৪. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: লালন সাঁই

জানবো সেই রাগের করণ যাতে কৃষ্ণ বরণ হলো গউর বরণ।।

শতকোটি গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেম রসরঙ্গে
অটলের কার্য নয় অটলও না বলায় সে আর কেমন।।

রাধাতে কীভাব কৃষ্ণ কীভাবে বশ
গোপিকারে সেই ভাব না জেনে সে সঙ্গো
কেমনে পায় কোন জোন।।

সম্ভু রসের উপাসনা না জানিলে রসিক হয়না
লালন বলে সে যে নিগুড় নীলা ব্রজের কর্তব্যেরই ধন।।

৫. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: লালন সাঁই

জগৎ মুক্তিতে ভুলাইলে শাই
ভক্তি দাও হে যাতে চরণ পাই।।

ভক্তি পদো বঞ্চিত করে মুক্তি পদো দিচ্ছো সবারে
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে কান্ড দেখতে পায়।।

তোমার রাঙা চরণ পাবো হে বলে
আমার নামের মিঠাই মন মজালে
রূপ কেমন তাই দেখতে চাই।।

ওই চরণের যোগ্য মনতো নাই
তথাপি মন রাঙ্গা চরণ চাই
লালন বলে হে দয়াময় দয়া করো আজ আমায়।।

৬. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: নফর চাঁদ

কেমন করে পাবো তোমারে
আমি ভোজন সাধন জানি না রে
চরণ দাও আমারে।।

পাপেতে পাষণ্ড দেহ গরু পদে হয় না স্নেহ
আমার বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো মরবে কি করে।।

গুরুশিষ্যের একই অবস্থা
শুনি মিলন হয়না কিসের জন্নি,
কোন কাজের হয় চক্ষুদানি, তাই বলো মরে।।

চাতক থাকে মেঘের আশে
মেঘ বরিষণ অন্য দেশে,
তপন ভেবে না পায় দিশে নফর চাঁদ যা করে মরে।।

৭. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: গুরু চাঁদ

আমি আর কতদিন থাকবো বসে গুরুগো তোমার আশাতে।
কতটুকুবা ছাড়াছাড়ি আছে তোমাতে আর আমাতে।।

যতদিন আমার দূরেতে রাখো আমিতো পাব দুখো
চরণ ছাড়া করোনাকো ফেলন চুরো আশিতে।।

অঙ্গে আঙ্গ মিশাই মেশো হৃদকমোলে এসে বসো।
তুমি যতো ভালবাস আমি পারি না ভালবাসিতে।।

নাবোঘন বারি বিনে চাতকের প্রাণ বাঁচে কেমনে
পারো যদি এক বিন্দুদানে তুশিতে প্রান তুশিতে।।

রাধাসাম কয় আপন মনে প্রাণ ছোফেছি আপন মনে।
গুরু চাঁদ মোর দয়া করে রেখো চরণেরই এক পাশেতে।।

৮. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: লালন সাঁই

জীব মরে জীব যায় কোন সংসারে
জীবের গতি মক্তি কে করে।।
রাম নারায়ন গউর হরি ঈশ্বর গণ্য যদি করি
তারাই হলো গর্ভধারী
জীবের ভার আর দেয় কারে।।

যারে তারে ঈশ্বর বলা
বুদ্ধি নহে যার অর্ধতলা
ঈশ্বরের কেন সমন জ্বালা তাই ভাবি মনের দারে।।

এই জগতে মুলাধার শাই
জনম মৃত্যু তার কভু নাই
লালন বলে জানবো সদাই পিচে ঘুরাই বাদায় ঘোরে।।

৯. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: লালন সাঁই

জীব মরে পাই জীবান্তরে
জীবের গতি হয় সেই ভক্তির দ্বারে।।

খিতি অপ তেজ মুরুত বোম
এরা দোষী নয় দোষী আদম
বিনা হিসাবে খেয়ে গন্দোম তাইতো দোষী এই সংসারে।।

জীবের কর্ম বন্ধন না হয়
খন্ডন পতিবন্ধন কর্মের ফেরে
যমনি কার্য তমনি সাজা দিচ্ছে কর্মে অনুসারে।।

জীবের আত্মকর্তা পরমআত্মা লক্ষ মুনি যাজন করেছে
আশা যাওয়া এই সংসারে বলছে লালন বারে বারে।।

১০. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

আমাকে যে সমরণ করে নীরান্তরে
আমিও তার সমরণ করি লোকের অগোচরে।।

ফাসকুরুনী আচকরুকুম অর্থ বুঝে করো মালুম
যে সমরন করে দমে দমে খুদা রাজি তার উপরে।।

জাতের জেকের যেবা করে
জাত রাজি হয় তার উপরে।
যতনে রতন হৃদয় মন্দিরে হাজাল কামাল ঝোলক মারে।।

রুহানী এক দেহরে ভীতরে
অজীবুল ওযুত কয় তাহারে।
খাজা সমীর বলে, যে চিনতে পারে সেই বড় সাধক হতে পারে।।

১১. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

কোন নবী আওলে ছিলো
আদম সৃষ্টির পূর্বে বলো।
নবী আগে আদম পিছে হাদিসেতে জানা গেলো।।

নবী নবী সবাই বুলি
কোন নবী আইনের নবী
দেখ সবাই হাদিস খুলি কোন নবী ভবে মরিলো।।

নবী যদি মরে যেতো
উম্মতের ভার নাহি নিতো
এদুনিয়া খালি হতো, নবী বলে আর না বলতো।।

আওল আখের যাহের বাতন
সাথে যাহার পাক পাঞ্জাতন।
খাজা সমির বলে হওরে চেতন মকাম মোহাম্মদের দরজা খুলে।।

১২. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: বাউল চাঁদ

ওরে রওশনা গরু ভক্তিবিনা রয়নারে
তার নীরমল হৃদয় বান্ধিলে খেদিয়ে দিলে যাই না রে।।

কার সাধ্য কে বানতে পারে
বানদা থাকে ভক্তের দ্বারে।
ভক্তসিবা দিলে পরে অন্য সিবা নেয় না রে।।

পার যদি মন মজাতে
বান্ধা থাকে ভক্তের সুতে।
দুটি নয়ন রেখো রূপের কোনে পালাতে পারবে না রে।।

অধিন রূপোই অভোজনা
সদাই করে কুভোজনা।
ঘুরে বেড়ায় এই ভবে বাউল চাঁদের সয়নারে।।

১৩. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

যে খোঁজে মানুষে খোদা সেইতো বাউল
বসুতে ঈশ্বর খোঁজে পাই যে তার উল।।

বেল বটম আর মালা টিপা
এই সকল হয় আসল ধোঁকা।
শয়তানে দিয়েছে ধোঁকা সব করে ভুল।।

পূর্ব পূন জনম্ না মানে
চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভোজে বর্তমানে হয়েরে মশগুল।।

এই মানুষে সকল মেলে
দেখে শুনে বাউল বলে।
দ্বীন দুদ্দু আর কি বলে লালন শাহের কুল।।

১৪. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

আর কতকাল শুনবো গুরু শরাইর ওয়াজ
আজ কৃপা করে বান আমারে কীসে হবে আখেরাতের কাজ।।

শুধু শরায় যদি উদ্ধার হতো
তরিকত হাকিকত মারফত নবী না বলিত
আলেম হয়ে পীর না ভজিত করতো শুধু শরার কাজ।।

শরিয়তে হয় বেল গায়েব একিন
তরিকতে পাই খুদারই চীন।
হকিকতে হয় হককুল একিন দেখনা মারফত করে লেহাজ।।

শরিয়ত নবীজির মখের বচন
তরিকতে হয় হৃদয় আকর্ষণ।
হকিকতে হয় দরশন সমির বলে না এমনই বচন কুরআনে এসেছে নেওয়াজ।।

১৫. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

শুনে কেন বিশ্বাস করো চোখে দেখে লবে
ছায়া দেখে তীর মারলে পরে আসল পাখিটি পাবে।।

শুনা কথা দেখলে পরে চক্ষুশীতল হতে পারে
চিনা যাবে অচিনারে দেখলে পরে হুশ হারাবে।।

তছবীক করো ভালো মতে আলাপ করে মুর্শিদের সাথে
মাঝে মধ্যে দিনে রাতে মুর্শিদের কাছেতে বসিবে।।

হুকুমের পর হুকুম এই ভক্তজনে যে তারে দিল
খাজা মুজাহার এই মতে কয় সমির কাফেল না রবে।।

১৬. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

না হক বিচে হক রয়েছে হক চেনো আগে
এবাদত করো যত পারো তাহার শেষ ভাগে।।

না দেখে যে সেজদা দেবে তার সেজদা ভূতে পাবে
খুদা নাহি সেজদা পাবে তাহা বোঝ জ্ঞান যোগে।।

খোদার রূপ যার রয় অন্তরে দাসী হবে তার সেজদা করে
পড়ে নামাজ দেল হুজুরে, ও ভাই নিশিতে জেগে।।

খোদার মুখের দিকে মুখ ফিরাইয়া নামাজের সুরাত লও দাগিয়া
সময় মতো সেজদা দিওয়া রূপ নিহারে লওগো দেগে।।

দেল মন যার এক হবে না তার নামাজে হবে গুনাহ
সমির বলে নামাজ বিনা হাশরেতে যেতে হবে ভেগে।।

১৭. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

কিতাব পড়া কিতাবি গণ
কিতাব ছেড়ে ভোজে তারা মুরশিদের চরণ।।

পারোশের করি সাদী বলে জহরী চিনে জোহরী হলেগো
ফুলের মর্ম জানে বুলবুলে আর জানে তা পরীগণ।।

যে জানে জাহেরী বিদ্যা নবীজী তার করেনা শ্রদ্ধা গো
শিক্ষা লও বাতেনী বিদ্যা এই দেহেতে থাকতে জীবন।।

তাপসীর আহমেদ জ্যামেনুরে দেখনা মুল্লা নজর করে গো
বাংলা ভাষায় অর্থ করে তাহা হয়ে মিলন।।

গজল কাওয়ালী জলী জেকের রুহের খোরাকী আউলিয়া লোকের গো
সমির বলে আশোকি লোকের এতে জুড়াবে জীবন।।

১৮. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

প্রেম যমুনায় ভাটা পড়েছে তাইতিরে
তোর প্রাণের বন্ধু ফাঁকি দিয়ে সরেছে রে সরেছে।।

অমৃত সুখী হলে দুনিয়ায় সহজ প্রেম তার হবে উদয়
তার এই কালে পরকালে কপাল পুড়ে গিয়েছেরে গিয়েছে।।

প্রেমের বশত কামের ঘরে কাম হারাইলে সদাই ওরে
দেখে শুনে প্রেমিক জনে প্রেম নদীতে ডুবে রতন পেয়েছে পেয়েছে।।

নিষ্কামের প্রেম বেঁচাকেনা হয় কম সাধিলে প্রেমের হয় উদয়
প্রেমের সিংগার ঠিক না করে সমির তাই প্রেম সেধেছে সেধেছে।।

১৯. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

খাজা আমার যেসব কথা কয়
সেসব কথা লোক সমাজে কওয়ার কথা নয়।।

হা বলে এক শব্দ হলো হে এসে তার উত্তর দিলো
হুতে সে মিশে গেলো বলো তারা গেল কোথায়।।

হে বলে সে আওয়াজ হলো হু এসে সে দেখা দিল।
বলো বালো খুলে বলো এতিনের জনম কোথায়।।

এজগৎময় দুয়ের ধ্বনি তিনেতে এক ছিল শুনি
ছমির বলে মাথার মনি ধন্য করলে দেখা যায়।।

২০. মোশাররফ হোসেন
গীতিকার: খাজা সমীর উদ্দিন

গুরুকে চিনবি কবে আর গুরু তোমার
আধারের আলো সেই বিনা নাই পারাপার।।

হাকীকি আর মিজাজী গুরু তিনেই বান্ধা কল্প তরু
প্রেম শূন্য হৃদয় ভীরু সেকি চিনতে পারে তার।।

অলিয়াম মুর্শিদে বলে কুরআনে এসেছে চলেগো
প্রেমিক হলে পায় দিদলে আরেক বিল্লায় নাম হয় তার।।

গরু তোমার অদদো মাঝি গুরুকে করলে রাজি গো
সদায় হবে মদন মাঝি কহে সমির দূরাচার।।

১. নাসিমা পারভীন
গীতিকার: নাসিমা পারভীন
বন্ধুরে ও বন্ধু ভালবাসি তোমায়-২
তোমার সাথে প্রেম করে আমি জ্যান্ত মরে
এখন বুঝি বেঁচে থাকা হল দায়- ঐ

তোর প্রেমে আমি হয়ে পাগলিনী
বুকের মাঝে প্রেমের জোয়ার উছলায়

সপেরো বিষ যেমন উজান ধায়
তেমনি নসিমার বুকে অনল জ্বালাই।।

২. নাসিমা পারভীন
গীতিকার: নাসিমা পারভীন

বন্ধু তোমার যোগ্য কি আমি হইলামনা-২
আমার মনের দুঃখ তুমি আজও বুঝলানা-ঐ

বন্ধু তোমার ছল চাতুরী ওরে বন্ধু সহিতে না আমি পারি-২
ও রে তোমার জন্য আমার পরাণ কান্দি মরে দেখলানা-ঐ

আমার জীবন শূন্য করে ওরে নিঠুর
ভুলে থাকো কেমন করে-২
আগে যদি জানতাম বন্ধু মনটা তোমায় দিতামনা-ঐ

মনে আমার ছিল আশা,
ওরে বন্ধু দুজনে বাধিব বাসা-২
ও রে নাসিমা কয় মনের আশা পূর্ণ হতে দিলানা।।

৩. নাসিমা পারভীন
গীতিকার: নাসিমা পারভীন

যাইওনা যাইওনা প্রাণ বন্ধু
যাইওনা মোর ছেড়েরে ও প্রাণ বন্ধুরে-ঐ

বাপ মা, ভাই ও বোন
হাইরে প্রাণ বন্ধু সবাই গেছে ছেড়েরে ও প্রাণ বন্ধুরে-ঐ

তুমি ছাড়া এজীবনের হাইরে প্রাণ বন্ধু
মূল্য নাহি আছেরে ও প্রাণ বন্ধুরে-ঐ

ভাগ্যেই কি নাসির ইহাই ছিল হাইরে প্রাণ বন্ধু
সহিতে না পারিরেও প্রাণ বন্ধুরে।।

৪. নাসিমা পারভীন
গীতিকার: খোরশেদ আলম

শরার মওলানা কলেমা তোমার
আছে কি জানা জানলে বলো আমার কাছে
কলমা তোমার কয়খানা।।

কলেমা শব্দের কিবা অর্থ কোন কলমাই খোদা বর্ত,
কিভাবে কলমা পড়িতো-২
পড়ে একবার শোনাওনা।।

কলেমার মধ্যে কলেমা আছে
সেই কালেমায় লুকাইয়াছে
সেই কলেমাই কি নাম ধরেছে কর মোল্লা বর্ণন।।

কলমা পড়লে কাফের না পড়লে কুফর
হাদিসে দিয়াছে খবর
কোন পথেতে যাবো মোল্লা চিন্তায় খোরশেদ হয় ফানা।।

১. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: রাজ বংশী

গুরু আমার হইতে দয়াময় নাম যাবে জানা
দয়াময় নাম যাবে জানা যাবেগো জানা।।

ডাকলে যে জন দয়া করে দয়াল বলে কে কয় তাবে,
নাডাকলে যে দয়া করে দয়াল সেই জোনা,
বিষন্ন এই ভাব সাগরে, কেও যদি ডুবে মরে,
দয়াল বলে কেও ডাকবে না পেয়ে যন্ত্রনা।।

শুনো ওহে বংশিধারী, আমাই কোরলে দিন ভিক্ষারি,
চরণ ধরি বিনয় করি দয়া ছেড়ো না,
গৃহছাড়া কোরলি মোরে এই ছিল কি তোর অন্তরে
মনের মথ দুঃখ দিয়ে পুরাও বাসনা।।

রজ্জবের দিন (৩) যায় গো বৃথা,
আপনী খেয়ে আপনার মাথা,
কার কাছেকই মনের কথা বন্ধু পেলাম না
সম দুঃখের দুখি হলে বোলতাম কথা বদন খুলে
নি আশ্রায়ের গাছের তলে, আমায় রেখ না।।

রাজ বংশী

২. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: ব্রজো নন্দ

গুরু আমার কর তত্ত্বজ্ঞানী, সিখায়ে ন্যাও ভজন সাধন
নিজেকে যাতে নিজে চিনি।।

করুনা না ইংগিতে তোমার জাগায়ে লও আনিবার,
মুহাশক্তি যেজন আমার কুলো কুন্ডুলিনি,
তোমার রূপ দেখি না ভাব বুঝিনা পুরুষ কি রমনী,
দেহের কোথাই বসে পুতুলসম খেলিছো, তোমার সুতা ধরে টানি ।।

তুমি আমি রই এক ঘরে,
তোবু যে আমি তোমারে কত সন্ধান করি খুজি দিন রজনি,
সে মায়া রূপে যুগল রূপ হয়, ব্রক্ষা চিন্তা মনি,
তরাই করে শুনাও মোরে, সেই মরমী বাণী।।

যন্ত্র যন্ত্রিক জুনায় যেভাবে বাজায় সেই ভাবে বাজে,
যন্ত্র কভু সইচ্ছাই বাজিবে কেমনে,
বাজায় অধম ব্রজো নন্দের হৃদয় বীনা খানি,
তোলে তিন তারেতে সুতো যোগে, রাধা কৃষ্ণধনি।।

৩. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: এক্রাম চাঁদ

আর কেন মন ভ্রমিছো বাহিরে
চল যায় আপন অন্তরে,
বহিবে যেতও হও অবগতো সেতো আগ্রা চক্রবিহারে।।

কুন্ডুলিনি শক্তি বাশু বিকারে,
অচৈতন্য রূপে আছে মুলাধারে,
গুরু আগ্রাচক্রো সাধনার জোরে চেতন করে লও তারে।।

কুলকুন্ডুলেনি যখন চেতন হইবে,
ভবের মায়া ছেদন হবে,
গুরু শিষ্য দুজুনাই পাবে, অনায়াসে যায় ভবো পারে।।

নাগমনি ভেদি চলো সহস্রারে
পরম কর্ত্তা তাথাই বিরাজ করে,
হেরিবে যেদিন বিপদ যাবে দুরে, ভাসিবে অনন্ত সাগারে।।

বামে ইড়া নাড়ি দক্ষিণে পিংগলা,
রজতমও গুনে কোরতেছে খেলা,
মধ্যে সপ্তমি সুষুম্না বিমলা, ধরো-২ তারে সাধরে ।।

এখনো তোর আছে সময়
সাধলে কিছু ফল পাওয়া যায়,
এক্রাম চাঁদ বারেবারে কয়, দিন বয়ে যায় কাজে মেরে।।

৪. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

গুরু পদেতে মজো মুড় -২ মন ঐ রুপ করোরে স্মরণ।।
চরণ ভবিলে ভাবনা যাবে, পার হবি ভবো বন্ধন।।

অনন্দময় স্বচৈতন্য যার
কৃপাই জীবের চৈতন্য সমভাবে সনস্নাই পূর্ন
তিনি অনদি সকলের আদি,
গুনতিত গুনান্নীত সগুনে গুনো ধারণ।।

পরাম পরম দেবতা,
গুরু হন সকলের আত্মা গুরুতে সব দেব সংস্থা,
তিনি নিরাভাস আছেন তত্তাভাস,
তিনি সরূপে নিত্তরূপে করিতেছে কাল যাপন।।

আদি ক্ষেত্রে ব্রহ্মা ভূমি
যে ভাবে সেই অন্তরযামি
আশা ত্যাগী বিধি নিস্কামি, হলে পাবে তাই দুদ্দু কয়,
ক্যানো অচিন্তা চিন্তাতে সদয় মগ্ন অনুক্ষণ।।

৫. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

আছে বর্জক ধিয়ান যাহাতে,
চরজাই বিলায়েতে।।

এলমে লাদুন জারি করেননি রেখেছেন পুশিদার সাথে,
সে ভেদ জানে না সরায়, আছে আরেফের ছিনাই ছিনাতে।।

আরেফ যেজুনা মুজাহাব রাখে না খেুদি পিযালার সাথে,
আসকজোরে মাসুকেরে, ঘুরাই ফিরাই দুইনয়নেতে।।

আসেকের মনের কথা কিরামেন কতেবিন জানেনাতা,
দুদ্দু ভাবে সদায় কয় লালন সাঁই হাছেল করে মারোফতে।।

৬. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

তলবেল মওলা যেজন হয়,
কিরামিন কাতিবিন যার, খবর নাহি পায়।।

নাকরে বেহেস্তের আসায়, দোজক বলে না রাখে ভয়,
দিন দুনিয়া তরোকো হয় খোদার তারে তার মিশায়।।

সুগলো রাবেদা দোনু, কর তাতে বর্জক নিরু পেনে,
মোবা কাবা হয় তার ধিয়নে মুসাহেদায় মোসগুল রয়।।

খোদ রূপ করিয়ে ফানা, বেখুদি আস দেওয়ানা,
মাসুক রূপে তাহার মিলন খোদার রঙ্গে রং ধরায় ।।

আশকে মাসক গম জেস্ত, কিরামিন কাতেবিন খবর নেস্ত,
ঔালন সা কয় হাদিস ছাবুদ, দুদ্দু সেই ভেদ নাহি পাই ।।

৭. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

না দেখে রূপ সেজদা করে অন্ধ তারে কয়।।
রূপ দেখে সেজদা দিলে রাজি হন খোদ।।

সাক্ষাতে থাকতে রতন, অন্ধ কি পাই তরে দরশন
অদেখা সেজদা দেয় যেজন সেতো তেমনি প্রায়।।

গায়া হি কালাম উল্লা দেয়, মানকানাফি হাজেহি আমায়
কানা বলে গাইল তারে দেয় আয়াতে খোদাই।।

রূপ দেখে বোন্দেগি আদায় ফর্মায়েছে আফে খোদায়
ওয়াহুয়া মায়াকুম আয়াতে কয়, নজির দ্যেখা যায়।।

মুরশিদকে দেখে যেজন করে সেই রূপ অন্বেষণ,
লালন সা দরবেশের বচন দুদ্দুর ভুল হয় সদায়।।

৮. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

পয়গুম পেয়ে পয়গুম্বর নাজেল হয় নবির পরয়ানাই
লিখিত পড়িত নাই তাহাতে, জিব্রাইল মুখে শুনাই ।।

মুখে ফরমান করিলেন সাই জিব্রাইল পৌঁছাতেন তাই,
নবী বিনে কেউ জানে না, জিব্রাইল কর্ণেতে শুনাই ।।

জাহেরা পুসিদার বেনা, দুই হকিকত আছে জানা,
বিনা হরফের পরোয়ানা নবীর উপর নাজেল হয়।

৬৬৬৬ জিব্রাইল পৌঁছান চিঠি,
পরোয়ানা খাটি তর্জামা করে, নবীজি তাহার ।।

খোদার বান্দার বস্তু নির্ণয়, খোদ আল্লা নবিকে কয়,
দুদ্দু কয় সে ভেদ পুশিদাই, নবী জানায় বান্দার ছিনাই ।।

৯. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: ক্ষ্যাপা মদন

আহা মরি নিচেই পদ্ম উদয় জগতময় ।।
আছমানেতে চাঁদ চকরা ক্যেমন কোরে যুগল হয়

নিচেই পদ্ম দিবসে মুদিত, আছমানেতে চন্দ্র উদয় তখন বিকশিত,
এদের দুয়েতে এক যুগল আত্মারে, চন্দ্র লক্ষ যুজন ছাড়া রয় ।।

পদ্ম কান্ত মত্ত দন্তে যে, সে মালির সঙ্গে পরম রঙ্গে ভাব করেছে,
সেই মালি সাজিয়ে ডালিরে, বসে আছে দরজায় ।।

গুরু চন্দ্র শিষ্য পদ্ম সে, তারে তারে তার মিশায়ে বেধে রেখেছে,
ক্ষ্যাপা মদন ত্যেগি হলে, তবে যুগল মিলন জানা যায় ।।

১০. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুদ্দু সাঁই

নয়নে জ্ঞান অঞ্জন দিয়ে চেয়ে দ্যেখনা
দ্বিদলেতে মনের বসত হয় বারার খানা।।

গুরু থাকে সহস্র দারে, তিনি সদা খ্যেলে ঘরে বাইরে,
দৃষ্টি গুরু নিষ্ঠা করে, হয় উপাসনা।।

কর্ণ জিহববা নাসিকা নয়ন, পঞ্চ গুনে রয় পঞ্চজন,
সর্গ পৃথি জল আগুন, আছে পঞ্চজনা

পঞ্চভুতে যোগাযোগে, ইন্দ্রিয়ো গণ রয় সেই যোগে,
পঞ্চে পঞ্চ বঞ্চ যোগে, দশে দশ জুনা।।

ধর্ম বর্ণ আকাশ যে হয়, নিল বর্ণ বায় আশ্রয়,
তেজ রূপ অগ্নি নিশ্চয়, ধরা পিতো বর্ণা।।

দশজন ১০ দারে ফেরে নাভি পদ্ম মূল দুয়ারে,
সেইখানে রয়েছে বসে, ত্রিনয়না।।

ছিলাম যখন পিতার শিরে অন্তর যুনির ভিতরে,
বাহজ্য জুনির গর্ভ ধরে, দেহ স্থাপনা।।

যে দিন হল বিন্দু পতন, কমল মুদিতো হয়রে তখন,
দুদ্দু বলে এই তো বচন, বুঝে দ্যেখনা।।

১১. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: শ্রীনাথ

অসত সঙ্গে মজে রইলি চিরকাল,
ভাবলিনে মন শেষেতেকি ফলবে ফল,
গুনার আর কয় দিন বাকি, প্রাণ পাখি দিবে ফাঁকি
বল দেখি তোর সেই দিনটা কি, শিওরেতে বসবে কাল

গুরু পদে মোজলিনে মন মজে চটকে,
বুঝলিনে তুই ভাল মন্দ গলে নিলি কর্ম বন্ধন,
আপন ফাঁসি আপনি নিলি গলেতে,
ভাবলিনে মন বিফল ফোলবে শেষেতে,
হুজুর দিবে যে দিন পরয়ানো, হিসাব নিকাশ যাবে জানা,
করিয়া মন ফিকির পানা মার মুহাজানের মাল।।

গুনে পড়ে হলী রিপু ইন্দ্রের বস কবে হাল কবে মাল লাভে মুলে সব হারালে,
এমারা তোরকে বাঁচাবে বল দেখি, পেয়ে রতন চিনলি না মন কোরলি কি,
মূলধন করিয়ে ফিরার এখন কেঁদে পাবি কি আর,
যে গেছে ফিরবে না য়ার খুজিলে আকাশ পাতাল।।

এই অমৃত তত্ত্বফল, হল তোর বিষ ফল, দেখে শুনে বলে শ্রীনাথ
মস্তাকে হানিলি আঘাত একা গোষাই ঝেড়ে ঝুড়ে কোরবে কি,
নিও মরণ বন্দো রতন ক্ষন্ডে কি, কৃষ্ণ নামে মরা বাঁচে আবার মরা যায়গো পঁচে,
যেজন গুরু পদে প্রাণ সপেছে কি করবে তার হলা হল।।

১২. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: হাওড়ে

চেতন হয়ে দেহের মাঝে চেয়ে দেখ মন,
কোথায় তোর বারাম খানা কুথাই সুতন।।

সহস্রদারে কেবা থাকে, ঘরে বাইরে ডাকিস কাকে,
কেবা মন্ত্রদেয়ারে তোকে, কর তাহার নিরূপণ।।

কুথাই পঞ্চ ভূতের স্থিতি, তারা কুথাই করে বসতি,
পুরুষ কি তারা প্রকৃতি, কিবা রূপ গঠন।।

দশইন্দ্রিয় ১০ স্থানে, বিরাজ কোন স্থানে,
যুক্তও কাহার সনে, বলনা এখন।।

দেহের মধ্যে ৯টি দ্বারে, কোন দ্বারে কে চলে ফেরে,
কোন দ্বারে কেবা ঝরে, সেই বস্তু কেমন।।

কোথায় ছিলি, কোথাই এলি কি রূপে দেহ পেলি,
কিসে হল পদ্মের কলি, হয় মৃণালে মিলন।।

যেদিনে এই দেহ সূচনা, শুনিতো কমল আর ফেটে না,
মুদিত হলে প্রাণ বাঁচে না, হাওড়ে কয় বচন।।

১৩. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: জ্ঞান চন্দ্র

এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে সাধন কর।
মনের মানুষ পালাবেরে শূন্য রবে খালি ঘর।।

আশা করে বাদলি রং মহল,
থেকো-২ হুসিয়ার থেকো,
যেনো যায় না রসাতল,
ঘরের ছয় চোরাতে যুক্তি করে উড়িয়ে দিবে মটকার খড়।।

ঘরের ৯ দরজা খোলা রয়েছে,
তার ভিতরে মনের মানুষ বিরাজ করতেছে,
ঘরের চৌকিদারকে সহায় রেখে
ফাঁদ পেতে মনের মানুষ ধর।।

ভেবে চিন্তে জ্ঞান চন্দ্রে তাই কয়,
ঘরের জুতের খটি,
কোনায় যেয়ে রয়
ঘরের মাঝখানেতে বস্তু খাটি সেইটা করো মুলাধার।।

সত্য বাক্য জিতিন্দ্রয়ো আগে হও
গুরু বাক্য ঐক্য করে ভক্ত হয়ে তত্ত্ব লও ।

১৪. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: শ্রীনাথ

বাধা থাকি ভক্তের হৃদয় মুন্দিরে,
ভক্ত মেরেছে দাগ অনুরাগ আঘাতে,
ভক্তের মুখের উৎসৃষ্ট ও কর পেতে খায় ভাবিনি এটো,
আম্য ভক্ত জনার হৈ নিকট অভক্তের বহু দুরে।।

ভক্তের দ্বারের দ্বারি আমি চিরকাল,
লিখা আছে সৃভাগ বতে,
কৃষ্ণ নাম রায় পদেতে,
রাধা নাম শিরেতে করি ধারণ
তাইতে নন্দের রাধা মাথায় করি সেই কারণ,
সুধিতে ভক্তের ঋণের ধার, ভাব কান্তী নিয়ে এবার,
ডোর কপিনি করেছি সার ঘুরে বেড়াই ভক্তের দ্বারে।।

ভক্ত পদও চিহ্ন রেখা ধরি বুকে,
করি অলংকারে অলংকৃত
সে পদ বক্ষেভুসিতো ধারণ করেছি ভক্তের ইচ্ছাতে,
ভক্ত মেরেছে দাগ অনুরাগ আঘাতে,
তাই তে ভক্ত পদ চিহ্ন রেখা চরণে পরাণে মাখা,
আছে তুলশি চন্দনে ঢাকা,
পদ রেখেছি বক্ষ পরে

রাম পদে প্রাণ সুফেছিল হুনুমান
রাম যানো জুগলও করে দেখাইলে বক্ষটিরে শ্রীনাথের দিন কেটে গেল
সেই আশায় কবে হৃদ কমলে বসবেন হরি দয়াময়,
করেছি কি হেন ভাগ্য হলাম না প্রভুর দাসের যোগ্য
আস্য অগ্য তুমি বিজ্ঞ ত্বরাও যদি যায় তোরে।।

১৫. ওলিয়ার রহমান

গীতিকার: ওলিয়ার রহমান

পীর মুহাম্মদ ছাল্লেওয়ালা রাসুল মান তার খুটি।।
রাসুল য়ান জবান আল্লার রাসুল নুরে দেহ খাটি।।

বৃক্ষ তৈয়ার দরি যার উপর নাভির ময়লাই ফেৎনার প্রচার,
প্রথম শব্দ পাখির কণ্ঠে স্বর করলেন আল্ল স্তুতিনতি

রাসুল আমার আদি সত্তা, নুর মুহাম্মদ ধর্ম দাতা,
বিশ্বাসিদের পৌঁছান বার্তা বান্ধ করো মনের টাটি।।

রাসুল হুম মেন আন ফোচেকুম
করো তাহার মূল অন্বেষণ,
পাগল ওলি হয়ে নাদান, হারাই মা মাটি।।

১৬. ওলিয়ার রহমান

গীতিকার: ওলিয়ার রহমান

হে গুনো ধাম করো পরিত্রাণ কর করহে আমারে
আমি দিনাহীন অতি পরাধিন, পড়েছি বিষম ফ্যেরে

শুনে এলাম সাধুর দ্বারে,
তুমি বসে আছো নৌকার পরে,
তবে পারাপারের ভয়কি মোরে যেতে সেই অপার পারে

কোন বাকে বসত তোমার,
জানতে বাঞ্চা হয়গ আমার
তরী চালাও কোন সাগর পর
বসত কোন ধামের পারে।।

কোনদিন তরির গড়ন সারা
কত স্ত্রূপ তাতে মারা,
কোন কাষ্টের বৈঠা করা,
কার নাম আছে বৈঠার পরে।।

না যানি তার গঠন কেমন,
তাতে আছে কার আসন,
জানতে ওলির বাসন এমন,
নৌকার কানাই-২ আছে জল ভোরে।।

১৭. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

যাতে দিন দুনিয়া তরোকো হয়,
ছাদেকি আসক তাকে কয়।।

দিন দুনিয়া তলবো হয়,
নারীর ব্যবহার লেখে দুই জায়গায়,
নফছো আম্মারার উভয় তাবেদার,
ফাচেকি আসক তাহারে কয়।।

ছাদেকি আসক তালোয়ারে
নফছো আম্মারারে কতল করে,
মরদানা মরদ আসক হয় ছাবেদ,
খোদার তলবে মোশগুল রয়।।

মাসক রূপ আসকের সহিতে রয়,
যারে বেখুদি পিয়ালা বলা যায়,
আসক নেস্ত হয় মাসক গমে রয়,
ফানা বাকার দাড়া সেহি পাই।।

লামুজ্জবি আসক দেওয়ানা,
লালন সা কয় এ্যাকের বেনা,
দুদ্দু সেই ভেদ যানলি না আমল করলিনা নিল ভেদ নিয়াই।।

১৮. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

খোদ রূপেতে আছেন খোদায়,
খুদি ছেড়ে বেখোদ হলে, খোদা কি সেই দেখতে পায়।।

খোদা শব্দের দুই অর্থ হয়
আমি খুদি আরসে খোদাই, জাতে ছেফাত লেখায়, ছেফাতে জাত রয়।।

খোদ রূপে খোদাতালা খেলতেছে কুদরতি খেলা,
কুল্যেসাই মহিতো আলা, স্বয়ং কাদির হয়।।

মোকাম মুঞ্জিল লোতিফাতে,
খোদা ছাড়া সাধন তাতে, সেরেকি পাপ হয়গো তাতে, জানিও নিশ্চয়।।

খোদ রূপেতে সেরূপ জনা, দ্বিদলে তার বারামখানা,
লালন বলে সেই ভেদ জানা দুদ্দুর কর্ম নায়।।

১৯. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: ওলিয়ার রহমান

এ জীবনে পেলাম না তোম মন।।
ভাল বেশে কারে করলাম আপন।।

তুমি যে মনের মনোরায়, কেনো ছেড়ে গেলে মোথুরায়,
তবে কেনে আশার আশায়, ভেঙ্গে দিলে মন।।

কারে কবো মনের কথা, রই আমার হৃদয় গাঁথা,
কেনো দিলে মনে ব্যাথা কিসের কারণ।।

মন দিলে মন বিফল হয় না কেবল সুধু দেখা শুনা,
আমি পাই যেনো ঐ চরণ কণা, ওলি অভাজন।।

২০. ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: ওলিয়ার রহমান

মওলা তিন বাকে এক সাঁকো গড়েছে
তাতে রসিক জন পার হইতেছে।।

দশ হাজার বৎসর একএক বাকে,
সেথাই রসিক সুজন ডুবে থাকে,
স্বরূপের রূপটি দেখে,
রূপে রূপ মিশে আছে।।

আছে ৭টি থানা সাগর পারে
সুরসিক সাধন করে
ভেসে বেড়ায় তোফানের পরে,
মানিক মুক্তা তুলতেছে।।

আছে তিন বাকে তিন মুহাজন,
করিতেছে তিনের কারণ
পাইনা ওলি তার অন্বেষণ,
ডুবে পাড়ি দিতেছে।।

১. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

দয়াল দাতা দয়াল তুমি মালিক সোবাহান
রব্বুল আলামিন গো দয়াল তুমি রহমান ॥

আমি পাপী গোনাগার পাপ করেছি বেসুমার
তাই তো আমি হাত তুলেছি দরবারে তোমার
হে বিশ্ব পরিচালক, তুমিই প্রতিপালক
আমার পাপ ক্ষমা কর তুমি মহা গরিয়ান ॥

তুমি বিশ্বপিতা জগত পতি তোমার কাছে এ মিনতি,
উদ্ধারিয়া কর গতি, মুক্তি কর দান
আমি হয়ে বিপদপগামি, ওহে অন্তরযামি
ডুবে যেন না মরি পাপ সাগরের মাঝখান ॥

আমায় ফেলনা ঘোর সংকটে, দয়াল তোমর নিকটে
সরল রাস্তা দেখাও, তোমায় করিলাম স্মরণ
তুমিই সর্ব সহায়, দিলাম তোমার দোহায়,
তককেল কাঁদে, সাব্দার সাই মোর রেখো মান সম্মান।

২. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আমার মন পুড়িয়া গেলরে তার প্রেমের আগুনে।
আমার সারা অঙ্গ জ্বরা জ্বরা আর সহেনা জীবনে ॥

অতি ভাল বেসে যারে দিয়াছিলাম মন,
মনের যত কথা ছিল বলতে সারাক্ষণ,
ছলনা করিয়া এখন লুকালো কোন কাননে ॥

দেখতে নাকি সবায় বলে বন্ধু নাকি কালো,
সে যে আমার অন্তরের ধন দুই নয়নের আলো,
এখন দেখি সবই কালো কালির কালো তার মনে ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘুমায় রে যখন
স্বপনে আসিয়া বন্ধু করে আলিঙ্গন
ঘুম ভাঙ্গিয়া তককেল পাগল দিয়া না পাই অজ্ঞানে ॥

৩. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

সোনা বন্ধু তোমার জন্য হলাম আমি দেওয়ানা
তোমার আশায় দিবা নিশি, মন পাগলের ভাবনা ॥

জ্বালায় তোমার নামের বাতি পুহায়ে যায় সারা রাতি,
তোমা ভিন্ন মোর কি গতি তুমিই চিন্তা চেতনা ॥

এসো বন্ধু আমার ঘরে আর থেকনা দুরে দুরে
শীতল কর মোর অন্তরে পূরাও মনের বাসনা ॥

তোমার কাছে এই মিনতি তককেল কাঁদে নিরবধি,
সদায় মনে তোমার স্মৃতি ইতি যেন কইরো না ॥

৪. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আমি আর পারিনা সইতেরে বন্ধু তোর পিরিতের জ্বালা
আমি জ্বালায় জ্বালায় জ্বইলা মরি কেমন তোমার খেলারে ॥

দেখা দিয়া প্রাণ সখা কাছে নাহি ডাকো,
দুর থেকে ভেল্কী মেরে মজা কেন দেখ,
আমরা অন্তর পুইড়া অঙ্গার হইল, দেহ হইল কালারে ॥

বনে আগুন লাগলে পরে পড়ে সবার চোখে
এই মনেতে লাগলে আগুন, কেহনা তা দেখে
জল ঢালিলেও নিভে নারে জ্বলে দ্বিগুণ জ্বালারে ॥

বন্ধুর সনে পিরিত করে চোক্ষেতে ঘুম নাই,
দিবানিশি কাইন্দা মরি, না দেখি উপায়,
তককেলের হয় এমনি দশা হইয়া যায় বে ভুলারে ॥

৫. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

পরান বন্ধুরে ভালবেসে এতো জ্বালা কেন দিলিরে
অন্তরে মোর তুষের অনল, কেন জ্বালালিরে ॥

মনপ্রাণ দিয়া আমি ভালবাসি তোমার
অনন্ত কাল রেখ তোমার অন্তরের ভিতরে
পূজা করবো আমি তোমার হৃদয় মন্দিরে ॥

দুখ সাগরে ভাসায় ভেলা বৈঠা নাই মোর হাতেরে
একবার ডুবাও আবার ভাসাও দু:খ নাই তো তাতে
ডুবালে মোরে কলংক নাম সইতে পারবিরে ॥

তককেল পাগল বলছে কেঁদে পুড়া অন্তরে
পুড়া হৃদয় পুড়াই রইল, বন্ধু নাহি দেখে
আমি হারা হতে চাইনারে বন্ধু রাখো ধরেরে ॥

৬. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

যাবো আমি প্রাণ বন্ধুর তালাশে
তোরা আমায় বলিয়া দে, বন্ধু কোথায় আছে ॥

মন প্রাণ দিয়া যারে ভালবেসে ছিলাম
কি দোষ পাইয়া রইলো ভুলে, আমি কিছুই না বুঝিলাম
আম ার মন মানেনা তাহার তরে আছে না মইরাছে ॥

আরাম চোখের জল দিয়া সে, করবে কত খেলা,
দিন, ফুরায়ে সন্ধ্যার আগে ডুবে গেল বেলা
আমি আর পারিনা সইতে সইরে, মইলাম প্রেমের বিষে।

আগে যদি জানতাম সইলো, দিতাম নারে মন,
নিদয়ারে ভালোবেসে, কাঁদি সারাক্ষণ
তককেলের মন বন্ধু বিনে অশ্রুতে বুক ভাসে ॥

৭. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

আপন ভাবি যারেরে মন আপন ভাবি যারে,
সে দিয়া অন্তরে ব্যাথা পালাইল দুরে রে।
কাঁদিতে কাঁদিতে আমার জনম গেলরে ॥

এমন কইরা ফাঁকি দেবে, ভাবি নাইরে মনে,
তবে কি আর ভাব করিতাম নিদয়ার সনে,
ছলনা করিয়া সে যে, নিয়াছে মন কাড়িয়ারে ॥

মনের কথা কইনা কারো, কে আছে ভূবনে,
কাছে পাইলে সোনা বন্ধুর, কইতাম তাহার সনে
আর কি বন্ধুর হবে মনে, এই জনম দুখীর তরেরে ॥

গোপনে কাঁদিবো কত, বন্ধুরও লাগিয়া
এই দেহ প্রাণ অংগার হইল, তার ভাবেতে মজিয়া,
তককেল পায়না তার খুজিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়ারের ॥

৮. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

ও বন্ধুরে কথা দিয়া কথা রাখলেনা।
দিনে দিনে দিন যে গেল মাসের পরে বছর গেল তবু বন্ধু আইলানা ॥ ঐ

আগে যদি জানতাম আমি পাষাণ তোমার হিয়া,
ভুল করেও করতাম না পিরিত রইতাম ছল করিয়া
কত সুখে আছি আমি, একবার এসে দেখলানা ॥

ভুলে রইলা কোথায় তুমি, অজানা ঠিকানা
কত জনার পায় দেখিতে, তোমারে দেখিনা,
আর কত কাল সইবো জ্বালা, কইয়া আমায় গেলানা ॥

অশ্রু দিয়া মালা গেঁথে, দিয়া গেলা গলে
সারা জনম ভাসাইলি সেই সাগরের জলে
ভাসতে ভাসতে যায় তককেলে, পায় যদি তোর ঠিকানা।

৯. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

তোমায় কথা হইলে মনে, ঘরে রইতে পারিনা।
বন্দু তুমি জাননা, এতো জ্বালা প্রাণে সহেনা ॥

বন্দুরে তোর পিরিতের এমন জ্বালা, অন্তর পুড়ে হয়রে কালা,
জ্বালার জ্বালা বিষম জ্বালা, প্রাণে ধৈর্য্য মানেনা ॥

বন্ধুরে আমার মনের ছোট্ট ঘরে, ধিকি ধিকি পুইড়া মরে,
গঞ্জনা পায় ঘরে পরে বাহির হইতে পারিনা ॥

বন্ধুরে কেনবা পিরিতি শিখাইলি, প্রেম শিখাইয়া দুরে রইলি,
তককেল কয় কেন পাষণে হইলি, জীবন আর তো চলেনা॥

১০. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

তোর পিরিতের জ্বালা বন্ধু সইতে পারিনা।
আর কাঁদায়ও নারে প্রাণে জ্বালা সহেনা ॥

তোর পীরিতের মোহে পড়ে, মন ছুটে যায় তাই দরবারে,
দরবার হতে খালি হাতে ফেলে দিওনা ॥

তোমার পরশ পারো বলে, দিন দুনিয়ার কর্ম ফেলে
তোমার আশায় রইলাম পড়ে, ফিরেও চাইলেনা ॥

তককেল কাঁদে হইয়া আকুল বন্ধু বিনে সদাই ব্যাকুল
না ফুটিল আশার মুকুল রইলো বেদনা ॥

১১. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

যারে খুজি তারে পাইনা, চাইনা যারে তারে পায়।
যে জন ঘোরে আমার পিছে, তারে আমার দরকার নাই।

আমি যারে ভাবি সদায়, সে আমারে ভাবে কি,
সে যে আমার অন্তরের ধন, তার কাছেতে রাখবে কি,
তার তরেতে করে আঁখি তারে আমি কোথায় পায় ॥

শহর বন্দর গ্রামে গঞ্জে কোথাও তারে নাহি পায়,
সকল লোকের ভিড়ের মাঝে, সে মানুষের দেখা নায়,
তালাশ করে বিফলে যায়, আর তো আমার জায়গা নাই ॥

তককেল পাগল তারে চিনতে ঠেকিলযে বিষম দাই,
সে জন কি আমার হবে, কর এসে পরিচয়,
হৃদয় মাঝে মনের মানুষ খুঁজে কাঁদে হায় রে হায় ॥

১২. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তক্কেল সাঁই

পাগল কিরিল আমার মন, ও জহিরণ।
নয়নে নয়ন রাখিয়া, মিষ্টি মুধুর হাসি দিয়া,
মনের কথা কইতামরে দুইজন ॥ ও জহিরণ ॥

বলেছিলি তুই আমারে আপন করে নিবি মোরে,
সেই কথা কি হয়না তোর স্মরণ
ছলাকলা পুতুল খেলা, কেন কর অবহেলা, তোর বিহনে বাঁচেনা জীবন ॥

দিনের পর মাস বছর গেল, যুগে যুগে শেষ হইল,
এই জনমে হইলি না আপন,
তুই যে, আমার সকল আশা, বিধাতা যে মোর ভরসা জগতে নাই তোমারি মতন ॥

কুলের ভয়ে ভুলে রইলি মিছে নাকি কুল মজালি,
কাঁদাইলি তুই মনের ই মতন,
তককেল বলে এ নিদানে, সান্দার সায়ের স্মরণে, দুই জনারে করাও এক জীবন ॥

১৩. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: নসের ফকির

হায়াতুল মুর্ছাল্লিন যাহার নাম
সে নবী কোথায় থাকেন,
কোথায় তার মঞ্জিল মোকাম ॥

সেই যে নবী কোন দেশেতে
জন্ম নিলো কার গর্ভেতে
তার নবুয়ত কোন ভাবেতে জারি করেন কোন কালাম ॥

হায়াতুল মুর্ছাল্লিন নবী
সেই নবীর হয় কয়জন বিবি
লেহাজ করে বলো সবি
সেই বিবিদের কি কি নাম ॥

হায়াতুল মুর্ছাল্লিন যে জন
সেই নবীর খলিফা কয়জন
নসের ফকিরের এই নিবেদন
তার ইয়ার গণের কি কি নাম ॥

১৪. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: জহরউদ্দীন

রাসুলের ভেদ মর্ম কিছু বুঝতে পারলামনা
উম্মতের ভার কবুল করে উদয় হলেন মদিনা ॥

ত্রিভুবন ভোলে যাহার দেখে
সে কেন করে ১৪ নিকে
কি অভাবে কি দায় ঠেকে,
বিবির কাছে হয় দেনা ॥

খোদাকে ভুলিতে নিষেধ,
কোরানাতে আছে ছাবেদ
কোথায় থাকে সাই রব্বানা ॥

তিন বিবির সু-সন্তান হলো
১১ বিবির হলোনা কেন,
বিবির মধ্যে কি ভেদ ছিল,
বিচার করে বলনা ॥

কোন তিন বিবির হইল সন্তান,
১১ বিবির হইলনা কেন,
জহর বলে শুনলে কথা যেত মনের বেদনা ॥

১৫. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: বাহাদুর

নবি কি ধন চিনলামনারে
কোন বা ঋণের দায় নবি দয়াময় মানব হলেন ভবের পরে

যারে বলছ নবী নবী
কে করবে পারের খুবি
তার ঘরে কেন ১৪ বিবি কি করবে নবী উম্মতের তরে ॥

আমরা সব আদম জাত এক নবীর উম্মত
ঐ নবী আদমে পয়দা নবী করে উম্মত
জাত ছেড়ে সেফাত, জানাও হাকিকত,
মিছে মায়ায় রইলাম ঘোর ধাঁধায় পড়ে ॥

এই মানুষ পাঞ্জাস্তন কি সি,
পাঞ্জাস্তনের বলো কয় চিজ বেশি
বাহাদুর তা দাসি নব পূর্ন শশি
দরবেশ মিয়াজন চান্দের চরণ ধরে ॥

১৬. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: এনায়েত সাঁই

নবীকে চিনতে হলে মর্শিদ ধরতে হয়,
কি জন্যেতে দয় ঠেকিল আমার নবী দয়াদয় ॥

নবুয়তি নামটি নবী, সেই নবী হয় ছায়াবদি,
উম্মাত হলাম আমরা সবি, নবী উম্মত তাহার হয় ॥

নাম ধরেছে জগত মাতা সেই হলেন সৃষ্টি কর্তা
তাহার সাথে মিলন তথা হলেন সৃষ্টির শির ধরার ঠাই।

এনায়েত বলে শোনরে কানা ঘরের খবর তাও জাননা,
মর্ম কথা জানা শুনা বুঝবি মুর্শিদের ঠায়।

১৭. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: কিয়ামদ্দি সাঁই

নুরের খবর বলো আমারে
তুমিনা বলিলে পরে, কি বলিবে আমারে

নুর তাজেল্লা দশ ভাগ হইল,
কোন ভাগে কি বানাইল,
মুহাম্মদ কোন ভাগে ছিল
নুর ভাগ হইল কোন কারে ॥

মুহাম্মদ নুর পয়দা হইল
সে নুর কোতায় রেখেছিল,
কিসের পর কতদিন ছিল,
ময়ুর হলো তার পরে ॥

কিয়ামদ্দি শুধায় কথা
মুহাম্মদ নুর পয়দা যেথা,
আশক মাশক নেই সে সময়
আশক হলো কার পরে ॥

১৮. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: বাউল চান দরবেশ

নিরাকার নিরাঞ্জনে নুর সৃষ্টি কিসে হয়
গাছের উপর কালু বালা, কোন আকারে বসে রয়

হাজার এক নাম সেই যে ধনি, দিলিলেতে ইহাই শুনি,
কোন নাম ধরে ডাকলেপরে, রূপ দরশন পাওয়া যায়।

৯৯ নাম জাহেরা একটি নাম বাতুন ছাড়া
সে নামকি পাব মোরা মুর্শিদ জানাও আজ আমায় ।

চন্দ্র সূর্য এক স্তরে আকাশেতে চলে ফেরে
চাঁদের অমাবশ্যা মাসে সূর্যের কোন দিনে হয়।

চন্দ্র সূর্য হয়ে স্ফুর্তি কার সঙ্গে হয় গতাগতি,
তার কে পুরুষ কে প্রকৃতি, চাঁদে এসে বারাম দেয়।

২৪ ঘণ্টা কিসে হলো সে কথাটি খুলে বল
বেদে তোল দুরুজ কল, বাউল চান দরবেশে কয়।

১৯. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: খোরশেদ আলম

পুরুষের গুণের কথা যায় বলে
প্রথম পুরুষ দিনের নবী
আল্লা ডেকেছিল দোস্ত বলে ॥

আল্লা বলে দোস্ত আমায় না করলে সৃজন,
আসমান জমিন পবণ পানি হতোনা ত্রিভূবন,
এহি আল্লারী বচন,
মুখের কথা নয়গো আমার প্রমাণ আছে দলিলে ॥

আলামিন নুরিল্লা সাইয়ে মিন্নুরী
নবী বসে আল্লার নুরে হইছি তৈয়ারি,
আমি যায় প্রকাশ করি
আমার নুরে কুল মাখলুকাত, দেখনারে হাদিস খুলে।

খোরশেদ বলে পুরুষ জাতি নবীর বংশধর,
মকরুম আবেদ বানাইল, আদম রহুর ঘর,
কথা হাদিছে প্রচার নবীর নুরে আদম হলো
ও চিজে ঘর বানাইলে।

২০. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: খোরশেদ আলম

করো গিয়া স্বামির পায়রাবী তোরা তাই পাবি,
যেমন আলীর দোয়ায় মা ফাতেমা পায় বেহেস্তের চাবি।

ভজে আলীর চরণখানি চাকরী পাই মা দারোয়ানী
ঐ রকম তোরা তাই ভজবী,
মা ফাতেমার ধ্যানে ধারণা আলি ছাড়া কিছুই ছিলনা।
তাম্বিতে এসে ফাতেমারে চাকরী দিল নবী।

ফাতেমার চাকররীর তরে পাঠাই কাঠুরিয়ার ঘরে
যেমন ভক্তি করে তাহার বিবি,
ফাতেমা তার বাড়ি গেল সেথায় গিয়া শিক্ষা পেল,
ঐ রকমের শিক্ষা যাইয়া লবি ॥

স্বামী ছিল আয়ূব নবী, সঙ্গী তার রহিমা বিবি,
কি বলব তার কিড়া রোগের খুবি,
সর্বাঙ্গে পোকা নড়িত রহিমা জিহ্বায় চাটিত।
খোরশেদ বলে পাই বেহেস্ত সেই রহিমা বিবি ।

১.	তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

বুঝলাম আছ, আড়াই বেলচার কুল, ঐ কলেতে,
ঝুমুর দলে, হায়ছি রসাতলা।।

মাড়ির জোরে ঘুঘু ঘোরে, গাছের মাথার ঘোরছে হাল,
পয় বায়ে রস গোড়িয়ে গেল, জের খালি ভাগ্যের দল।।

চাড়ির রসে গুড় হলো, অর্ধেক গুড় মোল্লার খালো,
কাদো তুলে চাড়িতে থুলাম, খায়ে গেল, কুত্তার পাল।।

ব্যান জালালাম রাত ভোর, আজান দিল ভোর,
বেলা উঠলি মাথা ঘোরে, গেল দেহরে বুদ্ধিবল।।

হাঁদি কাঁশি জ্বর হলো, সর্ব অঙ্গের বল পড়িল,
পেটের ব্যথার হাগা হয়না, মতে ঠান্ডু নুনা জল ।।

২. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

পড়ে বেদ বেনান্ত না পাই অন্ত, গুরু চিনার উপায়
গুরু কি বস্তু, গুরু কি তত্ত্ব বুঝায় আমায়।।

শুনি গুরু মানুষে ওধি সঠান
কোন মোকামে গুরুর আসন,
বল তার সন্ধান,
আত্মা থাকে কোন মোকামে তত্ত্ব ভেঙ্গে বুঝায় তায়।।

ইন্দ্র আত্মা রিপু ছয় জন,
দেহের কোন মোকামে হয় সৃজন
জীব পরমের কোন মোকামের মিলন, গুরুর দস্বর কে হয়।।

গুরু শিষ্য কোন মানুষ হয়,
গুরু যখন ওফাত হবে, শিষ্যর কি উপায়
পড়েছে ঠান্ডু ঘোর ধাঁধাঁয়, আকবার দেয়না আসল পরিচয়।।

৩. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

আদ্য শক্তি ভজন আমরণ, সার করিব ভব পারে,
গুরু নিত্য ধর্ম দেয় আমারে, সুধা বলে গরল খাইছি, হারাইছ প্রাণ পাথারে।

ইল্লীন সিজ্জিন মোকাম ভারী, চিনি না দারের দারী,
গরল খাইছি উদার পরি, জীব মরছে চাতক জ্বরে।।

জীব মরছে চাতক জ্বারে, কোন মোকামে, কি প্রকারে,
সধায় আমরণ গরলায় মরে, কোন ধারায়, ধারা ধরে।।

গরল খাইতেছি তৃষ্ণা তড়ে, জীব মরছে জীবন্তরে,
আকবর কয় ঠান্ডু পাগল পরমে বাচাই জীবে মারে।।

৪. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

দম সমরে হাওয়ার ঘরে মনি কুঠায় বিহার তার,
আসা যাওয়া ভবে পরে, বাঁচা মরার কেউ নেয় না ভার।।

আদ্য শক্তি ভজন তীরে, দীদাল চঁন্দ্র বারাম দিয়ে,
পুর্ণ শশী গপ্ত গারে, জীবেরও জীব হয়ে আধার।।

পঞ্চ শক্তি চৌকরে ধায়, ত্রি জগতের ত্রি ধারায়,
সৃষ্টির কারবার আসি আর যায়, বাঁচা মারা কারবার।।

পদ্ম ফুটে কলি ফটে, সুবাস ছটে হাওয়া মিশে,
অধম ঠান্ডু ছিন্ন মুকুল, রং বে রং ফল আকবার।।

৫. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

সুরাগের ঘর শূন্যের উপর ঘোরের ভিতর ঘর,
কোন ঘরের বরানদাতে, সকলি চুরমার,
আট কুঠরা নয় দরজা, সাত তালা ঘর।।
কোন ঘরে কে বা থাকে, কি করে কারবার,
কোন ঘরে কার বসত বাড়ি, কোন ঘরে কার চরা চর।।

একে একে ষোল জনা, ঐ ঘরের ভিতর,
পরষ্পর গরমিল করে জবদার,
তিন জন ঢোকে ঘরের ভিতর, ষোল জন করে পর।।

আকবার কয় ঠান্ডু পাগল, সৃষ্টির সেরা ঘর,
আট কুঠরা নয় দরজা, ঐ ঘরের ভিতর,
ঘরে আছে দারের দারী, সকলকে দেয় দিপান্তর।।

৬. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

জানবি যদি ঘরের খবর, দিল দরিয়া খাটি কর,
হায় কি কলের ঘর খানি, বিরাজ করে সাই আমার।।

ঘর খানি বকুল পুরে, খটি পস্ত শূন্যের কারে,
ঘোরের মধ্যে সন্ধি করে, বিরাজ করে চার যুগের পর।।

শূন্যের উপর শূন্য ঘর, সিঁড়ি আছে ভবের পর
ঘরের মধ্যে নয় নরী, নয় ভাবে দিচ্ছে দার।।

ঘরের মধ্যে ঘোরে ফেরে, ঘোরের মালিক রূপ আকারে,
আকবার কয় ঠান্ডু পাগল, ঘরের ভিতর দীপ্তি কার।।

৭. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকারঃ তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

অমর রূপ ত্রি সংসারে, সর্ব জগত পালন করে,
কাল সমন ছুঁই না তারে।।

ব্রক্ষা শক্তি ধাত্রী মাতা, মর্মে গাঁথা স্বরূপ সখা,
বিধির বিধান আত্ম ব্যাথায়, ভিন্ন প্রাণ স্বপ্ন রূপ ধরে।।

যৌবন নাইরে জীবন আনন্দ, অংগ হাসি বুকে কুঞ্জ
সৃজন সন্তান অগণিত, সর্ব জীব তার উদারে।।

আসিয়া পরবাসে, অধম ঠান্ডু পাইনা দিশে,
মন চঞ্চলা কি হয় শেষে, আকবার কয়, জীব দশায়, বুঝলিনেরে।।

৮. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকারঃ তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

যুগ যুগ ধরে অনাহারে, নিষ্ঠ রতি সাধন করে যারা,
জীব ত্বরাতে আসে আর যায়, গুরু রূপ মায়ায় ভরা।।

দয়াল নাম দয়াল স্বভাব গুরু নাম জগতের সার,
চঁন্দ্র সূর্য একদিন থাকবেনা আর, গুরু হবে সাগর ত্বরা।।

আমিরানা দেয় পাঞ্জাগানায়, রঙ্গ রসে মরে বাঁচে না,
আব আতস খাক বাত, ওজুত গড়া, গুরু শক্তি মন চোরা।।

যে দিন হবে ঘোর অন্ধকার, পৃথিবীতে কেউ থাকব সমন, ঠান্ডু পাগল
পড়বে ধরা।।

১. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

একতারাটা হাতে নিয়ে করলাম বড় ভুল।
ঘরের বাহির হইয়া আমি হইয়াছি বাইল ॥

পথে পথে ঘুরি আমি নেই কোন ঠিকানা
কোথা হইতে কোথায় যাবো নেইতো আমার জানা
ভাই বন্ধু ছাইড়া দিলাম ছাড়লাম জ্ঞাতীকুল ॥

মন বসাইয়া লাউয়ের বষে তারে খুঁজলাম না
কি হইতে মোর কি হইল তাও তো বুঝলাম না
মনের কথা কার কাছে কই কাইন্দা হই আকুল ॥

২. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

আমার গায়ে বাজে বাঁশি বাঁশরিয়ার হাতে
আলোমতির পালা শুনি আজো নিশি রাতে ॥

পৌষ মাসে রসের পায়েস গরম মুড়ি দিয়া
বিয়ান বেলা খাইতে মজা আগুন জ্বালাইয়া
বাসী ডালের সাতে মরিচ খাই যে পান্তা ভাতে ॥

বাপের সাথে যাইতাম হাটে রবিবারে দিনে
পয়সা দিয়ে বাদাম ভাজা আনিতাম কিনে
বড়ই মজা বাদাম ভাজা খাইতে মায়ের সাথে ॥

৩. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

একটা কথা শোন কন্যা একটা কথা রাখো এ
কবার আমায় আপন করে বন্ধু বলে ডাকো ॥

জল পিয়াসী চাতক যেমন আকাশ পানে চায়
আমি তোমার প্রেমের চাতক তাও কি বোঝো নাই
আবার কেন অমন করে আঁচলে মুখ ঢাঁকো ॥

কালো কেশের খোপায় দেবো নানা রঙের ফুল
গজমতির মালা দেব কানে দেবো দুল
মানায় ভাল আরো যদি চোখ কাজল আঁকো ॥

৪. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

গোয়াল ভরা গরুও নেই পুকুরে নেই মাছ
দুরের গায়ে দেখা যায়না বিরাট বটের গাছ ॥

দুপুর বেলা শোনা যায়না ঘুঘু পাখির ডাক
বাঁজপাখি আর খুঁজে পায়না মৌমাছিদের চাক
মনের মাঝে দেখা যায়না বন ময়ূরীর নাচ ॥

নদীর বুকে নৌকাতে নেই রং বে রংয়ের পাল
গাও গেরামের বসত ঘরে নেই তো ছনের চাল
এসব এখন কল্প কথার গল্প উপন্যাস ॥

৫. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

কার গরু এত রাত্রি এ্যাঁড়া পড়েছে।
পুয়াল গাদায় লেগে পোয়াল সাবাড় করেছে ॥

দড়া গলায় কুলে অ্যাঁড়ে শিং দুইখান তার খাঁড়া
ধরতি গেলাম ছুটে এসে আমায় করলো তাড়া
লাটি নিয়ে গেলাম তখন দৌড় মেরেছে ॥

গৈল ঘরের ডাবায় ছিল খৈল ছিটানো শানি
পরের গোরতি খেয়ে যাবে আমি কি তা জানি
নতুন ডাবা ভেঙ্গে চুরে দফা সেরেছে ॥

কদুর গাছটা খেলো কখন দেখিনিতো আগে
ফল ধরা গাছ খেয়ে গেলি মনটায় খারাপ লাগে
এটটুস কুনির মদ্যি এসে কি কাজ করেছে ॥

৬. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

চিত্রা নদীর ওপারে কয়না বাড়ির ওধারে
দেখেছিলাম যারে আমি ভালবাসী তারে ॥

রূপে তাহার অংগ ভরা মাথার চুল কালো
হরিণ হরিণ নয়ন দুটি দেখতে লাগে ভাল
কি নাম তাহার কার বা কন্যা ভাবি বারে বারে ॥

আলতা মাখা রাঙ্গা পায়ে পরণে লাল শাড়ী
আঁড়ে আঁড়ে চায় সে কন্যা মন নিয়াছে কাড়ি
রাঙ্গা মুখে মধুর হাসি মুক্ত যেন ঝরে ॥

৭. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

কি দিয়া হায় কেমন কইরা বুঝাই মনের কথা
ভালাবাসী বন্ধু তোমায় শোন দুটি কথা ॥

তুমি যখন বাঁজাও বাঁশি ঘরে থাকা দায়
মনে বলে একটুখানি তোমার কাছে যাই
কুল মানের ভয় থাকে না খাইলাম লাজের মাথা ॥

নিশি রাতে চুপি চুপি এসো আমার কাছে
প্রেমের জ্বালা জুড়াইব রইয়া তোমার পাশে
থাইকো তুমি আমার পাশে হইয়া শীতের কাঁথা।

৮. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

মন পাখি তোর সোনার খাঁচা ধুলায় পইড়া রইল,
একবার ফিরে দেখনা চেয়ে কি দশা তার হইল ॥

খাঁচার সাথে কইরাছিলি প্রেম পিরিতের খেলা
এখন কেন নিদয় হইয়া রাখিলি একেলা
তোর লাগিয়া কত জনের চক্ষে নদী বইল ॥

খাঁচার সাথে ছিলরে তোর মধুর ভালবাসা
এখন কেন সেই খাঁচাতে নাইরে যাওয়া আসা
খাঁচা ছাইড়া চইলা যাইতে কে বা তোরে কইল ॥

৯. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

থৈ থৈ পানি মাঠে ঘাটে এইনা শাওন মাসে
মেঘের আঁড়ে ঢাকলো বেলা ঐ যে আকাশে ॥

টাপুর টুপুর বৃষ্টিপড়ে কলা পাতার পরে
মৃদুল হাওয়ার পরশ লেগে গাছের পাতা নড়ে
মনে আমার আনলো দোলা ঝিরঝির বাতাসে ॥

পুকুর জলে বৃষ্টি পড়ে নাচের তালে তালে
শালিক জোড়া দেখছে বসে কদম গাছের ডালে
এমন দিনে সাথী আমার রইল না গো পাশে ॥

১০. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

খাঁটি প্রেম কয় জনেতে করে।
নকল প্রেম ভরে গেছে ভবের এ শহরে ॥

আগে পিছে ভাইবা যেজন সইপা দেয়রে নিজেরই মন
প্রেমের মরণ হবে না তার সাধের জনম ভরে ॥

প্রেমের গাড়ি উল্টে গেলে রশিক প্রেমিক ক্যামনে মিলে
উল্টা গাড়ী হয়না সোজা যতই রাখো ধরে ॥

১১. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

আমার পানির বদনা কই লাঠিখানা কই
বুড়া বয়সে এত জ্বালা কেমন করে সই ॥

বত্রিশ খানা দাত পড়েছে পাঁচ বছর আগে
শক্ত খাবার গিলতে গেলে গা জ্বলে যায় রাগে
হাটতে পারলি কিনে আনতাম কেজি খানেক দই ॥

কাঁশতে কাঁশতে বুক ভেঙ্গে যায় উঠে শুধু কফ
অবস হয়ে আসে দেহ বুক করে দপ দপ
হাফ কাঁশী এলে পরে আমি কি আর আমার রই ॥

ছোট ছেলে কথা কয় না বড়টা ঐ রকম
বেটার বৌরা রেগে বলে কবে মরবে জলম,
নাতিপুতি পড়তে বলে ক্লাস ওয়ানে বই ॥

১২. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

কি যন্ত্রণা কেউ জানে না আমার অন্তরে
কোন কাজে মন বসেনা প্রাণ টিকেনা ঘরে ॥

বুকের ভিতর প্রেমের কষ্ট কুরে কুরে খায়
সেই কষ্ট দেখার মানুষ এই জগতে নাই
এত জ্বালা নিয়ে আমি বাঁচবো কেমন করে ॥

রাত্রি আমার ভোর হইয়া যায় কাঁন্দিয় কান্দিয়া
নিঠুর একবার আমার দেখলো না আসিয়া
বন্ধু আমার এত পাষাণ হইল কেমন করে ॥

১৩. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

যে ঘরে তুই বসত করিস ঐ ঘর যে তোর পর।
সাড়ে তিন হাত মাটির ভিতর সেই তোর আপন ঘর ॥

গ্রাম পোস্ট জেলা মোকাম থাকবে শুধু খোদারই নাম
রইবে না তোর পাশে কেহ যে ছিল দোশর ॥

ঝাড়বাতি আর দিনের আলো সে ঘরে তুই দেখবি কালো
লিখবে না কেউ প্রেমের চিঠি তোরই বরাবর ॥

১৪. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

আমি এক গায়ের কৃষাণ মেয়ে
কলসে জল লইয়া ফিরি পল্লীগীতি গেয়ে ॥

আঁচল ভরে তুলে আনি শাপলা ফোটা ফুল
সন্ধ্যে বেলা যতন করে বান্ধি মাথার চুল
নদীর বুখে মাঝিরা যায় পানসী নৌকা বেয়ে ॥

বাঁশের পাতার চুড়ি হাতে ঝিঙে ফুলের নথ
নেচে নেচে চলি আমি ধরে ঘাটের পথ
পাড়া পড়শী আমার শুধু দেখে চেয়ে চেয়ে ॥

পাড়া পড়শী দেশে আমার অবাক চোখে চোখে
চোখে কাজল আঁকি আমি পাশের বাড়ি যেয়ে ॥

১৫. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

আমি যদি কন্যারে তোর কাংকের কলস হইতাম
আসতে যাইতে জলের ঘাটে মনের কথা কইতাম ॥

কত আশা আমার মনে ঘর বান্ধিব তোমার সনে
আমার খবর নিলে তুমি তোমার খবর লইতাম ॥

মনে রইল মনের আশা বলার কিছু নাইরে ভাষা
আমার জ্বালা বুজলে তুমি তোমার জ্বালা সইতাম ॥

১৬. ইউনুচ আলী মোল্যা
গীতিকার: ইউনুচ আলী মোল্যা

বুকের আগুন বন্ধু আমি কি দিয়ে নিভাই
ডুব দিলাম নদীর জলে তবু আগুন জ্বলে কলিজায় ॥

প্রেম বিচ্ছেদের এই না জ্বালা ক্যামনে থাকি সইয়া
দুই চক্ষু ঝইরা যায় পদ্মা মেঘনা হইয়া
কি হইতে যে কি হইল কিছুই বুঝি নাই ॥

তোমার আশায় বন্ধু আমি পন্থ চাইয়া থাকি
জানি মোর মরণের আর কয় দিন আছে বাকি
কি চাইলাম আর কি পাইলাম কি করি উপায় ॥

১. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ
গুরু দয়া করো মোরে গো বেলা ডুবে এল।।
চরণ পবার আশে রইলাম বসে সময় বেয়ে গেল।।

অমূল্য ধন লয়ে হাতে ভবে এসছিলাম ব্যাপার বলে,
ছয় জনা বোম্বেটে জুটে, পথ ভুলায়ে সে ধন লুটে নিল

বেলা গেল সন্ধ্যা হল, যম রাজার ডঙ্কা বাজাইল
মহাকালে ঘিরে এল, সঙ্গের সাথি কেহই নারে হলো।।

কি হবে অন্তমকালে রয়েছি বিনা সম্বলে,
পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে, সাধের জনম বিফলেতে গেল।।

২. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

শ্রীচরণ পাব বলে ভব কুলে ডাকে দীনহীন কাঙ্গালে
পড়ে এই ঘোর সাগরে কেই নাই মোরে ঘিরে নিল মায়াজালে ।।

সৃষ্টি করে আপ্তরসে,কোনবা দোষে, কালের বশে ফেলাইলে,
কার ভাবে ভবে এসে, বেহাল বেশে দয়াল নামটি প্রকাশিলে।।

পতিত পাষন্ড যারা, পেল তারা
মার খেয়ে তার চরণ দিলে,
আমি হলাম এতই পাপি, দুঃখী তাপি, আমার ভাগে লুকাইলো।।

কল্পতরু নামটি ধর, বাসনায় কারো শুনে এলাম সাধু কুলে,
দয়াল নামের মহিমা যাবে জানা, এই অধিনের চরণ দিলে।।

গোসাই হিরু চাঁদের চরণ হয়না স্মরণ, ভজনহীন তাই পাঞ্জু বলে,
আমারেনা দিলে চরণ একইকালে মানব জনম যায় বিফলে।।

৩. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

পাপি বলে আমায় ফেলনা, তোমার ধমে সবেনা।।

তোমার ধর্মের দয়াল স্বভাব, আমার নাইতো পাপের অভাব,
এ পাপিরে উদ্ধারিতে, দয়াল স্বাভাব ছেড়না।।

বন্ধু বান্ধব যত ছিল, আমার বলতে কেউনা হোলো,
তুই বিনে এই পাপির বন্ধু, আরকে আছে বলনা।।

পতিত পাবন নামের ধন্য, শুনে পাপি করে দৈন্য,
পাঞ্জু হলো সাধন শূন্য, তাইতে গণ্য হলো না।।

৪. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ভাবিনির ভাবে মনা, কান্ডারি নাও বশ করে,
অনুরাগের চরায় তুলে, জ্বরা তরি নাও সেরে
স্াঁইনামে গাউনি করে, গাব কালি দাওনিরে ক্ষিরে।।

ছয় দাড়ি মাঝির কাছে দাওগা মন যার যা আছে
শ্রী রূপের বাদাম তুলে তরী ভাসাও সাগরে।।

ভক্তি শিরালী মনরে, এটে ধর না তারে,
দাঁড়াবে মেঘের আগে তম ঝড় যাবে দুরে।।

হিংসা নিন্দা দেবংশে ধন, ক্ষমা ধৈর্যে ফেলবে যখন,
পাঞ্জু বলে যাবে তুফন, হিরুচাঁদ নিবেন পারে।।

৫. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

আমারে ফেলনা গো মুর্শিদ দয়াল হয়ে,
চাতকের মত আছি তোমার চরণ পানে চেয়ে।।

অধম তারণ নাম শুনেছি, তাইতো কুল ছেড়ে বেহাল হয়েছি,
ভব মাঝে পতিত হয়ে, ফিরতেছি কলঙ্গের ডালি বয়ে।।

তোমার রূপে নয়ন দিয়ে, যাই যদি নরকী হয়ে,
দয়াল বলে কেই ডাকবেনা, ওগো মুর্শিদ আমার হাল দেখিয়ে।।

শুনে তোমার নামের ধ্বনি ডাকতেছি এই রাত্রি দিনি,
পাঞ্জু বলে গুণমনি, দয়া কর শ্রীচরণ দিয়ে।।

৬. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

তুমি বাঞ্ছা কল্প তরু বাঞ্ছা পূর্ন করোনা,
বাঞ্চা করি চরণ পাব কর্ম ফলতো রবেনা।।

বড় বাঞ্ছা মনে করি, ডাকি তোমার বলে হরি,
পাপ তাপ হর হরি, আশাতে নিরাশ করোনা।।

শুনে বাঞ্ছা করি হরি, মার খেয়ে দাও চরণ তরি,
জাগাই মাধাই দু ভায়েরি, আমায় কি চোখে দেখনা।।

অহল্লা পাষাণী ছিল, চরণ ধুলায় মানব হলো,
তারা কি তোর আত্ম ছিল, পাঞ্জু কি তোর কেউ হলোনা।।

৭. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

দম টান মন দমের খবর জেনে
দম থাকিতে দমবাজীতে, ভুলে রইলি কেনে।।

তিন দমের তিনটি ধারা জানলে হয় জেন্দা মরা
আদমে অধর ধরা, দেখ জেনে শুনে,
দিদম শনি দম গোপ্ত দমে নাম কর গোপনে।।

দিদমে দেখ তারে, যে আনে ভবের পরে,
পাঞ্জাতন সঙ্গে করে, বসে সিংহাসনে,
নুর ছেতারা ঝলক দিচ্ছে দেখ নয়নে।।

শনি দমে সাধন কথা, মোন অমূল্য যথা,
পাবা সাই জগতা কর্তা গুরুর ধিয়ানে
পাঞ্জুর হল মুখের কথা, ভজন সাধনে।।

৮. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

আল্লার নামে মন ভোলেনা দুনিয়াদারী ফাঁদে
আজরাইল আসিয়া কোন দিন নিবে ধরে বেধে।।

যে দিনে গোর আজাব হবে, দুনিয়ার মায়া কোথায় রবে,
মনকীর নকীর, দেখে সে দিন মরবি কেঁদে কেঁদে।।

রোজ হাশরে সূর্যের তাপে, তাপে সেতো মারা যাবে,
সেইদিন মনে জানতে পাবে, কপালের নিধে।।

আল্লা তালা কাজী হবে, নেকী বদির হিসাব নিবে,
দুই ফেরেস্তা সাক্ষী দিবে বসে বন্দার কাঁধে।।

পোলছুরাতে হিরার ধারে, বড় সঙ্গট হবে পারে,
পাঞ্জু বলে পারের সম্বল, আছে হিরু চাঁদে।।

৯. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

দয়াল দরদী কাঙ্গাল এল তোমার দ্বারে
অক্ষয় ভান্ডার গো তোমার কেউ যাবেনা ফিরে।।

সর্বধনের দাতা তুমি, ত্রিমহীমন্ডলে,
বিনা মাঙ্গায় কত ধন গুরু দিয়াছিলে মোরে,
আর কোন ধন চাইনা গুরু, চরণ দাও আমারে।।

কুলের বাহির হলাম আমি চরণ পাব বলে,
কত মহা পাপির দিলে চরণ, তাই এসিছি শুনে,
দাঁড়ালাম দরজায় এসে, স্কন্ধে ঝুলি করে।।

দাও কিনা দাও, রাঙ্গা চরণ, বেলা গেল চলে
দাতার চেয়ে বখিল ভাল, তুড়ুক জবাব দিলে,
পাঞ্জু বলে জবাব পেলে, যাই আমি চুপ মেরে।।

১০. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

মন দেখি আজব নদী মায়া বাদী, ইন্দ্র আদি সব সাজিল,
জীব আত্ম বাঁচব বলে, রিপুর ভোলে, আনন্দে স্নান করতে গেল।।

নদী ভয়ানক অতি, তিন দিকেতে তিন ভাবে জল বেগ ধরিল,
ভিমরূল জক অজগরে শব্দ করে, মধ্যে জলে বেগ ধরিল।।

পঞ্চবান হারায়ে পথে স্নান করিতে, জীব আত্মা পাকে পড়িল,
আত্মার যা সম্বল ছিল, সব হাবালো, চৌরআশি ঘুরে মল।।

কেঁদে তাই পাঞ্জু বলে, একই কালে, শমন ভুবন যেতে হল,
হিরু চাঁদ নিজ গুণে, দয়াকরে কেশে ধরে আমায় তোল।।

১১. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

এই মানুষে নবীর নুরে ঝলক দেয়
দেহ খুজলে পাওয়া যায়,
ছিয়া ছফেদ লাল জরদে নুরের আসন ঘিরে রয়

মোকাম লাহুত নাছুত মলকুত জবরুদ চারি হয়,
চার মোকামে মুঞ্জিল দ্বারে, গুপ্ত বেশে কিরণ দেয়
লা মোকামে নুরের আসন হাহুতে নহবত বাজায়।।

নুরের হস্ত পদ নাসা কর্ণ কিছুই নাই
অঙ্গহীন সে আপন জোরে বেগ ধরে ত্রিবনী যায়
সেইনা ঘাটে পদ্ম ফুলে ভ্রমর হয়ে মধু খায়।।

বড় যত্ন করে এ ভ্রমরকে ভজতে হয়,
কিসে যত্ন হবে ভ্রমর, এও ঠেকিলাম বিষম দায়,
অধিন পাঞ্জু বলে নুরের যত্ন জানেন কেবল ফাতেমায়।।

১২. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ঐ নবীকে চিনা হলো ভার
জেন্দা থেকে না পাইলে মলেত পাবনা আর।।

খবর শুনি আরবেতে, নবী হলেন এন্তেকাল,
হায়াতুল মোরছালিন বলে, কোনো লিখেন পরয়ার।।

দেখে শুনে অনুমানে, দেলে ধাঁধাঁ হয় আমার
মনে বলে নবী মলে, দুনিয়া রইতনা আর।।

আছে সত্য নবী বর্ত, চিনে কর রূপনেহার,
হিরু চাঁদের চরণ ভুলে পাঞ্জু হল ছারে খার।।

১৩. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ঐ নবীকে চিনে কর ধ্যান
আহাদে আহামদ মিলে আহাদ নামে ছব্বাহান
আতিউল্লাহ আতিয়র রাসুল দলিলে আছে প্রমাণ।।

আল্লাহ নুরে নবীর জন্ম নবীর নুরে ছারেজাহান
নুরে জানে আদম তনে বশত করে বর্তমান।।

আউয়াল আখের জাহের বাতুন, চারিরূপে বিরাজমান,
বাতুনে গোপনে থেকে জাহেরায় দেয় তরিকদান।।

তরিক ধর সাধন কর, আখেরে পাব আসান,
বর্তমানে নাহি জেনে পাঞ্জু হয় হতজ্ঞান।।

১৪. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

ভবে এস রইলাম বসে হারা হয়ে দিশে
পাছের কথা ভুলে রইলাম দুনিয়াদারী বেশে।।

কার সাথে এই ভবে এলাম, আগে ছিলাম কোন দেশে,
যার সাথে এসেছি ভবে, তারে পাব কিসে।।

সাথের সাথী হারা হয়ে, ভুলে রইলাম রঙ্গরসে,
আলা ভোলায় পথ ভোলালো, ভুতে মারবে ঠেসে।।

সঙ্গের মানুষ অঙ্গে থুয়ে, ঘুরে মলাম দেশে দেশে
পাঞ্জু বলে দিন ফুরাল চরণ পাব কিসে।।

১৫. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

বড় চিন্তা ঘুন লেগে মোর অন্তরে
মুরশিদ কোন গুণে পাব তোরে।।

আমার দুই নয়ন ঝরে দুঃখ আর বলবো কারে,
কে আছে মোর ব্যাথার ব্যথীত কেবা আমার আদরে
আমি প্রেম সাগরে ভাসাই তরিরে, আমার ডুবলো ভারা কিনারে।।

আমার মন পাগল পারা হয়না নিহারা, বলে-২ কেঁদে ফিরি,
পাইনা আমি অধরা যমন কলমিলতা জলে ভাসেরে,
তেমনি ফিরতেছি দ্বারে দ্বারে।।

দুঃখই যারে তারে এই ভব সংসারে
তুমি বিনে ভরসা নাই, গুরু চরণ দাও মোরে
অধিন পাঞ্জু বলে মুরশিদ বিনেরে, কেঁদে ফিরতেছি দ্বারে-২।।

১৬. রেশমা পারভীন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ

দম জেনে লও দমের মালাগলে,
আল্লা মুহাম্মদ আদম একদমে তিন মিলে।।

আদমে সাঁইজির খেলা জপ দম দমের মালা
দুর কর তছবি মালা, মন মালায় ধন মিলে
মনের মানুষ দমে জপে, বসাও হৃদকমলে।।

আদমে দমের শুমার, একলাখ ছোত্রিশ হাজার রাত দিনে জান খবর,
ছব্বিশ হাজার মুলে, ভুলে আল্ল এক দম ফেলা মানা হয় দলিলে।।

যে জপে দমের মালা জানে সে কাবাতুল্যা
বায়তুল্লার ঘর আল্লা তালা, দিবেন তার দেলে
তাই জানিতে অধিন পাঞ্জু ফিরতেছে বদ হালে।।

১. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: খাজা রফি

আমি পড়ে আছি গোলে মালে
যে কাছে পাই সেই ডেকে কয় চলে এসো মোর দলে।।

হেজবুল্লার করছে দাবি আমরা আছি
আছি খোদার দল আর যত মতবাদ
আছে বেদাদ তারা অবিকল
জামাত বলে জিহাদ ভুলে ইসলাম রবে কি হালে।।

আটরশিরা বলছে ভালো আমাদের প্রয়োজন ছিল
ছিল গজল জিকির শ্যামা করে দেখো যাইনুর তাজিল্লা
অবার লা মঝাবি করছে দাবি আমরা সঠিক দলিলে।।

ফকির দলে যাচ্ছে বলে সৃষ্টি ছাড়া উপাই নাই
সৃষ্টির মাঝে শ্রষ্টার সাসা খুঁজলো দেখি নমুনায়
আছে শাহা রগে-রগে সৃষ্ঠির মাঝে দেখ রফি দলিল খুলে

২. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: মোঃ হযরত আলী

একদিন আসা বর্ষা পূর্ণিমাই দিনের নবির জন্ম হয়
নিরালে বসে কাঁন্দে বিবি আমেনা, দিনের নবীগো

বিবি নবীর মুখে দগ্ধ দেয় সে দুদু নবী নাহি খায়
কাঁদিয়া আমেনায় কয়ছেলে বাঁচবেনা
আমার নবীজি কয় মাগো মা তোমার দুদ আর খাবোনা
তোমার দুদ খেলে মাগো উম্মত বাঁচবোনা, দয়াল নবী গো

একদিন কঠিন রৌদ্র হাসে দারুন রৌদ্র হইবে
কান্দিয়া উম্মত সেদিন পানি পানি বোলবে
সেদিন উম্মতের নর দুয়ায় পানি মাগো কোথা পায়
পানি বিহনে সে উম্মত বাঁচেনা।।

আমার নবী ভবে এলেন দুনিয়া ছেড়ে গেলেন
তে সষ্টি বছরে নবীর ইন্তেকাল
চার জনেতে গোসল কান্দে বিবি ফাতেমা
রাওজার ঠিকানা নবীর হলেন মদিনায়

আমার নবীজিকে কবর দেয় সে আলী দেখতে পায়
নবীজির মুখের কাপড়ে নড়ে কার কথায়
আলী ধিরে ধিরে কাছে যায়
মুখের কাছে কান লাগল উম্মতির লাগি নবীর কান্না আর থামে না

৩. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: মোঃ হযরত আলী

সখি তোরা শুনে যা গুনা দিন বয়ে যায়
সবায় আসিস আমার বিয়েতে

আমার বিয়ে গোসল গরম জল আর সাবান
গোসল করাবি তোরা আমারে গোসল করাবি মোরে
সখি তোরা সবাই মিলে রাছুল নাম দিবে আমার কানেতে

আমার বিয়ের সাজন সাদা থানের কাফন গোলাপ জল
ছিটাবি মোর গায়েতে
আতোর লাগাবি আগর বাতি জ্বালাইয়া ছুরমা লাগাবি মোর চোখেতে

আমারে বধু সাজাইয়া সবাই বর যাত্রী হইয়া
বিয়া পড়াবি লাইন ধরে
জানাজা শেষ হইলে দুটি হস্ত সবাই তুলে
খমা চাষ আমার হইয়ে স্বামির কাছে

হযরত আলীর মানের আশ সখী তোরা সেজে যাস
যেদিন যাবো শোশুর বাড়িতে বাসোর থুয়া মাটি
বাঁশের কপাট দিয়া সবাই আসিস তোরা আমাই থুয়ে।।

৪. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: মোঃ হযরত আলী

সে হুস হারাবে গেলে মোরবি জানবাহন চাপ পড়ে
কোলকাতায় যাবি খেপা খুব হুসিয়ারে

প্রথম যেয়ে দেখবি রে হাওড়ায় বিরিজটা
দুই ধারে দুই খামবা আছে মাঝখানে ফাঁকা
আছে উপরে রাচতা পাতারে কত সাধুজনা চলতেছে

তারপরেতে চোড়বি যেয়ে পাতালো রেলে
পাতাল রেলের দরজা কিন্তু আপেনি খোলে
ও রেল চালু হলে অঙ্গ দোলেরে তুমি শিকধরো শক্ত করে

ভেবে হযরত আলী কয় খেপো যাবি কোলকাতায়
আগে যেয়ে ধরণা রে তুই গুরুর রাঙা পায়
ও তুই গুরু পদে ভক্তি রেখেরে
রাত দিন ঘোর না রে সেই শহরে।।

৫. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: গোলজার

বন্ধু ছবি আঁকা জীবনে
ও তার মধুমাখা মুখের ছবি ভুলবনা দুই নয়নে

মনে পড়ে তারি কথা সকাল সন্ধায়
নয়নে যার লাগে ভালো তারে ভোলা দায়
সে বিনে আপন কেহ নাই সুধা দিতে ভুবনে

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা হেরি ফুলবন
তার সম মোর আর কেহ নাই আত্মিয় স্বজন
আমি সুপে দিছি এই দেহ মন কেউ জানে না গোপনে

গোলজার বলে বিলাস ভুষণ
আর কিছু না চাই বিদায় ক্ষণে যদি বন্ধুর পদ ধুলি পাই
আমি বিষয় আশাই ভেবেছি ছাই স্থান পেতে ঐ চরণে।।

৬. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: গোলজার

বন্ধুর ভালোবাসা রেখেছি গোপন
এ জগতে সে ছিল মোর সবার চেয়ে আপন

গৌরবরণ দেহখানা ফুলের মত মুখ মিষ্টি
মধুর হাসি দেখে পেতাম কত সুখ
সে ছাড়া আজ শূন্য এ বুক কাদায় মোরে সর্বক্ষণ

রাখতো মোরে আশে পাশে আদোর সোহাগে
মন ভুলানো রূপে ছটা হৃদয়ে কোন জনে
দিবানিশি ভিখা মাগো জোনো ভরা সেই লগন

গোলজার বলে বন্ধুর কথা মনে যখন হয়
সুখে ভরা এই পৃথিবী লাগে লাগে বিষাদময়
জলে ভরা এই আখিদয় মরু সম মোর জীবন

৭. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: গোলজার

দয়াল দিলে আমার কত সাজা
যারে তুমি ভালোবাস জানিনা সে কেমন প্রজা

কেউ সুখে রয় অট্টালিকায় কেউ দুঃখে যায় গাছ তলায়
আবার কেউবা মরে খুধার জ্বালায় কেউ খেয়ে মরে সাজা

শুনি তুমি সবার সুমান তবে কেনে কর বেবোধান
জীবন প্রদীপ তোমারি দান, নও কি তুমি রাজার রাজা

গোলজার বলে গেলো সময় দুঃখ পেয়ে ডাকি যে তোমায়
ক্ষমা তুমি কর আমার সেজে নিজে ও দয়ার খাজা

৮. মোঃ হযরত আলী
গীতিকার: গোলজার

মা তুই আমার মন মুরালী
আঁধার ঘরে আলোর জ্যোতি পায়ে দিই ফুল অঞ্জলি

তুই দিলি মা সাধন শক্তি স্নেহ প্রীতি প্রেম ভক্তি
তোর পায়ে তাই সবার মুক্তি সদা তাই করি কালি
দয়াময়ী নামের আচার জগত বেড়ী আছে প্রচার
ভুলি যে তোমারে বিচার সুখ দেবে জলাঞ্জলি
যেমন বাজাও তেমনি বাজী তুই যেন মা নায়ের মাঝি
হাল ধরিতে গোলাজার রাজি শক্তি দও দয়া ঢালি

১. অরবিন্দু কুমার বসাক
গীতিকার: দীন বলরাম
হিন্দু মুসলিম প্রভেদ কোথায়
এ ভব সংসারে
কেউ পুজা কেউ রোজা করে
আকারে আর নিরাকারে
ত্রিশটি দিন করে রোজা
মন–ঈমানে করতে সোজা
বার মাসে তের পার্বণে
হিন্দু গণও তো তাই করে।
বিভেদ কেবল প্রকার ভেদে,
লেখা আছে কোরান বেদে
মানুষ তবে কেন এই আকার
দীন বলরাম ভেবে মর।

২. অরবিন্দু কুমার বসাক
গীতিকার: অরবিন্দু কুমার বসাক

মানব সমাজের একি দুরগতি
সৎ সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে অসতে সদায় মতি

অসৎ সঙ্গে মিশে মিশে,
মানব সমাজ ডুবে গেছে,
ভাবেনা কেউ আগে পাছে জীবনের হবে ইতি।।

এই সমাজের নবীন যারা,
ভাগ্য তাদের হাতে ধরা,
চলার পথে বাঁচা মরা হলে সুপথের পথী।।

সুপথে চলা ফেরা,
ঠিক রেখ মন নয়ন তারা,
অধম অরবিন্দু কয় সবার মনে জ্বালিয়ে দেখ জ্ঞানের বাতি ॥

৩. অরবিন্দু কুমার বসাক
গীতিকার: অরবিন্দু কুমার বসাক

আমরা মানুষ হলেম নারে
মানব কুলে জন্ম নিয়ে পশু আত্মা রয় অন্তরে ॥

আমরা যে মানব জাতী, তাই বলে করি সুখ্যাতি,
অন্তরেতে পশু বৃত্তি, চরাচর সদায়,
পশু কার্য্য সকল কর্মে দেয়গো পরিচয়
হিংসা নিন্দায় পরিপূর্ণ তাই দেখি সব ঘরে ঘরে ॥

মানুষের মাঝে মানুষ আছে,
এই মানুষ জাগাবে কে,
চৈতন্য জ্ঞান যার ভিতরে সেই জাগাতে পারে।
সেই মানুষের আশায় আশায় আছি পথ চেয়ে,
জগত গেল রসাতলে পশুতে ফেলেছে ঘিরে ॥

সুমতি সুবুদ্ধি হবে, এমন মানুষ পাঠাও ভবে,
এই প্রার্থনা করি দয়াল তোমারি দরবারে।
মানব জাতীয় করবে গতি এ ভব সংসারে
অধম অরবিন্দু কয় মরলেম আমি পশুর সংগে সঙ্গ করে ॥

৪. অরবিন্দু কুমার বসাক
গীতিকার: অরবিন্দু কুমার বসাক

আমার দিন গেল বৃথা কাজে গুরুর ভজন হলোনা
সদায় বলি আমার আমার এ ভাবনা তো গেল না ॥

কাম ক্রোধ লোভের বসে মজে থাকি সকাল সাঝে,
গুরুর কৃপা হবে কিসে হয়না মনে চেতনা

ষড় ঋপু দশ ইন্দ্র, এরাই করল ছিন্ন ছিন্ন ভিন্ন,
সুপথ রেখে কুপেথে গণ্য হারালাম সব বাসনা।।

ভেবেছি দিন এমনি যাবে, সকল কিছু আমার হবে,
পড়েছি এখন বেপাকে কেউ দেয়না মোর শান্তনা।।

শেষের দিন এছে গেছে, এখন আর কেউ নাই পাশে,
অধম অরবিন্দু কয় আমার মত গুরুর ভজন ভুলনা ॥

১. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

সেই মরা কি সো জারে মন
জিন্দা লোক না খাইয়ে মরে মরার গৌরে টাকা

যার ফুটেছে প্রেমের কলি সেই হয়েছে আল্লার অলি
তার কাছে নাই দলাদলি হিংসার থলি গুজা
দিবারাত্র চব্বিশ ঘন্টা কইরা গুরু পুজা
বশ করিছে কাম মদনকে করিয়া সে নফছ রোজা

শাহজালাল সিলেটেতে যাও যদি মন জিয়ারতে
শাহ আলী মিরপুরেতে মারেও তারা তাজা
এক নিয়ত করে জিয়ারত করিয়া রওয়াজা
বন্ধ্যা নারীর গর্ভে সন্তান দিলে কত মঈনুদ্দিন খাজা

কত গোর হয় গোরস্থানে বান্দা পুরায় না সেখানে
একজন অলি রয় যেখানে তার নাম হয় রওয়াজা
হিন্দু মুসলিম নাই ভেদাভেদ কিংবা রাজা প্রজা
বাস্তবকে অস্বিকার করে খোরশেদ আলম ঘাটে সাই ॥

২. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

বর্তমানে আগের মত নাই সেদিন
চার নবীর পর চার কিতাব দেয় তাইতে রাব্বুল আলামিন ॥

ঈসা মুসা দাউদ নবী সবাই তার বার্তা বাহক
অজ্ঞেনীদের জ্ঞান দান দিবে তাই কিতাবের হয় প্রাপক
যুগে যুগে যত সৃজন ততই মতের পরিবর্তন
তাইতে আবার সাই নিরাঞ্জন মন বুঝে পাঠাই আইন

দাউদ নবীর একশ বিবি একজন বিবি হয় মুসার
ঈসা নবীর নাইক বিবি চৌদ্দ জন রাসুল্লার
রাসুলের উম্মতের তরে দিয়াছেন বিধান করে
একের অধিক অতিরিক্ত হতে পারবে চার সতিন ॥

পূর্বে যাহা হালাল ছিল, এ যুগে তার হয় হারাম
এ যুগে যা হালাল বল পূর্বে তা ছিল হারাম
মায়ের শাল দুধ দিত ফেলে, উপকার হয় এখন খেয়ে
খোরশেদ কয় ঘোর কলিকালে মিষ্টি কুমড়ায় ভিটামিন ॥

৩. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

যে চায় মারফতে পৌঁছাতে মত্ত রয় এবাদতে
পৌঁছালে মধুর মিলন, নাই সেথায় সাধন ভজন ॥

যারে পাবার লাগি এত করেছো সাধন ভজন
তারে পেয়ে ধন্য হয়ে সপেছে জীবন যৌবন
রূপে রূপ মিশাইয়া রয় একাকার হইয়া
দুই রূপ তখন হারাইয়া ধরে আরেক বরণ ॥

চুন হলুদে মিশলে যেমন থাকেনা হলুদ আর চুন
নাম রূপ দুয়ে যায় পাল্টায়ে ভিন্ন হয় তার গুণাগুন
সেথায় যে পৌঁছাল তারী নামরূপ হারালো
উপাধী নাম পাইল সে মানুষে রতন ॥

ঐ স্তরে যে গিয়াছে সে পেয়েছে সিদ্ধির দেশ
গুরু শিষ্য নাই সে দেশে কে কারে দেয় উপদেশ
থাকেনা ভেদাভেদ কে আজিজ আর কে খোরশেদ
প্রভেদ কাটিয়া অভেদ আত্মাতে মিলন ॥

৪. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

আল্লা দিনে দিনেই নিত্য নতুন কথা কয়
কামেল অলি হয় যারা, তারাই বোঝে ইশারা
কি কথা কয় সাঁই অধরা বোঝে সমুদয় ॥

বর্তমানে বুনিয়াদম বোঝে বেশী করে কম
তারাই ভবে হয় নরাধম, বলতে লাগে ভয়
বেড়েছে এজিদের বংশ, শুনিলে করিবে ধ্বংশ
যেমনি ভাবে নবীর বংশ করিয়াছ ক্ষয় ॥

সীমাবদ্ধ হইল কোরান ১১৪ সুরার বয়ান
এর বেশী আর নাই তার প্রমাণ কাগজে যার রয়
আল্লার কথা হয় সীমাহীন, বন্ধনাই বলিতে একদিন
বলেছে বলতেছে দিনদিন, (আরো) বলবে সব সময় ॥

আল্লা ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস যাদের ছিল অতি
তাদের কথা রাখতে স্মৃতি কোরান হাদিস লেখা হয়
ঘোরকলিতে কামেল যারা কামেল বলে মানছে কার
খোরশেদ বলে মানলে তারা, লিখত সেই বিষয় ॥

৫. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

বুদ্ধি করে ভালোবাসা হয়নারে কারু সাথে
ভালো বেশে এলে নাকি নাকি এলে বাসিতে

যদি ভালোবেসে থাক মোর হৃদয়ে ছবি আঁকো
বসে বসে রূপটি দেখ থাক গুরুর ধ্যানেতে

ধ্যানে যখন হবে মগন, সব জ্বালা হবে নিবারণ
তখন গুরু রূপেই সাই নিরঞ্জন দেখবিরে স্বচোখেতে

হবে তখন দেখাদেখি, হবে তার সাথে তোর মাখা মাখি
দুই রূপে এক ছবি যেমন জল চিনি প্রান্তেতে

হই রুপ যদি হইতাম পার তবেই আমার গুরু ধরো
খোরশেদ বলে নইলে সরো আজিজ শার বিচার মতে

৬. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

মারোফতের দেশে যদি যেতে চাও
এখনো তোর সময় আছে ধরো সৎ গুরুরো পাও ॥

গুরু দিবে মহামন্ত্র, ঐ মন্ত্র জপিলে যাবে মনেরী ভ্রান্ত
ও তোর রিপুগণ সব হবে শান্ত লাগলে সুপ্রেমেরী বাও ॥

সেই দেশেরী এমনি ধারা স্বরূপে রূপ মিলাইয়া হও আত্মহারা
তখন দেখতে পাবে খোদ চেহারা গুরু রূপে রূপ মিশাও

শরিয়তে শরা জারী, তরিকতের পথ বেয়ে যাও হাকিকতের বাড়ী
তুমি মারফতেতে দেওগো পাড়ী যদি মধু খেতে চাও ॥

আজিজ শা ফকিরে বলে, খোরশেদরে তুই বৈদিক ভোলে যাসনারে ভুলে
ও তোর কাম কুম্ভিরে খাবে গিলে গুরু রূপ যদি হারাও।

৭. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

অতিরিক্ত জান্তে চেষ্টা করে না, ফকিরগণা
বেশী বুঝে পন্ডিত সেজে পায়না কভু রাব্বানা ॥

গুরুর হস্তে হস্ত দিয়া যেজন গেছে বায়াত হইয়া
সর্বস্বধন সপে দিয়া গুরু রূপে হয় ফানা
কি পাবে আর কি পাবেনা আর কিছু তার নাই কামনা
গুরুই তাহার নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত আর কলেমা ॥

গুরুই হাদিস গুরুই কোরান, তার কাছে নাই মান অভিমান
আল্লা রাসুল সমান সমান ভিন্ন ভেদ সে দেখেনা
কেবা আল্লা কেবা রাছুল গুরু রূপেই হয় মুলামুল
প্রেম বাগানে ফুটাইয়া ফুল বসে নেয় তার ঘ্রাণ খানা

চুন হলুদ মিশলে যেমন দুই রং ছেড়ে হয় লাল বরণ
আল্লা রাসুল মিশে তেমন হয় গুরুজীর রূপখানা
খোরশেদ বলে ভক্ত যারা গুরু রূপে মাতোয়ারা
স্বরূপে রূপ গিল্টি করা, এইতো তাদের সাধনা ॥

৮. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

করছে যেজন আমিত্ব বিসর্জন মরছে সেজন
গুরুর প্রেমে মত্ত হইয়া স্বস্বধন দেয় বিলাইয়া
গেছে হইয়া দুইতনে একতন

সেই মরাভাই আর কি মরে গেছে অমর নগরে
হৃদ মুনদিরে জান্নাতের বর্ষণ
মুখে সদায় গুরুর কালাম
জমে দেখলে দেয় গো ছালাম সালাম এ বচন ॥

ভবে কামেল গুরু যারা তারাই মরছে জিন্দামরা
জগত জোড়া রয় তার নামকরণ
পড়িলে তাদের নজরে পূর্বের স্বভাব যাই গো দুরে
পরশ করে গড়ে লয় চন্দন

সেই চন্দন দেহে দিলে ঘষা তার জন্মায় প্রেম ভালোবাসা
বাসভালো তার সর্বক্ষণ খোরশেদের এই জীবন দশা
ঘটত শুধু অমাবশ্বা দেয় আজিজ শা পূর্ণিমার কিরণ ॥

৯. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

আমি গান শোনাব কারে গো চলে গেছে আমার জানের পাখি
আমার কণ্ঠের গান শুনিয়া ঝরিতো দুই আখি

আমি যেথায় যাইতাম গানে থাকত আমার সাথে
বুকের সাথে বুক মিলাইত হাত মিলাইত হাতে–
থাকিয়া মোর রিদয়েতে করিত মাখা মাখি ॥

সেইদিন গুলির কথা আমার গো পড়ে
আমার মনে পড়ে যখন তখন আমার বাদ মানেনা জল ভরা দুই নয়ন
জানে মনে খনে খনে কেমনে জীবন রাখি

যারে আমি দান কইরাছি গো
জীবন ফিরে আরকি পার তারে থাকিতে জীবন দিতে তারে
খোরশেদ আলম রাখেনাই কিছুই বাকি

১০. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

তারা কেউ শুনবে না ভাই আমার লেখা গান
যারা নামের দেওয়ানা কামে কিছু করে না
পন্ডিতি ষোলআনা মুর্খ সে নাদান।।

বাপ মা যাদের হইছে উকাত বেঁচে থাকতে দেয় নাই সে ভাত
এখন সে কান্দে দিবা রাত (কোথায়) আছ আম্মা জান
বছর বছর করে খানা বাপ মা বলতে হও দেওয়ানা
বলিয়াছেন সাঁই রব্বানা এরাই কুসন্তান।।

যাদের গুরু বেঁচে থাকতো রুজু থাকে সেই খেদমতে
মরে গেলে কবর বানাতে টাকা করে দান
গুরুর মাজায় পাকা করে ঐ মাজারেই থাকে পড়ে
বড় খাদেম সেই দরবারে বাস্তবে শয়তান।।

থাকতে যাদের দেয় না ইজ্জত মরলে বলে ছিল মহত
এরাই নষ্ট করছে জগত নিজের নাই সম্মান
জ্ঞানীর লক্ষ্য কী কয় গানে কে লিখেছে পরে জানে
খোরশেদ বলে মনে প্রাণে ঐ ব্যক্তিই প্রধান।।

১১. মোঃ খোরশেদ আলম
গীতিকার: মোঃ খোরশেদ আলম

শুনে শিক্ষা করে শিক্ষা
দুই শিক্ষা এক কয়না তাকে
দেখলাম খেলা খেলতে ফুটবল
মুনাই মন্ডল বারবার বল যায় ঠ্যাঙের ফাঁকে।।

মুনাই মন্ডল কি খেলোযাড়
দেখলাম তাহার খেলার বাহার নিজের চোখে
আসলে সে দৌড়ায় ভাল দেখা গেল
বল পেল না মিডিলে থেকে।।

তার কাছে বল আসে যখন মারে তখন
বল পায় না পায় খেলোয়াড়কে
পায়ে পায়ে লেগে বাড়ি যায় গো পড়ি গড়াগড়ি করতে থাকে।।

শুনে শিক্ষার এমনি রীতি লাথালাথি
মাতামাতি করতেই থাকে
খোরশেদ বলে মুনাই মন্ডল খায় কত গোল (শেষে)
দোষ কেবল নিজের গোলকিকে।।

১. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

মরণের আগে মর শমন কে শান্ত কর
যদি তাই করতে পার ভব পারে যাবিরে মন রসনা

জিন্দা দেহে মুর্দা বসন থাকতে কেন পরোনা
মন তুমি মরার ভাব জান না
মরার আগে না মরিলে পরে আর কিছুই হবেনা ॥

আমি মরে দেখেছি মরার বসন পরেছি
কয় একদিন আজও বেঁচে আছি
ও তোরা মরবি কেরে আয় পাগলাকানাই বলতেছি
আমি চোখ বুজিলে সকাল দেখি মেললে আঁধার দেখি
কানাইর নাই মরণের ভয়
ও তোরা মরবি ফেরে আয়রে ছুটে আয় ॥

২. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

চাঁদ সভাতে বল আল্লার নাম
আমার আল্লা বড় মেহেরবান
নাম শুনেছি মালেক ছোবহান ॥
তাঁর কুদরতে পয়দা হলো জমিনও আসমান
খাম খুঁটি নাই শূন্যে থাকে ক্যান
তাই বুঝে মন হও হুশিয়ারী
শোন ভাই মুমিন মুসলমান ॥

করিম-রহিম কুদরতের ধ্বনি
আমি মুর্শিদের মুখে শুনি
আরেক নাম তার হয় কাদের গনি ॥
আল্লা–রসুল এই দুটি নাম পুরানো হয় না কি জন্যি
সেই বাসা ভারি রাত্রি–দিনি,
যার নামের জোরে মুর্তি ভেঙ্গে যায়
সে কথা কোরআনে শুনি ॥

ভাইরে আরেক কথা শুনি কোরআনে,
আবার হাসরের সেই ময়দানে,
নেক বদী সব যাবে ওজনে ॥
দোয়া ধর্ম–নামাজ–রোজা সাক্ষী দিবে চারজনে
বান্দার হিসাব হবে সেই দিনে,
যে জন করবে নেকি যাবে বেহেস্তে
বদীর স্থান হবে দোজখে,
কানাইর কি হবে সেইদিনে ॥

৩. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

ওরে আরদ দেশে মানুষ বেশে এল একজনা
ওরে যার পরশে লোহা ঘষলে রে হয়ে যায় সোনা ॥

আরব দেশে মক্কার ঘর
দরজা খুলে তওবা কর,
হেমরা খুলে চুম্মা দিলে
তোর মাফ হবে গোনা,
ওরে জম জমজমা কুপের পানিরে
চোখে দেখছো না ॥

যত গোনাহগার দল, দল বাঁধিয়া মক্কায় চল
আরব সাগর পাড়ি দিতে ভয় করিসনে তোরা
ওরে তের মঞ্জিল পাড়ি দিলে
রে পাবি মদিনা ॥

পাগলা কানাই ভেবে কয়
উম্মত বলে মোস্তফায়
উম্মতি উম্মতি বলে নবী হলেন দেওয়ানা
ওরে না বুঝিয়া দুঃখ দিল রে কাফের কামিনা ॥

৪. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

ধর্মকে সাক্ষী করে আসিলাম রাজ আয়রে
জিজ্ঞাসা করিলাম তোরে
আমার ধুয়ার অর্থকথা বল সবার গোচরে
আমি সভাস্থলে যাই প্রকাশ করে
ওরে নব্বই হাজার কালাম ছিলো গো
নুর নবী খোদার দিদারে ॥

(আর) পঞ্চাশ হাজার গুপ্ত র'ল
বাকী চল্লিশ কোরান হল,
কোরান হাদিসে তাই পাওয়া গেল ॥
ওরে চল্লিশ পারা কোরান ছিল গো
ও তার দশ ছেপারা কোন জায়গায় ছিল
পাকপাঞ্জাতন হক নিরাঞ্জন মিনকুল্লে
এসে কোরান কোন বস্তু হোল ॥

মাঝখানে আদম পয়দা করেছেন আগে খোদা
বেহেস্তে তার বসতী ছিল ॥
কোনবা দোষে দোষী হয়ে
আদম বেহস্ত ছাড়িল
বেহেস্তের দরজার উপর কোন বস্তু ছিল
মুর্খ কানাই জিজ্ঞেস করে
বেশ গো বেশ বয়াতী বল ॥

৫. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

নামাজ পড় পড় পড় নামাজ ভুলো না,
নামাজকে ভুললে ভেড়ো আখের পাবানা ॥

বে-নামাজী দাগাবাজী শয়তান হয়ে থেকো না
শয়তান হয়ে থাকলে পরে কানাই আখের পাবানা ॥

নামাজের স্বাক্ষী ছয়জনা কাসার ঘটি নামাজের পাটি
উচিত মত সাক্ষী দেবে আরো মা-খাকী
কাষ্টের খড়ম স্বাক্ষী মাথায় কাপড়ের টুপি ॥

তিনজন বে-নামাজী তারা চলছে রাস্তাতে
পথের মাঝে দেখা হলো শুকুরের সাথে
শুকুর কাঁন্দে আরোজ করে আল্লাজীর দরবারেতে
বে-নামাজীর সঙ্গে দেখা আমরা পাব না খেতে ॥

৬. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

ও নামাজ পড়বি যদি মন রসনা
আগে ঠিক কর পাঞ্জেগানা নইলে নামাজ হবে না,
নবীর তরিকত ধরে পড়গো নামাজ
ঠিক হবে ষোল আনা ॥

আরো বরযখ ধরে সেজদা কর ভাই
নইলে নামাজ হবে না।
ইসকে সাদেকে বাজেছে ইমাম
বরজখ ঠিক রাখ নয়ন
আরকান আহকাম তের ফরজ
আলেমের ঠাঁই করি ও খোঁজ ঠিক রেখে ইসলামীকাজ॥

হল এই নামাজের এমনি ধারা
আলিফ এর মত হও খাড়া
আরো হে হরফের মত রুকু কর
দালের মত সেজদা কর ভাই
ও তাই পাগলা কানাই কয় হজ জাকাত কোরবানী কর
হবে তোর নামাজ পড়া ॥

৭. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

ওরে আজব এক গাছের কথা বলে যায় সভায়
গাছের ডাল গিয়াছে পাতালে
উদ্ধো হয়ে রয়েছে গাছ শূন্যের উপরে
আমি কি বলবো সেই গাছের ভাই
গাছের শিকড়েতে বাউ মেলে,
সেই না গাছে মাসে মাসে মধ্য ফুল ফোটে ॥

লাল জরদ ছিয়া সফেদ সেই ফুল
কোন ফুলে হয় আওরাত ফুল
কোন ফুলেতে পয়দা হলেন আমার মোহাম্মদ রসুল
আবার কোন ফুলে হয় ফলের আকার ভাই
ওর কোন ফুলে মোহর আছে
যেও সেকথা জিজ্ঞাস করি আমি বয়াতীর কাছে ॥

ও মন কইলে কথা শোন না
কি বলতো তোর গুণের কথা
গুরুর বাক্য মানো না
তুমি করতে চাও মুল্লুকের বাদশায় রে
মনের ত্যাড়া চলন গেল না
পাগল কানাই বলে মনির পয়সা জোটে না ॥

৮. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

গাছ কাটো ও ভাই গাছি দু-চার কথা তোমায় বলি
হুস থাইকা চাঁচ দিয়োগাছে ঠিক রাইখো কপালি ॥

অনুরাগের ছড়ি জ্ঞানের ছুরি ভাঁড় যেন তোর হয়না খালি
যেদিন লাল চকমা লাগবে গাছে
বস্তু হবে না রস জাল দিলি,
পাগল কানাই বলে পারি সে ধন
চেতন গুরুর সঙ্গ নিলি ॥

আর অজ্ঞানী গাছি যারা, চারাগাছ কাঁটে তারা
সে গাছ কখনো বাঁচে না
ঢেঁইকা গাছের রস হইলে জ্বাল দিলে উঠে ফেনা
আরও যোগ চিনে গাছ কাটো গাছি
সেই গাছে হবে মিছরীদানা ॥

ষোল ফোটা রস আইলে
মায়ের চতুর্দলে কর সে রতন স্থাপন
অনুরাগের অগ্নি দিয়ে করো সে রস দাহন
ও তার এগারো ফোটা কইয়া যাবে
পঞ্চ ফোটায় মিঠাই হবে
চার ফোটায় চিনির গোলা
তাই দিন থাকিতে মুর্শিদ ধরে
তার সন্ধান জানো রে ভাই মনা ॥

৯. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

আমি ঘর দেখে ভাই হলাম চমৎকার
ও ঘর বেঁধেছে এক কামিলকার
ওরে চৌদ্দ পোয়া রাগ দিয়েছে তার
ওরে দুই খুটির পর পাড়েম সার
রেখেছি এক পাড়ির পার
সেই যে ঘরে বসত করে এক বেটা নবাব মনোহর ॥

ও ঘরে মানিক মুক্তো কত বোঝাই রয়েছে
ওরে ষোলজান সেই যে ঘরে পাহারাদার আছে
তবু ছয়জনাতে যুক্তি করে
মাল দরজায় সিঁদ দিছে
একজন বেটা ভারী ঠ্যাটা ঘরের মাল বাইরে ঢালতেছে ॥

দিনে দিনে ঘরের মটকা গেল ছুটে
আমি বাঁধন দিতে চায় আঁটে
ওরে তাহা দেখিয়া মন মনোরায় এল যে ছুটে
পাগলা কানাই বলে এ জঞ্জালে পড়লাম বিষম সংকটে
মদনা বেটা খেজায় ঠ্যাটা সেই ঘরের বাঁধন দেয় কাটে ॥

১০. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

ও এক ঘর বেঁধেছে রঙের মিসতিরি
বেঁধে ঘর কি চমৎকার নকশাতে ঘুরে মরি
বাইনে আড়া দিয়েছে দোসারী
দিয়ে অতি কারীগরি
ওরে কুঠির ঘেরা দেখশে তোরা আহা মরি মরি মরি
আঠার কুঠোরির ঘরে কে কোথায় বসত করে
কি নাম ধরেছে তারা সেই ঘরের মদ্দি ॥

ও ঘরের কয়জন নারী পুরুষ হয়
ইমাম হোসেন বায়তুল্লাহর ঘর কোথায়
মোকাম মঞ্জিল হয় পাঁচজন ফকির আছে কোন জায়গায়
আবার তামাসি বালা কোথায় আছে দেখে প্রাণটি শীতল হয়।
কও কথা অতিথ পথিক
ও কথা বলবা সঠিক, আন্দাজে বললেতো ছাড়বা না ॥

ও ঘরের বিশ্বাস করা যায় না কি কারণ
অবিশ্বাসী হয়েছে ঘরের দাবনা আটন ছাটন
তাইতো বিশ্বাস হয় নারে কখন
আবার মটকা ছিড়েবে যেদিন ভুদেশে করবে শয়ন
ভেবে পাগলা কানাই বলে কি হবে কার কপালে
এ ভবে আশা অকারণ ॥

১১. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার

গীতিকার: পাগলাকানাই

পাগলা কানাই কয় ভাই ঘরামী এ ঘরের কও করি কী
সাধ করে বান্ধে ঘর এখন ছেড়ে যেতে হয়
আমি আশায় করি কাল কাটাবো
চার যুগে এই বুকে রবো
এই ঘরেতে ভবসিন্ধু হব পার
ঘরের বাইনে আড়া দিচ্ছে মোড়া
জুত ভুলে গিয়েছে ঘর,
ক্রমে ক্রমে ভর প'ল দুই খুটির উপর
যে দিনে বনে যাবে ছার বে ছার
ক্রমে ক্রমে ভর প'ল দুই খুটির উপর ॥

ঘরে বসত করে ষোলজনা
কেউ দিলো না ঘরে প্যালা
করে হ্যালা ছিড়লো ঘরের কাজলী
এখন কেউ চলে না কারো বসে
একলা কানাই করবে কী
রিপু ছয়জন তাদের আবার ভাবনা কি ?
যে দোষে ঘূণ লেগেছে পাড়িতে
রিপু ছয়জন তাদের আবার ভাবনা কি ॥

নতুন কালে কতই ঝড়
গিয়াছে এই ঘরের পর
ঘর তখন ছিল নিনড়
বাতাসে হেলতো না ঘর
এখন রিপুর দোষে বাঁধন খসে
ছানচের পানি পড়ে গায়
কোনদিন যানি মটকা ছিড়ে পড়ে যায়
এখন বসে বসে ভাবছি তাই,
কোনদিন জানি মটকা ছিড়ে পড়ে যায় ॥

১২. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

ওরে দেখ দেখ রঙের ঘর
বা! দেখতে কি চমৎকার
তিন রঙে এক রঙ মিশায়ে
চার পোতায় জোড়া ঘর
ওরে ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে এছাই কামিলকার।
ঘরের আড়ে দীঘি চৌদ্দ পোয়া
সদায় বইছে প্রেমের হাওয়া হাতিয়ার জোড়া ঘর।
আবার দুই খুটির পর পাড়েম সেরে
রেখেছে এক পাড়ির পর
জান মাবুদ সাঁই বিরাজ করতেছে শত দিলেরই উপর ॥

এক বেটি তাহার নীচে বেটি আগুন লয়ে নাচে
জন পনের ষোল মানুষ আসে বেটির কাছে
বেটি তখন অগ্নি হয়ে শতদল প্যাচে
আবার এক মুসলমান সেই বেটির নীচে
অগ্নিতে জ্বাল দিচ্ছে বসে কাষ্ঠ দিতেছে
আবার হিন্দু বেটা পানি লয়ে অগ্নিতে ঢালতেছে
আর এক বেটি আগুনকে লইয়া পানি ঠান্ডা করতেছে ॥

পাগলা কানাই কয় ঘরের বাহিরে নয়জন নব দ্বারে নবগুণ ধরে
তারে কেউ চিনতে না পারে, আবার পাগলা কানাই যাচ্ছে সরে
কাল বয়রা সে ডেকে বলে চোর এল ঘরে
আবার ল্যাংড়া মোল্লা বড়ই কল্লা মাল নিরে পড়ে সরে
এতেক শুনে কাল বয়রা তখন নড়ানড়ি করে ॥

১৩. মোঃ নজরুল ইসলাম মাস্টার
গীতিকার: পাগলাকানাই

লা–ইলাহা –ইল্লালাহু মুহম্মদ রাছুল
এই নাম হয় না যেন ভুল,
এই নাম ভুলে গেলে পড়বি ফেরে
হারাবি দুই কুল
নবীজির তরিক ধর নামাজ পড়,
নবীর আইন কর কবুল
নবী তরাইবেন হাশরে
শাফায়েত করিবেন রাসুল ॥

(আর) মক্কায় গেলে কাবা দেখি
মদিনাতে মদিনা –দালান
সেই খানে দাঁড়ালে মোমিন শীতল হয় পরান,
মিনের এক মাঠ আছে
সেই মাঠে ইসমাঈল কুরবানা ॥

উড়ে যায় রে পক্ষী পাখী লক্ষীদানা খায়
পাখি নীচ দিকে তাকায়
ওরে পাখি হয়ে সালাম জানায়
নবীজীর ঐ পায়
কানাই কয় মন আমার সে পাখির সন্ধানে জানতে চায় ॥

১. মোছাঃ লাভলী খাতুন
গীতিকার: পাগলাকানাই

তোরা দেখে যারে আচ্ছা মজার রথরে
আট কুঠরি সারি সারি নকশা দেখে হেসে মরিরে
তাতে না ছিল গাছ পালারে
আব–আতশ আর খাকবত দিয়া মিলন করার এত সাদ
চলছে সে রথ হাওয়া ভরে শূন্যের পর দুই চাকা ঘোরে
বিনা দড়াই রথ চালাচ্ছে আমার দীননাথ রে ॥

ও রথ নতুন কালে ছিল ভাল দেখতে পরিপাটি
এখন ভর প'ল দুই ঝাটি,
ওর ব্যালন গেছে আড়ো হয়ে
আড়িয়ে গেছে খিল কাটি
আমি ঠেলে ঠেলে দেখলাম কত
ঘোরে না নতুনের মত
লক্ষ টাকার রথ আমার ভেঙ্গে হলো মাটিরে ॥

রথের মধ্যে রথের রাজা আট কুঠুরী নয় দরজারে
তাতে ছিল দুইটি বাতি
তেল ফরিয়ে রুশনায় গেল
চান্দের গ্রহণ লেগে এলো
বলে গেছে তাড়াতাড়ি কেমন করে ধরব বাড়ি
কানাই'র–রথ ঠেলতে ঠেলতে আমার দিও গেলরে ॥

২. মোছাঃ লাভলী খাতুন

গীতিকার: পাগলাকানাই

কি ফুল ফুটিলরে মক্কায়
ফুলের গন্ধে প্রেম আনন্দে উজাল মদিনায় ॥

চার রঙ্গের চার ফুল ফুটেছে
কোন ফুলেতে কেবা বসে গো

কোন ফুলেতে আল্লা–রসুল
কোন ফুল পেল আব্দুল্লাহ

নবীজির ওই ভাঙ্গাতরী শরীয়তে
বোঝায় ভারিরে ॥

ইমাম হাসান হোসেন দুই ভাই
তারা তরি খুলে লাগায় বিশারাই ॥

পাগলা কানাই ভেবে বলে
ফুল ফুটেছে অচিন ডালেতে

ও তার ফুলের গন্ধে লাগলো মেলা
ফেরেস্তাগণ ভাবে তাই ॥

৩. মোছাঃ লাভলী খাতুন

গীতিকার: পাগলাকানাই

শোন বলিরে ওমন চাষা
নিজেই হলি বুদ্ধি নাশা
জমি আবাদ না কইরা
হইল রে কি তোর দুঃখ দশা ॥

ও তুই ধান না বুনে বুনলি চিনে
বছর ভরে খাবি কিনে ॥
ওরে মন চাষা
তাতে ঐ ছয় বলদে হালে যদি আড়িপাতে
মহা ফারে পড়ে কাঁন্দে মাঝখানে জমিনের বাদশা ॥

ও তোর ষোল পোয়া জমিন খানি
আড়ে দেখি নাই বেশি কমি
ওরে মন চাষা
ও তোর ষোল পোয়া
মাঝখানে এক বুরুজ আছে
চাতক পাখি মহারাজ্ঞী
পাগলা কানাই কাসেত বচ্ছে
দিচ্ছে জ্ঞান পেরেকের বেড়া ॥

৪. মোছাঃ লাভলী খাতুন
গীতিকার: পাগলাকানাই

একটা ধুয়ো বলি সবার বিদ্যমান
কলির ভাব দেখে বাঁচেনা প্রাণ
যুব নারীর মুখে গুয়ো পান ॥
আবার আঁখি ট্যারে কথা বলে
পতিকে মারে নজর বান
পাছা পেড়ে শাড়ি দেও একখান
দাতে মিছরী চোখেতে কাজল
তা দেখে জুরাক মোর জীবন ॥
এহন্ত মালা গলায় তুলে নেয়
ধান তাবিজ বেচে সুবগা হয়
গোল খাড়ো মল গুজরী দিয়ে পায়
আবার হেলে দুলে মাজা নাড়ে ॥
কলসি লয়ে ঘাটে যায়
তা দেখে সব দুষ্টু নারী কয়
তোমার পতি ধন্য ধন্য গো
গয়না দিচ্ছে সর্বগায় ॥
বাড়ি আসে কয় স্বামীর কাছে
আজব এক রথ উঠেছে
রূপ দস্তার এক গহনা উঠেছে
আবার মন পাগলা এক শাড়ী উঠেছে
পাছাতে তার প্যাড় আছে
কোটের মতো কুমড়ে সোপে ॥
ওই পাড়ার ঐ ছোট মিয়ার বউ
একখানি কিনে রাখেছে
আবার নষ্ট ঘাটে পাগল কানাই কয়
আর এক নষ্ট কিসে হয় ধোপার পাটে
কাপড় নষ্ট হয়
আবার আঙ্গুল দিলে ঘি নষ্ট হয়
বাপের বাড়ির ঝি নষ্ট হয় ॥
উন্দো করে চুল বেন্দে বেড়ায়
সেই যে নারী সতি থাকে ভাই,
ও ভাই মাত্র দুই–তিন-চার–পাঁচ ছয় ॥

৫. মোছাঃ লাভলী খাতুন
গীতিকার: পাগলাকানাই

আমার মনেরই ভাব বুঝতে না পারি
আমার মন খানিক দেয় আড়ি
আমি যখন নামাজ পড়তে বসি
মন চলে পরের বাড়ি,
আমি কেমন করে পড়বো নামাজ ভাই
মন বাধ্য করতে না পারি ॥

আমার দশে ইন্দ্র রিপু ছয়জনা,
ওরা কেউ বাধ্য মানে না
ওরা কেউ শোনে না কারুর মানা
একি হলো যন্ত্রণা
কয়েক জুয়ো চোরের সংগ ধরে ভাই
হারালাম সব ষোল আনা ॥

আবার দশে ইন্দ্র বাধ্য কি সে হয়
গুরুধন তাই বলো আমায়
আমি কি করিব কোথায় যাবো

একথা কারে বুঝায়
অধম মুর্খমতি পাগলককানাই কয়
আপনাকে আপনি চেনা দায় ॥

৬. মোছাঃ লাভলী খাতুন
গীতিকার: পাগলাকানাই

আজ কাল কোর কলি কালে
বিয়ে দেয় সব চেংড়া ছেলে
তারা সব রঙের বাহার দেয় ॥
ও রং তিন দিন পরে উতলিয়ে ওঠে
উপর দিয়ে ভেসে যায়,
পাগলা কানাই তায় কয়
আর কি রঙ্গের বাহার আছে
তাল ধরে খেজুর গাছে হায়রে মজার হায় ॥

আর শ্বাউড়ী বলে বউমা
তুমি আজ কাম কর নাই কেন?
ও বউ কাজ করেনা কাম করে না
ঘাড় ফুলিয়ে বসে রয়
খাবার সময় খায়
ও তাই বউমা বলে ধরেছে মাথা
সেই জন্যে কইনে কথা আমি আল্লাদের জালাই

আর স্বামী এসে বলেরে প্রাণ
ও প্রাণ তুমি কথা কউনা কেন?
কিবা কথা কব আমি
তুমি যে গুণের স্বোয়ামী
তুমি গয়না দেও না কেন?
ওরে বিছে বিনে কাণ্ঞা খালি
ঝুমকো বিনে খালি কান এতই অপমান
আজকে তুমি থাকবে তুমি প্রাণ ও প্রাণ
কালকে তোমার কিনে দেব আমি বেঁচে গেলরে।

১. জামিরুল ইসলাম

গীতিকার: খোরশেদ আলম

এখন কি আমার গতি বিশ্বাস নাই তোমার প্রতি
এখন আমার কি হবে গতি
নকল গুরু দেখে দেখে আসলটাতে নাহি মতি ॥

কামেল গুরু অলি হয় যারা
জিবের তরে অগ্রিম কিছু দাওগো ইশারা
জিব তখন হয় মাতুয়ারা দেখিয়া কেরামতি ॥

তদ্রূপ কিছু দেখাও নমুনা
তাই দেখিয়া তোমার রূপে হই যেন ফানা
যা করাও করব তখন রাখিয়া বিশ্বাস ভক্তি ॥

খোরশেদ আলম বলে ঐ গুরু পাইলে
স্থান দিয়া রাখতাম তারে
রিদয় কমনে বেড়াইতাম কৌতুহলে
হইতাম না আর বিভ্রান্তি ॥

২. জামিবুল ইসলাম
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আরকি আছে চাওয়া আর পাওয়ার
আমি যদি হই তোমার
সব কিছু মারজনা করে আমি যদি হই তোমার ॥

পাপ পূর্ণ যা করছ জীবনে
সকল কিছু সাফিয়া দাও গুরুর চরণে
পড়ে থাক গুরুর ধ্যানে এ ছাড়া নাই এক্তিয়ার ॥

সাধন ভজন ত্রিয়া আর করণ
এসব কিছু জেনে তোমার কিবা প্রোয়জন
গুরুই সাধন গুরুই ভজন
আর কিছু আর নাই দরকার ॥

দস্য ছিলো জাগাই আর মাধাই
তাদের হাতে মাইর খেয়েছিল গৌর আর নিতাই
সাধন না করিয়াই পায়ছিলো তার উদ্ধার ॥

বড় পীরের ঘোড়ার ঘাশ কেটে
এক ভক্ত উদ্ধার পেলো জগতের রটে
যাহা বটে তাহায় ঘটে ওস্তাদ খোরশেদ বলে হও আমার ॥

৩. জামিবুল ইসলাম
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ঘাটে নামলেই হবে ধ্বনি
ডুবার মত ডুবলে পরেলেই দেখবি একটা নুরের খনি
ডুব দিয়া তোল মনি ॥

ঘাটের নাম কিত্তিনাশা তার ভিতরে সাপের বাসা
দুই দিকেতে মাছি মশা দিচ্ছে জয়ের ধ্বনি
বিনা মন্ত্রে ঘাটে গেলে সাপ অমনি ধরে ফনি
ফনা তুলে ছবল খাবে না আর ঔষধ পানি ॥

সাধু অলি কামেল যারা সাপের ভয় করেনা তারা
দুই একদিন হয় নড়াচড়া করে মালের আমদানি
মেয়ে হয়ে মেয়ের বাজারে যাও চলে তুমি
মেয়ের বাজারে গেলে দেখবী একটা রূপের খনি ॥

সাইজালালের কপাল মন্দ পার ঘাটাতে তরি বন্ধ
আমারে কি করবেন পছন্দ আপে সাই রাব্বানী
ঘাটে কত মহাজন করছে মহাজনি
তুমি বছরে ১২ দিনে বাক্সতে লাগাও ছুড়ানী ॥

৪. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ছোট খোকার হইছে ডাইরিয়া ফল কি হবে কান্দীয়া,
গুরু গোসায় ডাঃ ভালো বাঁচবে তার ঔষধ খাইয়া ॥

গুরু রূপের চিমটী লবণ ভক্তি রশের গুড়
প্রেম নদির জল আধা কেজি মিশাও বিশ্বাস পুর
ওরস্যালাইন ডাইরিয়া দুর জাবে তখন হইয়া ॥

যেজন গুরুগঞ্জে গিয়াছে
গুরু নামের বাক্য স্যালাইন যেজন খাইয়াছে
ডাইরিয়া ভালো হইয়াছে চিন্তা গেছে দুর হইয়া ॥

পাইখানার বেগ হবে কিন্তু হবেনা পায়খানা
চেষ্টা করিলে হবেনা তার পাতলা পায়খানা
আজিজ শায়ের স্বরূপ খানা খোরশেদ চলে তায় নিয়া
॥

৫. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমি সেই পারের কর্ণধার
যারে ভক্তি করে ভক্ত হইয়া যাবে পার ॥

ভক্তের ভক্তি রাখে আমার পর
তায়েতে ভক্তে প্রতি্ আমি রাখি সুনজর
নইলে চোখে দেখিত ঘোর সবি অন্ধকার ॥

যে জন করে আত্ম সমর্পণ
শত কোটি পাপ থাকিলে করে দেয় মোছন
অভক্ত সে রয়না তখন ভক্ত হয় আমার ॥

খোরশেদ আলম দাগি আসামি
আজিজ শা তার দেয় গো সাজা করতে নাম নামি
হইলে প্রেমের উদগামি তখন করি পার ॥

৬. জামিরুল ইসলাম

গীতিকার: খোরশেদ আলম

পাশ পাবো কিসে গুরু বিত্তি পরিক্ষায়
পড়ে ছাত্র বিত্তি মনকুবিত্তি মন কেন ইতিহাসে ধায় ॥

সাহিত্য বিজ্ঞানে আমার নাহি কোন জ্ঞান
ব্যাকারণে গেলে পরে পরম অজ্ঞান
আমি পড়ি নায় ভূগোল
তায় এত গোল মন কেন ভূগোলে যেতে চায় ॥

রতিতে আনা আমার নাই জানা
আশি তোলায় শের পড়িনায়
কষি কশার অংকে কশতে গেলে সংখ্যা আমার ভুল হয়ে যায় ॥

শুনেছি বীজ গণিতে নাম্বার বেশি আছে তাতে
সেই জাগাতে দয়াল আমার ভুল পড়ে গেছে
এলো ভগ্ন অংশের দিন তন হল খিন
যাদুবিন্দুর দিন বুঝি এই হালে যায় ॥

৭. জামিরুল ইসলাম

গীতিকার: খোরশেদ আলম

এখন আমার হবে কি গো গতি
বিশ্বাস নাই তোমার প্রতি

চাচী সাধে কি নাছি
চাচা মরার পাঁচবছর পর তোমার হইআছি ॥

এমনী ভাবে হইলো সন্তান পাঁচ বছর পর পর
একশো সন্তান হইতে লাগে পাশশত বছর
জানলে বল সেই খবর আশায় বসে আছি ॥

বিয়ের আগে আরেক চাচীর হইল এক সন্তান
বিয়ের পরেও চাচাকে ক্যান দেয় না গো স্থান
তবু হইলো তিনটি সন্তান লজ্জাতে মরেছি ॥

রাগ কইরনা চাচী তুমি আমার যে প্রতি
চাচা ভিন্ন্য চাচীর সন্তান তবু নাকি সতি
খোরশেদ আলম মুর্খমতি শাস্ত্রেতে শুনেছি ॥

৮. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: খোরশেদ আলম

প্রেম রশিকা হইতে চাইলে চলে যাও রশিকের দলে
রশিকের কাছে পাইলে কর আত্মসমার্পণ।
কোরিলে আত্মা আহতি কাটিবে জীবের দুরগতি
উদয় হবে প্রেমা ভক্তি বাধ্য হবে কাম মদন ॥

এই দেহেতে মদনরাজা যতই করুক কাচারি
জ্ঞান বাবুর নিকট গেলে খাটে না বাহাদুরি
বিবেক বাবুর বিচার করা তার নিকটে মদনধরা
মুন্সীগিরির দফা সারা করে মদন পালায়ন ॥

চোর দিয়ে চোর ধরা ধরি অধরে ধরা
বলা বলির নাই প্রয়োজন বাস্তবে কর্ম করা
যখন সাধু চুরি চোরেরা পালায় ডোরে
শূন্যকারে সহস্রারে তুলে নেয় করে চুম্বন ॥

গুরু যদি কৃপা করে ভক্তকে মারে লাথি
ভক্তের জীবন হয় গো ধন্য লাথি তার হবে সাথি
আজিজ শাহের খাইলে লাথি নিশ্চয় রাখা যেত রতি
খোরশেদ আলম মুর্খমতি প্রাপ্ত হয়না তার চরণ

৯. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: অনাদী বাবু

নদের চাঁন কামাক্ষায় গেল মন্ত্র বিদ্যা শিখে এলো ভাই
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায়
ইতিহাসে নাই সে কথা পন্নি মায়ের মর্মব্যাথা
মধুমতি কুলের কথা লেখা আছে ঘাটের গায়।।

ঘরের রমনী একদিন ধরে বসলো তারে
কুমির হতে পার নাকি দেখাও আজ আমারে
শ্বাশুড়ি মা বাড়িতে নাই এমন সুযোগ হয়কি না হয়
তোমার পায় ধরি মিনতি জানায় তুমি কুমির হয়ে দেখাও আজ আমায়।।

কুমির হইতে চাইলো নদের চাঁন বৌকে বিশ্বাস করে
একঘটি পুড়ে দিলো বৌয়ের হাতে ধরে
বলিলা প্রাণ পিয়ার আমার ধরব আবার
মানুষ আকার এই জল ছিটাও দিও মোর গায়।।

কুম্ভীর ঘরের ভিতর কয়দিন থাকা চলে
ভয় পেয়ে তার রমনী পালাইল ঘর থুয়ে
অভাগিনীর পায়ের ধাক্কায় জল টেনে পড়ল আঙগিনায়
মানুষ আবার ধরবার আশায় ॥

১০. জামিবুল ইসলাম
গীতিকার: হালিম

ঝিনুকে মুক্তা হলে চুপ হয়ে যায় মুখ খুলে না
গোভির জ্বলে চলে ফেরে কিনার দিয়ে আর চলে না।।

সাপের মাথার হলে মনি থাকেনা আর উল্টাফনি
সেই মনিকে রক্ষা করা তার সাধনা
গজমতি হলে হাতির চঞ্চলা ভাব আর থাকেনা।।

পাথরে হইলে পরশ লোহাকে করেশ
ইস্পর্শে বানাইয়া দেয় কাঁচা সোনা
গুরুর মাথায় হলে লম্প ঝম্প আর করেনা।।

ব্যাংঙের মুখে লাল হইলে দিবসে নাহি চলে
লুকাইয়া বনজংগলে দেখা যায় না
বলে সে ধরা দেয় না
তেমনী আল্লা প্রাপ্তি হলে মানুষ কারুর সাথে মিশতে চায়না ॥

১. **মুজিবর**
গীতিকার: **মুজিবর**

আমার দেহে আছে দয়াল নবী মুখে সুন্দর বুলি
আল্লা তোমার প্রসংশা আমরা সব সময় করি।
পড়ি লাইলাহা ইলাআন্তা সুবাহানাকা ইন্নিকুন্তু মিনাজ জুলেমিন।।

মহামানব দুনিয়ার আসল আমার দয়াল নবী সবার প্রেয়,
তুমিই আমার আত্মার আত্মীয় আমার দয়াল নবীর প্রেমে পড়ব,
মুর্শিদ তুমি সাথে নিয়ো, এহোকালে তুমি
আসো দয়াল পরকালে তুমি মুখে সুন্দর বুলি।।

দয়াল নবীর আদেশ মানব, নামাজ কালাম আকড়ে ধরব
হজ্ব যাকাত, রোজা রাখব, মা- বাবার খেদমত করব,
ভুলব না ভাই, ভুলি নাই আমার প্রিয় দয়াল নবীর মুখের সুন্দর বুলি।।

আমরা মহানবীর পাপি উম্মত আমাদের ভার নিয়েছেন মোহাম্মদ,
দয়াল নবী ছাড়া ও ভাই আমাদের নাই যে কোন গতি,
তুমি সাতে না নিলে দয়াল আমাদের হবে ক্ষতি,
সোনার মদিনায় কোটি কোটি সালাম প্রিয় নবী মুখে সুন্দর বুলি।।

২. মুজিবর
গীতিকার: **মুজিবর**

তুমি আমার বুকেরি ধন নয়নের মনি মাগো,
তোমার পেটে জন্ম নিলাম তাইতো আমরা ধন্য হলাম।।

১০ মাস ১০ দিন ধরে কষ্ট করছে দিনেরাত্রে
প্রসাব বেদনায় কাঁদছে আমি আছি মহাসুখে,
তুমি আমার কলিজার টুকরা মা।।

আমি তোমার নাড়ি ছেড়া সন্তান তোমার দুগ্ধ করছি পান,
তোমার কোলে মাথারেখে মহাসুখে গাইছি গান,
তোমার দুধের ঋণ শোধ হবে না-মা।।

মাগো তুমি আমায় ফেলে চলেগেলে পরপারে
তোমার মত কেউ ডাকেনা খোকা তুই কাছে আয়রে,
মা জননী নাইরে যাহার ভাই, সেই জানে মায়ে কি অভার।।

৩. **মুজিবর**
গীতিকারঃ **মুজিবর**

আল্লা বড় দয়াবান, আমার চক্ষু দুইটা করছে দান,
আমি চক্ষু দিয়া দুনিয়া দেখি আল্লা বলে দিয়না ফাকি।।

চক্ষুদিয়া দুনিয়াতে সবকিছু দেখি,
দেখার মধ্যে কতরকম ভুল করেছি,
আমি চোখে দেখি আমার মায়ের সুন্দর মুখ,
আল্লার দেওয়া দিলে আমার এইতবড় সুখ,
আমি যানা দেখি চোখে আল্লা বলে সব দেখি।।

আপনার দানের চক্ষু দিয়া আপনার দেখতে চাই,
আল্লা আপনার সাহায্য আমরা সব সময় পাই,
চক্ষু ছাড়া দুনিয়াতে সবই অন্ধকার,
আমার দয়াল নবীর নায়ে চড়ে হব নদী পার,
আল্লা আপনার জন্য আমার সর্বক্ষণ ঝরে আঁখি।।

চোখের যত অন্যায় আছে মাপ করে দেন,
আমি আপনার গুনাগার বান্দা আপনি সব জানেন,
চোখে মুখে কোরআন পাড়ার তৌফিক আপনি দেন
আমার মনের মধ্যে যত ময়লা পরিষ্কার করেন,
আল্লা আপনার জিকির আমি সর্বক্ষণ দিলে রাখি।।

৪. **মুজিবর**
গীতিকারঃ **মুজিবর**

দুঃখ ভরা জীবন আমার উপহার তার পরো খুশি
আমি আল্লার দয়ায় বেচে আছি।

রাত দিন সকাল বেলা দেখি তোমার নিলা
কখনো বানাও ফকির ইচ্ছা হলে বানাও আমির।
মাপ করিয়া দেও গো আল্লাহ আমি তোমার পাপি বান্দা
কত ভুল করেছি আমি কেও জানেনা জানো তুমি।
আল্লার নাম মুখে নিলে শয়তান থাকে বহুদুরে।

আসমান জমিন সূর্য, চন্দ্র, সাগর, পাহাড়
আছে গ্রহ সবকিছুর সৃষ্ঠির সেরা সে আমাদের মহান আল্লাহ
যে দিকে তাকাই তোমার তুলোনা শুধু তুমি
পার করিয়া দেওগো আল্লাহ মহানবীর উম্মত
আমরা বাঁচা মরা আল্লার হাতে বন্ধু হব সবার সাতে।।

১. মান্নান শাহ
গীতিকার: কাশেম
আছি প্রতিবাদের ফলে লাঞ্ছিত কপালে দিলে যন্ত্রণা
প্রভু আমার অন্তরালে
আছি হিংসাই পরিণত প্রতিবাদ শত শত আমি হয়ে
আছি হতো প্রভু তোমায় পাবো বলে ॥

শিশুর মায়ের কোলে কত যন্ত্রণা দিলে
তবু শিশু মায়ে ফেলে না সে জলে
কতো দুঃখ নয়ন ঝরে মা রাখে কোলে করে
আরো আরোজ করে মা আঁচলো তুলে ॥

ভেবেছিলাম তাই দয়ালও বলে
নিদয়া হওনা প্রভু দয়া করো মোরে
আমি সদাই চিৎকার করে বলছি বারে বারে
দিও দেখা প্রভু অন্ত্রিম কালে ॥

নিত্য নিত্য প্রভু দেখি তোমার খেলা
নিষ্ঠা হওনা আমার ডুবে গেলো বেলা
অধিন কাশেম মলো ঘুরে ডাকছি বাহু তুলে
সাড়া দিয়ে প্রভু রেখো চরণতলে ॥

২. মান্নান শাহ
গীতিকার: তোহিদ

জগতে আমি বড় অসহায় একজন
আমার দুঃখের দুঃখা কেউ নাই আমার আপন ॥

দেখলাম ঘুরে এই জগতে স্বার্থের প্রেমি পিরিতি
নিস্বার্থের প্রেম করতে গেলে ঘাটে যায় কুরীতি,
আমি কোথাই বলো পাই সুরীতি কি হবে ব্যর্থ জীবন
॥

ব্যাথার পাহাড় বুকেতে মোর দেখাইতে না পারি
ব্যাথা নিয়ে আর কতোদিন ধৈর্য ধারণ করি
আমার বাঁচতে আশা নাহি করি কি হবো মোর জীবন
॥

মুখের অনেক ভালবাসা অন্তরে মোর পাখি
ভালোবাসো উজাড় করে দিতে রাখে বাকি
এখন প্রেমের মুখে বিষ ঢালবো কি তোহিদের শেষ
গমন ॥

১. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

জানগা যা সেই রাগের করণ যাতে রাগ হয় মিলন

যাতে কোরলেন রাগের সৃজন
সেজে আতশি রাগ পুর্বের লক্ষণ
হাওয়ায় জন্ম হাওয়ায় চলে
কুদরতি নূর গিরে বিম্বরূপে সৃষ্টি হল তখন।।

অন্ধ ধন্দ কওকার হল তারপরে নরে কার হল
এ নরে কারে পাক পাঞ্জাতন করিলেন সৃজন ॥

পাক পাঞ্জাতন প্রকাশিত হল রবি শশির যুগল মিলন হল,
সেই দিন হইতে সাত কারের ঠিক হল
ছিল সাত কারে এক নারি প্রকাশ বরাবরি
দেখে সাইমাকল বলে ডাকলেন তখন।।

আপনি ভুলে বলে ছিলাম মায়ের মায়া ভিন্ন ছেলে বাঁচেনা
মা মোহাম্মদ নবি মায়ের অঙ্গের ছবি
দুদ্দু ঘুরে বোড়াই ভুলে লালন সাইর চরণ ॥

২. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

অন্ধ ধন্দ কুও নরে কার চার,
কার উৎপত্তি যে মানুষের কৃত্তি সেই মানুষের কিরূপ আকার ॥

শূন্যময় শূন্যকারে কয় দিক নিরুপন নাহি সে সুমায়
কিসের উপর করিয়ে নির্ভর সেই মানুষ ছিল একেশ্বর ॥

শূন্যকারে সাকার রূপে রয় সাকারের কিরণে দিপ্ত কর কয়
দিপ্ত কারে আকার আকারেই সাকার দিব্য চোক্ষে দৃষ্টি হয় তার ॥

শুনি ৭ কারে ৭ সাই, কোন কারে কোন নাম ধরিলেন কোন সাই
কোন কারে কাহার কি বর্ণ তাহার কি বস্তু হইতে কে প্রচার ॥

বিম্বু আকার কার গর্ভে হয়, বিম্বুর গঠন কি বস্তুতে হয়
দুদ্দুর মনের ঘোর শুনলে যাবে দুর দয়া করে করো প্রচার ॥

৩. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

যখন ছিলেন সাই শূন্য কারেতে
দোসর কে ছিল তার সঙ্গেতে ॥

বিম্ব আকার কার গর্ভে হয়
নরে কারে ভেসেছিল কারবা আশ্রয়
মা বল বলে কারে ডাকলেন
সাই কারে সুমার কে নিলো আওয়াজেতে ॥

নাহি মাতা নাহি পিতা তার
লা শরিক সে এ্যাকাই একেশ্বর
অনন্তে অপরে শক্তি হয় যার
আকার ধরে নিরাকারেতে ॥

অন্ধ ধন্দ কুওকার কয়, তার পরে নরে কার হয়
কোনকারে কাহার কি বস্তু তাহার
কোন কার সৃষ্টি হয় কোন ভাবেতে ॥

আল্লার নুরে নবির জন্ম হয়,
বলো নবি আগে কেবা জন্ম পায়
সারাত সার জানি সাই কাদের গনি
দুদ্দু কয় লালন সাইর কৃপাতে ॥

৪. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

আরশ বারি বার এলাহি সহজ মানুষ মুলাধার,
কুদরতি আজিম বারি ক্ষমতা তার নাই কো সুমার ॥

শূন্যকারে একেশ্বর শূন্যময় নয়নে হ্যেরে
চিন্তা বিয়গ নুহং কারে উপজিত বারি নুরি নাম তার ॥

সেই যে বারি তেজেশ্বরী জরদ মেঘতার স্থীর বিজরী
গোপনে রয় গুপ্তশ্বরী চমপক কলিকা নাম হয় প্রচার ॥

জরদ মেঘের বিকারে নবো জলোধর সঞ্চারে
ঘনোসে দৈ মিনি করে নুর নবি যুগলও কিশোর ॥

মুন্দ ২ বয় সমিরণ ক্ষিরদ মেঘের আন্দোলন
সত্য মনির হয় আগমন, তখন ক্ষিরোদ সাই নাম হয় প্রচার ॥

মনের বুদ্ধী অগচর বারি, লালন সাই কয় আগম বিচারি
দুদ্দু কি গোজ্ঝু পাই তারি চার কারের উপরে বিচার ॥

৫. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

একটি কথা সুধাই তোমারে যদি কইতে পারো কহো
দরবেশ হুজুরে ॥

নাছিল মাটি গগন, নাছিল পানি পবন
নাহি ছিল আরো চার কার নাছিল
রব্যগনি কোন দোমের দোম, সুমারে সুমারে ॥

সাধুর মুখে শুনি যদি কইতে পারও আপনি
কোন কারেতে বিকট মুর্তি ধরিলেন রব্যগনি,
হলও কারেতে ইল্লাল্লাহু দৈব্য বানি হলও কোন কারে
॥

সবে বলে রাগের কথা সেই রাগের স্থিতি হল কোথা,
কোন কারেতে কিভাবেতে ছিলেন সেই কত্তা
লালন সাই ফকিরে বলে, হল হাওয়া বিবি কোন
কারে ॥

৬. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

আজব সৃষ্টি করলেন বারি কুদরতে,
কাফে কালুবালা কুলহু আল্লা লাশরিখ সেই পাকজাতে
॥

একা থাকতে ২
ঝরিলো খোদার অম্বু

প্রকাশ হল পাক পাঞ্জাতন ওরে তার বিম্বুর গঠন
লা মোকামে নুরেরি আসন দেখাদেখি থাকতে নয়ন,
দরবেশ লালন সই কয় তার আভা দেখা যায় ঐ দেখ
সত্য রূপেতে ॥

৭. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: সাঁই নিরঞ্জন

দিপ্তকারের আগের অবতার সেই সহস্র অনুরাগে
সাইজি করেছিল ভর ॥

সর্বপক্ষের আগের প্রকৃতি
সেই শক্তি অঙ্গে নিলো পরে হল সেই শক্তি,
ডিম্বু রূপে সাই বিরাজে পরে হল দিপ্তকার ॥

যার অঙ্গের ময়লায় মাটি পয়দা হয়,
পুচিনাতে পানি পয়দা কোরলেন দয়াময়,
তার নিশ্বাসেতে অগ্নি হল
হাওয়া দুই ভাগ হয় এই ত্রি সংসার ॥

সাই নিরঞ্জন নিজে যামিনি
সেই দিন হইতে দিন মুহাম্মদ হয় গুনো মনি,
মফেজদ্দিন ভেবে বলে যার কৃপায় হল ১১ কার ॥

৮. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

আইগো যায় নবির দিনে,
দিনের ডাংকা বাজে শহর মক্কা মদিনে ॥

তোরিখ দিচ্ছে নবি জাহের বাতুনে
যথাযোগ্য লায়েক জেনে,
রোজা নামাজ বেক্ত এহি কাজ গুপ্ত পথ মিলে ভক্তের সন্ধানে ॥

অমুল্য দোকান খুলেছে নবি
যে ধন চাবি সেই ধন পাবি,
বিনা কড়ির ধন সেধে লও এখন নৈলে আখের পস্তাবি মনে ॥

নবির সঙ্গে ইয়ার ছিল চার জন
চার কে দিলও চার মতের জামন,
নবি বিনে পথে গোল হরে চারমতে লালনরে যেনো গোলে পোড়িসনে ॥

৯. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

মুখে পড়বে সদাই লা ইলাহা ইল্লাল্লা,
আইন ভেজিলেন রাছুল আল্লা ॥
লা শরিখ যানিও তাকে পড়ো এ নাম দেলে মুখে
মুক্তি পাবি থাকবি সুখে, দেখবিরে নুর তাজিল্লা ॥
নামের সাহিতো রূপে, ধিয়ানে রাখিয়া জপে
বে নিশানায় যদি ডাকো চিনবি কি রূপ কে আল্লা ॥
লাইলাহা নফি সে হয় ইল্লালা সে দিন দয়াময়
নফি এজবাত ইহারে কয় সেহিতো ইবাদত উল্লা ॥

বলেছেন সাই আল্লা নুরি এ জিকিরের দর্জা ভারী
সিরাজ সাই তাই কয় ফুকারি শোনরে লালন বেল্লিলা
॥

১০. মোঃ ওলিয়ার রহমান
গীতিকার: লালন সাঁই

আছে আল্লা আলে রাছুল ফলে তলের উল হল না,
অজান এক মানুষের করণ তলে আনাগোনা ॥

আল্লা আল হাদিনি দুই রূপে নিত্ত করেন কৌতুকেরে
দুই রূপ মাঝার রূপ মনোহর, সেইরূপ কেও বলে না
॥

নারী পুরুষ নপংসকো নয়, তাহার তুলনা তাইরি হয়রে
সেরূপ অন্বেষণ জানে যেজন সেজে শক্তি উপাসনা ॥

শক্তিহারা ভাবোক যে, কাপট ভাবের উদাসিনি সে,
লালন বলে তার জ্ঞান চোক্ষ আঁধার রাগের পথ চেনে
না ॥

১. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: জামিরুল ইসলাম

সাতই ফাল্গুন শুভ দিনে রবিবার দিন তোর ভোরবেলা
ভান্ডারি রহমান মুঞ্জীলে নুরে হইলো উজালা।।

বসন্তেরী আগমনে মুখরিত হইয়া
আনন্দের বান বইতে ছিল মাজ ভান্ডারে আসিয়া
ভান্ডারির গুল বাগিচায় অলিগণ বসায় মেলা।।

ভুবনো মহিনী রূপো একবার যে দেখি তে পায়
কুলমান সব ত্যাজ্য করে শীর ঝুলায় তার রন্ধে পায়
যে দেখল সে পাগল হল বলব হইল উজালা।।

১৩৪৩ বাংলা ২২ শে চৈত্র ভোরবেলা
আশেকগণ পাগল বানাইয়া কোথায় যে লুকাইয়া
জামিরুল ইসলাম কয় আশেকের সামনে
খোদরে খোদ শফি মওলা।।

২. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

মিরাজ করতে ডেকে নিয়ে ক্যান কয় মিরাজ করব না
নবীর কি তায় ত্রুটি নাকিরে ভুল ধারণা।।

ত্রুটি সারতে দয়াল নবীর আগেই করে সিনাছাক
তবে ক্যান করবেনা মিরাজ কথা শুনেই হয় অবাক
ত্রুটি তাহার থাক বা না থাক নাকি লেনা দেনা
বাতাও এবাত দিয়া দাওয়াত কেউ কি তায় খেতে দেয়না ॥

আল্লা বলে করব মিরাজ দোস্তের দুঃখ নিবারণ
তবে কেন দয়াল নবির মিরাজেই হয় মরণ
যার নুরে হয় বিশ্বভুবন তবে ক্যান মরণ যন্ত্রণা
হায়াতোল মোরছাল্লিন নাম তার কোন গুণে দেয় রাব্বানা ॥

নব্বই বৎসর পরমায়ু পায় দুনিয়ায় ছরোগার
এক পলকে ২৭ বৎসর কোন কৌশলে হইলপার
তার বেলায় হইলে এই ব্যাপার উম্মতের কি ঘটনা
খোরশেদ কয় মমিনের মেরাজ পাঁচবারে পানজেগানা।।

৩. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

গুরু গিরি করতে শুনি দশম শ্রেণী লাগে পাশ
কোন শ্রেণীরো কিবা ও নাম জানতে মনে অভিলাশ।।

কোন শ্রেণীতে কি দেয় ছবক
অবশ্যই শিষ্য হয় হয় প্রাপক
তালিমধরে কওনা ভাবোক চরণে করিয়া দাশ।।

তরিকায় জগতে পাড়াও
স্তরে স্তরে শিক্ষা করাও
হাতে হাতে কলম ধরাও লিখতে খাতায় ১২ মাস।।

শিখতে যেন পারি সহজে
শিখাও তোমার আপন গরাজে
খোরশেদ আলম যেন বোঝে গুরুতে রেখে বিশ্বাস।।

৪. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

মা বাকে না ভজিয়া করিলে গুরুভজন
তাতে কি মোর পূর্ণ হবে বলে দাও গুরুধন ॥

খেদমতে কোরে মাতা পিতার ঋণ শোধিতে নারি এবার
তুবও কি গুরু ধরার হবে কিনা প্রয়োজন ॥

মাতা পিতা সন্তানের মূল তাই খেদমতে থাকি
ব্যাকুল তারায় আমার আল্লা রাসুল তারায় মোর জীবন মরণ ॥

বাবার থাকি অধিনেস্ত মার পদতলে বেহেস্ত
তায় খোরশেদের বন্ধু বস্ত পাইতে যুগল চরণ ॥

৫. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

শিক্ষা কর দুগ্ধ জ্বাল দিয়ে
বেশি জ্বালে গরম হলে পড়ে উথলায়ে।।

বেশি জ্বালে হইলে গরম ফু দিয়ে তার করে নরম নইলে
জল দিয়ে অতিরিক্ত গরম হলে নেয় জ্বাল টানিয়ে ॥

এইতো শিক্ষার প্রথম কৌশল দোম টেনে দোম মস্তকে তোল
নাশিকা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া করলে ধাওয়া যায় নিস্ত্যাজ হয়ে।।

গুরু রূপ রেখে নজরে জ্বাল দিয়ো মন ধিরে ধিরে ধৈর্য্যশীল হয়ে
আজিজ কয় খোরশেদ মইল ধৈর্য্য হারাইয়ে ॥

৬. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমার রজ কি পার ঠেকাইতে
চল তুমি কোন পদ্ধতিতে পদ্ধতি ছাড়া কি কেহ পারি বাঁচিতে ॥

গুরু রূপ ধিয়ানে রেখে টানি দোমের কল তাইতে
আমি থাকিগো অটল প্রতিচাষে বীজ বুনিনা রই অপেক্ষাতে ॥

ত্রিবেনীর তিনটি ধারা তিনধারা কৌশল জেনে
ফলাইর গো ফসল যা ফলাবে তাই ফলিবে মানব জমিতে।।

অষ্টলটিপে মিঠায় দেহের কামজ্বালা এই পুরুষের ফর্মুলা
খোরশেদ আলম তাই জানিতে চাই নারীর কি মতে ॥

৭. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আমার বৌকি কথা বলে গো শোনেন সকলে
এমন বৌ এর সংগে স্বামির বাস করা কি চলে গো।।

কানা খুড়া আতুর লুলা হইলে কারু স্বামি
সতী নারীর কাছে সেজন হীরার চেয়েও দামি
ভজে তারে দিবাজামি সকল দুঃখ ভুলে গো ॥

বিয়ের আগে দেখাদেখী উভয়ে কোরে সারা
এখন ক্যান ভালোলাগেনা দেখে কার চেহারা
অসতী নারী হয় যারা তারায় তাহা বলে গো ॥

গায়ের চামড়া সুন্দর বলে করছ অহংকার
সুন্দরেরা সুন্দর ভবে মন যার পরিষ্কার
সকলের ফল দেহে কাহার মন যেন না গলে গো।।

দ্রৌপদিরো পঞ্চ স্বামী তবু বলে অসতী
স্বামী নিন্দা করে নাই সে পাইয়া রূপের জ্যোতি
খোরশেদ বলে তোর কি গতি হবে ভুমন্ডলে গো ॥

৮. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

আল্লা নয়রে প্রশবকারী
বাক্য বীজে হইল সৃজন এই হইল তার কারিগরি।।
একা ছিল একেশ্ব নাহি ছিল তাহার দোসর
চিন্তাতে হইয়া বেভর কুন বলে হাক মারি
একখন্ড নুর বাহির হল নুর কে জিগাস করি
তুমি বা কার আমি বা কার বল কথা প্রকাশ করি।।
নুরে কয় আমি আমার চিনি না সাই পরতার
দেখিয়া নুরে অহংকার উঠল হুংকার মারি
হা হু হে তিনটি হুংকার করল তখন জারি
তিন হুংকারে এক খন্ড নুর তিন খন্ডে করলেন তৈয়ারি।।
আল্লা মোহাম্মদ আদম তিনে তিন রূপ করে ধারণ
আলিফ লাম মিম মারিল ঝিম তিন রূপ এক জনারি হাতে
আদমতে মোহাম্মদ হতে আল্লা করি হাতে হু মিশে যাইয়া
লাম আলিফে যুক্ত করি।।
হেতে মিম রইলো একা জিগাস করে প্রাণ সখা
তুমি বা কার আমি বা কার বল শিঘ্রই করি
মিমে কয় আমি আমার কারুর ধার না ধারি
পাঁচজনা মিলে একজনা পাক পাঞ্জাতন নামটি ধরি ॥
তখন খোদা কিনা করে মীমকে পাঁচ অংশ করে
মিমের নুক্তা ঝড়ে পড়ে চার জনা তৈয়ারি

মা ফাতেমা হযরত আলী হাসান হোসেনারী
মোহাম্মদ কে নিয়ে পাঁচ করছে আল্লার তাবেদারি ॥
মাতা মিশলে পিতার তরে মাতা যেয়ে প্রশাব করে
আল্লা ঐভাব করলে পরে হইতো প্রশাবকারী
পুরুষ হইলে সংহার কত্তা জন্মদাতা নারী
খোরশেদ বলে বিজনা দিলে খাটেনা আর বাহাদুরি ॥

৯. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তুমি বুঝেনাগো মাইয়া আমার বাড়ি আসিলে কি করিয়া
তোমার বাপ মায় তোমারি দিয়াছে বিক্রয় করে
আমি কিন্তু আনছী তোমায় কিনিয়া।।

তোমাদেরী বাড়িতে যখনে যাই কিনিতে
হাজার দশেক টাকা দিলে গুনিয়া
আরো তোমার বাপময় কি করে আমারো হস্তে ধরে
বলে জন্মের মত মেয়ে দিলাম সপিয়া।।

দীর্ঘ ১৬ টি বছর ধরে মেয়ে ছিল মোর ঘরে
হাদিস মতে তোমার কাছে দেই বিয়া
হায় ইজ্জত মান সম্মান বজায় রাইখ বাবাজান
তুমি জানো আর ধম্মে জানে এই কইয়া।।

এখন বলো মোর কাছে তোমার বলতে কি আছে
তোমার পদে দিয়াছি সব সপিয়া
তোমারি মাথা হতে পা-পর্যন্ত খুটি নাটি আদি অন্তর
ছেড়ে দিলে মনের ভ্রান্ত বউ হইয়া।।

খোরশেদ আলম কয় খুলে একটা গাভী কিনিলে
যত্ন করে চাষ করিবার লাগিয়া
কত কষ্ট করে ঘাস খায়ায় তায় বলেকি ছোট হয়
আমার জিনিস আমি রাখি বাচাইয়া ॥

১০. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোর মত নারী য্যান বিয়া বসে না
তোর মোতো নারীদের দেখি এক স্বামীতে পোষে না ॥

করতি যদি এক স্বামীর ঘর হায়রে নারী
লোক সমাজে বাড়িতো কদর
পাইতি কত স্বামীর আদর ঘুচতো মনের যন্ত্রণা।।

কালো চুলে মেহেদি লাগাইয়া হায় নারী
পেটের ধলা চামরা দেখাইয়া
পর পুরুষের মন ভুলাইয়া আনন্দে হও আটখানা।।

থাকিতো তোর অপরূপ যৌবন হায়-নারী
স্বামীর সেবায় বসাইয়া দে মন
আলেয়া কয় ধন্য জীবন-করলে স্বামীর ভজনা ॥

১১. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

নারীর দেমাগ দেখি ভারি
উচিৎ কথা কইলে উঠে সাপের মত ফনা ধরি।।

নারীদের রাগ দেখলাম কত গুণতে গেলে শত শত
হাত বুলাইলে হয় নত এতটুকু দেরি
আবার বুকেতে বুক মিশাইলে রাগ সরে যায় দুরি
তখন মধুর হাশি দিয়ে বলে এই জ্বালাতে এমন করি।।

বলে তখন পায়ে ধরে স্বামি গো তুমি কাছে থাকলে পরে
সকল চিন্তা যায় গো দুরে (যদি)
তোমার মুখখানা হেরি
মনে বলে বিষ খাইব নইলে দিব গলায় দড়ি।।

স্বামী যদি ধমোক মারে কান্দে নারী জারে জারে
থাকব না আর তোমার ঘরে মরিব আজ রাত্রি
খোরশেদ বলে নারীকলা বেশ বুঝিতে পারি
যদি নারী যায় মরি এই পুরুষে ব্যথাদুরি।।

১২. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

চাচী সাধে কি নাছি
চাচা মরার পাঁচবছর পর তোমার হইআছি ॥

এমনী ভাবে হইলো সন্তান পাঁচ বছর পর পর
একশো সন্তান হইতে লাগে পাশশত বছর
জানলে বল সেই খবর আশায় বসে আছি ॥

বিয়ের আগে আরেক চাচীর হইল এক সন্তান
বিয়ের পরেও চাচাকে ক্যান দেয় না গো স্থান
তবু হইলো তিনটি সন্তান লজ্জাতে মরেছি ॥

রাগ কইরনা চাচী তুমি আমার যে প্রতি
চাচা ভিন্ন্য চাচীর সন্তান তবু নাকি সতি
খোরশেদ আলম মুর্খমতি শাস্ত্রেতে শুনেছি ॥

১৩. মোঃ বাবলু শাহ
গীতিকার: খোরশেদ আলম

যারে কও মা বসুমতি
কামে কামতুরো হইলো সন্তানের প্রতি ॥

লক্ষ্মিনারায়নের প্রেম বন্ধন
সহ্য করতে নারে তাদের মধুর মিলন
তাদের ছিন্ন করার কারণ হইল কুমতি।।

লক্ষ্মি জেনে করলো অভিশাপ
ধরাধামে যাইয়া তুমি করবে অনুতাপ
নীল ধজ রাজা হইবে বাপ-মা জনাবতী।।

তোমার তখন হইবে স্বাহা নাম
অগ্নি তোমার হবে স্বামী পুরাইতে মনসকাম
খোরশেদ বলে ছিছি বদনাম কেমনে কও সতী ॥

১. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

রাধার কলসীর ভিতরে গো বসা ছিল কৃষ্ণ কালিয়া
ছিন্দ্র কুম্বে অভিলম্বে জল আস্তে ভরিয়া ॥

লীলার কৃষ্ণ ব্যাধি পূর্ণ ছলনা করিয়া
নিত্যের কৃষ্ণ বৈদ্য সেজে কয় মাকে ডাকিয়া ॥

তোর ছেলে বাঁচাতে হলে ছিদ্র কলশী দিয়া
জল এনে চান করা এখনে নয় যাবে মরিয়া ॥

অসতী হলে নারী জল যাবে পড়িয়া
সতী নারী আনো ধরি যেথায় পাও খুঁজিয়া ॥

এই কথা শুনে মা যশোদা পাগলিনী হইয়া
জল আস্তে আদেশ করল ছিদ্র কলসি দিয়া ॥

জুটিলা কুটিলা তারা গেল ব্যর্থ হইয়া
খোরশেদ বলে কলংকিনী নাম যাবে মুছিয়া ॥

২. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

কান্তি নাইরে পরাণ বন্ধু শান্তি নাই
কানুরে তোর প্রেম আগুনে অন্তর পুড়ে হইল ছায় ॥

কালারে তোর প্রেমো জ্বালা যায়না বলা মুখে
ধিকধিক করে জ্বলছে অনল আমার পুড়াবুকে
যেন বিষ মাখানো তীরের মুখে কলিজায় মাইরাছে ঘায় ॥

কি করতে কি করে আমার হইল একি জ্বালা
তোর পিরিতে মইজা আমার হইছে মরার পালা
এখন লোক সমাজে যায় বলা যে জ্বালা দেয় প্রাণ কানাই ॥

ঘরে জ্বালা দেয় শ্বাশুড়ী আর ননদিনী
হাত ঈশারায় কয় সকলে ঐ যায় কলংকিনী
খোরশেদ গুনমনি এখন করি কি উপায় ॥

৩. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: হিরু চাঁদ

আমি নুরের খবর জানি নাই
নবীর নুরে সারে জাহান নুর ছাড়া কিছু নাই ॥

নুর কোন পাত্রে কোন খন্ড করলেন দয়াময়
খন্ডন ১৮ হাজার আল্লার আলম গঠলেন তাই
ইনছান রাইয়ান বৃক্ষ আদি নুরে পয়দা করলেন সাই ॥

আদমের দেহে নবীর নুর বর্তরয়
কোন নুরেতে কোহুতুরে মুসানবী দিদার পায়
নুর তাজ্জলা তাপে জ্বলে কৌতুর পাহাড় যায় ॥

নুর চিলিলে আল্লা নবী পাওয়া
এই দেহের মাজে সেইনুর আছে মুর্শিদ তুমি জানাও আমার
হিরু চাঁদ কয় অধিন পাঞ্জু নুর ছাড়া তোর উপায় নাই ॥

৪. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

প্রেম করবী কে আয়রে তোরা
আল্লা রাসুল প্রেম করিয়া প্রেমের মজা পাইরে ॥

প্রেম করিয়া দীনের নবী দেখেছিল আপন ছবি
ফকির দরবেশ মোল্লা মৌলবী ঘোরে প্রেমের দায়রে
বাপ বেটাতে প্রেম করিল জাত ফাতেমায়রে ॥

প্রেম করিল লাইলী মজনু লাইলী ডাকিত সদায় লাইলী লাইলী
উভয় উভয় খোদা বলি জপিত সর্বদায়রে
একদিন লাইলীর বাড়ির কুকুর দেখে মজনু চুমা খাইরে ॥

প্রেম করিল কৃষ্ণরাধা উভয় উভয় ছিল বাধা
প্রেমের দায়ে সদা সর্বদায় বলিত রাই রাই
প্রেমের দায়ে দাসখত দিল এসে রাধার পায়রে ॥

আল্লা বলে নবীর সনে প্রেম কর তোমরা সর্বজনে
নবী বলে মুর্শিদ বিনে অগতির কেও নাইরে
খোরশেদ বলে চল সবাই ধরী গুরুর পাইরে ॥

৫. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: হিরু চাঁদ

আমার মনের ধাঁধা ধাঁধা গেলনা
যার কাছে যাই সেই রাগ করে সুধাইলে কেউ বলেনা
৷৷

নুর আর নির দুটি বস্তু কয় জাহেরে আছে জগতময়
নুর বড় কি নির বড় তার খবর কও আমায়
নবীর আগে কারে পয়দা করিলেন সাই রাব্বানা ৷৷

নৈরাকারে ভাসলেন নিরাঞ্জন সঙ্গে ছিল পাক পাঞ্জাতন
কেবা ছোট কেবা বড় খবর কও এখন
কোন চিজে নৈরাকার হল পানি বল্লে মানবনা ৷৷

শুনি গজবে বাড়ী দোযক করলেন তৈয়ারি
নবীর কোন নুরে দোযক পয়দা খবর কও তারি
কোন নুরেতে খোদা তালা গঠিলেন বেহেস্তখানা ৷৷

সবাই আল্লার কুদরত কুদরত কয়
আল্লার খেদমত কারে বলা যায়
মেহের সাঁইজির চরণ ধরে পাগল হিরু কয়
এবার যে জান সেবল পুরাও মনের বাসনা ৷৷

৬. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

কি গানটা শুনাইর আগুন ধরল মোর বুকে
জলদি করে আরেকটা গান শুনাও তুমি আমাকে ৷৷

এতক্ষণে ছিলাম ভাল এখন কি করিলে
গান ও সোনার চান মনপ্রাণ হবে নিলে
দেখা দিও রোজ বিকালে থাকিব পরম সুখে ৷৷

তুমি আবার কেমন মানুষ পাগল করলে সুর ফুঁকে
তোমার গানের সুরে আমি যে ধুকে ধুকে
যদি আমার আশতে দেখে প্রতিদিন বাবায় বকে ৷৷

মা শুনিয়া বলে বাবা গান শুনিয়া হবে জ্ঞান
বাবা শুনে রেগে বলে দিব একটি পালি সম্মান
প্রেম স্কুলে হই পেরেশান দেখতে ভাল খোরশেদকে ৷৷

৭. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: নয়মদ্দি সাঁই

ভক্তিহীন হয়েছি দয়াল সাধন জানিনে
সাধন ভজন গুরুর চরণ যা বর সাঁই নিজগুণে ॥

আট কুটরী নয় দরজা আঠার মোকাম
কোন মোকামে থেকে আল্লা দিতেছে বারাম
কোন মুকামে হইল কি নাম শুনতে বান্দা হয় মনে ॥

জেলার হাকিম কাচারী করে
কাচারী ভঙ্গিয়া গেলে হাকিম রয় কনে
হাইকোট আদালত মুনছুপ জজকোট সদর হাকিম রয় কনে ॥

মনে জলে দেখল হাকিম
গয়াদিল্লি মুর্শিদাবকাদ পলকে দেখি
নয়মদ্দি কয় দিন দয়াদেয় স্থান দিও ঐ চরণে ॥

৮. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

গুরু গো কোন গুনে তোমারে পাব
যেদিন একা পথে পারে যেতে ভবলোক ছেড়ে যাব ॥

ভুলে মহামায়ার ভোলে মন গেলনা সাধুর দলে
ভাবনা মন একইকালে কিসে কাল কাটাব ॥

মন ভবের হাটে জুয়া খেলে গুরু বস্তু ধন হারালে
হায়রে মন কি করিলে কারবা দোষ আমি দিব ॥

ওমন কি করিতে কিবা হল নিকাশের দিন ঘুরে এল
অধীন পাঞ্জু কেঁদে মল কার পানে চাহিব ॥

৯. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

ভজনহীন বলে গুরু আজ আমার হালের কাটা এড়িয়াছে
জরা তরি ভরা গাঙ্গে মন মনরায় ভাষায়েছে ॥

ছয়জনা ছিল দাঁড়ি সদায় ও করিছে আড়ি
উঠে এল বিষম ঝড়ি চোষটি ঢেউ বাধিয়াছে ॥

দশখানে ওঠেছে পানি সেচে পার না পায় আমি
ডুবে এল সাধের তরি পালের কানি এড়িয়াছে ॥

অধিন পাঞ্জু কেঁদে বলে এই কপালে কুলনা মেলে
দেবংশের ধন নৌকায় ছিল তাইতে দশা ঘটিয়াছে ॥

১০. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

গুরুপদে নিষ্ঠা রতি হয়না মতি আমার গতি হবে কিসে
মন আমার মুঢ় মতি সাধন ভক্তি হলো না এই মনের দোষে ॥

মন আমার দিবারাতি গুরুর প্রতি থাকত যদি চরণ আশে
তবে চরণ দাসী হতাম ব্রজে যেতাম থাকতাম এ চরণে মিশে ॥

পেতাম যদি সাধু বৈদ্যমনের বেয়াদ্য সেরে দিত সেই মানুষে
লেগে চরণের জ্যোতি জ্ঞানের মতি সদায় হয়ে ওঠতো ভেসে ॥

দীনহীন পাঞ্জুর উক্তি সাধন রতি প্রাণ করিতাম ঘরে বসে
বাঁচতাম শমনের হাতে অন্তিমেতে সদয় হন গুরু এসে ॥

১১. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

লোভে মেতোনা মনরে
গোপীর ভজন সত্য যাজন মিথ্যা বলা গেলনা ॥

এলে যদি ভবের হাটে হয়োনারে ভুতের মুটে
এক দোকানের ব্যাচাকিনা সদায় কেন করণ ॥

রসের ধারা জেনে নিয়ে ভিয়ান কর মইরা হয়ে
পাবরে সে প্রেম রত্ন ধন জঠর জ্বালা রবে না ॥

যমন কানা বিড়াল দধি বলে মরেছিল তুলে গিলে
পাঞ্জু মল চিটে গুড়ে ভুলেরে মিছরী দানা ॥

১২. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

ফকির হয়েছি আমি আল্লার রাহেতে
সাধু গুরুর চরণ ধুলি দাও আমার মাথাতে
কত রাশি পাপের কর্ম করেছি এই হাতেতে ॥

ছবরকে বলিলাম মাথা একিন বলিলাম পিতা
আল্লার নাম মোর হৃদয় গাতা মুরশিদ বঙ্গুর যাই সাথে
॥

ধনির ধন ফুরায়ে গেলি পথের ফকির হয় তার গালি
পাপের ভারা দিলাম ফেলি চালাও গুর সুপথে ॥

লয়েছি এমানের ঝুলি আর কি কলঙ্কে ভুলি
এসেছি এই সাধুকুলে চলিব হাসতে খেলতে ॥

সাধু গুরু দয়া করো পতিত পাবন নামটি ধর
পাঞ্জু বলে দাও কিনারো হয় না ফিরিতে ॥

১৩. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

দীনের রাছুল এসে আরব শহরে দীনের বাতি জ্বেলেছে
দীনের বাতি রাছুলের রূপ উজালা করেছে ॥

মহম্মদ নাম নুরেতে হয় নবুয়তে নবী নাম কয়
রাছুল উল্লা ফানাফিল্লা আল্লাতে মিশিয়াছে ॥

মহম্মদ হন সৃষ্টিকর্তা নবী নামে ধম দাতা
শরীয়াতের ভেদ ওতে রেখে শরাতে বুঝায়েছে ॥

জাহেরা ভেদ জাহেরাতে আশেকের ভেদ পুশিদাতে
মহর নুবয়ত আশেক দারকে দেখায়ে দিয়াছে ॥

রাছুল রূপ যার মনে আছে মনের আধার ঘুছে গেছে
অধীন পাঞ্জু ভাবনা জেনে ভ্রমেতে ভুলেছে ॥

১৪. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

দয়াল দরদী কাঙ্গাল এর তোমার দ্বারে
অক্ষয় ভান্ডার তোমার কেও যাবেনা ফিরে ॥

সর্বধনের দাতা তুমি ত্রিমনীমণ্ডোলে
বিনা মাঙ্গায় কত ধন গুরু গো দিয়েছিলে মরে
আর কোন ধন চায়না দয়াল চরণ দাও আমারে ॥

কুলের বাহির হলাম আমি চরণ পাব বলে
কত মহাপাপির দিলে চরণ তাই এসেছি শুনে
দাঁড়াইলাম দরজায় এসে স্কন্ধে ঝুলি লয়ে ॥

দাও বা না দাও রাঙ্গা চরণ বেলা গেল চলে
দাতার চেয়ে বকিল ভাল তুরক জবাব দিলে
অধীন পাঞ্জু বলে জবাব পেলে যায় আমি চুপ মেরে ॥

১৫. মিনারা পারভীন মিনি
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ইন্নালাহা খালাকাল ওয়া আল ছুরাতিহাওয়া
হাদিস কুচশী আছে প্রমাণ করা

নিজ কুদরতী হস্তধারা নিশ্চয় হাওয়া হইল গড়া
একশ হাদিস পৃষ্ঠায় নির্ণয় করা ॥

হাওয়া আল্লার অংশ কলা
নারী রূপে ভরলে নিলাচিন লো ভবের উলি উল্লা যার

খোরশেদ বলে পুরুষ যারা নারীরা চাকর আগা গোড়া
নারীর কাছে ১৪ গুষ্টি ধরা ॥

১. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: মিয়াযান চাঁন
বড় নেঠুরের কাজ কোরোজে দয়াল দয়াল নাম ধরে
তুমি বানায়ে বকা দিয়াছো ধুকা সেয়েছে সোকা ভক্তরে
॥

প্রভু হোয়ে তুমি নারায়ন সুধা প্রাকশি যখন করিলে
সত্য যুগ পরে তুমি ভোক্তগণ কে দিয়া ফাকি
সুধা রাকলে কেন কুমন্ত্রণার ভিতরে ॥

তুমি বল ভক্ত বোড়ো ভালোবাসি ভোক্তকে
দিয়াছে ফাকি কৃস্সন রূপে আসি, আয়ান কি তোর ভোক্ত
নায়গো তারে রকলো নপুংসো কেরে
সোরগেতে গোমন নির অপরাধ বালির জীবন কেমনে
কলিলে সংহারে ॥

অধম বাহাদুর তায় কয়া মিয়া চানদের পায়া
তিনি যদি দয়া করে তবে যদি হয়
আমার নিজ গুণে দয়া করো ও চরণে দিও ঠাই ॥

২. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু শাহ

তুমার চিনা হইল ভার এ সংসার
ভাসাও কাঁদাও গুনপনা তুমার
ত্রিভুজ রং কুস ভিন্ন দেখি যে তুমার ॥

দেহের রিপু ছয়জোনা লোটে মালখানা
হাতের কাছে পেয়ে তারো করে লাঞ্ছনা,
সেজে রিপু আদি কাম, তারে নাদিলে বদনাম
হুকুম পেয়ে ধরে নরকে দাও অনিবার ॥

রাবন রাজারি জোরে সীতাকে কেন নিলে হরে
জগত লক্ষ্মী সীতা তারে কেমনে হবে
সেই পাপিটা রাবণ করল খুব
খবরদার চালাও ঢেকি তলাতে পাড় যেন লাগেনা ॥

শ্রী গুরুর গুরুর শ্রী মহাজনের ধ্যান তাতে হইওরে সাবধান
ষোলো আনা বজয় রেখে করেছো সমাধান
লাভে লাভে কলে কাটাবি আসল যেন ভাগেনা ॥

বৈদিক মোসোলের আঘাতে বাগোনা তোস যাবে রে
ছেড়ে বাসোনা যাতে ছেড় পড় দিতে দিতে
ঠোলির বিগাড় কেটে উচবে জেটে চাল উঠবে মিঠরি দানা ॥

আল্লাতো ধনে ভক্ত পারবিনা তোর ঘটবে যাতনা
পাপা দেকি তর মাথা নোড়ে গরে পাড়ে তা ॥

৩. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: অল্লতা খেপি

ধনি এমন বেগস ছেড়োনা সুখের ধানভানা
কর কিস্‌সন নামের ভানা কোটা কৃস্টা তুমার রবেনা ॥

এই দেহে ঢেকসেলে অনুরাগের ঢেকি বসালে
ভোজোন সাধন দুটি পুয়া দুই পাসে দিলে
নিসটা আসাকে ঢেকি চলবে ঢেকি টলবেনা ॥

আছে তিনজন ভান্নী নাম তার অনাত
মোহিনি একজন হল জেলের মোয় একজন তেলেনি
তারা ধান ভানে ভালো যানে ভালো গায়ে সোনার গহনা

৪. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: লালন সাঁই

ও ছোড়া তোর মোনের কথাবলি কিছু এখানে
সুন্দর নারী দেখলে তোরা লাগিসরে তার পিছোনে ॥

পুরুষ জাতি এমন বেহায়া
নারী দেকলে ফেল ফ্যালায়া থাকে চাহিয়া
করে শুধু আনাগোনা কইতে কথা গোপনে ॥

নারী দেকলে বলে যাচ্ছ মাল
জিব্বা হইতে টপটপিয়া ছেপড়ে পড়ে নাল
হাতের কাছে না পায়া বিছানা ভিজায় সপনে ॥

পথে বোলতে মুখে দেয়রে শিশ
ছায়া ছোবির গান ধরিয়া করে আবিস টিসা
লিয়াকত বলে কাশি দিয়া টিপ মারে দুই নয়নে ॥

মুরশিধ কে চিনিয়া যেজন
করেছে সে রূপ অন্বেষণ
দরবেশ লালন সাহের বচন দুদ্দুর ভুল সদায় ॥

৫. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: যাদু বিন্দু

না দেখে রূপ সিজাদ করে অন্ধ তারে কয়
রূপ দেখে সিজদা দিলে রাজি হয় খুদায় ॥

গায়াহি কলে মুল্লা দেয় মানকানাকি হাজেই আমায়
কানা বলে গাল তারে দেয় আয়াতে খুদায় ॥

শক্ত থাকিতে রতন অন্ধ কি তায় পায় দরশন
না দেখে সেজদা দেয় যে জন সেউত তেমনি প্রায় ॥

রূপ দেখে বন্দেগি ফরমায়ছেন আগে খোদায়
অহুয়া মায়াকুম দেখ নজির দেখা যায় ॥

মনে প্রাণে হয় যদি বিশ্বাস তবে কর তাহার আস
তরকো করলে ফক্কায় পাড়বে সকল কল্প নাস

যাদু বিন্দু বেটা বুদ্ধি মুটা কুবির কে চিনতে নারে ॥

৬. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: যাদু বিন্দু

খুঁজলে তাই মেলে আপন দেহো মুন্দিরে
জগৎ পিতা কচ্ছে কথা মিস্টতা মধুর সুরে ॥

লোকেবুড়ি যানেন বিলাক্খন
তারে পায়না দরশন
আকার শূন্য জগৎ মানলা যোগতের জীবন
নাভি পদ্মে হঠতী পাইনা গোতি পোলোকে প্রলায় করে ॥

আগন তত্ত্ব ককো আপনি চেতন দিবা রজেনী,
তবে যদি দয়া করে সেই গুন মোনি
তারে ধরবারে আশা করণ অধর নিধি নাম ধরে ॥

তোরা শোনগো ললিতে
সেমকে সিগগির বল খেতে মিছে
কেন পার ঘাটে বেড়াচ্ছে ঘুরে
যাদু বিন্দুর পতি করো হে গোতি কহে কুবির গোস্বামি ॥

৭. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: যাদু বিন্দু

কাজ কি সোকি ফাঁকা ফাঁকি মিছে বদনামি
পারের সোনায় কাল কেটে যায়
বেসে বুজে দেকলাম আমি ॥

শ্যাম যদি সোহোজে না খায় ঘোল চালো মা তায়
চন্দ্রাবলির রাজ দুয়ারে শ্যামকে রেখে আয়
দেকলে পরে ঘৃন্না কোরে বুক চির উঠে বসি ॥

কানায় লাল ভুয়ে জামি কোসে ঠাস দিয়ি
চন্দ্রাবলি বিজ বুনেছে সুভা যোগ পেয়ে
আমি কোরবনা আর পাড়া পাড়ি ইচতফা করলাম জমি ॥

রোন ইট থালে অউলংগিনি শিব সিমান তিনি
কোরে ধরে আমি উলংগিনা পা দিল পোতির বুকে
বিন্দেগা আজ বলি তোরে এসেছি যাবোনা ফিরে
কোমালিনির চোরণ ধরে দেখবো নোড় চড়ে
যাদু বিন্দুর পতি করহে গতি কহে কুবির গোস্বামি ॥

৮. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: যাদু বিন্দু

নারীর অন্তরে গোরল ভরা সিদ্ধি কথা কয় মুখে
নারী জাতি ভারি কুপাকে ॥

বিশেষ কথা রয়না পেটে জ্বালার মোতো ফুলে ওটে
বলে সেঘাট ঘাটে সকলের নিকোটে
দিলে সিদ্ধ কথা ঘুরায়ে মাথা হা কোরে বসে থাকে

ত্রেতা যুগে লোক্কি পতি মোহাতেজ যোগাতে খেতি
মুন্দাদরি নারী সোতী রাবোনের প্রক্তি সোতী হয়ে
পাতো বোদে বান দিল হুনু মানকে ॥

সোরল সোবাব নায় রোমণী ও বেশি কথা আমি জানি
সামাল সামাল সে নদীতে গোসায় কুবিরের বাণী
যাদু বিন্দু ঢুবে মোল হইল নাসু সন্দী ॥

৯. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

ভিষম নদী পাতাল ভেদি ত্রিবেনী জীব নামলে পরে
উটতে নারে প্রাণ মরে তোখনী ॥

তড়ক তুফান ভারি উজানে বইছে দিন রোজনী
রাগ দেখে যায় অবাক হইয়ে মোনি গন ধেনি গানি ॥

অকুল পাথার সাধাবা কার তায় বেয়ে যায় তোরনি
কোতো সাধুর ভারা যাচ্ছে মারা খায় চোরনী ॥

মোহেসেরার সাধন জোরে পার হয়ে গেছেন তিনি
সেই নোদীতে নয়ন দিয়া করতেছি হরির ধনী ॥

খলিলের কাবায় কি কখন আল্লাজী কে পাই দেখিতে
আপনাকে আপনি ভুলে পশ্চিম তরফ খাড়া হইলো
দুদু কয় রুকু সেজদা দিলে খোদার দিদার কই তাহাতে ॥

১০. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

আপনাকে আপনি চিনা যাই কিসেতে
যে চিনা আল্লাহকে চিনা ফরমায় নবির হাদিসেতে ॥

রোজাকিয়া নামাজ পড়া কলেমা কি হজ্জ যাকাত দেওয়া
তাস্বিভারি পাঞ্জেগানা, নিজ পরিচয় কই তাহাতে ॥

কাবাতে নিয়ত নিরূপণ আপন করার নাই অণ্বেষণ
কালেমা আহাদ যারে কয় সেই কালাম নবীকে পড়ায়
আহাদে আহাম্মদ হয়, সে ভেদ জানাই ॥

কোন বস্তু কোন পিয়ালা, সেই উপাসল জানায় খোদা
দুদ্দু কয়ে নবী সেধে তার দাত হয় ॥

১১. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

নবী মুরিদ হয় যেথায়
জাহেরা নাইকো সে ভেদ আছে পুশিদায় ॥

নুরের ছাদরাতলে ছাদরাতুল মুন তাহা বলে,
নুরের পিয়াল দিলেন নবীকে খোদায় ॥

ফকিরি ছরাত নিজ রূপ, নবীকে দেখায়
স্বরূপ স্বরূপে রূপ স্বরূপ চক্ষুদানি হয় ॥

খোদ অঙ্গের অঙ্গিনা খানা চম্প কলি সেহি ধ্বনি
আদ্য শক্তি প্রিয়াসিনী নবী জন্ম নেয় তার শরীরে ॥

ছেতারা রূপ ছিলেন যখন বিম্বু সিন্ধু না হয় তখন
লালন আগম বচন দুদ্দু সে ভেদ বুঝ তো নারে ॥

১২. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: সংগ্রহ

নুরে গুপ্ত বারি সাই রাখিলেন ঘিরে
আদ্য নুরে অচিন মানুষ কয় যাহারে ॥

শূন্যকারে ছিলেন একা একা একেশ্বরে
আপনার শক্তির জোরে নিজ শক্তি প্রকাশ করে ॥

শির বাউ হেমন্ত যাবে কয় যোগেশ্বরী সত্য মানি হয়
স্থিতি লায় তাহার প্রলয় ছারে জাহান জন্মায় তার উদরে ॥

১৩. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

কোন নামাজে ও মুছল্লি খোদার দিদার হয়
নামাজের তস্বি ভারি দেখি যে শরায় ৷৷

শুনি এক ওয়াক্ত নামাজ হলে কাযা
৮০ হোকরা হয় গো সাজা,
৪০ বছর নামজ কাযা করেছিলেন রাছুল দয়াময় ৷৷

কিতাবে খরদ্দ জানা যায়
৪০ বছর বয়সে নবী নবুয়তী পায়,
তার আগে কোন নামাজ আদায় করেছেন রাছুল দয়াময় ৷৷

তার মাতা পিতা পুর্ব্ব পুরুষগণ
বোদ পুজা করেছিল তারাই আজীবন
কি হবে হিসাবে তখন অধীন দুদ্দু রচে তাই ৷৷

১৪. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

ঐ নামাজ আর কেমনে পড়ি
নামাজের সময় হলে কাজের জ্বালাতে মরি ৷৷

আমি মনে বড় বাঞ্জা করি মক্কায় যেয়ে নামাজ পড়ি
সেজদা দিয়ে উঠে দেখি সামনে কালির বাড়ি ৷৷

মক্কা ঘরের চতুর পাশে চারজন ইমাম আছে বসে,
তারা কেউ কেউ বলেছে বোম বোম ভোলা কেউ বলে রাম হরি ৷৷

বাহের বলে হায় কি করি তি আইনের কোনটা ধারি
যে ইমামে পড়ায় তাহার মুখে নাই দাঁড়ি ৷৷

১. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: লালন সাঁই

বাইজ নারীর ছেলে মইল একি হইল দায়
মরা ছেলের কান্না দেখে মোল্লাজি ডরায় ॥

ছেলে মল তিন দিন হইল
ছেলের বাবা এসে জন্ম নিল
বাবার জন্ম ছেলেই দেখল তাতে কি ফল হয় ॥

দাই মেরে ফইতা করে
নাপিত মেরে শুদ্ধ হইরে
মোল্লা মেরে কান্না কেটে জানাজা তাহার পড়ায় ॥

ফকির লালন বলছে এসে
মরার ঘাটে মরা ভাসে
মরায় দেখে মরা হাসে মরায় মরা ধরে খায় ॥

২. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

গন্তান শূন্য থাকে বাজে সন্তান হলে কেটে যায়
অযোগতে রতি দিলে সেই রতি কি সন্তান হয় ॥

যখন পিতা রতি দিন অযোগে পড়ে ছিলো
সেই জন্যেতে ছেলে মলো রতি দাতা পাইলো ভয় ॥

ইড়া পিঙ্গলা সুশুম্না ধারা, যোগ চিনে তুই বিন্দু ছড়া
সন্তান না হইলে কারা কে তা হারে পিতা কয় ॥

দাই বুড়ি কাটে নাড়ি, নাপিত বেটা ধোত করি
পিত্রি মোল্লা কাটলে কান্না জানাজার দরকার হয় ॥

ভেবে আমার হইলো দশা মরার ঘাটে মরা ভাসা
খোরশেদের ঘটে দুরদশা যোগ না চিনে খেওয়া বয় ॥

৩. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

শুনিলাম বাঁশি বিধিল প্রাণে
কে বাজালো মধুর কুঞ্জবনে ॥

তোর বাঁশির ধ্বনি ঝরে সদায় পানি রে
সে দিন রজনী ঐ বাঁশির সুর শুনে ॥

বলাছিলাম কেন বাঁশির সুর শুনিলাম
গংকি হইলাম ঐ বাঁশির কারণে ॥

সেই বাঁশের বাঁশি তারে বড় শশী রে
সে উদর শশী আরিফ দেওয়ানে ॥

৪. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: মোঃ হিরাজ তুল্লা

প্রেমের আগুনে মরছি পুড়ে
পিরিতি করিয়া কেন গেলা ছাড়িয়া
কি জ্বালা দিলি মোর অন্তরে ॥

মারিয়া ভুজঙ্গো তীর, কলিজা করিল চৌচির
কোন শিকারির তীর মারিলি প্রাণে তুষের অনলের মত
জ্বলছে অনল অবিরত এদুঃখ বনিব আর কারে ॥

তোর প্রেমে এতো জ্বালা একথা যায়না বলা
আর কত কাঁদাবি একেলা ছাড়িয়া ভবের মাইয়া
তবু থাকি চাইয়া, আসিবে অভাগীর বাসরে ॥

মনে ছিল কত আশা পাব বন্ধুর ভালবাসা
এই আশা ভুলিব কি করে
বাউল হীরাজ তুল্লার মনের আশা পাইলে
খোলতাম পাশা বাধিয়া রাখিতাম অন্তরে ॥

৫. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: হাসান

ভক্তের নাই ভরসা কোন আশা মুর্শিদ বিনে এই জগতে
শত জন্মের পোড়া দেহরে
আমি আছি তোমার আসার পথে ॥

আহাদেরী পর্দাদিয়া রয়েছ গোপনেতে
আহাম্মদের অজুদ পাইয়া রে
তোমার গোপন রূপ হয় মিম সুরাতে ॥

আলিফেরি নুক্তা গেলরে হরফের নীচেতে
মীমের উপর সাকিন পাইলরে
ভবে মানুষ ছুরাত হইল তাতে ॥

লামের অংশ জাতি নুরে আসেক হইয়া ওজবাতে
আলিফের পাও লামের মাথায় রে
তাতে সেজদা হয় নফি এজবাতে ॥

খোদ নুরে আদমের কায়া জন্মমরণ নাই যাতে
ইস্রইল শা কায়া ধারিরে হাসান কয় জাতি ও ছেফাতে ॥

৬. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

গুরু বলে উঠ কোলে
এসরে যাদু বাচা পড়াবি যদি প্রেম স্কুলে ॥

তোমার বলতে না রাখিয়া গুরু পদে সব সুপি য়ো
স্বরূপে রূপ মিশাইয়া থাক তুমি কৌতুহলে ॥

এমতি হইলে পরে চলে যাবে ভব পারে
মনি যদি গিল্লদ পড়ে নিবে নারে গুরুতুলে ॥

থাকিলে বিষয় বাসনা গুরু কুলে আর এসনা
খোরশেদ আলম কুল পেলোনা আজিজ শার চরণ ভুলে ॥

৭. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: মোঃ হিরাজ তুল্লা

একসাথী হারা পাখি ও বন্ধু
যায়া ভুবনে তোমারি কারণে একলা গৃহে থাকি ৷৷

স্বপন নিশি জাগরণে
ছবি শুধু আখি
আতের কালে তোমায় কাছে পেলে করতাম শুধু মাখামাখি ৷৷

আশা দিয়া মোরে থাক কেন দুরে সরে
বুঝি নাই তোমার চালাকি
আমার আশা মনে রইল বন্ধু ফিরে নাহি এলো
বন্ধু শুনিলে কয় কলংকি ৷৷

কারো লাগিয়া পাগল সাজিয়া
পুড়িয়া করলাম মাটি
মরণকালে দেখে যাইও মনে চাইলে হিরাজ তুল্লার জীবন যেতে বাকি ৷৷

৮. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: মোঃ হিরাজ তুল্লা

জানিনারে বন্ধু কেন মন তোমাকে চায়
গোলাপ ফুলে গন্ধ পেবো ভ্রমরা গান গায় ৷৷

ফুলের ঘ্রাণে আহরণে, ছুটে যাই ভ্রমর
প্রেম পান করিলে ভ্রমর হয় অমর
ওসে শূন্য আমার অন্তর করি কি উপায় ৷৷

ও নানান ফুলের মধু পেলে ভ্রমরা পাগল
ফুলের মধু শোকাইলে সুধা হয় গরল রে
মধু বলে গরল খেলে অকালে প্রাণ যায় ৷৷

ও তুমি বিনে, এ জীবনে, সবি অন্ধকার
এ জীবনে না পাইলে মলে কি দরকার
হিরাজ তুল্লা রাখবে তোমার রিদয়ের কোনায় ৷৷

৯. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

সেই দিন সাধ মিটবে চষে
ডাকিনী যোগিনী দুজন থাকবে যখন তোমার বসে ॥

কাম ক্রোধ সাড় দুটি কানা লোভ মোহ খুড়া দুই জনা রয় দুই পাশে
এদ মাশ্চার্য্য আলসে কুলে মাটি খোড়ে জাগায় বসে ॥

গুরুতে না থাকলে গলদ, ষাড় হয়ে যায় আস্ত বলদ চুবনি কৈ সে
নাকেতে পড়ে যাইনা কাল, হইয়া বেহাল হারায় দিশে ॥

যে করে গুরু সঙ্গ থাকে না তার মন মাতঙ্গ রোভ যায় ধোষে
কয় আজিজ শা খোরশেদ চাষা, চষতে থাক রাত দিবসে ॥

১০. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

গুরু চিনবো কি মতে আদ্য চন্দ্র রয় কিরূপেতে
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আছে কিকি নামেতে ॥

আদ্য চন্দ্র মস্তক হতে গেলে পদদয় চব্বিশ ঘণ্টায় চন্দ্র কোথায় রয়
চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশ চন্দ্র রয় কি ভাবেতে ॥

কানা খোড়া আতুর লোলা হইতে সন্তান কেমনে পাব পরিত্রাণ
বল কোথায় থাকলে চন্দ্রের স্থান যাবে ফলাতে ॥

দয়া করে বল মোরে নিগুঢ় চন্দ্র ভেদ
আশায় বসে রয় খোরশেদ
বলে ঘুচাও মনেরি খেদ সেই বেধি হইতে ॥

৯.

সুভাগঞ্জ আমার কবে হবে চাঁদ আসিয়া আমার করে নিবে ॥ র বল কিছুতেই তো নয় কেমনে সেই পারে যাই দিচ্ছি দোহায় অপার ভেবে ॥ পবন নামটি তোমার তাই শুনে বল হইগো আমার ভাবি এই পাপির ভার

সেবি নিবে ॥ পদে ভক্তি হিনো হ হয়ে রইলাম চিরদিন বনেকি করিতে এলাম ভবে

১১. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: লালন সাঁই

শহরের ষোল জনা বোম্বাটে
করিয়ে পাগল পারা তারায় নিল সব লুটে ॥

রাজ্যের স্বর রাজা যিনি, চোরের শিরমনি
নালিশ করিব আমি কোনখানে কার নিকটে ॥

ছয়জনা ধনী ছিল তারা সব ফতুর হলো
কারবারে ভঙ্গি দিল কোখন যেন যাই ওঠে ॥

ছিল ধন মান নামার খালি ঘর দেখি জমায়
লালন কয় খাজনা রিদয় কখন যেন যাই লাঠে ॥

১২. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: মতলেব সাঁই

কলা গাছের কস লেগেছে সাদা কাপুড়েতে
সাবান দিলে ওঠে না কস কাপুড় দিব ধুপা বাড়িতে ॥

আমি জান্তাম যদি হইগো এমন বাজারে যেতাম না কখন
কিনে খেতাম মনের মতন যেয়ে ঐ বাজারেতে ॥

চাপা সরপি কলা ছিল, সরপি কলা আর ভাত
ঠোটের গুন ভাই জ্বানা পেপ আর বাইশ ছড়াতে ॥

মতলেব কান্দে জারে জারে তুরাফ সাইজির চরণ ধরে
চেনা চুর যায় বাহার মেরে আর বিচে কলাতে ॥

১৩. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

দয়াল মুর্শিদ আমি তোমার প্রেমের যোগ্য নই
তোমার প্রেমের যোগ্য হলে হালে কি আমি রই ॥

কোন প্রেমেরী কোন ভাবধারা হলনা নির্ণয় করা
তোমার প্রেমে কেমনে মজে রই
জেনে শুনে প্রেম করিলে তোমার প্রেমে হইতাম জই ॥

যুগ যুগান্ত রাধা রানী কত কষ্ট করেন
তিনি বুঝিতনা প্রাণ গোবিন্দ বৈ
কৃষ্ণ হলো ব্রজ ছাড়া তবু রাধা ভুল লো কই ॥

মা ফাতেমা দিনের নবী প্রেম করিল কেমনে ভাবি
ঐ প্রেম দয়াল আমার হইল কই
খোরশেদ ভনে সে প্রেম জেনে সর্বদায় যেন মেতেরই ॥

১৪. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

কি সুখে বাস কর দয়াল আমি জান্তে কি পারি
তোমার সুখে সুখি হইয়া থাকতে চায় জনম ভরি ॥

বল বল তোমারি কুশল
তোমার কুশল শুনলে আমার জীবন হয় সুফল
আমারো শেষ পারের সম্বল তুমি যে দয়াল হরি ॥

চাইনা দয়াল টাকা আর কড়ি
আমি যেন হইনা দয়াল তোমার নামের ভিক্ষারি
আমি যেন হতে পারি শেষ পারেরও কান্ডারি ॥

ধন্য হবে মানব জনম
তোমার পারনা করতে পারলে দয়াল পাইব সরম
এই ভাবনায় খোরশেদ আলম দিন করিল আখেরী ॥

১. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

আমার সোনার বাংলারে, রবি ঠাকুরের বাংলা
কবি নজরুলের বাংলা, লালন হাছনের বাংলা সোনার
বাংলারে ॥

যে বাংলাতে ঢোল কাশি আর ডুগি একতারায়
কাশি বাঁশি দোতরাতে বাউল নেচে যায়
সেই বাংলাতে জন্ম আমার মা বাংলারে ॥

যে বাংলাতে গায়ের বোধু মল বাজিয়ে পায়
সকাল সাঝে নদির ঘাটে জল ভরিতে যায়
সেই বাংলাতে জন্ম আমার ভাষা বাংলারে ॥

যে বাংলা তে ধান পাট আর উচতে পটল কলা,
ছুলা মুসোরি গোম ফেশারি আরো জন্মায় মুলা
আমার তাই খাইয়া বেঁচে থাকি বাংলা দেশিরে ॥

২. আকবর সাঁই
গীতিকার: গোসাই জুড়ন

মানুষ ভগবান জান তার বিধান কর উপাসনা হয়ে নিষ্ট মন
মানুষও রতন করিলে যতন হবি মিহাজন এড়াবি সমন ॥

মানুষের হাট মানুষের বাজার মানুষে করে মানুষের সংহার
মানুষে বাঁচায় মানুষের জীবন মানুষ হয়ে কর মানুষের সন্ধান ॥

মাতা পিতা জন্ব তারাও মানুষ
ব্রক্ষা বিষ্ণু শিব তারাও তো মানুষ
গৌর নিতাই রাধা কৃষ্ণ মানুষ, মানুষ হয়ে কর মানুষের ভজন ॥

গোসাই জুড়ন বলে শোন রজব নাথ
ব্াঁচা মারা কেবল মানুষের হাত
মানুষে খায় মানুষের প্রসাদ মানুষ হয়ে ভজ মানুষের চরণ ॥

৩. আকবর সাঁই
গীতিকার: গোসাই জুড়ন

আপনার অমনি চিনব বলে ফকির খাতায় লিখলাম নাম
জাত মজালাম কুল মজালাম হোল না কোন কাম ॥

সদয় বলি আমি আমারে চিনি না আমি
আমি বলতে অন্তর্যামী বেক্ত চরাচর
আমি পৃথিবীর ভার করবো হরণ,
বহুরূপ করেছি হরণ
আমার নাইকো জন্ম মরণ অবিনাশি আমার নাম ॥

আমি বলতে পরমআত্মা
ইথুল রূপে কই কথা বাত্তারা
সাকার রূপে জগত কত্তা আমি সারাত সার
আমি থাকি সর্ব ঘটে কিবা সর্বজিত
কিবা ঘটে আমারে চিনিনা মোটে কিশে পুরবে মনোষ কাম ॥

গোসাই জুড়ন কৃপা করে
উদয় হলেন গয়েশপুরে
বহু লোককে শিষ্য করে চেতাইলো নাম
যতো সব জুয়া চোর জুটে গুরুর খাস ভান্ডার নিচ্ছে লুটে
চাউল পয়সা খাচ্ছ খুটে নিয়ে তারক বক্ষা নাম ॥

৪. আকবর সাঁই
গীতিকার: নজরুল

চিরদিন কারো সমান নাহি যাই ॥
আজকে যে ভাই রাজা ছিল কালসে ভিক্ষা চায় ॥

অবতার শ্রীরাম চন্দ্র যে জানকির প্রতি
রাবনও করিলো তারে যে আশেষ ও দুর গতি
অনলে পুড়িলো না সীতা কপালের লিখন কে খন্ডায় ॥

পঞ্চ পানডোব স্বামীও যার সকা কৃষ্ণ ভগবান
দুঃশাসন করিলো তারে
দ্রপদি হয় অপমান পুত্র তাহার হতে হোল জোদুপতি যার সহায় ॥

দানবির হবিশ চন্দ্র রাজ্য দান করিয়া
শেষ হইলো সমান রক্ষি লুবিলো চন্ডাল
যে ভগবানের বুকে পায়ে লাথি কপালের লিখন নজরুল কয় ।

৫. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

মন আমার ছড়িয়ে পোল টপ করে
গুছিয়ে গাছিয়ে কাছিয়ে আনি জড় হয়না একবারে ॥

আমার মনে কত কথা কয়,
কখন রাজা কখন প্রজা কখন সাধু হয়,
কখনও যাই গইয়া কাশি কখন দিল্লি লাহরে ॥

আমার মনে কতো কিছু কয়
ভাঙ্গা ঘরে শুয়ে থাকি ছিড়া বিছানায়
আমি সপনে খাই মিচরি ওলা শূন্যেতে আছাড় মারে ॥

আমি কানা আমার স্বভাব যে কানা
তারক বলে এবার আসি ধম্ম চিনলাম না,
তিন কানাতে যুক্তি করে আমারে ফেলায় ফেরে ॥

৬. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

নারী হব এবার মলে
নারী কথায় কথায় মান করে ওভিমান
নারী অপমান যৌবনগেলে ॥

চকরিনি বাবুর আদরিনি হব
কথায় কথায় নাথকে উঠাব বসাব
দাস দাসী নেব পালকি মেরে
যার এক পাও যাব না হেটে মলে ॥

স্বর্ণ অলংকার তেজ্য করে পরণে পরিব ঝুমক ধেড়ি
দুই হাতেতে লাগাইব ডাইমল কাটা চুড়ি
গরদের নেব চুল বান্দা দড়ি
খুপা সাজাব গোলক ফুলে ॥

নিল কণ্ঠ বলে ওহে বোজ্যেরশরী
নারী পদ মোরা মস্তকে ধরি
নারীর কথায় ২ মান করে ওভিমান
নারী অপমান যৌবন গেলে ॥

৭. আকবর সাঁই
গীতিকার: শিবু চাঁদ

নিসার ঘোরে কুল মজায়ে উবিঝাপ আর মেরনা
ফকিরি অন্দাজে হয় না ॥

কত রাজার বেটা ধরে জটা যেন দেগি তে খোজ নেলনা,
জানলে নিজের জম্ম সত্ত্বা দেহে কত্তা বিদেশেতে ঘুরতে হয় না ॥

গীতা কুরান বাইবেল বিধান খুঁজে মনের ঘোর গেলনা
হাওয়ার ঘরে থাকলে চেতন পায় সে রতন সেতো কভু হাইর মানে না ॥

দেহের ভিতর পরম মানুষ তার সঙ্গে প্রেম হোলনা
শিবু চাঁদ কয় রসের ধনি অধা ওংগিনি
মন্টু হোল জম্ম কানা ॥

৮. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

ভাটা পড়ে বেগবতী নদী হারায়েছে মান
সেই নদীতে চলে না আর পানসি ডিঙ্গাখান
বুক ভরা তার জল দেখিয়ে জুড়িয়ে যেত প্রাণ
সেই নদীতে চলে না আ পানসি ডিঙ্গাখান ॥

যে নদীর তীরে কাকি শিদ্ধেরশ্বরি মঠ
সেই নদীর তীরে জমে নলডাঙ্গার হাট
সেই নদীর তীরে রাজবাড়ি আর শিববাড়ির শ্বশান ॥

রাজা শাশী ভুষণ রায় বাহাদুর সঙ্গে রানীমার,
নৌ বিহারে যাইতো তারা চড়ে ইস্টিমার
আজ সেই নদীতে সবুজ ফসল ফলায় যে কৃষাণ ॥

সাজের বেলা শ্যামলা মেয়ে নুপুর পরে পায়
কলসি কাকে জল ভরিতে যাইতো জল ঘাটায়
বাউরি বাতাশ শুনিতো তার জল ভরণের গান ॥

৯. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

ও দরদের মুর্শিদ গো আমার এতো ভাল রেখছো শান্তিতে
আমার নয়ন জলে হইলো নদী কান্দিতে কান্দিতে ॥

সকাল বেলা হইলো মুরশিদ আমার সন্ধ্যা কাল
আসায় করে যে ডাল ধরি ভাঙ্গিল সেই ডাল
আমার আসার বাসা ভেঙ্গে গেছে কাল বৈশাকির ঝড়েতে ॥

ভাদ্র মাসে নাই বরষা শুকাইল গাঙ
বসন্তে না শুনি মুরশিদ কোকিলার গান,
ফুটিতে ফুল ঝরে মুকুল সেমল বিন্দু শলিতে ॥

কাঁন্দাও যত কাঁদব ততো যতো খুশি পার
কাঁদায়ে সুক পাও যদি গো কাদাও যতো পার
ভুলার এই নিবেদন তোমার চরণ ভুলিনা ভুল ভান্তিতে ॥

১০. আকবর সাঁই
গীতিকার: গোসাই হরি

কি দিয়ে পুজিবো গো মা ঐ রাঙ্গা চরণ দুখানি
আমার ভক্তি হীন অন্তর পাষন্ডি পামর নিজ গুনে কৃপা কর মা জননী ॥

মাতোর হাতে অসি মুন্ড মালা চরণ তলে পাগলা ভুলা
ঐ রূপ দেখ মরি ভেবে মা তুই কালি রূপে কাল পাসনি ॥

রক্ত জবা ফুল চরণে দুলিছে লোলো জিবা রুধিরে ভরিছে
মাথায় আওলা কেশ ওলোংগিনি বেশ ভক্তোগণের সংকট নাশিনি ॥

গোসাই হরি চরণের বাক্য ঠেলে হাজারি তুই যাসনে ভুলে
ছিষ্টি থিতি প্রলয় কালে মা দিয়াছো শত অভয় বাণী ॥

১১. আকবর সাঁই
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

নবীর কালাম পড় লিহাজ কর
রোজ হাসরে দুঃখের সাগরে নবী বিনে কারো নাই নিচাতারও ॥

নবীর কালাম আল্লার কালাম যাহাতে ফুরকান প্রচার
১৪ সেজদা তাহার মাঝার ফরমাই নবী ছরোয়ারো ॥

৯০ হাজার কালাম হয়, এক বিসমিল্লায় তামাম হয়
কুলহু আল্লা তিনবার বলায় কোরান তামাম হয় তাহারো ॥

আল্লাকে আপনি চিনলে না নবীর কালাম কই হয় মানা
বে নামাজি হয় ঐ জনা দুদু বেমাগে ফের ॥

১২. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

তুমি দেখা দিও আমার মরণ কালে পরাণ বন্ধুরে
তোমার প্রথম দেখা ঐনা নদীর কু পরাণ বন্ধুরে ॥

বন্ধুরে ফাগুন মাসের মুন্দা হাওয়ার
আমার পরাণ গৃহে নায়র
কি করি কি একা গৃহ বাসে যদি বন্ধুর দেখা পাও
আমার খবর তারে তারে জানাও তুই বিনে সে মরিলো অকালে ॥

ও বন্ধুরে এখন আমার যৌবনকাল রসে করে টলোমল
কোকিল ডাকে ঐনা গাছের ডালে,
ককিলের কণ্ঠ স্বরে হৃদ মাঝারে আগুন ধরে
এই আগুন নিভেনাতো কান্দি বিরলে ॥

ও বন্ধুরে তারে না দেখিয়া ছিলাম ভাল দেখিয়া কি জ্বালা হোল
সদয় প্রাণ শান্ত হয় না মোটে
আমার মন কেমেরায় ফটোদিয়া জ্ঞান কেমেরাই উঠাইয়া
রেখেছি আমার রিদ কমলে ॥

ও বন্ধুরে একলা ঘরে শুয়ে থাকি
থেকে চুমকে উঠি ঘুম আসে না আমার এ দুই চোখে
ভবে কতো জনার ঘটেছে তায়,
সে ছাড়া কেউ বুঝিবে আকবর মলে দুঃখ যাবে চলে
পরাণ বন্ধুরে ॥

১৩. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

ভাব সাগরে ভাবের মানুষ বসে আছে ভাব ধরে,
খুজদে গেলে কই বা মিলে আওয়াজ বুঝে লও ধরে ॥

ভাবে আসে ভাবে বসে ভাবে দেখে ভাবে লেখে
আন কথা তার নাইরে মুখে আল জবানে বেদ পড়ে ॥

পঞ্চভাব তার রিদয় গাঁথা ভাব ছাড়া সে কয় না কথা
ভাবের মানুষ আলেক লতা আল জাবনে বেদ পড়ে ॥

জ্যোতি বিদ্যা মহত আনা থাকতে দেহে ভাব হবে না
ভরারে তোর স্বভাব কানা রইলি রে কোলের ঘোরে ॥

১৪. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

একি আমার হইলো জ্বালা
ভ্যান রিকসা সাইকেলের জ্বালায় রাস্তা ঘাটে যাইনা চলা ॥

সামনে রিকশা পিছনে ভ্যান ডানি বাই সাইকেল থাকেনা জ্ঞান
আবার মটর সাইকেল ভট ভট করে সিএনজি এসে মারে ঠেলা ॥

মটর সাইকেল ভ্যান গরুর গাড়ি অটো রিকশা
ইসক্রুটার ট্রাক বাস চলে সারি পায়ে হাটার বড় জ্বালা ॥

শুকুর বলে আকবর আলি এসব কথা তোমায় বলি
কত লোক মরে গাড়ি তলি আমি জানি কেমন জ্বালা ॥

১৫. আকবর সাঁই
গীতিকার: সাধক বোলি

আড়োল বেকা নদীর জল বেধে রাখা সাধ্যকার
বাধাল দিলে বাধ মানেনা গড়ি যায় গড়াই নদী ভিতর ॥

সেই জলেতে এতো জোর ধরে
কতো নির পয়গোম বর অলি আওলিয়া বেড়াচ্ছে ঘুরে
কার বা এমন সাধ্য আছে কে বান্ধে জলে জুয়ার ॥

বমার একদিন খেলিল মদন কাম জাতে আস্তির হয়ে
সইতে পারে না মদনের বিক্রম শেষে
নিজের মেয়ে সন্ধাকে ধরে তার সঙ্গে করলো সিঙ্গার ॥

সাই ইকরাম বলে কাজেম এরে
ঐ জুয়ার জলমে বাঁধতে পারে
মহা সাধক বোলি তারে এই জগতের পর ॥

১৬. আকবর সাঁই
গীতিকার: আকবর সাঁই

বাংলা সম্রাট শ্রেষ্ট বাউল কুষ্টিয়া দরবেশ লালন
হায়াতোল মোরছাল্লিনে তিনি অলি চিসতিয়ায় ভজন সাধন ॥

জন্ম তোমার হরিষপুরে কেউ বলে অনন্তপুরে
গ্রাম ছেড়ে যাও অনেক দুরে ছেওড়িয়া কর গমন ॥

সিরাজ সাইজি হলেন গুরু ধর্ম শিক্ষা করলেন শুরু
এবার সে কল্প তরু যে জনা রাখে স্মরণ ॥

ইউনুচ কয় সাই বকশের চরণ কি দিয়ে করবো পুজন
ফুট লো না জ্ঞানের নয়ন জনম গেল অকারণ ॥

১. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশোদ আলম

বল পতি চাষেতে বীজনা বুনে থাকি কি মতে
আমি চষতে বীজবুনা পারিনা ঠেকাতে ॥

কৃষক স্বামী স্ত্রী জমি কোরানেতে কয়
আমার জানতে ইচ্ছা হয়
আবাদে ইবাদত হয় কোন যোগের ধারাতে ॥

জীব আত্মা মহাপাপ হয়
জগত স্বামী হইলাম ক্ষুণে আসামি
এখন বল বাঁচি আমি কোন পদ্ধতিতে ॥

চাষ করিব বীজ বুনিব শুভ যোগেতে
সে যোগ চিনবো কি মতে
খোরশোদ বলে সে যোগে পেলে যাব ফলাতে ॥

২. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশোদ আলম

ও তোমার কোনরূপ ধরে বর্তমান করিব সাধন
আগের মত নাই তেমনি গো গুরুজি তোমার রূপ যৌবন ॥

যে রূপ ছিলে যৌবন কালে রাখিয়া মোর দ্বিদলে করিতাম স্মরণ
এখন তোমার রূপ দেখিলে গো
আগের রূপ হয়না স্মরণ ॥

এরূপ দেখলে সে রূপ ভুলি
সেই রূপ দেখলে এরূপ ভুলি কি করি এখন
দোটানাতে পড়ে এখন গো কোন রূপ হয়না নিরূপণ ॥

কলুর বলদের মত ঘুরি হয়ে জ্ঞান হত
এ বিশ্ব ভুবন তোমার অপ্রাকৃত রূপ দেখাইয়া গো
খোরাশেদের জুড়াও এ জীবন ॥

৩. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশোদ আলম

ভুলিয়া গিয়াছে পূর্বের বিবারণ
এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে দুইজনার ছিল একতন ॥

না হইতে বিশাল বিশ্ব হই নাই কেও গুরু শিষ্য
তোমায় সৃষ্টি করে আমি হয়ে গেলাম অদৃশ্য
পেয়ে তুমি বিশাল বিশ্ব মাইয়ার মোহে হইলে নিঃস
আমায় পেতে হও শিষ্য দাষ্য পানায় রও মগন ॥

গুরুরূপে একাম তাইতে গৌরবের নাই সীমানা
আমায় পেতে কতই তুমি করতেছ দাষ্য পানা
আছে আমার দুটি অঙ্গ অন্তর অঙ্গ বহির অঙ্গ
নিলানিত্ব এই প্রসঙ্গে বুঝলে ধন্য তার জীবন ॥

যার যার ভাগ্যে সেই সেই যদি না করে পরিতন
স্রষ্টার বিধান ভাঙ্গেনা রে এটায় তার নিয়ম কানন
শিক্ষা পেয়ে শিষ্য গুরু এই নিলা হইল শুরু
নিত্ত বলায় পরম গুরু নিলায় খোরশেদ কয় বচন ॥

৪. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: আজিজ শাহ

মিলবে কিরে সেই চরণ তোর এই কাপালে
মিলতে পারে সকল চরণ আচরণ তোর ঠিক হইলে ॥

চারি প্রকার হইল চরণ শ্রীচরণ আর যুগল চরণ
রাঙ্গ চরণ অভয় চরণ দেখ চক্ষু মেলে
কোন চরণের কোন ভাবধারা জানতে পারি নিষ্ঠা হলে
॥

চরণ হয় সুন্দর বদন যে ফুটালো দিবা নয়ন
দেখতে হলে যাও ত্রিবেণীর ঘাট দ্বিদলে
একই বীজে পন্ড মুর্ত্তি দেখায় দেখবি কি কও কৌশলে
॥

যখন গুরু রয় যুগলে চরণ বিন্দু যদি গলে
খুদি ছেড়ে বেখুদি তারে মেলে
আত্মায় আত্মায় হয়রে মিলন অমর হয় সে ভুমন্ডলে
॥

রাঙা চরণ কিভাবধারা যেমন স্বরূপে রূপ গিল্ট করা
পেল ভরে নিষ্ঠা যারা ভক্তি বলে
চুনেরী রং হলুদে খায় হলদির রং চুন খেয়ে ফেলে ॥

দান করিলে অভয় চরণ, তখন আর হবেনা মরণ
ওযা ভয় নাই আর করগারেরণ কৌতুহলে
আজিজ শা কয় থোরে প্রাপ্তি খোরশেদের কি চাইলে
মেলে ॥

৫. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশোদ আলম

তুমি কি জবাব দিবে তার
লক্ষ লক্ষ বীজ বুনেছি ফলল কই আমার ॥

একগুণ রোপে চৌগুণের আশায়
চৌগুণ পেলে খুশি থাকে যত কৃষ্ণ ক ভাই
জমিতে যা ফসল ফলায় চালায় সে কারবার ॥

যত বীজ বুনেছি জমিতে
ততো ফসল তুমি কি মোর পেরেছ দিতে
পারবে কি তার হিসাব দিতে যদি চায় বিচার ॥

এক লক্ষ মাল রাখলাম গুদাম,
কিছুদিন পর এসে দেখি সবই যাই কুমে
দুই একটা রয় ঘরের খামে বাদ বাকি উজাড় ॥

আমার জমি চষে আমি
খোরশেদ বলে তোমার হলে হিসাব দাও তুমি
তুমি কি ভাবছ কি তুমি কাহার এন্তেজার ॥

৬. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশোদ আলম

আর কেন্দন তুমি আমার লাগিয়া (গো:)
শোন বলি রাই অবলা তুমারী বুকের জ্বালা
মিটাইবে চিকন কালা কোলে বসাইয়া ॥

তোমারী যৌবন কমল রসে করে টলমল
হরে নিল মনবল মরছি মরছি দোকদিয়া
আমারি মনেরি আশা পাইলে খেলতাম পাশা
ভালবাসার প্রেম ছিকলে রাখ তুমি বান্ধিয়া ॥

আমি বসন্তেরী কোকিল কালের সঙ্গে রাখি মিল
কালে কালে ডাকি আমি ডালে বসিয়া
আমি হইলে ভ্রমরা ফুলের মধু থাকলে ভরা
ক্ষুধা নিবারণ করা মধু খাওয়াইয়া গো ॥

তুমি মুখে কওনা অন্তরে দেখিব যাচাই করে
থাক আমার গলা ধরে ও প্রাণ প্রিয়া
খোরশেদ আলম কয় রাধ কৃষ্ণের প্রেমে ছিল বাধা
এখন কেন কর দ্বিধা আমার দেখিয়া ॥ (গো)

৭. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: মোঃ হিরাজ তুল্লা

প্রিয়া স্বাধ মিটাবো দেখিয়া
আজ কেন বারে বার মনে চায় দেখিবার
ক্ষণেক দাড়াও দেখি চায় চাইয়া ॥

ভেবেছিলাম অন্তরে জন্ম জন্মান্তরে
রাখিব তোমারে রিদয় বাসরে
তবু যদি চলে যাও একটি বারে কইয়া যাও
আবার কি আসিবে ফিরিয়া ॥

দিব না কো বাধা অভাগিনী রাধা
তবু নামের মালা রেখেছে গাথিয়া
সেই মালা নিয়ে যাও রূপের স্মৃতি দিয়ে যাও
একা থাকিব কিনিয়া ॥

দেখার যদি জাগে স্বাদ ওগো প্রিয়া
সাধ মিটাব ঐ ছবি বুকে নিয়া
তবু করিব মনে আছি তোমার সনে
মালেক কে দেখবে আসিয়া ॥

৮. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: আজিজ শাহ

এমন সঙ্গিনী কয় জনার জোটে
গুরুর গুনে আসে ভক্ত মায়ের গুনে যায় ছুটে ॥

শিক্ষা দীক্ষা নিতে ভক্তগণ
গুরুর কাছে আসে তারা বসে গো যখন
গুরু মায়ের মুখের বচন শুনলে তারা যায় উঠে ॥

গুরুর প্রতি গুরুমার সন্দ,
ভক্ত মেয়ে বসলে কাছে বাঁধায় গো দ্বন্দ্ব
এমনি ভাবে নিরানন্দ প্রতি নিয়ত ঘটে ॥

যেভাবে সকলি অসতী
সে ছাড়া আর এই জগতে নাই কেহ সতী
এমনি তাহার মতিগতি কয় কথা অতি শটে ॥

আজিজ শা কয় খোরশেদ ভক্ত
তোমার কিন্তু ঘটিতেছে আমারী মত
অসতীর আনলে সতীত্ব মরা গাছে ফুল ফোটে ॥

৯. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: মোঃ হিরাজ তুল্লা

কেমনে ভুলে যাব বল বাঁশি যারে
যদিওনা আমি তবু ভালবাসি
পিসে করনা দুষ ছলনা যে করে ॥

প্রথম হলে পরিচয় তারে কি আর ভুলা যায়
বলুক লোকে যে যা কয় যার যা মনে
তুমি যদি ভুলে যাও আমারে ব্যাথা দাও
আমি ভুলিনি তোমায় রাখিব অন্তরে ॥

তোমার পিরিতেরি বেদনা তুমি কি আর বোঝনা
এনা জ্বালা যন্ত্রণা সইব কেমনে
আমার দিন গেল কান্তি, না পাইলাম শান্তি
বিদায়ের বেলা আমি পাই যেন তোমারে ॥

যেই ব্যাথা আমার মনে বুঝাব কেমনে
ঝাবি রাত দিনে তোমার পিরিতের বেদন
রামের ভক্ত ছিল বীর হুনুমান বল
নমুনা দেখাইলে তাহার বক্ষ চিরে ॥

খাদেমেরি এই আশা হয় যেন মিমাংশা
বলি তোমার খোলসা রাইখ চরণে
বন্ধু বান্ধব লইয়ে যাইব যেদিন ওপারে
দয়া করে প্রাণ বন্ধু তুমি সঙ্গে নিও মোরে ॥

১০. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

চতুর দিকে রেখ সবে কড়া পাহাড়া
সে যেননা আসে আমি যখন যাই মারা ॥

এসে লাশেরী পাশে নয়নেরী জল যদি তাহার বুক ভাসে
চেতন হয়ে উঠব বসে দেখলে জল ঝরা ॥

খোরশেদ দিলে মোরে ডাক
মরে কেমনে থাকব পড়ে উঠে বলতে হবে বাক
থাক পড়ে বিধান পড়ে থাক সে মোর অধরা ॥

খোরশেদ কয় তরিকার ভাই
তোদের ছেড়ে আমি যখন হইব বিদায়
মতলেব সায়ের নাম মন্ত্রটাই কর্ণে দিস তোরা ॥

১১. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

বাসর ঘর সাজাও নিধু বনে
ও রায় কিশোরী লো আজ আমি খেলবনা পাশ তোমারী সনে ॥

গোষ্ঠেতে যাইব ভোরে আসব সন্ধ্যার পরে
প্রাণ ভরিয়া খেলব পাশা তোমারী সনে ॥

সখিগণদের সঙ্গে নিয়া বাসর ঘর সাজাইয়া
বনের বন ফুল তুলিয়া রাখিও যতনে ॥

আতর ও গোলাপ চন্দন রেখ করে যতনে
খেলবে খেলা খোরশেদ আলম তোমারী সনে ॥

১২. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

যেই জনা জানেনা ভবে চন্দ্রের বিবারণ
যে জানেনা চন্দ্র কথা তাহার জনম হবে বৃথা
মানব প্রেমে ওতা হয় তার অকারণ ৷৷

রক্ত বীর্জ রতি মতি একি চন্দ্রের ৪ আকৃতি
লাল জরাদ ছিয়া ছবেদি এহি চার বরণ
গরল চন্দ্র সরল চন্দ্র রুহিনি আর মনি চন্দ্র
আদ্যা চন্দ্রের ঝোরে কেন্দ্র জ্যোতির কিরণ ৷৷

রতি বনে পেলে পরে দেহ পশ্চিম বন্ধের ঘরে
ছাব্বিশ বন্ধে ছয়বার রক্ত করিয়া প্রমাণ
হয় তখন বীর্জ আকৃতি বীর্জ হতে হয় গো রতি
রতি হতে হয় গো: মাত্য জোতির কিরণ ৷৷

চার চন্দ্র করলে স্তুতি আদ্যা চন্দ্রে হয় গো জ্যোতি
দেখিলে যুবক যুবতী পাবে তার লক্ষণ
বয়সে সে হইলে প্রবীণ তবু দেখতে লাগবে নবীণ
খোরশেদ আলম যাবিনে পেয়ে গুরুর চরণ ৷৷

১৩. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

সই সই বন্ধু আমার বাড়ি আসবে কবে সই
রাখছিলাম যে দুগ্ধ তার বইসা হইছে দই ৷৷

প্রাণো বন্ধুর দুধের ভান্ড হইয়া গেছে লন্ডভন্ড
ভেঙ্গে পড়ে খন্ড খন্ড নামটি যখন লই ৷৷

আয়ান ঘোষের একটাই রে বোল দধি হতে বানাবে ঘোল
আবার কথা শুনে আবোল তাবোল কেমনে ঘরে রই ৷৷

খোরশেদ আলম বলে প্যারী প্রাণো বন্ধু আমার বাড়ী
মান করিয়া রাইখ ধরি না করে হৈচৈ ৷৷

১৪. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

ডাকার মত ডাকলে পরে রইতে পারি কই
আছি তোমার অতি কোলে আগে কর নিশান সই ॥

আমার যেবা করে তারে আমি রাখি দুরে
কষ্ট পেয়ে ভোলে নারে তখন আমি তাহার হই ॥

আছি তোমার অতি কোলে ডাকছ কারে আল্লা বলে
ডাকছ কারে শব্দ করে আমি যে তোর মধ্যে রই ॥

যেজন ডাকেনা অন্তরে তার ডাকেতে রইনা দুরে
আজিজ শা কয় খোরশেদ ভেড়ে পাকা ধানে দিলি মই
॥

১৫. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

নিজ সুরোতে তৈরি খাঁচা সেই খাঁচাতে আমি রই
আমার ঘরে আমি বসে গোপনেতে কথা কই ॥

গোপন থাকার এই উদ্দেশ্য আমায় কত ভালবাস
খুঁজতে খুঁজতে হইলে নিস্ব তবে তো প্রেম হবে সই ॥

ভালবাসার ভাব জন্মায়ে খেলছি খেলা তোরে লয়ে
যদি থাক আমার হয়ে তখন আমি তাহার হই ॥

যেজন চাইনা ভক্তিভরে আমিও চইনা তাহারে
খোরশেদ চাইলে ভক্তি ভরে আজিজ রূপে খাড়া রই
॥

১৬. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

তোমার মুখেরী জবান
প্রেমেরী কারণে তুমি বানালে ইনছান ॥

মনরে নয় লক্ষ বৎসর মুকরুম বন্দেগী করিল
আদমকে সেজদা করবনা আগেই বলেছিল
লানা তালাহি আলা ইবলিস আরশেরী গায়
মুকরূমেরী জন্মের আগে কেন লেখা রয়
যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন ছব্বহান
আবার যাকে ইচ্ছা কর বাড়াও তার সম্মান ॥

প্রেমেরী কারণে তুমি বানাও ছব্বহান
বেহেস্তে ঢুকিল কেমনে বল সেই শয়তান
যার দেলেতে মোহর তুমি দিয়াছ মারিয়া
সে কেমনে চলবে তোমার বাক্য যে মানিয়া
বল এবার কেবা দুষি তুমি ইনছান
সুক্ষ্ম বিচার করতে গেলে তুমি যে বেঈমান ॥

গন্ধম খাইয়া আদম হাওয়া আসলে জগতে
মানব বাগান বল তুমি কেমনে বানাতে
নবী অলী পীর পয়গম্বর পাঠাবে ধরায়
কলমকে হুকুম করিল লিখ আরশেরী গায়
খোরশেদ আলন বলে আদম নিদুষি প্রমাণ
নইলে তুমি বল মিথ্যা জবানের কোরান ॥

১৭. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

জীব সৃষ্টি করিতে বলেছে কি জীবেতে
তবু কেন হইল আকিঞ্চন
বলগো কোন অভাবে আসিয়া
এই ভবে আসতে কি চেয়েছে কখন ॥

একা গন্ডা জাতে পার নাইকি থাকিতে
কেন হল দোষরের প্রয়োজন
থাকিলে তোমার অভাব যাকে দিয়ে করলে লাভ
সেকি তোমার হয় না মন মতন ॥

যাকে দিয়ে হয় উপকার কৃতজ্ঞতা কর স্বীকার
তারে কেমনে করতো চাও শোষণ
যার কাছে যে রই ঋণী সারা জনম যাই মানি
তাহার প্রতি হয়না উচাটন ॥

থাকলে তোমার জ্ঞান হিতাহিত উপকারের বিপরীত
শাস্তি কি আর দিতে তার কখন
যাকে চালাও সুপথে সেকি যায় গো কুপথে
খোরশেদের ঠাই বল সুবচন ॥

১৮. মোঃ হিরাজ তুল্লা
গীতিকার: খোরশেদ আলম

কেন আমার নাম রাখছ আদম
আদম শব্দের কি মরম
নিজ হস্তে পুতুল বানাইয়া ভিতরে ঢুকছে পরম ॥

তুমি আদম হইলে গুনধাম
তুমি কেন তিন হরফে রাখলে আদম নাম
কোন হরফের কিবা ও নাম বলে ভাঙ্গ মনের ভ্রম

কোন হরফে কিবা মর্ম্ম
ভেদ ঘুচাইয়া দাও গো তুমি
আমার মনের খোদ আদম হাওয়া হইকি প্রভেদ কারে
দেখতে কি রকম ॥

বাহির আর ভিতর বল নিলানৃত্য
মত্ত থাকে নিলা করে কে
খোরশেদ বলে শয়তান কাকে খাওয়াইয়া ছিল গনধম
॥

১. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই
দুদ্দু কয় আকার সাকারো
নবী চেনা হয় কামনা আগে যেয়ে
মুরশিদ ধর আওয়াল আখের জাহের বাতুন
তবেই সেই ভেদ জানতে পার ॥

আল্লার নুরে নবীর জন্ম হয়
সারে জাহান তার নুরে হয়
হাওয়াতুল মোরছাল্লিন নাম তার জিন্দা চার যুগের
উপর ॥

আংগ অংশ কলা রূপে
তিন রূপ ধরে এক রূপেতে
অংশ রূপ রয় সব ঘাটেতে বাতুনে নুর কয় যাহারো ॥

কলা রূপে মদিনাতে
জাহের হলেন তরিক দিতে
জাহেরা আর মুর্শিদাতে চিনা সুফিনা ভেদ যাহারো ॥

মুরশীদ ভজন আইন দিয়া
খাকের দেহ খাকে থুইয়া
রাসুল গেলেন উফাত হয়ে ॥

২. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

আওয়ালেতে আল্লার নুরে নবীর জন্ম কয়
আল্লা কি বস্তু আকার কর তাহার নির্ণয় ॥

শূন্যকারে একেশ্বরে ছিলে আল্লা পরয়ারে
কি রূপ তাহা নুর প্রচারে আশেক মাশেক নাই সে সুময় ॥

কোন পানিতে খাক করে মন্থন কি হয় আদমের গঠন
আদমের জান হইলো কোন বিবি হাওয়ার জন্ম কার নুরে হয় ॥

নুরের স্থিতি রয় কিসের পরে জন্মায় নবী কার উদরে
জন্মায় নবী কোন রূপ ধরে কত দিন কিসের পরে রয় ॥

আল্লার নুরে যদি নবীর জন্ম হয় তবে নবী ১৪ বিবি পাইলো কোথায়
বলো বলো সাধু মহাশয় অধীন দুদ্দু শুনতে চায় ॥

৩. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

নীরে নুরে গুপ্তবারি আল্লা রাখিলেন ঘিরে
আদ্দা নুরে অচিন মানুষ কয় যারে ॥

শূন্যকারে একেশ্বরে ছিলেন আল্লা পরয়ারে
আপনারি শক্তি জোরে নিজ শক্তি প্রকাশ করে ॥

স্থিতি বায়ু হেমন্ত যারে কয় যুগে যুগে যোগেশরী শও মনি হয়
সৃষ্টির স্থিতি লয় তাহার আশ্রায় সারাজাহান জন্মায় সেই দ্বারে ॥

খোদ অংগের খোদ অংগিনী যিনি চম্পবুনে সেই ধনী
আদ্দা শক্তি প্রিয়সীনি জন্মায় নবী স্বশরীরে ॥

ছেতারা রূপ ছিল যখন ডিম্ব সিম্বু না হয় তখন
লালন কয় আগম্বু বচন দুদ্দু সেই ভেদ বুঝতে নারে ॥

৪. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

আপনাকে আপনি চিনা যায় কিসেতে
যে চিনা আল্লাকে চেনা ফরমায় নবীর হাদিসেতে ॥

রোজা কিম্বা নামাজ পড়া কলেমা কিম্বা জাকাত দেয়া
তম্বিভারি পঞ্চবেনা বল নিজ পরিচয় কই তাহাতে ॥

কাবাতে নিয়ত নিরূপণ আপন কাবার নাই অন্বেষণ
খালিলুল্লার কাবায় কি কখন আল্লাজিরে পাই দেখিতে ॥

আব আতশ খাক বাত পানি ইহার কোন চিজে হয় কাদের গনি
আমি কোন চিজটারে আল্লা মানি, আমি আর সেকি হই এক চিজেতে ॥

আপনার আপনী ভুলে পশ্চিমতরপ খাড়া হলে
দুদ্দু কয় রুকু সেজদা দিলে খোদার দিদার কই তাইতো ॥

৫. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

আওয়ালেতে সেই নুর দেখে কাংগুরায় খোদার অংগে রয়
নীর বিন্দু খীর মন্থনে গঠিলেন সাই কাংগুরায় ॥

আদমবারি আহাদ ঘরে এক নুর দুই খন্ড করা
সেই নুরেতে ঝলক মারে পেশানিতে আব্দুল্লায় ॥

সামনে এক আরশী আসিলো আপনা রূপ আপনী হেরিলো
তার পরে নুর ঝরিলো অন্নাত রূপ সৃষ্টি হয় ॥

আব হায়াতে খাকি হইলো তাহাতে এক নুর জন্মাইলো
সেই নুরে আদম হল আদম হইতে হাওয়া হয় ॥

আব্দুল্লায় ঘরে জন্মাইলো, জন্মেয়ে গোপন ছিলো
লালন মহাগোনো পলো দুদ্দু এ ভেদ নাহি পায় ॥

৬. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

সাঁই একা শূন্যকারে রয় অনেক কষ্টে ফাতেমার পায় ॥

সাঁইয়ের এক দারি এক ছিল বারি
কাম জ্বালাতে অস্থির হয়ে যুগের অন্ধকারি
অন্ধকারে মন্থন করে পলকে নুর ঝলক দেয় ॥

সাঁইয়ে যখন নুর চলিলো রিকাপদান পাত্রে রেখেছিল
পঞ্চভাগে ভাগ করিল
তাহার সংগে খোদা খেলায় ॥

হুংকারে ডাক ছাড়িলো
ময়ুর বেশে মা ফাতেমা সুমার ধরেছিল
লালন মহা গোলে পলো দুদ্দু ভেদ নাহি পায় ॥

৭. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

খেলিলেন সাই নুরে খেলা
সাই একেলা যেদিন কিছু নাহি ছিল
নাহি ছিল সর্গ মর্ত আদি পর্ত্ত খোদার নুরে সব সৃজিলো ॥

মালেক সাই একা ছিল,
কুন বলিলো নুর তাজেলা প্রকাশিলো
আওয়ালুমা খালাক আল্লাহু নুরী তাইতে নবী ফুকাইলো ॥

যে মাটিতে আদম গড়ে
সেই নুর গড়ে আদমতনে মিশাইলা দম
সুমারে হুংকারে পাক পাঞ্জাতন সৃষ্টি হল ॥

৭০ হাজার বৎছর নবী জপে তজবী সে গাছের উপরে বসেছিলো
সেকি আমার কবার কথা ঘোরে মাথা দুদ্দু তেমনী ফ্যারে পইলো ॥

৮. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

যখন আল্লা ছিল শূন্যকারেতে
দোসর কেহছিল তার সাথে ॥

নাহি পিতা নাহি মাতা তার লা শরিক সাঁই
একেশ্বর অনন্ত রূপ শক্তি হয় যাহার আকার ধরে নিরাকারেতে ॥

অন্ধধন্দ কুয়াকার কয় তার পরে নিরকার হয়
কোনকারে তাহার কি নির্ণয় কোন কারে সৃষ্টি কীভাবেতে ॥

ডিম্বুর আকার কার গতে হয়
নির আকারে ভাসলেন কার আশ্রয়
মা বলে কারে ডাকিলেন সাঁই খবর কে নিল আওয়াতে ॥

আব্দুল্লার ঘরের নবি জন্ম হয়
বল নবীর আগে কে জন্ম নেয়
সিরাজ শাহ জানে কাদের গনি
দুদ্দু কয় লালন সাইয়ের কৃপাতে ॥

৯. জামিরুল ইসলাম
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

বর্তমানে দিনের নবী আছে কোথায়
হায়াতুল মোরছাল্লিন জিন্দা কিম্বা মুরদা রয় ॥

১৪ টি নাম নবী ধরে
আর সাত নাম রয় জাহেরে
আরও ৭ নাম রয় বাতুনের ঘরে এই দেহের কোন জায়গায় ॥

সেই ৭ নামে করিলে জিকির
দীনের নবী হয়গো হাজির
দয়া করে বল্লে পরে চরণ মালা রাখব মোর মাথায় ॥

এই দিনহীন দুদ্দু কয় কোন জিকিরে কিবা নাম হয়
সেই নাম রথ মুরশাদ্দে ঠায় বল্লে মালা পরাব গলায় ॥

১. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

এ জগতে বসেছে এক পাগলের মেলা
হয়ে অনুরাগী সংসার ত্যাগী সার করেছে গাছতলা ॥

এক পাগল লালন ফকির অসংখ্যে ভক্ত তার
আর এক পাগল কবির সম্রাট সেই বিজয় সরকার
তারা দিয়ে কতো জ্ঞানের উপহার সাজিয়ে গানে ডালা ॥

এক পাগল ভাবুক ঐ পাঞ্জু সাইজি
আর এক পাগল শ্রীকান্ত খেপা আছে ত্রিবেনি
তারা মহাভাবের শিরমনি কে বোঝে তাদের খেলা ॥

হাওড়ো কুবির যাদু বিন্দু আরো হালিম সাই
গনি মাস্তান পাগলা কানাই মহিন্দ্রি গোসাই
তারা মত্ত হয়ে তত্ত কথায়, ভাব সাগরে ভাসায় ভেলা ॥

স্রাষ্টার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে যেজন পাগল হয়
লাভ লোকসানের ধার ধারে না তারে পাগল কয়
পাগল অশোক বলে সেই পাগল হয় থাকে না তার ভবের জ্বালা ॥

২. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

একদিন ভেঙ্গে যাবে এই খেলাঘর
সেদিন সবকিছু হবেরে তোর পর
ও তোর আসবে যে দিন সেই মহাকাল, পড়ে রবে বাধা বাড়িঘর ॥

পুত্র কন্যা ভাই ভগনি কাঁদিবে মা জননী
বন্ধু আর বান্ধব ঘরেরও ঘারণী
হরি হরি বলে দুই নয়ন জলে, নিয়ে যাবে চিতারী উপর ॥

কে বা আপন কে বা পর মিছে এই ভাবনা
এপার থেকে ওপার গেলে কেউতো কারো চেনেনা
একা একা পথে কেউ যাবেনা সাথে, এইতো বিধাতার বিচার ॥

এখন দেখি নিরুপায় আয়ু ববি ডুবে যায়
কার কাছে গেলে পাবো আশ্রয়
দিনোহীন অশোক বলে, দিওনা প্রভু ফেলে রেখ তোমার চরণের ধার ॥

৩. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

আমার দেশে যাওয়ার শেষের বাঁশি বাজিরে যখন
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে ভাসে যেনো দুই নয়ন ॥

না জানি এই কর্মের ফলে
আসিয়া এই মানব কুলে
মহোমায়ায় বিভর হয়ে সবগেছি ভুলি
বসে আশা বৃক্ষের তলে হারিয়েছি পরম ধন ॥

পিতা মাতা পুত্র কন্যা পরিজন
এ জগতে কেহ নাইরে আপন
দেখলাম শুধু নিশির স্বপন, হোলনা মোর কৃষ্ণ ভজন,
কখন জানি আসবে সমন ॥

আসিয়া এই সংসার পুরে
দাঁড়িয়ে জীবন নদীর তীরে
এখন অন্ধকারে সব নিল ঘিরে
অশোক বলে কৃপা করে সেই দিন দিও প্রভু দরশন ॥

৪. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

মন ভেবে একবার দেখনা
একদিন পুষা পাখি খাঁচায় থাকবে না
সেই দিন গবর ছাড়া কলসি দড়া
দিবে কাঠ খড়ি চট বিছানা ॥

আসবে যেদিন সেই মহাকাল
খাচার দুয়ার খুলে পাখি দিবেরে উড়াল
সেদিন দুধের বাটি হাতে ধরে
ডাকলেও ফিরে চাইবে না ॥

খাঁচার দুয়ার খুলে যেদিন উড়বে পাখি
খালি খাঁচা পড়ে রবে
খাঁচার গৌরব রবে কী
সেদিন ভাঙ্গবে মেলা বিদায় বেলা, ভবের জ্বালা থাকবে না ॥

সংসারের নাট্যশালায় করি মায়ার অভিনয়
ভেবে দেখ এ জগতে কেও তো কারো নয়
অশোক বলে যাবার কালে
হরিনাম ছাড়া কিছু যাবে না ॥

৫. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

মিছে জাতির গৌরব তুমি করনা ওমন রসনা
সৃষ্টির সেরা মানব জাতি দৃষ্টি জ্ঞানে তা দেখনা ॥

কেহ করে নামাজ রোজা কেহ করে কৃষ্ণ পূজা
কেহ করে গির্জা ঘরে যীষুর ঐ উপাসনা
না জেনে তার আদি অন্ত, মিছে করো ভুল সিদ্ধান্ত
জেনে দেখ বেদ বেদান্ত মিছে কথায় কান দিয়োনা ॥

ভেবোনা আর জাতি কথা
যেমন একই সুতায় মালা গাঁথা
করছে সেই বিধাতা,
মানুষ রূপে সেই ভগবান একবার খুজে দেখনা ॥

ভেবেদেখি সব মিছে, বেশিদিন থাকবো না এই দেশে
দিন কাটালি রঙ্গ রসে পাড়িয়া মায়ার খেলায়
বসে আছে খোদা মহাজন
সঠিকভাবে করবে ওজন
অধম অশোক বলে, ভজন সাধন প্রভু আমার হলনা
মিছে জাতির গৌরব তুমি করনা ॥

৬. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

পাগল বিজয় চলে গেছে রে,
আছে তার পাগল করা গান
ভক্তের হৃদয় মাঝে আজও বাজে রে,
ঐ ভাটিয়ালি সুরের তান ॥

সারাদেশে পড়িল সাড়া
পাগল বিজয় গেছেরে মারা
মর্মাহত ভক্ত কত বহে নয়নে ধারা
উড়ে গেছে বিজয় পাখিরে পাগল করে ভক্তের প্রাণ ॥

সুর ও ছন্দে পরিপক্ক কবি গানের সম্রাট
গানের ভাষায় লিখে গেছে সেই নকশি কাথার মাঠ
ভেঙ্গে গেছে হৃদয়ের বাধ গো
হারিয়ে বাংলা মায়ের সন্তান ॥

পাগল অশোক বলে ওগো বিজয়
আমি এই নিবেদন রাখি
যেদিন খাঁচা ছেড়ে যাবে উড়ে আমার পোশা ময়না পাখি
আমি সেইদিন যেন তোমায় দেখি এই কৃপা করিও দান ॥

৭. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

ভাবনা জেনে ভালবাসা করা তার উচিত নয়
দুই দিন পরে হয় মন্দ দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরিচয় ॥

যেমন দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা
কাটা যায়ে দেয় নুনের ছিটা
বর্ষাকালে ছিড়া ছাতা বৃষ্টি পড়ে সারা গাই ॥

যেজন নিজের স্বার্থের করে আসা
তার হয়না ভালবাসা
পরিণামের কী দুরদশা আশার মুখে পলো ছাই ॥

যার বাসা ভালো আছে
ভালবাসা থাকে তার কাছে
সবাইকে সে ভালবাসে ভেবে পাগল অশোক কয় ॥

৮. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

ও মন ময়নারে মুখে একবার আল্লাহ রছুল বল
ও তুই চেয়ে দেখ তোর ডুবলো বেলা দিন থাকিতে পথ চল ॥

হজ জাকাত আর নামাজ রোজা, এ জীবনে করলি কাজা
বয়ে খালি পরের বুঝা
হলি পরের ধন মাতুবর
ও তুই দিন কাটালি রজ্ঞ রসে ইমানকে করলি দুর্বল ॥

নিজের ইমান শক্ত করো পাঁচ ওক্তো নামাজ পড়ো
রোজা নামাজ হজ জাকাত
আর কলেমা কবুল করো
তোর পঞ্চবেনা করলে পালন লাভ হবে পরোকাল ॥

নেকি বান্দা ভবে যারা তার লাগে না পারের ভাড়া
সেরে যাইবে আপন সারা
পারের ভাবনা নাইরে তার
নবী নামের নৌকায় চড়ে পার হয় সকাল সকাল ॥

নবির উম্মত আল্লার বান্দা তারা আল্লার প্রেমে আছে বান্দা
যতদিন আছে জিন্দা
করে আল্লা নবীর নাম
অধম অশোক বলে নয়ন জলে আমার নাই পারের সম্বল ॥

৯. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

ব্রজের কালা ব্রজ ছেড়ে গেছে মথুরাই
ওসে রাধারানী পাগলিনী হারিয়ে প্রাণ কানাই ॥

রাখালেরা যাইনা গোঠে লখেধেনু বৎসগণ
কৃষ্ণ হারা হয়ে তারা করেছে রোদন
তুমি ফিরে এসো মদন মহন ওহে বংশীধারি
রাধা নামে বাজাও তোমার বাসের বাশরি
আমরা সবাই ভেবে মরি তোমার আশাই ॥

গাঁথামালা শুকাইলে সবই হলো বৃথা
আর না ফিরে আইল আমার হৃদয়ের দেবতা
বৃক্ষ, আদি, তরু, লতা ভ্রমর ও ভমরি
শ্যামেরও বিরহে কাঁদে সেই সুক সারি
শ্যাম সাগরে ডুবে মরি নাই কোন উপায় ॥

আসবে কবে সেই শুভদিন এইনা ব্রজ ধামে
বাঁশি হাতে রাধার সাথে মিলিবে দুই জনে
পশু পাখি গুল্ম লতা, ময়ুর ও ময়ুরী
কবে আসবে ফিওে আমার সেই গোলক বিহারী
অধম অশোক বলে ভেবে মরি তোমার আশাই ॥

১০. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

লয়ে নিতাইমালি নামের ডালি ডাকছে জীবের বারেবার
কলিতে নিতাই গৌউর অবতার ॥

যার আছে প্রেমভক্তি হরিনামে সে হয় আসক্তি
হরি তারে করবে মুক্তি দুরে যায় সমনের ভয়
সমন দমন হরিনামে নামের মরমো সেই ভক্ত জানে
যপে ঐ নাম মনে প্রাণে যোমেরে ধারেনা ধার ॥

জগাই মাধাই তারা দুই ভাই দস্যু বৃত্তি করতো সদায়
তারা ভক্ত হলো প্রভুর কৃপায় হরিনামের গুণে
রূপ সোনাতন তারাই দুইজন গেল শ্রীবিন্দাবন
তারা হরি বলে ভাসায় নয়ন কোথাই আছো হো কর্ণধর ॥

হরিনামের অমৃতসাদ জানিতো সে ভক্ত প্রল্লাদ
অগ্নিকুন্ডে ফেলল জল্লাদ তুব প্রল্লাদ মলোনা
তারে পাষান বেধে ফেলল জলে দিল হস্তির পদতলে
সব কিছু ভক্তিমূলে দৌওকুল হলো উদ্ধার ॥

অধম অশোকের হয় কর্মমন্দ হয়ে গেছি ধর্ম অন্ধ
দয়া করো প্রাণ গোবিন্দ রেখ চরণের ধার
এই নিবেদন করে রাখি আমারে দিওনা ফাঁকি
সেইদিন যেন তোমায় দেখি আমারে করিও পার ॥

১১. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

সুখের স্বপন দেখলিরে মন, আসিয়া এই ভবে
তোর খাঁচার পাখি দিয়ে ফাঁকি কোনদিন উড়ে যাবে ॥

ভেবেছিলে এ জগতে থাকব চিরকাল
অর্থকড়ি সুন্দরী নারী কত মালেমাল
আসবে যেদিন সেই মহাকাল সেদিন কার দোহায় দিবে ॥

ভেবেছিলে পুত্রের মত আপন কেহ নাই
পুত্র হয়ে আগুন জ্বেলে দিবে তোর চিতাই
ও তোর গবর ছড়া মাটির ঘড়া সঙ্গের সাথী হবে ॥

তোর কাঁচা বাঁশের খাট পালংকে বাঁধবে কষে দড়ি,
চার জনেতে কান্ধে লয়ে, মুখে বলবে হরি হরি ॥

১২. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

আর কি এই পাপীর ভাগ্যে হবে সাধু গুরুর দরশন
আমার আমার বলে আমি কাটাইলাম সারাজীবন ॥

সংসার মায়ায় ভুলে রইলাম
সাধু গুরুর চরণ না পেলাম
(মিছে) ভুতের বেগার খাটিলাম এ জনম গেল অকারণ ॥

ওহে সাধু গুরুজনে
কর কৃপা অধমেরে
সাধু গুরুর কৃপা হলে কেটে যাবে মায়ার বাঁধন ॥

অচল দেহের নাই কোন বল
(কেবল) সাধু গুরুর কৃপাই সম্বল
অশোক বলে কৃপা করে দাও সাধু গুরুর চরণ ॥

১৩. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

ও ননদী (৩) কেমন করে যমুনাতে জল আনিতে যাই
জল আনিতে যাই আমি জল আনিতে যাই ॥

আমি যখন ঘরের বাহির হই একেলা
ভয়ে মরি কি যে করি, আমি যে অবুলা
দেখলে পরে শ্যাম কালিয়া বাঁশরী বাজায় ॥

একা একা আর যাবেনা যমুনার কুলে
বাঁশি বাজায় শ্যাম কালিয়া তমালের ডালে
(আমি) যতই ভাবি যাবো ভুলে ভুলা নাহি যায় ॥

শোন বলি ও ননদী, সে যে কত ভালো
ভুবন মহন রূপে জগৎ করেছে আলো
অশোকের প্রাণ পাগোল হোলো কোথায় পাবো শ্যাম রায় ॥

১৪. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

আমার ঘরের ভিতর ঢুকছে কয় ছেঁচড়া চোরের দল
চুরি করে নিল চোরে আমার ঘরের মাল ॥

ছয়জনা চোর ছিল বাইরে
দশ জনাতে যুক্তি করে ঢুকেছে ঘরে
ষোলজনা চুরি করে, আমায় করল পয়মাল ॥

মাল কুঠাতে মালের কারখানা
সুযোগ পেয়ে মালের ঘরে দিয়েছে হানা
আমায় করে তানা নানা ফুরাইল বুদ্ধি বল ॥

পেতাম যদি চোরের মহাজন
হৃদ গারদে রাখতাম পরে জন্মের মতন
গুরু ভবেন বলে অশোক সব কিছু কর্মের ফল ॥

১৫. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

তোরা বলে দেনা প্রাণো সখি, কেমন করে গৃহে থাকি
আমারে সে দিয়ে ফাঁকি গেল যে কোথায়
তারে কোথায় গেলে পাই ॥

নয়নে মোর ঘুম আসেনা মুখেতে নাই হাসি
নিশিরাতে বাজেনা আর শ্যাম কালিয়ার বাঁশি
সারানিশি কেঁদে ভাসি, এল না আর কালো শশী
বিরহের আগুনে পুড়ে হইলাম আমি ছাই ॥

যার লোগেছে সেই বুঝেছে শ্যাম পিরিতির ঢেউ
সে ছাড়া আর এ জগতে, জানে নাতো কেউ
আমার মনের কি বেদনা একথা আর কেউ বোঝেনা
ভালোবেসে আমারে সে কেন যে কাঁদায় ॥

ভালবাসার এই পরিণাম আগে বুঝি নাই
আসি বলে গেল চলে শ্যাম নাগর কানাই
ফিরে এসো বংশীধারি, বাঁজিয়ে বাঁশের বাঁশরী ॥

১৬. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

কি চমৎকার মানব লিলা ঝিনাইদহ জেলায়
বিনামূল্যে দেয় চিকিৎসা এক কবিরাজ বেটায় ॥

হাজার হাজার গাড়ি আসে ঝিনাইদহে ছুটে
গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে যায় বিসিকির মাঠে
রোদ বৃষ্টি মাথায় করে কতো মানুষ আসে যায় ॥

তেল পানি আর মাদুলি লয়ে চলে সারি সারি
কতোজন গোসের বাটি হাতে করে দৌড়াদৌড়ি
দেখি পুরুষ নারী সারি সারি আবাল বৃদ্ধবনিতায় ॥

কবিরাজের গুণের কথা বলবো কত আর
কতো দুরারোগে কঠিন ব্যাধি ভাল হয় ক্যান্সার
তার আছে প্রমাণ হাজার হাজার লোকের মুখে শুনতে পায় ॥

বলতে গেলে অনকে কথা বলার নাইকো শেষ
ধন্য মোদের ঝিনাইদহ ধন্য বাংলাদেশ
দেখি লক্ষ লোকের হয় সমাবেশ পাগল অশোক ভেবে কয় ॥

১৭. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

আমি পড়েছি পাথারে এ ভবো সাগরে
আমি পাপি পার করো আমারে
আমি না জানি সাঁতার কেমনে হবো পার
দয়া করে প্রভু লও ঔ কিনারে ॥

আমি যখন ছিলাম গোলকো নগরে
কি অপরাধে পাঠালে আমারে
দিলে ত্রিতাপ জ্বালা মায়াজালে ঘিরে পড়ে মায়ার কুহোকারে ॥

মহোমায়ায় বিভোর হলে মন
ভুলে গেছি সেই পরম রত্ন ধন
এখন কাদি দিবানিশি পরে মায়ার ফাঁসি অন্ধকারে নিলো ঘিরে ॥

বাল্য কৌশর যৌবন বৃদ্ধকাল
দিনে দিনে আমার গেল রসাতল
পাগল অশোক বলে আর কতোকাল ঘুরবো এই ভবের পরে ॥

১৮. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

জন্মাবধি আমি একজন পথের ভিকারি
তুমি হয়ে পথের পরিচালক, যেদিক ঘুরাও সেইদিক ঘুরি ॥

পাঠাইলে জংলা দেশেতে
পথ হারিয়ে মলাম ঘুরে কেও নাইরে সাথে
আমার সুপথে মন করাও গমন হয়ে পথের কান্ডারি ॥

আমার বলতে নাই কিছু সম্বল
তোমার দেয়া আছে শুধু দুই চোখের জল
আমি হয়ে তোমার পথের কাঙ্গাল তোমার জন্য ঘুরে মরি ॥

তোমার দেয়া এই দেহেতে
কত পাপ করেছি জমা পারিনা বলিতে
অশোক পড়ে ঘোর কলিতে দাও তোমার চরণ তরি ॥

১৯. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ কোথায় পাব তোমারে
কাঁদি দিবা নিশি নয়ন জলে ভাসি
দয়া করো আজ আমারে ॥

শুনেছি তুমি কাঙ্গালের হরি
দয়া করে এসো দাও চরণ তরি
ওহে দিনবন্ধু করুনার সিন্ধু ডাকি বারে বারে ॥

শুনেছি তোমার নামের মাহিমা
কত পাপ করেছি করহে ক্ষমা
দয়া কর তুমি ওহে অন্তরজামি অশোক বলে রেখো প্রভু চরণে ॥

২০. অশোক কর্মকার
গীতিকার: অশোক কর্মকার

হাইরে মানুষ নাই কোন হুস
ভেবে দেখনা একবার
চোখ বুজিলে দেখবিরে ঘোর অন্ধকার ॥

পর হবে আপনজনা,
কেউ তো সঙ্গে যাবেনা
সঙ্গি হবে কবরখানা পড়ে রবে বাঁধাঘর ॥

সবাই বোঝে আপন স্বার্থ
সবকিছু হবে ব্যর্থ
ভবের খেলা দুই দিন মাত্র মিছে মায়ার এ সংসার ॥

মানুষ হয়ে মানুষ ধরে
যেতে হবে পরপারে
ভুল করিলে পড়বি ফেরে অশোক বলে মুর্শিধ ধর ॥

১. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: লালন সাঁই
এসো দয়াল পার কর ভবের ঘাটে
ভবনদীর তুফান দেখে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে ॥

পাপ পূন্য যতই করি ভরসা কেবল তোমারি
তুমি যারে হও কান্ডারি ভব ভয় তার যায় ছুটে ॥

সাধনার বল যাদের ছিল তারায় কুল কিনারা পেল
আমার অকাজে গেল, কি জানি হয় ললাটে ॥

পুরানে শুনেছি খবর পতিত পাবন নাম তোমার
লালন বলে আমি পামর তাইতে দোহায় দেই বটে ॥

২. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

ভজনহীন হয়েছি দয়াল আজ আমার হালের কাটা এড়িয়ে
ভরাগাঙে জ্বরা তরী, মন মনরাই ভাসিয়েছে
এ ভব তরঙ্গে তরী, ঘুর্ণিপাকে ঘুরিতেছে ॥

ছয়জনা ছিল দাঁড়ি সদাই করতেছে আড়ি,
উঠে এলো বিষম ঝড়ি চৌষট্টি ঢেউ বাঁধিয়েছে ॥

দশ দ্বারে উঠছে পানি সেচে কুল না পাই আমি
ডুবে এলো সাধের তরী পালের কেনি এড়িয়েছে ॥

অধিন পাঞ্জু কেঁদে বলে এ কপালে কুলনা মেলে,
এমন দেবংশে ধন নৌকায় তুলে, তাইতে দশা ঘটেছে ॥

৩. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: রঞ্জন সাঁই

বল গুরু কোন বা সে দেশ মায়া ছাড়া সেই ভুবন
শুধু সাধুর তরী দেয়রে পাড়ি জীবের সেখানেই গমন ॥

শুনি সে দেশ প্রাচীর আটা, আছে আট রমনী আষ্ট কোঠা,
যেতে পথে পঞ্চ কাটা, পরশে জীব হয় পতন ॥

জন্ম মৃত্যু নাই সে দেশে দুইজন হলেই মরণ আসে
শুনি নয় দরজায় ছয়জন বসে, পুরুষ কয়টা মেয়ে কয়জন ॥

অধিন রঞ্জন ভেবে বলে, রেখগুরু চরণ তলে
সেথা যাবার সন্ধি দাওগা বলে, মহানন্দে করি গমন ॥

৪. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকারঃ তোরাব সাঁই

দেহনদী জোয়ার বইয়া যায় মুর্শীদ পার কর আমায়
নদী শুকায়ে যাবে চর পড়িবে কি হবে উপায় ॥

পুলছুরাত হয় মায়া নদী প্রেম ডুবারু ভাসায় তরী
আমি যদি ডুবে মরি কলংক তোমায় ॥

ভবের নদী পার হইতে ভাই বন্ধু নাই কেই মোর সাথে,
আসা যাওয়া একলা পথে, ভাবতে জনম যায় ॥

যে দেশেতে জন্ম নিলাম সে দেশেতে প্রাণ হারালাম,
তোরাব সা কয় সব হারালাম, কুল কিনারা নাই ॥

৫. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকারঃ তোরাব সাঁই

প্রেম নদীতে ডুইবা মলাম দেখ সজনী তোরা
দয়াল মুর্শীদ কোন দেশেতে, বলে দেনা তোরা ॥

প্রেম হইল মোর গলার ফাঁসি, কামাবেশে হইলাম দোষী,
বিষে অঙ্গ জ্বলে মরি উপায় বলনা তোরা ॥

মনের কোনে বসে পাখী, সদায় মোরে দিচ্ছ ফাঁকি
আসার পথে হারায়ে পুজি, তাইতে দেয়না ধরা ॥

আঁকাবাঁকা বইছে নদী, জোয়ার চলছে নিরবধি,
ঘুর্ণিপাকে খায়লাম খাবি, হলাম পাগল পারা ॥

অন্ধকারে নদীর ঢেউ, ভাসাইল দেখলোনা কেউ
তোরাব সা কয় আপনার কেউ আমার মতো হসনে তোরা ॥

৬. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তোরাব সাঁই

তার গলে ছিল মতির মালা পায়ে সিকল দিয়া রাখি
কোন বনে উড়িয়া গেল আমার পোষা ময়না পাখি
তোমরা কেউ দেখেছো নাকি কোন বনে উড়িয়া গেল পোষা ময়না পাখি ॥

কোন সোহাগে দিয়ে দোলা খেতে দিতাম
ছাতুছুলা হঠাৎ পেয়ে দুয়ার খোলা
আমায় দিল ফাঁকি ওসে কোনবা অজানা দেশে গেছে
তোরা কেউ খবর জানিস নাকি ॥

আমি যারে ভাবি আপন, সে যে কত মধূর স্বপন
এই ছিল মোর মনের গোপন না বুঝে নিরব কেন থাকি
ওসে অজানা কত ব্যাথারে এই ব্যাথা কনে দিয়ে রাখি ॥

সকাল সাজে সোনার ময়না, সোহাগে আর কথা কয়না
এই জ্বালা প্রাণে সয়না বল নাগো প্রাণো সখি,
ওসে কোন সুদুরে গেছে উড়ে রসিকের জল ভরা দুই আখি ॥

৭. মোহাম্মদ আলী গাজী
গীতিকার: তোরাব সাঁই

থাকিয়া পরের ঘরে ক্ষণেক ভালবেসে তোরে
এায়ার ফাঁসি আপন গলে নিলাম একা ছিলাম কেনবা মায়া বাড়াইলাম ॥

লক্ষ লোকের চোখের পরে প্রথম যেদিন দেখলাম
তোরে চোখে চোখে যখন তাকালাম
জীবন যৌবন সপে দিয়ে রইলাম আশার পথ চেয়ে
দুই বছর পর তোমায় কাছে পেলাম ॥

মাসে মাসে দেখা দিও আমায় তুমি না ভুলিও
দোহায় তোমার মাথায় কিরা দিলাম
তাই তোমার কথা মনে হইলে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
আচল দিয়া জল মুছিয়া দিলাম
একা ছিলাম কেনবা আমি মায়া বাড়াইলাম ॥

তোর আশাতে বেধে ঘর আপন মানুষ করলামরে পর
তবু তোর মনের আশা কিছুই না বুঝিলাম
তাই আকবার বলে মনের ব্যাথা কার কাছে কই
মনের ব্যাথা আমার মনের দুঃখ কারও না জানালাম একা ছিলাম ॥

১. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

আমি ঘরের উদ্দেশ জানি না
ও ঘরের কয় গলি মোকাম রয়েছে ॥

আবার, কোন খানেতে আরাম করে
কোন খানেতে বয় হাওয়া
কোন খানেতে অগ্নি সে ঘরে কোন খানে জলকার আছে ॥

আবার ছানচের নীচে বাতি জ্বলতেছে
ঐ যে হু-হু শব্দে জ্বলছে বাতি
সদায় কেন টিপ টিপ মারে
কেবা তারে তেল যোগাচ্ছে বয়াতী তাই বল মোরে ॥

আবার তে মাথার পার একজন কর্মকার
ঐ যে নীন হাতুড় আর ষাঢ়াশী বাটাল
দ্রব্য দেখি চার খানা
পাগলা কানাই বলে বয়াতী আগে তোর গড়া কোন খানা ॥

২. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

ও ভাই দেখ একখান কলের ঘর
ওরে আগুন পানি বাতাস মাটি
ওরে চার চিজে তৈরি ঘর,
দুই খুটি এক পাড়ির উপর,
ওরে নাই সে ঘরের বাইনে আড়া
সামনে দিয়ে বেড়াত,
দুইধারে জালনা থরে থর ॥

ও ঘর শূন্যের পর হেলে দোলে,
কত ঝড় ঝটকা ভুমিকম্প
ওরে রাত দিবস ঘরে চলে
তবু সে ঘর ঝড়ে না পড়ে
ওরে মনি মোহন্ত হয়ে ক্ষান্ত
পেয়ে সেই ঘরের অন্ত
সেই যে ঘরে নেনা-দেনা করো ॥

ও ঘর নতুন কালে ছিল ভাল,
যখন পুরান হলো যোগ বাড়িল
জুত ভুলে ঘর বেজুত হলো,
সকল খুটি ঘুনি জারে খালো
ওরে পাগলাকানাই বলে ঘরের বেড়া
সদায় করে নড়াচড়া
বাঁধন ছাদন উই পোকায় কেটে দিল ॥

৩. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

এমন রঙের ঘর কে বাঁন্ধেছে
ঘরের আটন নাই তার শুধুই রুয়ো
ওরে তিন কড়া রাগ দিয়েছে
শূন্যের পার ঘর খাড়া রয়েছে
ওরে নাই সে ঘরের বাইনে আড়া
সামনে দিয়ে বেড়া
দুইধারে জালনা কাটা আছে ॥

ও ঘরে জার জেলা বার থানা
ওরে মুনসেপ আদালত ফৌজদারী জজকোর্ট
হাকিম দেখি একজনা,
আমলা মোহরী আছে দুইজনা
ঘরের বায়ান্ন গলি তেপ্পান্ন বাজার রয়েছে ঘরের মাঝার.
একজন মন্ত্রী করে বেচাকেনা ॥

ওরে হাকিম যেদিন বিলাত যাবে
অধম পাগলা কানাই বলে কাতর হালে
ওরে সাধের ঘর পড়ে রবে
আমলা মোহরী সকলই পালাবে
যেদিন আসবে সমন বাঁধবে কষে
কি হবে তোর অবশেষে ঘরের বড়াই সকলরই ফুরাবে ॥

৪. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

আমি শুনে এলাম আনকা এক কথা
বল এর মর্ম পাবি কোথা
এক গর্ভেতে চার জনার মাথা
আবার তিনটি মেয়ে একটি ছেলে
আচ্ছা মেয়ের ক্ষমতা
জগৎ জোড়া সেই মেয়ের কথা
ও তার সোয়ামীকে ডাক দিয়ে কয় তুমি হও আমার পিতা ॥

সেই যে মেয়ে আছে সংসারে
তোমরা দেখ দিব্য ঘরে ঘরে
স্পষ্ট লেখা আছে শাস্ত্রেতে,
আবার সেই যে ক্ষমতা দেখে
সেই জন্যেও ঘুরি বনে বনে
পিতা হয়ে হরণ করতেছে বলো সে কিসের কারণে ॥

সন্ধ্যা মনি সেই যে মেয়ের নাম
বলো কে পুরায় তার মনের আশ
সন্ধ্যা নামের কন্যা ছিল তার
আবার সেই গর্ভেতে জন্মেছিল হাজার ডাকে বলে বাপ
এসব কথা বলা মহাপাপ
বেটা পন্ডিত ছিলি রাখাল কেন হলি
কানাই তুই কাঁটলি ঘোড়ার ঘাস ॥

৫. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

আমি কোনবা পথে বন্ধুর দেশে যাই
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ছিলাম ভালো জেগে দেখি বেলা নাই ॥
আমি কোনবা পথে বন্ধুর দেশে যাই
আমার মনে বড় আশা ছিল
সেও আশা নৈরাশ্য হইল রে
আমি কোনখানে যায় কারবা সুধায়
বন্ধুর দেখা কোথা পাই
আমি কোনবা পথে বন্ধুর দেশে যাই ॥

ওরে ঢাকা শহর চক বাজারে
বায়ান্ন গলি আছেরে
আমি গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়
পাইনা দেহের মালেক সাই
আমি কোনবা পথে বন্ধুর দেশে যাই ॥
ওরে দেখনা দেহের আয়না খুলে
ভাবিয়া তাই কানাই বলে রে
ওতুই দিল দরিয়া ঠিক করিয়া
পড়বি নামাজ খাদরাসার
আমি কোনবা পথে বন্ধুর দেশে যাই ॥

৬. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

কদম তলায় দাঁড়িয়ে কালা
আর বাঁশি বাজাইওনা
ওরে বাজিয়ে বাঁশি কালো শশী
আমার মন আর মজিয়ো না
আমার মন মজানোর জন্যে গো
তুমি করছো ছলনা ॥

কদম তলায় দাঁড়িয়ে কালা
আর চাতুরী কইরো না
ঘরে আছে ননদী তাও কি তুমি জানোনা
ওরে অসময় বাজালে বাঁশি গো
আমার প্রাণে সহেনা ॥

পাগলা কানাই ভেবে বলে
বাঁশির খবর শুনতে চাই
ওরে সত্য করে বল বয়াতী
কয়টা ছিদ্র বাঁশির গায়
ওরে গঙ্গা শংক যে বাজালো গো
সেপুরে জন্ম হয় কোথায় ॥

৭. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

শ্রীমতি কয় চলো বিন্দে রায়
তোরা আয় কে যাবি যমুনায়
কদম তলায় দাঁড়িয়ে কালা বাজরী বাজায় ॥
ও কালার বাঁশির সুরে মনোহরে
আমি রইতে না পারি ঘর তলায় মরি
রাধা বলে মোরে শুধাও হে
আরে ও কালা বাঁশরি বাজাও ॥

আবার কোন কুলেতে জন্ম হয় তোমার,
সেও কথা বলো আমার
না বলিলে তোমার অঙ্গে ছাড়বো না
তুমি মাঠে থাকো ধেনু রাখো
ও তুমি নারীর মনতো কিছু বোঝনা কিছু জাননা
পোড়া মুখো নাগর তুমি হে
আরে ও তুমি করছি ছলনা ॥

আবার দেখবো দিদি সে কেমনে কালা
কত ভুলাইছে রাজ বালা
মন্দ ঘোষের ঢেমনা ছেলে
তার অমন ঠেলা
ও তার মায় চেনে না বাবায় চেনে না
ও মা বলে ডাকে যসদা মরি
নন্দ ঘোষ তোর কেমন পিতা হয়
আরেও পাগলা কানাই জানতে চায় ॥

৮. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

শ্রীমতি কয় ও মধুসুদন
আমি একটি কথা করি জিজ্ঞাসন
তোমার বাঁশির সুরে মনোহরে
আর গোপী সব উদাসন
সপ্ত ছিদ্র মোহন বাঁশি
কোন ছিদ্রে বাঁজে কি বাজন ॥

তুমি কদম তলায় বাজাও দোবেলা
তোমার বাঁশির সুরে রাধা উতালা
তুমি কোন দিনেতে কোন সময়তে
ছিলেনা কদম তলা
রাধা বলে সাধের বাঁশি নাম ধরে বাজালে কালা ॥

আবার সপ্ত ছিদ্র আছে বাঁশির গায়
কোন ছিদ্রতে কিবা গুন গায়
আবার কোন ছিদ্রতে বল শুনি
সিদম সুবোল শুনতে পায়
বিন্দে দুতি নাম কি এই অধম কানাই জানতে চায় ॥

৯. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

ও কাঁদে নারী যুবতী
সুখের সময় ও বসন্ত ঘরে নাই পতি
অবলা নারীর প্রাণে এতই দুর্গতি
ও তুই কেন এলিরে ও বসন্ত মোর জ্বালাতি ॥

একেতে মদনের জ্বালা
মাসে মাসে ঋতু বায় বাড়ায় সে জ্বালা
ঐ দেখ বাসর ঘরে বসে কাঁন্দে নারী অবলা
প্রাণ পতির তল্লাশে যাব শোনরে কোকিলা ॥

আমি মরি বিষ খায়ে
ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পতি গেছেরে ছেড়ে
ও কাল আসি বলে গেছে ছেড়ে না এল ফিরে
রজকিনির মত রইলাম পথপানে চেয়ে ॥

পাগলাকানাই বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলে দিবানিশি
ও তাই চোখের জলে ভাসি
আরকি পতি আসবে ফিরে আমার এই বাসর ঘরে
জনম দুখিনি আমি কাঁদি জনম ভরে ॥

১০. লাইজু আক্তার সুমি
গীতিকার: পাগলাকানাই

ডেকে বলে কোকিলা –ওঠ ওঠ ওঠ ওমা –ছকিনা
তোমার সিথির সিদুর মুছেরে ফেলো
গায়ের গহনা মা তোর খুরতে রে হলো
ওমা ছকিনা–
তোর বিয়ের খবর কইতে আইছি বনের কালো কোকিল বা ॥

ফুল বিছানা বাসর ঘর
কাল ঘুম থেকে জাগো ওমা কাল শ্যাম
বিধাতার কি এমনি রে আজি
ফুল বিছানায় মা তুই হইলিরে নাড়ি
ওমা ছকিনা–
তোর বিয়ের কলমে বুঝি বিধির কালি ছিলনা ॥

কোকিল ডেকোনা এদিরাগ ডালে
বুক ভাসে যায় মোর সই দুই নয়নের জলে
কি দিয়ে মোর প্রাণ জুড়াবো
কার সঙ্গেতে আমি কথারে কব
ও কানছি বদ হালে
ঐ দেখ বুক শূন্যরে করে ॥

১. রেশমা পারভীন
গীতিকার: মতলেব সাঁই

সোনা বন্ধুরে তুমি অমন করে ব্যাথা মোরে দিওনা
ব্যাথা দিলে মোরে আমারি অন্তরে সইবার শক্তি ক্যান
তুমি দিলেনা ॥

যুগে যুগে মোরে কান্দাও অমন করে সেকথা বলনা
কেন মোরে তোমার ভাললাগে বলে আমারে কান্দালে
ক্যান তুমি কর এত ছলনা ॥

চন্দ্র হোলেন হারা কি করিরে তারা
অন্ধকারে ডুবে গেল ভারা পাইলাম না তোমারে
এজনমের তরে যুগে যুগে তোমায় য্যান ভুলিনা ॥

চুর আশির ফেরে ফেলাইলে আমারে
মায়া দয়া নাই বুঝি তোমারে
অধম মতলেব বসে তুরাপ সাইজির আশে
আমি য্যান পাই চরণ খানা ॥

২. রেশমা পারভীন
গীতিকার: মতলেব সাঁই

আমারে পাইয়া অবুলা প্রেম করিয়া দিলি ফাঁকি
তোর জন্যে মোর ঝরে আখি এখন আমার হল মরণ
জ্বালা ॥

মাতা পিতা ছাড়িয়া কুলমান তেজিয়া
তোমারে পাইলাম না খুজিয়া
তোমার দেখা পাব বলে ঘর বান্দিলাম নদির কুলে
দেখা নাহি দিলে চিকন কালা ॥

প্রেমেতে হয় জংগোল বাঁশি লুকাইল কালশশী
মনের মানুষ হয় যে পরবাসি
প্রেম করিলাম আপন মনে, দোটানা বন্ধুর সনে
হইয়া গ্যালাম এখন আলা ঝালা ॥

কি করিতে কি করিলাম হস্তে তুলে মাটিরে খেলাম
হলনা আমার ক্যান মরণ তুরাপ সাইজির চরণ
কি দিয়ে করিব পুজন মতলেব সা ভাসাই দুঃখের
ভেলা ॥

৩. রেশমা পারভীন
গীতিকার: মতলেব সাঁই

আমি শুনে ঐ বাঁশি আমার মন হয় উদাসি
বাঁশির সুরে রইতে না দেও ঘরেরে ॥

যখন থাকি কাজে, গুরু জনের মাঝে
রাধা রাধা বলে বাঁশি কেন বাঁজে
আমি করিয়ে মানা বাঁশি আর বাজাওনা
কুলো নাশা বাঁশের বাঁশিরে ॥

বল আমার কাছ কোনবা ঝাড়ের বাঁশ
তোমার কত ছিদ্র বাঁশি করল সর্বনাশ
কোন ছিদ্রেরি মাঝ কোন দেবতার বাস
শুনিলে প্রাণ শিতল হয় মোরে ॥

বাঁশের জন্ম বল কোনদিনেতে হল,
কত বাঁশ কখন কোন জাইগাতে ছিল,
বল আমায় বলো মতলেব ভেবে মলো
তুরাপ সার চরণ ধরেরে ॥

৪. রেশমা পারভীন
গীতিকার: মতলেব সাঁই

নিষ্ঠুর বন্ধুরে তুমি আমারে করিও তোমার সাথি
সারানিশি জাগিয়া তোমারো লাগিয়া জ্বালাইয়া মোমেরো বাতি ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ভুলিওনা মোরে
যুগে যুগে পাই য্যান তোমারে
দ্বাপরে আসিয়া গিয়াছ ভুলিয়া কি হবে আমার গতি ॥

তখন তুমি বললে ভুলব না জীবন গেলে
এখন কেনে গিয়াছ ভুলে
ধর্মেতোমার সবেনা এতজ্বালা দিওনা
পাগল হোলাম দেখে তোমার মুরাত ॥

মতলেব হলে বেবুঝা তাইতে পেলাম সাজা
তুরাপ সা করো মোরে সোজা পাপ পুন্নি নাই বলে
বিশ্বাস নাই তোমার দেলে পারাপারে কি হবে মোর গতি ॥

৫. রেশমা পারভীন
গীতিকার: মতলেব সাঁই

যদি সুক পেলে যাই তোমাই ভুলে,
আমি দুঃখ সাগরে ডুবে রবো
আমার যা ইচ্ছা তাই কর দয়াল গো
তবু আমি তোমার না ছড়িবো ॥

দুঃখ যদি দাও আমারে সইবার শক্তি দিও মোরে
আমি যেন জন্মে জন্মে ভুলিনা তোমারে
তোমার নামের মালা গলে নিয়ে রাত্র দিনে জপিবো ॥

আমায় তুমি যাওগো কেন ফেলে গহন বনে
তবু তোমার স্থান দিয়েছি আমার বুকের মাঝে
তোমার পায়ের নুপুর হয়ে আমি গো রাত্রদিন বাজেবো ॥

অধম মতলেব কানছে বসে তুরাপ সায়ের আশে
তোমার ঐ রূপ যেন আমার হৃদয় মাঝে ভাসে
তোমার চরণ দুটি বুকে নিয়ে গো আমি জন্মের মতো ঘুমাইবো ॥

৬. রেশমা পারভীন
গীতিকার: মতলেব সাঁই

তোমায় বুঝাই কেমনে লিখে
মনে চাইলে যায়ও একবার দেখে
তোমারে ছাড়িয়া আমি আছি কেমন সুখে ॥

কত বন্ধু দলে দলে আসে আমার বাড়ি
কেহ দেই মোর সোনার গহনা কেহ টাকা কড়ি
আমি যে বন্ধুর ভিকারি খোজ কেউনা রাখে ॥

মন খুঁজিতে যাইয়া আমি হারাই নিজের মন,
একদিন তোমার মনটা করি নাই ওজন,
এখন হারাইয়া সোনার জীবন মরছি ধুকে ধুকে ॥

নয়নের জল কালি করে লেখলাম প্রেমের চিঠি
তোমার লাগি কেন্দে কেন্দে দেহ করলাম মাটি,
মতলেবের জীবন হয় ভাটি, বোল সরেনা মুখে ॥

৭. রেশমা পারভীন
গীতিকার: রেশমা পারভীন

হে গোবিন্দ আম করি শুধু তোমারি কামনা
আমি জনমে জনমে খুঁজেছি তোমারে যুগে যুগে করি আরাধনা ॥

মুকুন্দ মধুর বনে, বসে কদম কাননে,
বনো ফুলে গাঁথি প্রেম মালা আমি পরাইব বলে
প্রাণ গোবিন্দের গলে, বিনোদিনির মনের বাসনা ॥

তুমি কত সুন্দর জানে আমার অন্তর
মনেরে বুঝাইতে পারিনা
তুমি রসের নাগর প্রেমের সাগর তোমার তুল্য জগতে মেলেনা ॥

তুমি শুধু তুমি, আমি যে তোমারি, তুমি আমার জগতের স্বামী
তুমি আমি দুইজনে থাকবো সারাজীবনে
তুমি ভিন্ন রেশমা যে বাঁচেনা ॥

৮. রেশমা পারভীন
গীতিকার: রেশমা পারভীন

দোহাই লাগে আমায় তুমি ভুইলনা
মাতা পিতা ছাইড়া আইলাম তোমার পাইলামনা ॥

কিবা কথা বলেছিলে প্রথম যৌবন কালে
তোমায় আমি ভুলবো না গো এ জীবনো গেলে
সেকথা কি তোমার মনে পড়েনা ॥

ডোম চাড়াল কি রিসি মুচি খ্রিস্টান কি যৌবনে
প্রেমে চাইনা রাজার রাজ্য স্বর্ণ সিংহাসন
প্রেমে কার জাতি কুলমান মানেনা ॥

প্রেমে কোন জাত দেখেনা জাতি কি অজাতি
রেশমা বলে পরকালে কি হবে মোর গতি
মতলেব সাইজির চরণ যেন ভুলিনা ॥

৯. রেশমা পারভীন
গীতিকার: রেশমা পারভীন

ওরে আমার এই দেহ প্রাণ সুইপা দিছিরে
ওরে বান্ধব তোরে আপন কইরা
ওরে আমি মইলাম জইলারে পুইড়া ॥

আমি কি আর আমারে আছি
ওরে দয়াল তোমার হইয়ারে গেছি
ওরে তুমি কার বাসরে ঘুমাইলেরে
ওরে বান্ধব আমারে পর কইরা ॥

বিষের বড়ি দিলি খাওয়াইয়া
ওরে বান্ধব ফুলের মধুরে কইয়া
ওরে আমার সর্বঅঙ্গ যাই জ্বলিয়ারে
ওরে আমি জুড়াই কেমন কইরা ॥

এই না রেশমার মরণরে হইল
মতলেব শা'র পিতির না বুঝিয়া
ওরে আমার বন্ধুর প্রেমে কত মধুরে
ওরে তোরা দেখনারে প্রেম কইরা ॥

১০. রেশমা পারভীন
গীতিকার: রেশমা পারভীন

কলসিতে জল ভরিতে পড়িলো যেন কার ছায়া
কার জন্য হতেছে মোর এত মায়া কেউ দেও কইয়া ॥

যমুনার কালোজলে পড়িল কালো রূপ
রূপদেখিয়া হইলাম পাগল কেন ভালো লাগে খুপ
মনে হয় তার চিনেছি কোথায় যেনো দেখেছি
নইলে ক্যান কাঁদে আমার হিয়া ॥

মনে লয় দেখি তারে পরানো ভরে
কেমনে দেখিবো তারে অত্যন্ত শরম করে
তবু দেখি তারে ঘোমটার আড়ে আড়ে
আড়নয়নে থাকি যে চাহিয়া ॥

ছি ছি লাজে মরি আমি নতুন বধু
অবুলার মন করে চুরি কি যেন করে জাদু
রেশমা বলে প্রাণ পাখি লোকে দেখলে বলবে কি
এ লজ্জা ঢাকিবে কি দিয়া ॥

১. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

আমার অল্প বুদ্ধি মন অশুদ্ধি মর্ম ফুলের গঞ্জন পায়,
সাগরে কি ডেঙ্গায় ফুল ফুটিল কোন সময় ॥

ভাসিল কি স্রোতের জলে,
না ডুবেছিল শেওয়ালের তলে
গাছ নাই তখন মধু হয় কিসে
ভ্রমরকে বল মধু খায় ॥

খাঁটি যেমন ফুল সত্য
গাছের ডালে ফোটে কত
বনের পুষ্প নাম শত শত
মর্ম ফুলের বিভেদ কি কোথায় ॥

অধম ঠান্ডু ভাবছে মর্ম ফুলের বংশ
কি পরিচয় শত রন্ধ্র পঞ্চ পঞ্চে
রঙ্গ জ্বালা আজব বিষয় ॥

২. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

পুষ্প বালা ফুল বাগিচা আজগোবি কমল কলি
রঙ্গে ভরা ঠোটের ডুগায় চম্পা বেলী আর চামিলি ॥

মূলাধারে সুরাত নাশে গোলাপ রঙ্গের গোলাপী
হীরা মনি কাঞ্চন পুষ্প চন্দন হংসী রূপে পদ্ম বনে
কেশে পরশ ফুটে বেনী কাটা ফুলী ॥

কিরণ জ্যোতি রূপের খনি ফুলের ভ্রমর পরশ মনি
অসীম দেশের সসিম বাসি মধু সঞ্চয়
প্রলয় তরঙ্গ হংসের বলি ॥

আকবার কয় ঠান্ডু পাগল মাতৃ কুঁড়ি ফুলের জীবন
মর্ম ফুল শোণিত বরণ বেভুল দ্বিধায় হসনে কাঙ্গালী ॥

৩. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

মর্ম ফুলের ধর্ম কথা আজব বিষয়
ফুলের ধজা বহুরূপী রঙ্গে ছাটা আসমান ধায় ॥

কোটি চন্দ্র বিরাজিত অন্তপুরে
জ্বীন ইনছান মাতোয়ারা, ফুলের গন্ধে ধরা ধামে
ফুলের মূল সর্বত্র তরঙ্গে তিথি নক্ষত্র
নিঝুম হত ত্রিজগতে ভয় ॥

নিশিতে পবন জোয়ার ভাটায়,
পুর্ণিমায় ফুল তরঙ্গে ভাসায়
ফুলের রেণু দ্যুসর সয্যায়
আতস্বী রূপ মোহিমায় ॥

অনন্ত অসীম ফুলের ধ্যানে
স্বর্গ মর্ত্য ফুল সাধনে
আকবার কয় ঠান্ডু কানে
ত্রিজগতে ফুলের সুসোভনে
চন্দ্র খন্ডন হয় ॥

৪. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

জংগলের পুষ্প ফুল মালতির
অঙ্গ ধন্য ফোটা ফুল
শত রঙ্গ গুল বাগে, মধু ভরা টুলাটুল ॥

ডালে ঝোলে ফুলে ফুলে
মধু হয়না কোন জাত ফুলে
মধু আরোহণী ফিরে উড়ে মৌমাছি
ঢালে বসলে হয় কেন বুলবুল ॥

ফুলে মধু কঞ্জ কলির
ফল হলে কি নাম বুলি
মধু বিভক্ত গুড় আর চিনি,
কত স্বাদে ফল আর ফুল ॥

কত স্বাদ বসুন্ধরায়
ফুলে ফলে বিভক্ত দেখায়
রোগ ব্যাধি দেহে কি কি স্বাদে
কত স্বাদে সাধুকুল ॥

ঠান্ডু কয় তত্ত্ব জ্ঞানে বুঝায় সত্য ফুলের মুল ॥

৫. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

বুঝলাম না দয়াল কুদরতী লিলা
এই জগতে এসে কেউ চেনে
কেউ মানে না ॥

ফুটিলে মরু বোনে
ভাসিনে রূপ সাগরে
আতুম্বীতে মানুষ রূপে কার কত ছলনা ॥

ডুবে ভাসে রূপ সাগরে
মা আমেনার উদারে
আবদুল্লার ঘরে কেউ মানে কেউ চেনে না ॥

ফুলের পর ভমর বসে
ফুল সুখালে থাকে ভিন্ন দেশে,
যে ফুলে মধু থাকে তার নেই তুলনা ॥

আকবার সাইজির মন বলে
ঠান্ডু চলে চলে বলে
দয়াল নাম মনে রাখি ভয় ভীতি আর থাকেনা ॥

৬. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

আব আগুশ খাক বাতে, দেহ ঘর গড়েছে
চার বাপ ভাল মন্দ
মা চার ধাত্রী স্বভাব ধরেছে ॥

মালিক ঘোরে নিরূপকারে
ঘর ছাপা দশ ভাগে
নয়জন সাক্ষী রেখে আপন স্বরূপ সেজেছে ॥

তিন চালে আটকা ঘরে
নুর হারা জ্যোতি ঝলক মারে
ফেরেস্তা গণ পাহারায় থেকে নিজ স্বরূপে জ্বলেছে ॥

আকবার কয় ঠান্ডু পাগল
এক খালি ঘরে চোর ঢুকেছে অন্ধকারে
মালিক মাল ধন, না চিনে চোর
অন্ধ চোখে আধার ঘরে ভাবছে আপন দোষে ॥

৭. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

হাকড়া বাধে নেকড়া ছেড়ে উড়ানি সব গাঁয়
ব্যাটা ব্যাটি ভিক্ষা করছে ভিক্ষা বেছে গাঁজা খায় ॥

কারো কথায় কেউ চলেনা
ঠমধসে ভাব আনাগুনা
ঘটি-মালা কান্দে ঝুলা চৌদ্দ ব্যাটির গলায় ॥

চিমটি হাতে মিনসে যায় সাথে
রং বেরংএর বসন গায়েতে
চুল দাড়িতে কপাল ঢোক, দেখি
হাত পা ররে লৌহার বয়লায় ॥

ওযু গোসলের ধার ধারে না
ফরজ গোসল মানেনা
দিন রাত্র হুকুর পাড়ে, নাম ফকির পাড়া,
দেখে শুনে ঠান্ডু পাগলা সিজদা দিতে জুমাই যায় ॥

৮. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

এলমি লাদুনী বিভক্ত ধ্যান লেখা দেখ কোরানে
নুরে নবী মুরে খোদা পীর মোর্শেদ কয় লও জেনে ॥

মোহাম্মদ আবদুল্লার ঘর, সে হয়েছে ওফাত
মদিনায় রওজা তার প্রমাণ দেখ ভুবনে ॥

নবী রাছুল আল্লা কে সে,
দেখতে গেল মুসা কুনুতর পাহাড়ে
হুশ হারিয়ে বেহুশ হয় ঘোরছে ত্রি ভুবনে ॥

যে নবী দোস্ত খোদার,
হাওয়াতুল মুরছাল্লিন নাম,
পূর্বে নিয়ে ছিল পাঞ্জাতুনের ভার
তবে কে জিন্দা ভবের উপর
পাগল নাম, ঠান্ডুর না জেনে ॥

৯. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

শুনি আউল আখের জাহের বাতুন নবী জিন্দা ভুবনে
মারফতের ভেদ জানে যারা নবী চনে বর্তমানে ॥

মারফত সত্য অধিকার আল্লার পর নবী সোরোয়ার
তাউছুয়াপ ফেক্যাপ নবী রাসুল ভাগ চলছে সারা অনুমানে ॥

মারফতের প্রাপ্ত ধনে, জন্ম নবী আব্দুল্লার ঘরে
উম্মতের ভার কবুল করিলেন পুশিদার ভেদ ছিনায় রেখে গোপনে ॥

নবী সুরে নুরে জ্বলে আকবর কয় ঠান্ডু বুঝিলে নারে
জিব্রাইল যায় আসমানে নবীর কি? খবর কয়ে গোপনে ॥

১০. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

আগে যে জান, সে পরোয়ার
খোদা নবীর একই ঘর,
জিন্দা পীরের খান্দানে নুর নবীর কারবার ॥

মিন আল্লা আত্মত্ত তার,
আদম কালেবে খোদা নবীর ঘর,
হায়াত নবী নুরে আকার
বিরাজ করে চার যুগের উপর ॥

নুর তাজ্যাল্লা সৃষ্টির আকার
পাক জাতে পোড়ায় কুনতুর পাহাড়
নুরে জুল জালা পাকপাঞ্জাতুন দেখেতে এল জ্যোতি কার ॥

আসমান জমিন খন্ড হলো,
মুসা পানি ভাগ করে
প্রমাণ ছিল নীল দরিয়ায়
আকবর কয় ঠান্ডু পাগল, মনের ঘর একাকার ॥

১১. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

আল্লার আরশ নবীর কালেবে রাখিলেন সাই
আরশ করছি লহ কলম হুকমে পয়দা হয় ॥

আরশ কুরছি লহ কলম
আঠার হাজার আল্লার আলম
তিনভাগে রূপ সৃজন পাক কালামে জানা যায় ॥

আহসান এক ছুরাত হলো
খোদা তার ভিতরে লুকালো
ফেরেস্তা গণ সেজদা দিল, নিগুমে বলছে তায় ॥

চার হালত সেজদা দিল,
আজাজিল না জানিল
আদম ছুরাত চার রূপা ছিল, আকবর ডাকে ঠান্ডুর জানায় ॥

১২. তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু
গীতিকার: তরিকুল ইসলাম ঠান্ডু

কর মোনাজাত জোড় কর হাত
তছবি গোন কি বলে
নবীর ভেদ না জানে, মাথায় নীলে তাজ, কি হবে কপাল ডলে ॥

মায়া মন্ত্র না জানে,
বিবরাজ প্রেম বাগে
রাগের ঘরে আলখিল্লা গায় হুংকার ছাড় তমবি মারে মসজিদে ॥

বছর অন্ত পরে
দ্বীন দয়াময় ছায়ের করে,
যে জানে নবীর ভেদ মানে, কষ্ট পায়না অন্তিম কালে ॥

যখন ওজু গোসল ফরজ হলো
দেহের নকতা হরফ চুরি হল
এখন চোরে চোরে যুক্তি করছে ঠান্ডুর ফেলে যাবে চলে ॥

১. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

প্রথমে আসরে এসে ডাকতেছি মা তোমারে
কৃপা করো স্বরসতী মা জননী ওমা রেখো চরণে
আবার কণ্ঠে এসে করো স্থিতি ছায়া দেও মোরে আসরে
আসরে আইছি আমি শোনো মা ভবো তরিনী
ধ্যানে ডাকছি আমি মাগো তুমি শোনো না কানে ॥

তোমার নাম লয়ে যাত্রা করে এসেছি মা বিদেশে
যাই যাবে তোর নামের ভেরম মাগো তাতে আমার কী হবে
তুমি যেমন দয়া করেছিলে চন্ডি কালী দাসরে
ঔমতো করো দয়া মোরে দেও পদছায়া
ভবো নদীর তুফান দেখে মাগো আমার প্রাণ কাঁপে ভবে ॥

আবার পাকে পড়ে পাগলা কানাই ডাকতেছে তোমারে
তুফানে ছেড়েছি নৌকা মাগো তুমি ধরে নেও কিনারে
আবার বাল্যক বলে মা কোলো ছায়া দেও চরণ তলে
নদীর তুফান দেখে মাগো আমার কাঁপে ডরে ॥

২. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

শোনো শোনো ভাই সকলরা পাগলা কানাই কয়ে যায়
ডাল ছাড়া ফুল, ফুল ছাড়া ফল শূন্যের উপর সেতো মিলি কাথে নাই
গাছের শিকড় কনে টের পেলাম না এও ঠেকিলাম ভীষম দায়
আমাবষ্যা সেই যে গাছে পূর্ণিমা তারই কাছে
চোখ বুজিলে সকল দেখি ভাইরে চোখ মেলাল আধার হয় ॥

তিল পরিমাণ জায়গার মধ্যে ১৮ টি সেজদা হয়
সে আজব কারখানা আবার এক হরফে পড়ছে মুমিন
সুরত আল্লাহর দোল্লিল্লাহ দশ কদম পাঁচ কাল্লা
একজন বলে না আল্লাহ বেকেহিদায় পড়লে নামাজ
ভাইরে তার সেজদাহ হবে না ॥

আবার এক ফেরেশতা পয়দা হয়ে যোগ ধ্যানে বসে রয় আড়ে
জন্ম নাই তার ধর্ম ভাইরে সে ফল কাঁচায় পাকায় খায়
আর এক ফেরেস্ততা পয়দা হয়ে যমুনাতে খেওয়া দেয়
নিশংক তারই কাছে মন ভোলা বসে আছে
ঢেউ গেগেণে মনিরদ্দি ভাইরে তার রতি দুই পাশে ॥

৩. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

ভবে দেখলাম আজব তরীরে দেখলাম আজব তরী
তরীরও তরঙ্গ মাঝে ছয় জনা আর আমি ঘুরি রে
মোনাই কাজী হইলো রাজী সেই নৌকার ব্যাপারী
নোনা লেগে গোলই খসে ডুবে যাবে সাধের তরীরে, ভবে ॥

এসেছিলাম নৌকাই চড়ে মন ব্যাপারী সেজে
লাভে মূলে করবো ব্যবসা সেজেছি ব্যাপারী
তোর আসল ফসল সকল গেল জবাব দিবি কারে, ভবে ॥

দিন থাকিতে করো পুজি মন মহাজন করো রাজী
কানাই বলে বুজলি নে মন হারাম খোরো পাজি
বালুর চরে ঠেকে নৌকা ছিড়ে যাবে পালেরও দড়ি রে
ভবে দেখলাম আজব তরীরে ॥

৪. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

আজব এক ফুল ফুটেছে ঘাটেরে
ফুলের সৌরভে আকুল হয়ে জগত মেতে ওঠেরে
ওওে যোগি যারা যপে তারা বসে বসে নদীর ঘাটে রে আজব ॥

সেই যে ঘাটের নোনা পানির কাটা কুম্ভিরের ভয় আছে
জান পরাণ চুমকিয়া ওরে রে
যে জন ভালো ডুবরী হয় ডুব দিয় তার মূল তুলে নেয়
জয় করে কুম্ভিরের নিকট সে আজব ॥

ফুলের সন্ধান ভালো পেয়েছে স্বরূপে নিহার ওজে করে
তোরা কেউ যাসনে নদীর তটেরে
পাগলা কানাই বলে আমার মুর্শিদ বসে আছে ওপারের ঘাটে রে ॥

৫. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

হাইগো আল্লা ও দীনের কান্ডার তুমি অগাধ ধরে করো পার
নইলে ভবে সাধ্য আছে কার
আমি ঘোর তোফানে পড়ে ডাকি না জানি সাতার
নদীর তোফান দেখে থেকে থেকে প্রাণ আমার চুমকিয়ে যেয়ে ওঠে
আছে আল্লাহজির ও রহমত তিনি এবার করবেন গো দয়া ॥

আল্লাহ তুমি বিনে জীবের নাই উদ্ধার
রহিম রহমান নাম তোমার নুরে পয়দা কুলালাম সংসার
মা তোর জোড়ের বেটা ইমাম হোসেন খলিল কেন আগুন মাজার
আবার দোস্তো বলে উদ্ধার হলে ইউসুফ কেনো কুয়ার ভেতর
আছে ছাবিরন আর বাসিরন ওই নাম জাহির শুনি কোরানের ভেতর ॥

আমি না জানি ভোজন সাধন ধরেছি চরণ গো
এ জীবন গেলেও ছাড়বো না
মা তুই মান্দার রে করলি কোলে আমায় ভাসাও অকুলে
বাল্যক বলে দিছিলে ফেলে এখন কী হবে আমার
আমি কানাই না জানি কালাম সালাম জানাই দশ জনারও পায় ॥

৬. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

কানাই বলে ৪১ সালে বিপদ ঘটিল শোনো
রূপা গওনা বেচিল তাই শুনে আলেম রা সব
মাছো ফতুয়া দিলো
হিমড়ে চিমড়ে যতো মুসলমান তারা মাছ বেঁচা ধরিলো ॥

আবার মাছ বেঁচা ধরে খালে বান্ধাল দেয়
সারা রাত বান্ধালে রয় প্রভাত কালে বাড়ি ফিরে যায়
বিবিরে রাগ করিয়ে কয় ওতুই সরে যারে মেছো বুড়ো
তোর গায় আষটে গন্ধ কয়
পাড়ার লোকে করে চালাকি শোবো না তোর বিছেনে ॥

আমি ক্যান বা নাকের নতনি বেচিলাম
বিধবার মতো হইলাম আগে কেনো খাটিস্নে গোলাম
আগে কেনো খাটো না গোলাম
আমি তোমার সনে পুষে নিকে ঝাকমারি কাজ করিলাম
বাবার কালে নাইকো বেচি মাছ ডুবালি বাব দাদার ও নাম ॥

৭. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

নামাজ পড়তে চলরে আমার মন
নামাজের ওয়াক্ত সরে যায় এখন নামাজ বুঝি পড়বি নেরে মন
ভেবে আঁকি নিরবধি বাধিয়াছে সর্বজন
আমি কেমন করে পড়বো নামাজ গো বলে দেও ওহে গুরু ধন ॥

আযাজিল নামে ফেরেসতা ছিলো সেই তো নামাজ পড়িতো
যারা জমি বাকি না ছিলো সোবাহান আল্লাহ কাদের গনি নামাজ পড়াতো
আল্লাহর কথা অমান্য করে সে ব্যক্তি শয়তান হইলো ॥

আমি কপাল গুণে পেলাম বয়াতি আমি কানাই জিজ্ঞেস করি
ওগো সাহেব দিবেন না ফাকি
কোন নামাজি বেহেসতোবাসী কোন নামাজি দোজকী
নেকি বদি সমান হইল গো বলো তার উপায় হবে কী ॥

৮. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

লাইলাহা ইল্লাহ বলে দাঁড় টানো জোরে জোরে
আমি কানাই হাল ধরেছি নাগবে তরী ওই কুলে
আমার পাগল কানাই হাল ধরেছে ভেড়াও তরী ওই কুলে ॥

সরস্বতীর শ্রী চরণে আমি সালাম জানায় বারে বারে
বাল্যক বলে করবেন দয়া অধমও পাগল বলে
আমি কানাই হাল ধরেছি লাগবে তরী ওই কুলে ॥

ইল্লালায় আছে পাঁচ লা ইলাহায় আছে সাত
আবার পাঁচ বারো হরফে কলমা তুমি সারো
আমি কানাই হাল ধরেছিগো তরী লাগবে ঐ কুলে
আমার পাগলা কানাই হাল ধরেছে ভেড়াও তরী ঐ কুলে ॥

৯. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

নাম ধরে ডাকিনি দয়াল পাপ হবে বলে
মুকস্তো নাম গেছি ভুলে
আর পাবো না দিন গেলে গো দিন গেলে ॥

৬,৬৬৬ আয়াত কোন আয়াতে দিনের নবী হয়েছে বায়াত
কোন আয়াতে বান্দার হায়াত
রাজ সভাতে দেও বলে গো দেও বলে, নাম ধরে ডাকিনি দয়াল ॥

একশত ১৪ টি সুরা কোন সুরাতে এক কথা কম রেখেছে
খোদা তাতে বান্দার হায়াত যাচ্ছে কাটা পড়ছি ঘোর প্যাচে গো
পড়েছি ঘোর প্যাচে, নাম ধরে ডাকিনি ॥

অধম পাগল কানাই ভেবে বলে ভাই
দিন যে গেলো গোলে মালে কিছুই বুঝি নাই
এই কয় কথার অর্থ বয়াতী
তুমি আমার দেও বলে গো দেও বলে, নাম ধরে ডাকিনি ॥

১০. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

ওয়াদাহু লা শরিকালা নিজের পাক জোবান
ঠিক রেখে গো ঠিক রেখে
হাসরের দিন পাইতে পারো আমার দয়ার নবীরে ॥

আহাত কলমার নবী বায়াত হয়
আত্তাহিয়াতু পড়ে দয়াল সালামও ফেরায়
মোনাজাত বসে দয়াল বান্দার হায়াত নেয় চেয়ে গো
নেয় চেয়ে ॥

খোদার কলমা করে কবুল দিনের ও রাসুল
রোজা নামাজ পড়তে তোমরা কইরো না গো ভুল
অধম পাগল কানাই বলছে ভেবে
বুঝবি শেষে দিন গেলে গো দিন গেলে, হাসরের দিন
॥

১১. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

শুনে দুরন্ত কথা মর্মে ব্যাথা গো
কথা কই যে কার কাছে
লোকের বিশ্বাস যোগ্য হয়না যে
তাতে পাঁচ জনারি একই আত্মা আছে
তারা এক সাথে চার জনাতে করে বিরোধ গো
পারে না এক জনার সাথে ॥

ওরা পাঁচজনা পাঁচ গ্রামে থাকে
সদয় করে কলোরব
আবার কেউ হয় মাতা কেউ হয় পিতা
কেউ ধরে ভগনির সুবাদ
আবার ভাইরে ডাকে বাবা বলে একি হইলো অবিচার
বাবার সঙ্গে সে পাতায় গো দেখো ভাইয়েরই সুবাদ ॥

তাদের কি এমনি রীতি বসে ভাবি
তাই ওরা গুরুকে মেরে স্বর্গবাসী হয়
আবার ব্রাহ্মণ মেরে করে ধর্ম
একি রীতি দেখতে পায়
আমিতো নিকগুনে কানাই একলা বসে ভাবছি তাই
কানা কালা ন্যাংড়া বোবা গো বসে বিচার করছে তায়
॥

১২. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

কাছেদ বলে কাতর হালে ধারাপত্র হানিফা
ওরে না ধরিলে আমার প্রাণ তো বাঁচে না
আমি ৬ মাস হেটেছি না খেয়েছি পেয়েছি যন্ত্রণা
আমার প্রাণ তো বাঁচে না
আছে জয়নাল আলীর যত মদিনার সংবাদ
পড়েও তো দেখো না হানেফ যেয়ে দেখো না
জয়নাল আলী আছে কারাগারে হানেফ উদ্ধার করো না ॥

আর দামেস্কের শহরে এজিদ নতুন বাদশা হয়েছে
ওরে জয়নাল আলীর কারাবদ্ধ রেখেছে
ওয়ে ময়মানা বুড়ির কুটনি হয়েছে
যহর তো দিয়েছে বড়ো ইমামকে মেরেছে,
ছোটো ইমাম ছিলো কারবালায় মরিলো
পানি না পেয়েছে জীবন বদ্ধ রেখেছে
হানেফ যেয়ে দেখো না ॥

এ সকল ও দুঃখের কথা বলবো আমি কার কাছে
ওরে বলতে গেলে দেহো ফেটে যাইতেছে
ওয়ে ফোরাত নদী ছিলো জাল দিয়া ঘিরিলো
পানি না পেয়েছে জীবন দগ্ধ হয়েছে
কান্দে সাদের আলী সোনার জয়নাল মলি
প্রাণ তো বাজবে না, হানেফ যেয়ে দেখো না
জয়নাল আলী আছে কারাগারে তারে উদ্ধার করো না ॥

১৩. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

আদিলদ্দি কয় ছাতি ফেটে যায় দেখে বিধির খেলা
ও বেলা দুইপার তামাম সোনার চাঁদ ইমাম খেমায় দিলো মেলা
পিপাসায় কণ্ঠ শূন্য পানির জন্য ছাতি ফেটে যায়
শুকায় গলা ক্ষমা হইতে ডাক দিয়ে আনো তোমার চাচারে
অসম কালে ধরি ভায়ের গলা ॥

আর এনে দিলো পিয়ালা চোমক দিয়ে খেলো বাছা
ও বাছার তনু হলো কালা উঠে গেলো জ্বালা
বাছা করে হেলা দোলা
জোড়ের ভাই হসেন আলী কোথায় রইল দেখা করো
ভাই নিদান বেলা অসমকালে ধরি ভাইয়ের গলা।

বড়ো ইমামের হাত ধরিয়ে বসাইলো কলোর পার
ও তুমি শিগগির করে এসো গো চাচা
ফেটে গেলো মোর জান
হৃদয়ের হোসেন রয়েছে চেয়ে তোমারই দিকে
গেলো আমার বাবাজী জান
যোহর খেয়ে চলে পড়লো গো
গেলো আমার বাবা জানের জান ॥

১৪. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

মার ছুলি যার ব্যাটা মরে খবরে তা শুনতে যে পায়
পানি তলে আগুন জ্বলে সেউটা বিশ্বাস হয়রে হয়
দেখো আয়বুড়ো মেয়ের কোলে ছেলে দুগ্ধ খাইতেছে
সেই কথাটি বিচার করে বলো রাজ সভায় ॥

আবার শাশুড়ী যার আশায় করে
জামায় যদি হইতো মোর পতি
বসুমাতার কন্যা মিতা রামেরও সঙ্গের সাথী
রাম রাজা বনে গেলে বসুমাতার আশায় ছিলে
রাবণ রাজা হইতো মোর পতি ॥

চার যুগে এক বৌ ভারী বজ্জাতে
উলের মা ভুলে গিয়াছে বিনোদবাসীর গান শুনে ছি ছি ছি
ওলো রায় লাজে মরি মরি যায়
পাগল কানাই বলতেছে
ওরে বৌ এয়েছে ভারী কুপেকে, মার ছুলি ॥

১৫. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

ওরে বাঘের ডাকে অন্তর কাঁপে গেলে মধুপুরের হাটে
কে যাবি শিকারে তোরা কে যাবি শিকারে
সেই যে বাঘের নাকটি উদা
কেউ যেনো ভাই মেরোনা তার খোঁচা
ও বাঘ তাকায় আড়ে আড়ে কতো শিকারি যাচ্ছে মারা
গুলি বন্ধুক সহকারে কে যাবি শিকারে ॥

ডাগিনি শাগিনি ওই বাঘ দুই ধারেতে থাকে
মুখে তার ঘনো দাঁড়ি রক্ত খায় দুষে
বাঘেরও নাম ফুলেরশ্বরী
নাক নেই তার গন্ধ যে ভাবে কে যাবি শিকারে ॥

সেই যে বাঘের এমনি রীতি
গন্ধ পাইলে ধরে আবাল বৃদ্ধ
খায়না ও বাঘ যুবক পাইলে ধরে
ওই বাঘ মারছে সাই কানাইয়ে
কয় ঘরের কোঠায় ঘোরে ফেরে
কে জাবি শিকারে তোরা কে জাবি শিকারে ॥

১৬. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

সন্ধ্যা বেলা দেয় না বাতি দুপুরে দেয় গোবর ছড়া
আসল লক্ষ্মী ছাড়া ও বৌ আসল লক্ষ্মী ছাড়া
স্বামী যখন মাঠেতে যায় বৌ তখন যায় গোয়ালপাড়ায়
ঘোরাফেরা করে রে বৌ ব্যবসা
ঘোরাফেরা স্বামী বাড়ী আসার সময় হইলে
শুকনা ধানে দেয় এক নাড়া
আসল লক্ষ্মী ছাড়া ॥

নতুন বৌয়ের এমনই গুন
সাগ রাধিতে দেয় বেশী নুন
কোথায় গেলে ছুড়া রে মন কোথায় গেলে ছুড়া
বাঁশির সুরে মন মজেছে করছে পাগল পারা রে
বৌ করছে পাগল পারা
ওরে নিজও স্বামী ঘরে থুয়ে পরকে নিয়ে নাড়াচাড়া
আসল লক্ষ্মী ছাড়া ও বৌ আসল লক্ষ্মী ছাড়া ॥

বৌ যদি আমাদের হতো এসে দাদার খরর নিতো
চিন্তা করতো কারা
ওই বৌর নিন্দা করতো কারা
নয়ন কয় ওরে কানায়
তুই কান্দিস তোর বৌ এর লাইগা
বৌ কান্দে ওই কৃষণ ছোড়া আসল লক্ষ্মী ছাড়া ॥

১৭. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

আমি পথে পথে কেন্দে বেড়াই হায়
ছেড়ে গেছে জোড়ের ভাই ত্রিজগতে আর তো কেহো নাই
আমি যাহার বলে বাহার দিতাম
তারে নিলো মালিক সাই
কান্দি ভাই ভাই বলে বাহু তুলে
কলিজা উঠলো জলে ওগো রব্বনা ॥

আমার ব্যাটা বেটি সব মারা গেছে
বিধি ভাইর কাঙ্গাল আমার করছে
আপসোস করে বলি দশের কাছে
ওকি হারে দারুন বিধি করো ভাইয়ের সাথি
করা জন্যে থাকি জগতে
ওই দেখ কবরের পর ঘোর অন্ধকার মা দুখিণী কানতেছে
কান্দে মা দুখিনি পাগলিনী কান্দে মায়ে রাত্র দিনি যায়
ইমাম বলে ॥

আমি ভাইয়ের শোগেতে হইলাম দিওয়ানা
আমার মন তো আর বোঝে না
ওকি হারে দারুন বিধাতা
আবার মাটি পুড়ে হইলো কাবাব
দেহো পুড়ে হইলো ছাই ওগো রব্বানাই ॥

১৮. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

একটা মানুষ দেখলাম ত্রিবেনীর ঘাটে
কথা বলি দশের নিকটে মাটি ছাড়া শূন্যে সে হাটে
আবার শিরে জটা বড়ো লেটা সিদুর ফোটা ললাটে
তিনটি সন্তান আছে তার পেটে
নিজের দুগ্ধ নিজেই পান করে দুগ্ধ নেই হইস্তেনির বাটে
মানুষ দেখলা ॥

গো মাংস করতেছে আহার
জাতি কুলের নাই বিচার
সব দেবতার পূর্বে পুজা তার
অনুরাগী সর্ব ত্যাগী বক্ষে জুনের দার
আছে আহা মরি রূপেরই কারবার
পাগলা কানাই বলতেছে এনিলার নাইরে পারাপার,
একটা মানুষ ॥

১৯. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

শোনো শোনো ভাই সকলরা দিনো বন্ধু সিন্ধু গড়া
সেই সিন্ধুকের মধ্যে মাল পুরা
ও সিন্ধুক গড়ন সারা কুলুক করা
১৮ জন চৌকি পারা ১৬ জন রাখছে ঘিরে সিন্ধুকের চতুরধারে
৬৪ জন থাকিত মাল নিলো চোরায় ॥

ও ভাই কলের সিন্ধুকে বলে হেটে যায়
আপা কাপে তোয়ার হয়
বিনি বাতাসে ২ চাকা যে ঘোরার আবার
২ সিন্ধুকে মিলন হয়ে
বিন্দু ধরে সিন্দুক গড়া মনিপুর মালের গোড়া
খুজে নেও চাবি তালা অনাশে যাবে রে খোলা
সাধন জনতে হয় ॥

ও ভাই খুলবা যদি সিন্ধুকের তালা
পড়ো লা-ইলাহা ইল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ রাসুল্লাহ
আবার সেই যে সিন্ধুকে পড়ে আছে
তা জানে মোর মক্কার আল্লাহ
গড়েছে খোদা তালা
দিন থাকিতে সিন্দুক তোমার করো উজালা ॥

২০. মোঃ আব্দুর রশিদ
গীতিকার: পাগলা কানাই

ভাইরে ভাই তারিফ করে কামেল কার যে জন বানায়েছে
আজব সে রথ এক পাটিতে পেড়েম সেরে ওজন হচ্ছে
সাড়ে তিন হাত নিচেয় দুই চাকা ঘোরে ৬ জন সেই রথের পরে
মাঝখানে বিরাজ করছে ত্রিজগতের নাথ ॥

আবার হেলবে দুড়ো হবে বুড়ো
চলবে না রথ টানাও দিলে
সমুদ্রের হাল হবে যে নড়বড়ে
ননখিল খসে পড়বে
যে দিন কানাই বলে ভাই সকলরা
দেখছো তোমারা তাহারে
কামিলকার নাগাল পেলেও ঘোড়া চলতো খুব জোরে ॥

কামিল কারের যতো গুন ধরে সবই যে রথের পরে
আপনি ভাঙ্গে আপনি যে গড়ে
ভালো মন্দ তারই যে হাতে কেউ
কেউ চেনে আর কেউ চেনে না
বাইপিত্ত কফ সেলেস্যা
রথের দিন থাকে না ভাইরে সারথি পালালে ॥

১. রাজিবুল ইসলাম রাজিব
গীতিকার: আহসান উলাহ মৃধা

কাঁচা প্রেমের বাজার গরম, খাটি প্রেমের খবর নাই
হঠাৎ প্রেমের জ্বললে বাতি, হঠাৎই তা নিভে যায় ॥

আবেগ ভরা মুখের বলি, নবীণ কালে মধুময়
মনের মানুষ কাছে এলে মিষ্টি কথার জোয়ার বয়
বাস্তবতায় আসে ফিরে যখন টান পড়ে টাকায় ॥

প্রিয়তমার মনটা পেলে চাইনা কিছু আর
সাগর সেচা মানিক যেন ভেবে ফেলে তার
তিন বছর পর থাকে নারে সে ভাব দুনিয়ায় ॥

২. রাজিবুল ইসলাম রাজিব
গীতিকার: আহসান উলাহ মৃধা

ফেরার সময় হয়ে গেছে আসছেরে আঁধার
দিন থাকিতে গোছায়ে নে যা কিছু দরকার ॥

দু দিনের এ দুনিয়াটা হয়রে খেলা ঘর
বৃথা বড়াই করিস নেরে বারে অহংকার
আবার অহংকারে পুড়ে ঈমান হবেরে ছারখার ॥

গাড়ি বাড়ি সুন্দর নারী এ সংসারে রবে
চোখ বুজিলে সবই বৃথা কেওনা সাথে যাবে
ফন্দি ফিকির খাটবে নারে যাবা পারাপার ॥

সুদ ঘুষ আর কলম দিয়ে করে অর্থ আয়
পাপের পথে কর খরচ সুখেরই আশায়
পাপ অর্থে গড়লে দেহ মেলেকি দিদার ॥

১. মোঃ মহসিন গনি
গীতিকার: আহসান উলাহ মৃধা

ও রূপসী করলি একি, কেড়ে নিলি দেল
কলেজেতে হয়নি পড়া, তোর কারণে ফেল ॥

ডিগ্রি নেব চাকরী পাব, মনে ছিল আশা
হঠাৎ করে জাগল মনে, তোরই ভালবাসা
বই খুলিয়া ভাবি তোরে, বৃথা পড়ে তেল ॥

দিয়া কথা রাখলি না তা, বাঁধলি পরের বাসা
কেমন কওে ভুলে গেলি আমার ভালবাসা
বোকা আমি কাক হয়েছি, তুই যে পাকা বেল ॥

২. মোঃ মহসিন গনি
গীতিকার: আহসান উলাহ মৃধা

হুড়ো বিড়াল বসেছে ধ্যানে
লাফ দিয়ে যে ধরবে ইদুর, কুলাই না তার গতরে ॥

যখন ছিল যৌবন কাল, ভবে করেছি কত তাল
পরের হাড়ির গন্ধ শুকে, কাটায়েছি কাল
ও দেখ হামলা দিয়ে গামলা নিয়ে, কত ছিকে ছিড়েছে ॥

উজান নিলে গো বিদায়, দেহে ভাটির স্রোত বয়
আর অবশেষে সাধু বেশে কাল কাটাতে চাই
আবার বৃদ্ধকালে লেজ নাড়ে না, ধাক্কা দেয় না যৌবনে ॥

৩. মোঃ মহসিন গনি
গীতিকারঃ আহসান উলাহ মৃধা

মরণের জন্য খাড়া থাকিস মন, ও মন আমার
দমের ঘরে পড়তে চাবি, আর দেরি তোর কতক্ষণ ॥

আইছে যারা গেছে তারা, বেশি দিনতো হয়নি ঠাঁই
যখন তখন আসতেছে ডাক, ধরবে কষে ভাবছি তাই
এড়ানোর পথ না পাব, তখনই হবে মরণ ॥

বৃদ্ধা মাতা ছেলে মেয়ে, কাঁদবে কত বেহুশ হয়ে
কোন কাঁদায় ফল না হবে, আদর করে গা ধুয়াবে
মাটির ঘরে আসবে রেখে, গ্রামবাসী আর আপনজন ॥

ভয়ংকর সে মাটির ঘরে, বান্ধব কারো পাবো নারে
কেবল দয়াল বন্ধু সেই না ঘরে, সে জগতে পাঠায় মোরে
ও তাই আহসান উল্লাহ কয় হে আল্লা, সব সময় রাখাও স্মরণ ॥

১. মাহফুজ মিঠু
গীতিকারঃ আহসান উলাহ মৃধা

আমি চাই না তারে, সে চায় মোরে, চাই যারে তার পাইনা
আমি চাই যারে তার পাই না ॥

লাগাম ছাড়া মন ঘোড়াটা, ধরে নানান বায়না
আমি যারে ভালবাসি ধরা না সে দেয়
যার ভয়েতে পালায় দূরে সেতো কাছে নেয়
ত্রিভুজ প্রেমের এই যন্ত্রণা আর তো প্রাণে সয়না ॥

আমি চোখ বুজিয়া দেখি তারে, চোখ খুলিলে না পাই
আমার প্রেমের নষ্টকারী সামনে অপেক্ষায়
ওরে কপাল দোষে আছান উল্লার প্রেমতো ববে হয়না ॥

২. মাহফুজ মিঠু
গীতিকার: আহসান উলাহ মৃধা

বিধাতার দুনিয়ায় মানুষ আসে মানুষ যায়
কেউবা সুখে কেউবা দুখে কর্মগুণে কাল কাটাই ॥

পরের ধন কেউ করে চুরী, চালায় জীবন মন মতন
আখেরাতে শূন্য হাতে খাবে ধরা বিলায়
বিধির বিধান না মানিলে, পাবেনা বাঁচার উপায় ॥

ক্ষুদ্র লাভের আশায় মানুষ নষ্ট করে পরিবেশ
যাদের দিয়ে ভুত তাড়াবে তারাই বেশি করে শেষ
গরীবেরাই মরবে ধুকে ধনীদের কি আসে যায় ॥

শুকনা কালে হয় না খেয়াল, বর্ষা কালে হয় চেতন
হাকাহাকি ডাকাডাকি, বালুর বাঁধটা দেয় তখন
গরীব মরলে কি আসে যায়, নিজেদের তো হবে আয়
॥

৩. মাহফুজ মিঠু
গীতিকার: আহসান উলাহ মৃধা

হারানের আর নেই হারানোর ভয়
যেমন চালায় তেমনে চলি, চালায় মিঠুর দয়াময়
হারানের আর নেই হারানোর ভয় ॥

সুখের আশায় ঘর বাঁধি সব এসে ভবের চরে
যখন তখন সবকিছু শেস হয়ে যেতে পারে
জল হাওয়া গড়ে ভাঙে করে লিলা লীলাময়
হারানের আর নেই হারানোর ভয় ॥

গরীব যারা দেখি তারা রোগে ভুগে মরে
অভুক্ত অসহায় হয়ে থাকে শূন্য ঘরে
জুলুমতো তাদেরই উপর, হয়ে থাকে সব সময়
হারানের আর নেই হারানোর ভয় ॥

৪. মাহফুজ মিঠু
গীতিকার: আহসান উলাহ মৃধা

এক সাথেও না আলাদাও না একাকারই মনে হয়
তপ্ত লোহায় জ্বলছে আগুন, লোহা তো আর আগুন নয়

ফুলের গন্ধ বোঝে নাকে, দেখা শুনা যায় কি তা
কটি খণ্ড করে পাপড়ী, সুবাসের খোজ পাইবানা ॥

আমার মাঝে আমি কোথায়, জলদি খোজ যায় সময়
থাকিতে সাধ হয়না সাধু, মরিলে সাধ রয় না মধু
জিন্দা লাশে প্রতিশ্বাসে, ডেকে তারে পাইরে শুধু
আছান বলে ডাকরে মিঠু, যত বেলা বায়ু বয় ॥

১. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মতিয়ার

মালেক আল্লা করি সেজদা ওগো আল্লা তোমারে
রহমানের রহিম আল্লা রহম করনে আমারে।।
হজরত রাছুলের চরণ আমি করি আরাধন হোসেন
হোসেন হজরত আমি ওরে মা ফাতেমা খাতুন
দোয়া করবেন দয়াল নবী দোয়া করবেন আমারে।।
যত আছেন অলি এলমদার আর আছেন পীর
পয়গম্বর সবাই মিলে করবেন দোয়া অধমের
উপর আমার যত শক্তি তত ভক্তি উদয় হয়
হৃদয় পুরে ॥
এই আসরে আছেন যত জন সবাই মিলে করবেন
দোয়া অধমের বচন আমার দিবেন ভিক্ষা
জীবন রক্ষা মতিয়ার কয় কাতরে ॥

২. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

শ্রী চরণ পাবো বলে ভব কুলে ডাক দিল হীন
কাঙ্গালে পড়ে এই ঘোর সাগরে কেউ নাই
মোরে ঘিরে নিল মায়া জালে ॥
সৃষ্টি করে আপ্ত রসে কালের বসে কোন বা
দোষে ফেলাইলে কার ভাবে এই ভবে এসে
বিহাল বেশে দয়াল নামটি প্রকাশিলে ॥
পতি ও পাষান্ড যারা পেল তারা মার খেয়ে তার
চরণ দিলে আমি কি এতই পাপি দুঃখি তাপি
আমার ভাগ্যে নিদয় হলে ॥
কল্পতরু নামটি ধরো বাম নয় কারে শুনে এলাম
সাধুর কুলে দয়াল নামের মহিমা যাবে জানা
এই অধীনের চরণ দিলে ॥

গোসাই হিরু চাঁদের চরণ হয়না স্মরণ ভজন বিহিন
পাঞ্জু বলে তুমি না দিলে চরণ
একই কালে মানব জন্ম যায় বিফলে ॥

৩. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

গুরু দয়া কর মোরে গো ও বেলা ডুবে এল
আমার আশা নদীর কুলে বসে আমার আশান পুরালো।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল যমরাজ ডাঙ্কা বাজিল
আমার মহাকালে ঘিরে নিল সঙ্গে সাথি কেহ নারে হল ॥
অমূল্য ধন হাতে লয়ে এসে ছিলাম ব্যাপার বলে
ছয় জনা বুমবাটে জুটে পথ ভুলা সে ধন লুটে নিল ॥
কি হবে অন্তিমের কালে রয়েছি বিনা সম্বলে
অধিন পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে সাধের জন্ম বিফলেতে গেল ॥

৪. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

লোভে মেত না গোপির ভজল সত্য জাজন মিথ্যা
বল গেল না গোপী চিনে সরল মনে গুরু ক্যানে ভজনা ॥
এলে যদি ভরের হাটে হইওনারে ভুতের মুটে এক দোকানে
বিকি কিনি সদাই ক্যালে কর না ॥
রসের ধারা জেনে লয়ে ভিয়ান কর ময়রা হয়ে পাবে রে
প্রেম রত্ন জঠর জ্বরা রবে না ॥
জমন কানা বিড়াল দধী বলে মরে ছিল তুল গিলে
পাঞ্জু মলো চিটে গুরে ভুলে রে মিছরি দানা ॥

৫. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মতিয়ার

জানবো কার মরম কথা কে বলে আমায়
নবীজি মেরাজে গেল সেই কথা বলো আমায় ॥
নবীজি মেরাজে গেল কয় পরে ফিরে এল সেথায়
কয় লক্ষ কালমা পাঠ হইল খোদা ছিল কি আকার ॥
খোদা জিজ্ঞাসিলে রাছুলের দোস্ত আমার জন্যে
কি আনিলে বলো কোন তখন দিয়েছিল
যাতে সন্তুষ্ট পরয়ার ॥
মতিয়ার তাই ভেবে বলে ভেদ ভেঙ্গে দাও
দয়া করে বান্দা খোদার নামাজ
পড়ে খোদা সিজদা করে কার ॥

৬. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মিয়াজান

গুরু তোমায় চেনা ভার এ ভব সংসার
হাসাও কান্দাও কেবল গুণ পানা তোমার
তোমার নামেরি ধন্য আছে ধজ ব্রজাকুশ
চিহ্ন ঘোষ পদ চিহ্ন ভিন্ন ২ দেখিলে উদ্ধার ॥

সেই যে রাবন রাজা জোরে সিতা নিল হরে
জগৎ লক্ষ্মী সীতা কেমনে হরে সেই যে পাপি
রাবন সর্গেতে গমন নিজ অপরাধে কালির
জীবন করিলে সংহার ॥
দেহের রিপু ছয় জনা লোটে মালখানা
কাজে কামে আমায় করে যাতনা দেহের রিপু
আদি কাম তাদের না দিলে বদনাম আমায়
ধরে হুকুম দাও নরকে যাবার ॥

ভেবে বাহাদুর তাই কয় দরবেশ মিয়াজানের
তোমার সামনে চাতক মরে একি
অন বিচার ॥

৭. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মিয়াজান

সত্য বটে সংখ বালি অপররাধি নই
ভক্তে বাঞ্ছা পুরাই আমি নিজ
মক্তি হই ॥
শত্রু ভাবে উপনিত বারণ সমরে
রাবন বংশ উদ্ধারিতে বান ধরি করে
খেলা করি বানে২ দশান পড়িল রণে
অন্তিমেতে অনন্ত রূপ তাহারে দেখাই
জীবকে লয়ে করি খেলা জীব কি বোঝে
আমার লীলা আমি বুঝি আমার লীলা
আমার লীলা জগত ময় ॥
থাক চেতন গুরু ন পাশে ছয় রিপু
আসিবে বলে বাহাদুর চোখের জলে
ভাসে মিয়াজান নাই চরণের
আশায় ॥

৮. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মিয়াজান

সারে জাহান যখন গঠলেন দয়াময়
তখন শূন্যভরে আরশ রয় ॥
আরশে থেকে গনি বলিলেন কুন রবানি
সেই কুনেতে পয়দা জননী শক্তি রূপে দেখে
ধপি টলে গেলে আবের মনি সেই মনি
বিম্বু খানি পা দিতে বিম্বু ভেসে যায় ॥
নরে কারে বিম্বু ভাসে তাও দেয় বিম্বু
শক্তি এসে আসে পাশে অন্ধকারময়
অন্ধকারে রাগে ধুয়ায় বিম্বু তখন নুর
বালক দেয় গেবি আওয়াজ মা শুনতে পাই
হায় ২ শব্দ শুনা যায় ॥
হুহুকারে বিম্বু ফাটে দুই ভাগে তেরল এটে
সেইটে আসমান আর জমিন বিম্বু মধ্যে
পঞ্চজনা মার অঙ্গেতে হয়ে গহনা তার উপরে
নুরের ছাওনা আয়না মহল দেখা যায় ॥
মিয়াজান তাই ভেবে বলে বাহাদুর তোর নাই
অন্ধকারে রাগের জারে এর সন্ধান
কি বলা যায় ॥

৯. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মিয়াজান

নবীর গুরু আল্লার কালাম নে চিনে
খোদার কালাম কোরান শরিফে দেখ ধুরে
আপন ছিলে ॥
গোলকে সাড়ে ২৪ রতি ভাগ করিলে সাইকুদরুতি
বাদ দিলে তার সাড়ে ৩ রতি তাই হয় পুরুষ প্রকৃতি
আধ রতি সেই শক্তি মেয়ে পূর্বে ছিল ময়ুর হয়ে
সেই ময়ুরের গা ঘামিয়ে রতি জন্ম হয় সেনে ॥
চার ধানেতে রতির শনি তাই হল আছমান জমিন
দেহের গঠন না পাক পানি ১২ রতি হয়
তাহার মানি বুঝতে পারে যে হয় জানি
সন্ধানি জানে সন্ধানে ॥
সামনে গুরু বউ রেখে বাহাদুর খেলে উজন বাকে
মিয়াজান কয় যাসনে ফাকে ফাকের
ঘরে তার মানে ॥

মিয়াজান তাই ভেবে বলে বাহাদুর তোর নাই কপালে
হাত দিলি ক্যান ফোটা কোমলে তোর ভাগ্যে ফলে
মুলার বেছন ॥

১০. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মিয়াজান

আপন দেহ ঠিক কররে মন তবে দেখ মানুষের সিংহান
কাম ক্রোধ লোভ মহ বাদ করে সে ঐ সকলওতয় হবে তোর ভালোর
ভালো দেখবি ভরে দুই নয়ন ৷৷
প্রেম রসের রসিক যে জন সকাল বিকাল মানে না সে জন কাল
অকালে করে মই থন করে অষ্টমি দিন সষ্টি পুজন ৷৷
অধর মানুষ ঘাটে বসা কিওন খোলায় কি তামসা
দেখে বসে রসিক সুজন রসিক যারা তারাই জানে অরসিকে
জানবে ক্যানে গুরুর বাক্যে ধরো মনে প্রাণে তয় হরিব পরশ রতন ৷৷
তা সময়ে ঘাটে গেলে কুম্ভিরে খেয়ে ফেলে মুখে বলে কি হল এখন
গুরু বাক্য মনে পড়ে দেখে তখন নড়ে চড়ে মাল ঘরের মাল নিচ্ছে
কেড়ে মর কেন জনমের মতন ৷৷
সিল দরজায় কপাট আটা বর জগে রেখে সেটা কি করবে
চয় জন বেটা নদীতে জোয়ার এলে দ্যাও নৌকার বাদাম তুলে
কি করবে ছয়জন জেনে ঠিক রেখ গুরুর চরণ ৷৷
কেউ মুখে বলছে বোম ২ কালি কোথায় রইল গাজার থপি হাটে
হাটে যে হরায় বুঝি সে রসিকের যুদ্ধে পতন ৷৷
কুম্ভিরে ঘারে কাছে বড় ঝোপসা বাগান আছে সেইখানে
বাঘ ছুপনি দিচ্ছে গুরু বাক্য কাটলে ন্যায় তখন ৷৷

১১. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: মিয়াজান

হুকারে আল্লা গণি কুদরুতে সাই কুদরুত
কামিনী। কুদরুতে পয়দা হলেন খোদ
খোদা গুণ মনি ৷৷
নিরাঞ্জনে হরে নিল মার কুল দুই কানে
দুই মতি ছিল মার মাথায় ছিল ফুল
মার অঙ্গে ছিল চন্দ্র, সুর্য্য গেলেতে
ছিলেন নবী ৷৷
মায়ের মা যে পিতার মা তিনি জগতের
কর্ত্তা মাগো হক নামের ধনি
সাই মিয়া জান কয় ওরে সব দাল
মুখে বলে হবে কি ৷৷

১২. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন পাগলা
যেভাবে আল্লা তালা বিষম লীলা ত্রি জগতে করছে খেলা ॥
কত জন জপে মালা তুলসী তলা হাতে ঝুলায় মালার ঝুলা
কত জন হরি বলে মারে তালি নেচে গেয়ে হয় উতালা ॥
কত জন হয় উদাশি তির্থ বাসি মক্কাতে দিয়াছে মেলা
কেউবা মসজিদ বসে তার উদ্দেশে সদাই করছে আল্লা ১ ॥
স্বরূপের রূপ মানুষে মিসে আলা খোঁজে দেশ বিদেশে
কত জন ভাবনা জেনে চোমর কিনে হয়ছে কত গাজির চেলা ॥
নিত্য সেবায় নিত্য লিলা চরণ দিবে অধরকালা পাঞ্জু
তাই করে হেলা ঘটল জ্বালা কি হবে নিকাসের বেলা ॥

১৩. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

ভজন সাধন করবিরে তুই কোন অনুরাগে আগে মেয়ের
অনুগত হলে জগত জোড়া মেয়ের বেড়া কেবল
এক গতি গাইজি জাগে ॥
মেয়ে সামান্যতো নয় জগত করছে আলোময়
কোটি চন্দ্র যিনি কিরণ আছে মেয়ের পায়
মেয়ে ছাড়া ভজন নাইরে তাও তুমি জানগো ॥
যদি রূপ টাকা পায় জিব কপালে ছুয়ায় কত রজত
কাঞ্চন স্বর্ণরূপ পতি দিচ্ছে মেয়ের পায় মেয়ে এমনি
ধনি নাই চিনি জীব পবরে পাপের ভোগে ॥
মেয়ে মের নারে ভাই মারলে গুরু মারা হয় মেয়ের
আহ্লাদিনি নাম রেখেছে চৈতন্য গোসাই যার
দরশনে দুঃখ হরে ঐ চরণে শরণ নিগে ॥
বলে হিরুচাঁদ আমার মেয়ে মনহার যার আকর সনে
জগত পতি দিল রাধার রিন শিকার তুই ধরবি যদি
গুরুর চরণ পাঞ্জু ঐ চরণে শরণ নিগে ॥

১৪. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

যে দেখেছে বন্ধুর রূপ সে তো আর ভুলবে না।
দেখতে আছে কইতে মানা রূপের না মেলে তুলনা ॥
দরপনে যে রূপ দেখেছে তার মনের অন্ধকার দুরে গেছে
রূপে নয়ন দিয়ে আছে দুরে গেছে পারের ভাব না ॥
সদাই থাকে রূপ নেহারে দেবা দেবী মানবে ক্যানে
মন দিয়েছে শ্রী চরণে গুরু বিনে অন্য রূপ মানে না ॥
তার সাধ্য সাধন গোপির সনে ভজে গুরু
বর্তমানে প্রাপ্তি হয় তার নিত্য স্থানে অধিন
পাঞ্জুর মনের ঘোর গেল না ॥

১৫. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

প্রেম কি সামান্য রতন মান ছেড়ে অমানি হল
রাই পদে মদন মোহন ॥
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী তিনি প্রেমের মহাজন
দাস খতে আসামী হলেন রাই পদে মদন মোহন ॥
প্রেমের লাগি হয়ে যোগী শ্বশান বাসি
পঞ্চনন কিঞ্চিৎ ধ্যানের সমর্ম জেনে বুকে দেন
শক্তির আসন ॥
খাস ভান্ডারে অমূল্য রতন কে জানে তার
অন্বেষণ অধিন পাঞ্জু জানে কি তার জেনেছ
সাধ মহাজন ॥

১৬. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

জেনেত হয় সেই মর্ম যে কুলে আছে স-ধর্ম্ম
গরলে সুধা মৃত সাধন অতি গমর্ম ॥
সে কুল ত্রি জগতের মূল মায়া মুগ্ধ জীবের
হয় ভুল না চিনে পাবানা কুল বৃথায় যাবে জনম ॥
কোমল পুষ্প হিঙ্গুল বর্ণ জীবের কাছে হয় অগন্য
মহাদেবের বলি ধন্য, ধ্যানে পাই স্বধর্ম ॥
সাধবো বলে যে রত্নধন শিব বুকেতে দেন
শক্তির আসন যুগলে নিরিখ নিরাপন জীবের
চক্ষু চর্ম্ম ॥
ছেলে পাঞ্জু খুটি নাটি নিষ্ঠা করে ধরো আটি
হিরু চাঁদ বলেছে খাঁটি ঐ ফুলে স্বধর্ম্ম ॥

১৭. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

শ্রীরূপ দেখবি যদি মন বিবাদী ত্রিপিনের পারে চল
ঘাটের উপরে আছে হাটের মাঝে ছিরূপের এক
রং মহল ও ॥
শ্রী গুরু কান্ডারী কর নৌকায় চড়ো পঞ্চদাড়ে
বেয়ে চল পাড়াতে নিশান কর জ্যাতে মরো
স্থির হবে বেগ পতির জলও ॥
পার হয়ে নামের জোরে পাড়া ধরে নৌকা
বেন্ধে নিহার ধরো দেখ সেই রং মহলে ছিরূপ
বসে নিজ রূপে করছে আলো।
নিবে তোর কেশে ধরি সহচারী দিবে সেই চরণ
কোমলও পাঞ্জু তাই কেন্দে বলে মোর কপালে
এমন দিনকি হবে বলো ॥

১৮. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

ভক্তির জোরে না ধরিলে সুখের কথায় কে পায়
তারে, ভক্তের হৃদয় হরি বসে সদয় ঝলক
দেয় অন্তরে ॥
হরি ভক্ত ছিল বিদুরে ভবের পরে দরিদ্রতার
অন্ন নাই ঘড়ে ভক্তির জোরে হরি এসে খুদের
অন্ন ভজন করে ॥
বনের পশু ভক্ত হনুমান শ্রী রামেরী শ্রী পাত
পদ্মে শুপেছিল প্রাণ তার চিত্র পটে রাম
রূপ ছিল দেখায় হনু বুক চিরে ॥
হরি ভক্ত যুচিরাম একজন কাঠোর জলে
গঙ্গা এসে দিছলো দরশন তার সেবায় স্বর্গে
ঘণ্টা পড়ে অধিন পাঞ্জু ঘুরে মরে ॥

১৯. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

পাপের কারখানা গুরুর বাকা কেটে সাধু হবা মনে কর ভাবনা ॥
আন্ত সুখে মত্ত হলে ধর্ম্ম জাজন হবে না ॥
গুরু সুখে সুখি হবা অন্তিমে শ্রী চরণ পাবা তাই বনে কুল
নাশ করিলে মদন জ্বালা গেল না ॥
বাঞ্ছা ছিল ভজন করে ভবসিন্ধু যার তরে পাঞ্জু ফকির
রিপু দোষে হয়ে গেল দিন কানা ॥

২০মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

দিনের রাছুলও এসে আরব শহরে দিনের বাতি জেলেছে
দিনে বাতি রাছুলের রূপ উজলা সে করেছে ৷৷
মহম্মদ হয় সৃষ্টিকর্তা নবী নামে ধর্ম্ম দাতা সে সরিয়তের ভেদ ওতে
রেখে সরা মতে বুঝায়েছে ৷৷
মহম্মদ নাম নুরেতে হয় নবুয়তে নবী নাম কয় রাছুল উল্লা
ফানা ফিন্না আল্লাতে সে মিসেছে ৷৷
রাছুল ভাব যার মনে আছে তার মনের অন্ধকার
দুরে গেছে অধিন পাঞ্জু সে রূপ ভুলে বিপাকে
সে পড়েছে ৷৷

২১. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

রাণী যশোদে বলে উঠরে দুগ্ধের গোপাল উঠ মা বলে,
আমি তাপিত অঙ্গ শিতল করি বাপ করিরে কোলো ৷৷
পুর্বে উদয় হলরে ডানু উঠরে বাপ নন্দের কানু ননী
খাওরে সকালে বলাই দিচ্ছে সিঙ্গার ধনী গোষ্টে
যাবি রে বলে ৷৷
হাম্বা রবে যত ধেনুর পাল কানাই পানে চেয়ে
কেন রব করে সকলে আমি দিব না ২
গোপাল রাখলের দলে ৷৷
বলাই তুমি ডাকছ ক্যানে দিবনা আর কৃষ্ণ
ধনে আমার এ প্রাণ ও গেলে তোমরা বনে
লয়ে আমার গোপাল রাখ বদ হালো ৷৷
বনে লয়ে কৃষ্ণ ধনে কান্ধে চড়াও চর কান্ধে
আমি শুনেছি কানে গোপাল ভুলে পাঞ্জুর জনম
গেল বিফলে ৷৷

২২. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

নবীকে চেনা হল ভার নবী না চিনিলে ভবে কেমনে হইব পার
জেন্দা থাকতে না পাইলে মলেত পাবনা আর ॥
খবর শুনি আরবেতে নবী হলেন এন্তেকাল
হায়াতোন মোরছালিন বলে লিখলেন কেন পরয়ার ॥
দেখে শুনে অনুমানে দেলে ধান্ধা হয় আমার মনে বলে
নবী মলে দুনিয়া রইতনা আর ॥
আসে সত্য নবী বর্ত্ত চিনে কর রূপ নেহার হিরু চাদের
চরণ ভুলে পাঞ্জু হল ছারেখার ॥

২৩. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

নবী চিনে কর ধ্যান
আহাদে আহাম্মদ হল আহাদ মানে ছোবাহান
আতি উল্লা আতিয়র রাছুল
দলিলে আছে প্রমাণ আল্লার নুরে
নবীর জন্ম নবীর নুরে সারে জাহান
নুরে জানে আদামতলে বসত করে বর্তমান ॥
আওল আখের জানের বাতুন চারি রূপে বিরাজমান কাতুনে
গোপন থেকে জাহেরায় দেয় তরিক দান ॥
তরিক ধর সাধন কর আখের পাবি আছান বর্তমানে
নাহি জেনে পাঞ্জু হল হত জ্ঞান ॥

২৪. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

দীনের কথা মনে যারে হয় মুরশিদ ধরে
দেলে খবর জেনে শুনে ফানা হয় ॥
শরিয়ত তরিকত হকিকত মারুফত খুরশিদের
হয়ে গত যুধাইয়ে লয় লাহুত নাছুত মলকুত জবরুত
আল্লা কোথায় আছে মজুদ কোন মুকামে মালেক
আল্লা কোন মুকামে বারাম দেয় ॥
চারি কলেমা চারি কলে তৈয়ব কালমামুল
নিহারে ইমান অমূল্য ধন তাই খেলে সদায়
নুর জহুরী জোব্বারী ছত্তরী পিয়ালা চারি কবুল
করেন হুসিয়ারী মনে রাখে না সে কুলের ভয় ॥
পাঞ্জাত সুন মনি জাহের বাতুনে শুনি আলি নবী
মা জননী ইমাম হোসেন দল ভাই পাঞ্জাতনের
মমর্ম জেনে পাঞ্জাগানা গড় মনে তার সমানে
মুরশিদ বরজক কদমতে ছের ঝোকায় ॥
জবরুতের পরদা খুলে দিবেন মুরশিদ দয়া করে
নূরছে তারা উদয় হয়ে রূপে ঝলক দেয় সদয়
থাকে রূপ নিহারে দিনের কর্ম্ম তারাই করে পাঞ্জু
বলে মোর কপালে কি যেন করবেন দয়াময় ॥

২৫. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

মালেক আল্লার আরস কালেবেতে রয়,
আছে, কালেবেতে কালুবালা কালামউল্লায় জানা যায় ॥
কুলবেল মুমিনে বলে কোরআনে ৩ সাই খবর দিলে
দেখনা দুই নজর করে ছাব্বিশ ছেপারায় ॥
ছফিনাতে দেখে শুনে ছিনার এলেম লহ জেনে
ছিনার এলেম ছিনাতে রয় তা জানবে তেন দিন কানায়
নবী আদম বাড়িতালা এক দমে হয় লিলা খেলা
কোরআনে বলেছে খোলা রাসুল দয়াময় ॥
না ফাকত ফিহে বলে আছে তা হাদিছ দলিলে
দিন কানার কথায় ঘুড়ে মলে পড় পিড়ের মদিনায় ॥
আঠারো হাজার আল্লার আলম আঠারো
মোকামে মিলন, আরস কোরস লৌহ কলম অজুদে
আছে সবাই ॥
এই দেহেতে মালেক আললা চেচালে পড়িবে গলা
অধিন পাঞ্জু আলাঝালা আসমানের
দিক খোদা চায় ॥

২৬. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: হাতেম সাঁই

সরা কোন নবী করেছেন জারি সে জানে সেই নবী
নাম জিজ্ঞাসি মন তাহারী ॥
কোন নবী দোস্ত খোদার কোন নবীর পর পরয়ানার ভার
কোন নবী কালেবে বসে কোন নবী আওল আখেরী
মেয়ারাজে যায় কোন নবী কোন নবী হয় আদম ছবি
কোন নবীর হয় ১৪ বিবি করতেছে তার এন্তেজারি ॥
কোন নবী কালেবে বসে কোন নবী পাক পাঞ্জাতনে মিশো
হাতেম সা কয় পায়না দিশে নবী পুরুষ নারী ॥

২৭. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: হাতেম সাঁই

যাও জিন্দা পিরের খানদাতে
কর তারী উল পরওলা আলি মহম্মদ রাছুল ॥
মুকামে মহম্মাদ মরেন নাই সে আছে জিন্দা সেইতো রাহা
কালেনদা ভজনেরী মূল ॥
কলেমা বজাতে রয় মহম্মদ রাছুল কয় রয়েছে ছিনায় ২
চিনিয়া কর তার উল ॥
কলেমা বিজেতে রয় নবী নামে নাই পরিচয় দরবেশ
হাতেম সা কয় কোন কলেমায় আছে নবীজির ভেদউল ॥

২৮. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

রহমানের রহিম গো আল্লা কাদের ও সুলতান ঘরিতে
তুফান ও করো পলকেতে দাও আছান ॥
কুওয়া হইতে উঠাইলে ইউছুপেরে বাদশাই দিয়ে
জুলেখার হয়রান করলে এরাদা পুরাণ ॥
ইবরাহিম খলিল উল্লারে ডালি আতস মাঝারে আমার
তারে মেহের করে আতস নিভান ॥
ধুলা দিয়ে পাহার বাধো সে পাহার তুমি ভাঙ্গ
দুদ্দু বলে তবে তরো নবীর কদমে দিও স্থান ॥

২৯. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

নবী চেনা হয় কামনা আগে মরশিদ ধরো আওল
আখের জাহের বাতুন তবে সে ভেদ জানতে পারো ॥
যে নবী সঙ্গে তোমারও চিনে মন তার দাউন ধরো
হায়াতাল মোরছালিন নামও জিন্দা নবী চার
যুগের পরো ॥
নবীর অঙ্গ অংশ কলা রূপেতে তিন ধরে এক রূপেতে
আত্মা রূপে হয় মদিনা জাহের হলেন তরীক দিতে
জাহের আর পুশিদাতে ছিনা সুফিনায় ভেদ তাহারো
নবী মুরশিদ ভজন আয়েন দিয়ে খাকের দেহ থাকে থুয়ে
নুরেতে নুর মিশাইয়ে দুদ্দু কয় আকারে শাকার
তাহারো ॥

৩০. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

হবে না বন্দেগি কবুল দুনিয়া তরক না হলে মিছে
দুনিয়ার বসে থাকিল ॥
লাতাকালা বুছালাত ওয়াইন কুমতুমছুকারা আয়েলে
আয়েতো ধারা ফুরকানে সাই ফরমাইলে ॥
থাকিতে দুনিয়ার বাত করতে যেও না এবাদত
তাহাতে পানো না নাজাত আয়েনে খোলাছা বলে ॥
ইবাদতে হয়ে খাড়া দুনিয়ার বাত তোলাপারা দুদ্দু কয়
রুকু সেজদায় মাথা পাড়া লালন সাইজির
চরণভুলে ॥

৩১. মোঃ মহিউদ্দিন বয়াতী
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

নিজ গুণে কৃপা করে চরণ দাও আমায় তবে
দয়াময় নাম জানা যায় ॥
সভার দোষে আমারী মন বাগ ছেড়ে বিবাগে গমন
হীন হয়েছি ভজন সাধন দাও চরণ স্ব করুণাময় ॥
সাধনে পারাগ যে জন ভক্তি বলে পায় সে চরণ
সাধন হীন না পেলে চরণ কে বলে করুণাময় ॥
জগত করিতে তারণ প্রতিজ্ঞা তোমার নিরুপণ
গুরু রূপ করিয়ে ধারণ কৃপা সিন্ধু নাম তোমায় ॥
পতিত যদি পতিত রবে পতিত পাবন নাম কই রবে
দুদ্দু কয় কলঙ্ক রবে পতিত পাবণ নাম কৈ রয় ॥

১. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির

খাজা আমার তহিদ নদীর জল।
ওই জলেতে চান করিলে ধুয়ে যাবে তোর মনের মল ॥ ঐ

খাজার লাগি পাগল হইয়া বিদেশেতে বেড়ায় ঘুইরা।
খাজার খাজা নাম জপিয়া আমি করি সব অচল ॥ ঐ

খাজা খাজা বলে ডাকি তোমরা তারে দেখেছো নাকি গো।
তোমরা যদি দেখে থাকো তোমরা আমার কাছে বল ॥ ঐ

খাজার হাতের প্রেমের মালা খানি আছে আমার গলা
আমি মালা পরে আলাঝালা চোখে আমার ঝরে জল ॥ ঐ

ছমির বলে খাজার প্রেমে থাকি সদাই হুশদমে
ওরে যদি মেলে ভাগ্যক্রমে সে যে আমার কপালের গোপাল ॥ ঐ

২. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির

একবহরে দুইটা নদী বয়
আমি সাধুর কাছে জানতে চাই
একবহরে দুইটা নদী বয়।

শুনি দুটি পশ্চিম আছে
আমার দয়াল নবী বলে গেছে
আরো দুটি পূর্ব আছে এই কথা কোরআনে পাই ॥ ঐ

দুই নদী একযোগে চলে
তার ভিতরে এক মসজিদ মেলে
ওই মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে খুদার সাথে
দেখা হয় ॥ ঐ

দুই পশ্চিমে দুই পূর্ব কোথায়
বলে দেবে আমার দুই কথা
খাজা ছমির বলে বেছবো মাথা ধরে তাহার পায় ॥ ঐ

৩. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির

বুঝাই গাড়ি চল্লিশ হাজার মন।
দাড়িপাল্লায় আমার মুর্শিদ তা করেছে ওজন ॥ ঐ

গড়েছে গাড়ি কোন মিস্ত্রি ধন্য তাহার কারিগরি
দুই চাকায় চালাচ্ছে গাড়ি সদাই সর্বক্ষণ ॥ ঐ

কোথায় সে মিস্ত্রির বাড়ি সে মিস্ত্রি গড়েছে গাড়ি
সাত দরজা নয় কুঠরি বুঝায় তাতে মতিকাঞ্চন ॥ ঐ

সেই মিস্ত্রি হাউত পুরে অন্তর চোখে দেখনা তারে
দেখে যে তার ধরতে পারে তার হবে যে সাধন ভোজন ॥ ঐ

ওই গাড়িতে নয়জন নারি পাঁচজন তাহা দেয় প্রহরী
খাঁজা ছমির বলে একজন নারী ভারিটা কুলজন ॥ ঐ

৪. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির

মানাআরাফাই পাবি নিশানী।
ওসে মমিন হয়ে হয়ে মশকো কারো
সাফ করো রে দিলখানি ॥ ঐ

আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ আদি যত আর
সসীম ছেড়ে খোঁজে মানুষ কভু নাহি পেল তার
কূল বেল মলিনে আরশ বলেন রাসূল আপনী ॥ ঐ

মলকূতেসে মতলব করে কাওয়াওসিনেখানা
আরোউল্লায় বসত করে খুজিলে যাবে জানা
আনফুসাকুম আয়াত পাবি দেখরে কোরআন খানি ॥ ঐ

ইয়াকুলাছেতারুনা বলেন নবী সরোয়ার কামাইতাজাল
হাজাল কামাল দেখবি পূরণ অন্ধকার
তার ইহকালে পরকালে দুইকালে তার আছানি ॥ ঐ

আকাশেতে খোজো তারে সকাতে তার দেখনা
আকাশে খুজিলে হবে লালুদউল্লার গণনা
নিজের ঘোরে চাবি আটো মারো প্রেমের ঝাকোনি ॥ ঐ

মানুষ চিনে মানুষ ধরো ছমির হলো দূরাচার
নইলেরে তোর ধর্মকর্ম হয়ে যাবে ছারেখার
দিন থাকিতে মুজাহারের ধরো চরণ দুখানি ॥ ঐ

৫. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির

হলিরে মন হলিরে মন ভবের হাটের মুটে দেখি
অন্ন চিন্তায় সদাই ব্য স্ত বেড়াও সুধু খেটে ॥ ঐ

ধনি যারা চিন্তা করে ধন বেশি হবে কি করে
মুজুরি যারা খেটে মরে জোটে না ফেনঠাকুনে পেটে ॥ ঐ

পুড়ামুখি ছায়াকপালে শ্রমখেটে একি পেলে
দেখে শুনে ছমির বলে দুনিয়াটা বড় ঝনঝটে ॥ ঐ

৬. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির

ওরে আমার অবুঝ মন একটি কথা শোন
মাছ মাংস খাইলে কি তোর পালাবে সোমন ॥ ঐ

কত লোকের দেখিয়ে বচন তারা মাছ মাংস করে না ভক্ষণ
তাতে কি তার সাধন ভোজন বলতা হচ্ছে এখন ॥ ঐ

ফল খায় বাদুর পাখি দুধ কলা খায় হুনু দেখি
মানুষের আহার হবে কি ঘিত্তকলা ছানা মাখন ॥ ঐ

ছমির কয় চাতরি ছাড় নপছো চিনে শাসন কর
না খেয়ে শুকিয়ে মর ভোজকামেল গুরুর চরণ ॥ ঐ

৭ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: রশিদ

পাগলাকানাই লালন শাহ পাঞ্জুশাহের গান
যখন শুনি আকুল হয়ে কাঁদে আমার প্রাণ ॥ ঐ

লালন শাহের একতারাটি কতই জাদু জানে।
গুনগুনাগুন মধুর সুরে বাজে আমার মনে
বাউল সম্রাট লালন সাইটি দেশেরই সম্মান ॥ ঐ

পাগলাকানাই প্রেমজুড়ি আর মধুর ধয়ো জারি
শুনতে লাগে বড় মজা মটা নিল কাড়ি
পাগলাকানাই মাজার দেখি বেড়বাড়িতে অবস্থানে
যখন শুনি তার গান কাঁদে আমার পরান ॥ ঐ

পাঞ্জুশাহের ধর্মীয় গান পাগল করে পরাণ
আল্লাহ ও রাসূলের কথা তার গানের মাঝে বিরাজমান
রশিদ বলে ধর্মীয় গান শুনলে পাগল করে পরাণ
আল্লাহ ও রাসূলের কথা তার গানের মাঝে বিরাজমান ॥ ঐ

৮ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আব্দুর রশিদ

তোমার দ্বারে মাথা কুটে পায় না কেন জবাব
দয়াল তোমার ভান্ডারে কি সুখের এত অভাব ৷৷ ঐ

নিঃশ্ব বাউল একতারাতে দুখেরই সুর সাধে
রাজপ্রাসাদে বসে রাজন গভীর রাতে কাঁদে
বুঝিনাতো কেমন তোমার পাওনা দাওনার হিসাব ৷৷ ঐ

সুখের লাগি ভালবেসে কাঁদে প্রেমিক জনে
জীবন তখন খুঁজে ফেরে দুঃখ ভরা গানে
কহর যদি সুখের এমন দেখাই কেন খুয়াব ৷৷ ঐ

৯ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: খাজা রফি

করিমানা কেউ চড়ো না হাওয়ার গাড়িতে
হাওয়ার গাড়িতে চড়লে পরে পড়বিরে গাঙের খাদে ৷৷ ঐ

ওই গাড়িতে ছয়জন নারী কামরাকুঠা সারি সারি
পড়েযে মায়ার ফাঁদে ৷৷ ঐ

গাড়ির সুপারভাইজার এমনি কড়া আদায় করে নেয় তোমার
মাসুলও ভাড়া করে দেবে সকল হারা
আইন কারণ অনআবাদে ৷৷ ঐ

অধম রফি ভেবে বলে আমার জীবন গেল ওই গাড়ি ঠেলে
ঢম ভেটে মবিল চুয়ালে চলে কি রাস্তাতে ৷৷ ঐ

১০. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: যাদু বিন্দু

খুজিলে মিলবে আপন দেহো মন্দিরে
ওসে জগত পিতা বলছে কথা মিষ্ঠতা
মধুর সুরে ॥ ঐ

লোকোচুরি জানে বিলাক্ষণ তারে কেউ পায় না
দরোশন। আকার শন্য জগত মান্য
জগতের জীবন তারে ধরবার আশাই কেউ করো না
অধার নিধীর নাম ধরে ॥ ঐ

যদি কেউ কারো তাহার আশ হবিরে নৈরাশ
নাভি পাদ্য খিতি পাইনা পলকে পুলায় করে ॥ ঐ

আপন তত্ত্ব করো আপনি চেতন থাকো দিবারজনী
তবেই যদি দয়া করে ওই গুনোমনি
যাদু বিন্দুবেটার বুদ্ধিমুটা কুবিরকে চিনলো নারো ॥ ঐ

১১. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: লালন শাহ্

সামান্যে কি তার মর্ম পাওয়া যায় হৃদকমলে ভাব দাড়ালে
অজান খবর তারই হয় ॥ ঐ

এই মানুষে মানুষ বিহার মানুষ ধরা নিষ্ঠা হয় যার
সেকি বেড়ায় দেশ দেশান্তর
পিড়েই পেড়ের খবর পায় ॥ ঐ

যেমন দুগ্ধেতে বারি মিশায়লে বেচে খায় রাজহংশ হলে
কারর মন হয় সাধন বলে আগে হও
হুজুরের ন্যায় ॥ ঐ

যেমন পাথরেতে অগ্নি থাকে বাহির করে ঠুকনিঠুকে
সিরাজশাই দেয় তমনি শিখে্খ বুকা লালন
শংনাচাইা ॥ ঐ

১২ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: যাদু বিন্দু

আজ আমার কাঁদা মাখায় সার হলো
ধর্মমাছ ধরবো বলে নামলাম জলে
ভক্তির জাল ছিড়ে গেল ॥ ঐ

সুরসিক বাগদী দুলে সিটকিয়ে জল ঠেলে ঠেলে
তারায় মাছ মারলো ভালো
আমি বিল খুজিয়া পাইলাম চান্দা, পুটি তা
লোবচিলে তা লয়ে গেল ॥ ঐ

সুরসিক বাগদী ছিল মাছের খরব সেই চিনিলো
তার কামনা শিদ্দি হলো
আমি হিংসা, নিন্দার, গুগলি ঝিনুক
ও জালে উঠলো আবার কতকগুলো ॥ ঐ

মাছ ধরার পিচ পড়েছে ছয়টা ভূত পিছলে গেছে
আরো বাদি জন ঘোল
যাদু বিন্দু বলে চরণ ভূলে হয়েছি এলোমেলো ॥ ঐ

১৩ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: যাদু বিন্দু

সাধ্যকার সুখ সাগরে মাছ ধরে
আছে কামনামের কুম্বির মানে না বীর
শীর ছিড়ে ভক্ষণ করে ॥ ঐ

সাগরে ভীষণ গহ্বর জল জাল ফেলে
কেউ পাই না তার খবর
কত বাগদী বেদা হয়ে হারা ফিরে গেছে দেয় তুলে ॥ ঐ

একবেটা মহেশ্বর মালো সে বেটার বরাত ভালো
কিছু মাছ ধরেছিল মা কালির
কৃপার বলে আবার ভগবতির
রূপের যতি দেখা যায় নিহার করে ॥ ঐ

সহোশোল দমবো এটে ভেটকি জাল ফেললো কেটো
হাক্কা চিনে হাতা মেরে
যাদু বিন্দু বলে গুষাই কুবির দেওনা জালের ঘাল সেরে ॥ ঐ

১৪ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: লালন

যে ঘরেতে বসত করি সেই ঘরেরই খবর নাই ॥
চার যুগেতে তালা আটা চাবিরে ভাই
পরের ঠাঁই ॥ ঐ

কল কাঠি যে পরের হাতে ক্ষমতা কি তার
এই জগতে।
লেনাদেনা রাতেদীনে আমি দেখি পরের ভাই ॥ ঐ

এমনি বেহাল আপন ঘরে থাকতে রতন বেড়ায়
ঘুরে দেয় যে রতন হাতে ধরে
আমি তারে কোথায় পাই ॥ ঐ

মন ছেড়ে ধন বাইরে খোঁজা বতছে যেমন
চিনির বোঝা। না পেল সে চিনির মজা
বলদ যেমন তাই ॥ ঐ

পর দিয়ে পর ধরাধরি সে পর কয় চিনতে নারী
লালন কয় হায় কি করি উপায় ॥ ঐ

১৫. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: পাঞ্জু শাহ্

পাপী বলে আমায় ফেলো না
তোমার ধর্মে সবে না ॥ ঐ
ধর্ম বলতে তুমি ধর্ম কর্ম ফল তো গেল না ॥ ঐ

তোমার ধর্মের দয়াল স্বভাব আমার নাইতো
পাপের অভাব
এই পাপীরে উদ্ধারিতে দয়াল স্বভাব ছেড়ো না ॥ ঐ

বন্ধু বান্ধব কতই ছিলো আমা বলতে আর
কেউ না রইলো
তুই বিনে আর পাপীর বন্ধু কে আর আছে বলো না ॥ ঐ

শুনি তোমার নামের ধন্য তাইতি পাপী করে দন্য
অধিন পাঞ্জু হলো সাধন সন্য
তাইতো গন্য হলো না ॥ ঐ

১৬. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: মহিন্দির গুষাই

সাধের একতারা তুই করলি পাগল পারা
যাই জাতি কূল সেই তো বাউল
তোর সঙ্গী হয় যারা ॥ ঐ

কর্ণমূলে কাঠের কাঠি আকড়িয়ে ধরা বশ
নাভিমূলে তার ডুকানো নিচেয়
লাউয়ের বশ
সুরেতে পচকানো রস তাহার নিচে কড়ি
সুর জুয়ারে ভরা ॥ ঐ

উদারাতারা মুদারাতারা একতারেতে বয়
মনের সঙ্গে মন না মিশলে
সুর পচকানো না যায় যে গিয়েছে
ভাব নগরে তার তত্ত্ব পেল তারা ॥ ঐ

একতারাটির সঙ্গে যারা করেছে সম্পর্ক
এই জগতের মত তাদের কেটে গেছে সন্ধ্য
পেয়েছে পরম আনন্দ দীন মহিন্দির গুষাই
তাইতো দিশে হারা ॥ ঐ

১৭ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আব্দুর রশীদ

পতিতো উদ্ধারিতে তবু অবতার নিজ হাতে কেন নিলে এই জীরের ভার
যদি ভার নিয়ে ভার মনে করো তবে এ ভার কেন ধরো জগায়
মাধায় দুই ভাইয়েরও মার খেয়ে করলেন উদ্ধার ॥ ঐ

কান্দাফেলে মারলেন তবু আঘাতে। যেদিন ঝরিবে রুদির ধারা
সেদিন আমার করবেন উদ্ধার। জগাই মাধাই দুই ভাই
সাক্ষী মারিতে প্রভু ভয় নাহি আর। বান দিয়ে প্রেমের
সাড়াশী বেন্ধে ছিলো বজের বযো বাঁখিশ। সেই ভয়েতে
নদীয়াই আসি তুমি জেরকপনি করেছো সার ॥ ঐ

পুতনি বুড়ি মারিতে এলো তোমায় মারিতে। তুমি বিষ
খেয়ে বিশ করলেন জেন্ন্য তাদের তুমি তরাইলে নিজ
হাতে। আমারে ফেলনা প্রভু তবাতে। জারদ মারদ
দুটি কথা জারিলে রস মরে হেতা। দাপরে জষদা মাতা
বেন্দে মেরলো দুটি কর ॥ ঐ

শ্রীনাথ বলে প্রভু আমার ভয়েতে পরি এক ছেড়া নেকড়া
পালাইয়ে ছেড়ে আকড়া। এইবার বুঝি পড়েছো
ধরা ফাঁদেতে। এই প্রতিজ্ঞা করেছে আগেতে
করেছো যেমন প্রতিজ্ঞা পালন এখন করো
প্রতিজ্ঞা পালন নইলে হাইকোর্ট করবো সাধু
সৎজন আপিলে যা হয় এবার ॥ ঐ

১৮. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: শ্রীনাথ

আমি থাকি ভক্তের হৃদয় মন্দিরে। ভক্ত বেন্দেছে প্রেমো বেড়ি
দিয়ে। আমি ভক্তের মুখের এটো হাত পেতে খায় ভাবি না
এটো ভক্তজনা রই নিকটও অভক্তেরও বহু দূরে ॥ ঐ

ভক্তের দারের দারি চিরকাল। শ্রীভাগবাদে লেখা আছে
কৃষ্ণনাম রয় পদেতে রাধা নাম মস্তকে করে ধারণ
বহু নন্দের বাধা সুধিতে। ভক্তের ঋণের ধার ভাবকান্তি
লয়ে এবার ভরকপনি করেছি সার ফিরি ভক্তের দ্বারে দ্বারে ॥ ঐ

ভক্ত পদ্যে বক্ষে করেছি ধারণ করেছি অলঙ্কারিত। আলোকা
ভক্তমেরেছে দাগ অনুরাগ আঘাতে। ভক্তের ইচ্ছাতে সে
দাগ বক্ষে রেখেছি ধারণ আতর ও গোলাপ চন্দন
করে রেখেছি ধারণ ॥ ঐ

রামের ভক্ত ছিল হুনু ছিল চিরকাল। রাম জানে কি যুগল
করে দেখায় হুনু বুক্ষু চিরে। শ্রীনাথের কেটে গেল সেই
আশাতে রিত কমলে আসেন গুরু দয়াময়। আমি কি
করেছি হেনো ভাগ্যে হলাম না প্রভু দাসেরও যোগ্য। প্রভু
তুমি বিজ্ঞ আমি অজ্ঞ তরাও যদি যাই তরে ॥ ঐ

১৯. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: অক্ষয়

বানচাকল্প তরুনামটি আমার সকলেই জানে
জীবে যাহা বানচা করে পুরাই বানচা সেইখানে ॥ ঐ

আমি হিন্দুর হরি মুসলমানের খুদা ইংরেজীতে গড কয়
আমার কারো নাই জুদা ব্রক্ষাদেশে বগমা
বলে যীশু বলে খ্রিস্টানে ॥ ঐ

সত্যযুগে নারায়ণ ছিলাম দাপরে কৃষ্ণ হয়ে
ধেনু চরালাম। তৃতাযুগে রাম রুপ ধরে
দেখালাম হুনুমানকে ॥ ঐ

ভক্তের ভক্তি পেলে আমি অমনি ভুলে যায়
অভক্তের ওই কঠিন হৃদয় আমি তাহার নয়
অক্ষয় বলে অন্তিমকালে নিমায় চাঁদ রেখো দীনে ॥ ঐ

২০. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: শরত

পতিত পাবন দয়াল গুরু তুমি সর্বমুলাধার
একটি পরশ তত্ত্ব জানবো বলে বাসনা আমার ॥ ঐ

কিসে হলো এই দেহ গঠন দেহের মধ্যে আছে
কোন মহাজন। এইযে গুরু শিষ্য আমরা দুইজন
আগে জন্ম হলো কার ॥ ঐ

কেবা গুরু কেবা শিষ্য কে গটেছে এই জগত বিশ্ব
আমি অঙ্গেরতি নিরাঞ্জন হই ঘুচাও মনের অন্ধকার ॥ ঐ

সরত বলে তুমি সত্য ভূত ভবিষ্যত বলাই সত্য
বলে দিয়ে পানচো তত্ত্ব ভবো সিন্ধু হবো পার ॥ ঐ

২১ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: হিরুচাঁদ

আওলে হয় দিদল শুনি দিদলে দুই মানুষ
খেলে তাইতি উদয় দিনমনি ॥ ঐ

নবীর ভোশোন হয় সের্দ পদ্ম নীল পদ্মে
নীরাঞ্জন বদ্ধ লাল পদ্মে ফাতেমা সাধ্য
হলো ওলী আল্লার চক্ষুদানী ॥ ঐ

গঠিতে আদমে জিরাত এক কিঞ্চিত মা করো
ক্ষয়রাত। তবে হবে সৃষ্টির এই ভাব
তাই বললেন মা সাই রব্বানী ॥ ঐ

যেথায় সূর্যের যুগল সেবা সেথায় নাহি রাত্র দিবা
হিরুচাঁদ কয় দেখতে পাবা উজল শাহের
চাঁদ ঘুরানি ॥ ঐ

২২. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: সংগ্রহ

নদনদীতে চর পড়েছে পুকুরের জল শুকাইয়েছে বরশি
ফেলার কোনো জায়গা নাই।
রজকিনী হয়ে কি লাভ চন্ডীদাশতো নাই ॥ ঐ

রাধার নাম ভুলিয়া কৃষ্ণ বাঁশী ফেলে দিয়া বেন্ডের দলে
যোগ দিয়াছে গিটার হাতে লইয়া।
ভাঙ্গা কলসের জলা ধরে কানছে এখন রায় ॥ ঐ

এখন ফরহাদ করে চাঁদাবাজি মজনুরা মসতান
চাকরির খোঁজে কুয়েত গেছেন প্রেমিক শাজাহান
নুরজাহান এখন গার্মেন্টেসে করে জামা পেন্ট সেলাই ॥ ঐ

গোফ দাঁড়ি ফেলে দেবদাস ডিগ্রির বোঝা লইয়া
চাকরির খোঁজে বাহির হইছে অচিন পাড়া দিইয়া
পারবতী পাচার হয়েছে অচিনা ডুবায় ॥ ঐ

২৩ .মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ শাহ্

কালরূপে কেন ছুকেছি মন ওসখি গোন
মাতাল করা সুরের তান কালো পাখি গায় না গান
নিষ্ঠুর পাখির ভুলাইলো কোন জন ॥ ঐ

ছলা করে গেছে কালা তাহার প্রেমের এতই জ্বালা
বাঁশী হলো দাসীরও মালা এবার কালো বা
আসিলে ডুবিবো যমুনার জলে।
কালা আমার চোখেরই অনজন ॥ ঐ

বুঝি নাই প্রেমের পরিমান তাইতি গেল জাত
কুলমান বলতোরা বল করি কি এখন
আমার কথা নাই তার মনে চেয়ে আছি রাত্র দীনে
কঠিন কাননে দিয়ে নির্বাসন ॥ ঐ

হারা হলাম কৃষ্ণ ধন কাদিতে গেলরে জীবন
বন্ধুর প্রেমের বড়ই আকর্ষণ। বন্ধুর জন্যে
পাগল হইয়া দ্বিগুণ জ্বালা প্রাণে সইয়ে
আজিজ কান্দে ঘুরে বনে বন ॥ ঐ

২৪ .মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার শফিউদ্দিন

ছি ছি ওল রায় তোর কুলের মুখে ছাই
লাজে মরে যাই শুনে কোথাই বনে বাজে বাঁশি রাধার
নাম প্রকাশী লাজে মরে যাই শুনে ॥ ঐ

ছিল যৌবনও কাল কত বাঁচতো কাশীরও দল কান্দীনি
কোন দিনে পেয়ে এক বাঁশীরও বল করলি কত
গন্ডগোল কূল রাখবি কেমন করে ॥ ঐ

বাঁশির জন্ম যাহাতে লক্ষীরও অঙ্গ হতে ক্ষীরতো
মই তন্ন তাতে। কৃষ্ণ বাশী পেয়ে হাতে বাজায়
পথে পথে। নিষেধ করলে মানবে না কেন। ওই

শফিউদ্দিনীর পেয়ে ছন্দে রাধাকে বলে বিন্দে বিন্দে হলো
কেন তোর মনে। বিন্দে থাকো ধর্য্য ধরে কৃষ্ণ
বাজাকনা বাঁশিরে শ্রীনন্দের নন্দনী ॥ ঐ

২৫. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: দুর্দ্দু

কোন নামাজে খোদার দিদার হয়
এই নামাজে তম্বিভারি দেখা যায় শরাই ॥ ঐ

শুনি এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা আশি হুকমা হবে সাজা
তবে চল্লিশ বছর নামাজ কাজা করলেন রাসূল দয়াময় ॥ ঐ

নবী চল্লিশ বছর পর নবুয়ত পেল তার আগে কোন
নামাজ ছিল।
সেই নামাজ পড়তো আমার রাসূল দয়াময় ॥ ঐ

নবীর মাতাপিতা এই দুইজন বেতে পূজা করতো
আজীবন।
কি হবে হাশরের দীনে ওধীন দুদ্দু বলে তাই ॥ ঐ

২৬ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: দুর্দ্দু

তলোবেল মওলা যেজন হয়।
কিরামুন আর কাতিবিন তাহার খবর নাহি পায় ॥ ঐ

করে না বেহেস্তের আশায়, দোযক বলে না রাখে
ভয় দিনদুনিয়া তরক সে হয় খুদার তারে তার মিশাই ॥ ঐ

খুদিকে করিয়ে ফানা বেখুদি আশোক দেওয়ানা
মাসকরূপে হয় তার মিলন খুদার রঙ্গে রঙ্গধরার ॥ ঐ

আশক মাসক গোম ন্যস্ত কিরামুন কাতিবিন খবর ন্যস্ত।
লালন কয় দলিল শাস্ত্র দুদ্দু সে ভেদ নাহি পায় ॥ ঐ

২৭. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: দুর্দ্দু

না দেখে রূপ সিজদা করে অন্ধ তারে কয়
রূপ দেখে সিজদা দিলে রাজি হয় খুদাই ॥ ঐ

গাওয়া হুয়া কালামুল্লা দেয় মানকানাফি
হাজি হিয়া মায়।
কানাবুলে গাল তারে দেয় এয়েতে খুদাই ॥ ঐ

সাক্ষাতেতে থাকতে রতন অন্ধ কি তার পায়
দরোশন। এই না দেখে সেজদা করে যেজন
সেইতো তুনি পায় ॥ ঐ

রূপ দেখে বন্দেগি আদায় ফরমে আছে আপে
খুদায় দরবেশ সিরাজ শাহের বচন দুদ্দুর ভুল হলো সদায় ॥ ঐ

২৮ মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: বজোনাথ

যেজন বাঁকা নদীর তুফান সামলিয়েছে।
ঔই নদীতে নামতে কিরে তার ভয় কিরে আছে ॥ ঐ

পাহাড় ঘেমে নামবে নারে চল উর্ধমুখে বাঁকা আছে
তাহে বাকা নল। তোমার নল দিয়ে জল
নামবে নারে যেজন দ্বারে কপাট মেরেছে ঐ নদীতে।

সেইযে নদীর তিন বইছে ধারা পিছল ঘাটে সামলিয়ে
উঠে ঠিক আছে যারা উর্ধে সে ফল নারকেলের
জল পাত্র বুঝে রয়েছে ॥ ঐ

সেই যে নদীর নবধারা বয় ধারা চিনে বসে আছে
আমার গুরুচাঁদ গোসাই। বজোনাথ কয় ঠিক ছাড়া
নয় যার গুরুকৃপা হয়েছে ॥ ঐ

২৯ মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: মাতাল রাজ্জাক

ধুম চলেছে বেঁচাকেনার যাচাই করো না
পিরিতের বাজার ভালো না ॥ ঐ

আসল মাল বাজারে উঠে কোম নকল মালের
ফেরি যারা তারাইতো গরম।
বেঁচাকেনা চলছে হরদম যাচাই করো না ॥ ঐ

লাইলী মজনুর বিদায়ের পালা সিরি ফরহাদের
প্রেম গুদামে মেরেছে তালা।
ওসে রজকীনীর ফুলের মালা কেউতো নিল না ॥ ঐ

মাতাল রাজ্জাক বাজারে গিয়া মাটির একখান
পুতুল কিনল প্রেমের দাম দিয়া।
সারারাত যাই গান লিখিয়া কেউতো নিল না ॥ ঐ

৩০ মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: লালন সাঁই

রাত পোয়ালে পাখি বলে দেরেখায় দেরেখায়।
আমি গুরুকার্য মাথায় নিয়ে কি করি আর কোথায় যায় ॥ ঐ

এমন পাখি কে পোষে খেতে চাই সাগর চুষে
আমি কী রূপ জুগায়
পাখির পেট ভরিলে হয় আনন্দ কী করবে গুরুগুষাই ॥ ঐ

আমি বলি আত্মারাম পাখি নেয় মুখে আল্লাহর নাম
যাতে মুক্তি পায় কথাতে হয়না রত
খাব খাব রব সদাই ॥ ঐ

আমি লালন লাল পড়া পাখি আমার সেই আড়া
সবুর কিছু নায়।
আমি বুদ্ধি সুদ্ধি সব হারালাম হলাম শুধু পেটুক ভাই ॥ ঐ

৩১ মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ সাঁই

মনো ফুলের মালা গেঁথে রেখেছি ডালি ভরে রে
মুর্শিদ তোমার জন্যে আমার মহিন্দ্রযোগ গেল রে ॥ ঐ

মালা যখন বাঁশি হবে ফুলে ওলী আর না বসিবে
এ দাসীর ওই জীবন যাবে রূপে নয়ন দিয়া রে ॥ ঐ

ফুলের সৌরভ ফুলে রবে ঐ ফুলেতে পূজা হবে
কুসুম কলি শুকায়ে গেলে পূজা কে তোর দেবে রে ॥ ঐ

ষোল কলা পূর্ণ শশী থাকো মুর্শিদ বাগিচায় বসি
আজিজ বলে মধু পানে ভবো ক্ষুদা মিটাবো রে ॥ ঐ

৩২ মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: দুর্দ্দু শাহ

আপনারে চিনলে পরে চিনা যাবে পরয়ার দেগারে।

খোদে খুদা নাই সে জুদা আরশ খুদা দিলের ঘরে।
আছে দশ জিঙ্গির সেই ঘর ঘিরা দেখতে পাবি
নফির জোরে ॥ ঐ

মান আরাফা নফসুহু ফাকাদারফা রব্বুহু নবী আইন
প্রচারে আপনাকে আপনি চিনতে বলেছেন নবী
সরোয়ারে ॥ ঐ

নেচতোগেমে সেই মুকামে হাজির থেকো দিল হুজুরে
হবে থানা রূপের থানা আশক ও মাসকের ঘরে ॥ ঐ

লালনশাহ কয় তরিক এই বন্দিগের হাসিলের তরে
দুদ্দু তরিক ভুলে খাবি খেয়ে দেশ দেশান্তর বেড়ায় ঘুরে ॥ ঐ

৩৩ মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ সাঁই

ছুরিহাতে টুপি মাথায় ঘুরে বেড়ায় মুল্লাযী।

মুখে বলে আল্লাহ আল্লাহ মনের বাসনা তার খাবো কাল্লা
পশু হত্যার দেয় রে পাল্লা যা করে মোর আল্লাযী ॥ ঐ

গোশতো খাওয়ার লালোসেরে পশু হত্যা সদায় করে
বলে যাব আমরা ভবোপারে ভাবলী কীরে শরার কাজি ॥ ঐ

আজিজ বলে বসে ভাবি খুনের ভারকী নিবেন নবীজী
হত্যাকান্ড করে বেহেস্তে যাবি ভাবলী কিরেও মৌলবী ॥ ঐ

৩৪. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ সাঁই

কী জানি কী হারিয়েছে অষ্টসখীর শোভা গেছে
রূপের অভা নাহি আছে। রাধাবালা মরণে মরেছে ॥ ঐ

যেদিন হতে হারা কালা ভুলে রেখেছি গলার মালা
হয়েগেছি আলাঝালা বিন্দে দুটি মরণে মরেছে ॥ ঐ

নাকের নতিকা নাই সজনী বাজে না আর নুপুর ধ্বনি
আপনি মনে আপনি জানি দুই নয়নে আধার ঝরেছে ॥ ঐ

আজিজ বলে সেই কালিয়ে অবুলা ফেলে যাই অকূলে।
দেনা পিয়ারি দেনা বলে খাচার পাখি কোথায় আছে ॥ ঐ

৩৫ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ সাঁই

রাধার নামের সাদা বাঁশি বাজায় বিপিনে তারে
আরকি দেখা পাবরে জীবনে ॥ ঐ

১। ঘুরে হারা বনানী বন চরায় বনে ধেনু গধন
সঙ্গে লয়ে সখাসখীগণ মনের কথা কয় গোপনে ॥ ঐ

২। ঘুমের ঘরে শ্রীরূপ হেরী বাজায় সুরে মোহন বাঁশরী
ওরে আমার মন ওরে আমার প্রাণ মাধরী তবু
রূপ হেরেছি ওই ধ্যানে ॥ ঐ

৩। জল ঢালা তোলা ফেলা আর না দেখি সকাল
বেলা। আজিজ বলে প্রেম বলো রায় বিনে আর কে আছে ভুবনে ॥ ঐ

৩৬ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ সাঁই

রাধাতোর প্রেম যাতনা পড়ে মনে, সকল অতীতের
কথা জাগে ক্ষণে ক্ষণে ৷৷ ঐ

মিথ্যাকে সত্য করো দেখাও বর্তমানে বিনা দোষে
দোষী করো দেখাও অনুষ্ঠানে
প্রিয় হয়ে বন্ধুর মনে এত ব্যাথা দিলে কেনে ৷৷ ঐ

এতই যদি করো অভিমান তবে বাঁশের বাঁশিতে
দিলে কেন কান ।কিছুই না তোর ছিল না
অজান।নারী হয়ে প্রাণ বিধলী পাশানে ৷৷ ঐ

প্রিয় পিয়ারি তোর কারণে বাঁচতো বাঁশি রাত্রদীনে
কেন জালালী বিচ্ছেদের আগুনে
আজিজ বলে আর এসো না এই যমুনা পানে ৷৷ ঐ

৩৭ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ সাঁই

রাধাকুনজের গুনঝোধরা গাহে না গান প্রাণ ভোমরা।

১।বন্ধুবীণে এই ভুবণে কে আছে আর কুনজো বনে
দিলো ব্যাথা অকারণে ওরে আমার মনোচোরা ৷৷ ঐ

২।আহামরি কেলে হরি প্রেম যমুনায় রসো বারী
কি দোঁষেতে অভিমান করি ছেড়ে গেলো
বসন চোরা ৷৷ ঐ

৩।আজিজ বলে প্রেমো রাধা কলঙ্কের ঢালি
মাথায় করা ।কুল মজালি ঘুরা ফেরা
হলাম কেবল বাসি মরা ৷৷ ঐ

৩৮ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: মোশারফ হোসেন

শহর থেকে দূরে আমার পল্লী মাগো
বিশ্বভুবন মাঝে তোমার নায় যে তুলনা গো ॥ ঐ

গাছে গাছে ডাকছে পাখি মাঠে সোনার ধান
নৌকা বেয়ে মাঝিরা গায় ভাটিয়ালি গান
তবু যানি মাগো তোমার নেয় যে তুলনা গো ॥ ঐ

জলে ভীজে রোদে পুড়ে ফলায় মাঠে ধান
চাষার ঘরে নেমে আসে আলো যে আধার
মোশাররফ বলে মা মাটিকে ছেড়ে অন্য কোথা যাই না ॥ ঐ

৩৯ . মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: মোঃ মোশারফ হোসেন

তুমি কারোর রাখো মা কাছে কাছে
কারো দেখে দূরে পালাও।
বিশ্ব জননী মাগো তুমি বিশ্ব জনার মন যোগাও ॥ ঐ

১। যে তোমারে ভক্তি করে তার দেখি না কুড়ে ঘোরে
যে তোমারে ভক্তি করে না তারে দেখি
সাত তালায় ॥ ঐ

২। অধম মোশারেফ ভেবে বলে সবুরেতে যেওনা কলে
কৃষ্ণের প্রেমে রাধা জলে এই কথা সবার জানাই ॥ ঐ

৪০. মোঃ মোশারফ হোসেন
গীতিকার: আজিজ সাঁই

অথাথের নাথ নয়নতারা সহজে কি জাবে ধরা।

১। অধার ধারণ যোগনিরাপন ইন্দ্রশাসন করো রে মন
ভজো প্রেম নিবেদন করা না তোরা ॥

২। ভোজ শাখা বর্তমানে আদি তন্দ্র জেনে শুনে
নিহত সেই প্রেম কারণে দিনবন্ধু যাবে ধরা ॥

৩। আজিজ বলে যমুনাকুলে নিত্য নিত্য প্রেম
সাধিলে যাবে ধরা কদম্বডালে কেলে শুনা বসনচুরা।।

১. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই
পাগলা ভাবিয়া বলে তোমার গানের মানে যাবে বলে
না বলিতে পারলে আমি আশরেতে থাকবো না
ও ডিম তাওয়া দিলো ফাতেমা, তাই তৈরি হলো
খোদা তায়ালা ও তাই মা বলে ডেকেছিলো
কুন শব্দে ফাতেমা উত্তর নেয়।

ডিমের প্রথম পর্দা হযরত আলী হয়
২য় পর্দা মা ফাতেমা হয়,
৩য় পর্দা হাসান হোসেন ৪ নং দ্বিনের নবী
সেও কথা বলি তোমার ৫নং কিডা
আছে ঐ কথা বলা যাবে না পাগলা
বলে ডিমের কথা আর বলা যাবে না।

জলাকারে হইলো গাছ নাম দিলো তার তুফাগাছ
চারখানা ডাল হয়েছিলো তার
১ম ডালে দুনিয়া হইলো সেও কথা বলি তোমারে
২য় তালে হইলো আসমান
৩য় ডালে আলো বাতাস হয়
শেষের ডালে ছিলো ময়ুর ৬০
হাজার বছর বসে রয়।
কোন কলেমা জপ করিতোগো পোশাক ছিলো কি তাহার।

২. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

ঐ উড়ে যায় সোনার মানুষ উড়োজাহাজ
উড়বার সময় কি চমৎকার ফুরফুরি
বাজনা বাজে উড়োজাহাজ। ঐ
উড়ে যায় সোনার মানুষ উড়োজাহাজ
ওমন টেনে নেয় আওয়াজে উড়োজাহাজ।

আছে তার পাখির মত দুইটি ডানা
মাছ খানে তার মাছের মত আছে দুটি পাখা।
আবার কেমন করে বাইয়েছে আমদানি
মানুষ নেয় তার ভিতরে উড়োজাহাজ।

পাগলা ভাবিয়া কয় বারো শো বছরের পথ
জাহাজ বারো দিনে যায়।
আবার কুকাফ শহর পার হইবো
ডুব দিয়ে মেঘের আড়ালে উড়োজাহাজে।
ঐ উড়ে যায় সোনার মানুষ উড়োজাহাজ।

৩. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

কলির যুগে দেখলাম কত কল
ঢেঁকি কল আর সরপি কল পিঠে কাটা কল
আর এক কল দেখে এলাম হেকসা দিলে ওঠেরে জল
বিছেলি কাঠছেরে সেকলে জাহাজ চলে
উপরে ধুমো ওড়ে এপারে হাতায় টানে জল।

ইংরেজ যখন আসিলো এদেশে ছিলো,
মানুষের খেড়ো ঘর বৃদ্ধিছাদ্দি কিছুই ছিলো না
নিরিবিলি থাকতো তারা চিন্তা ভাবনা ছিলো না
মাছে ভাতে যায়তো তারা গো তাগার দুঃখ ছিলো না।

ইংরেজদের এইছা বাহুবল তারা করেন
ধরে তারে পরে চালাইতো সেই দেশের ও কল
সেই কলে দিচ্ছে সিষে বেরোচ্ছে কুদাল, কুড়াল, ফান
পাগলা বলে দেখবো কত আমার আর আয় নাই।

৪. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

পাগলা কানাই কয় ও ভাই বয়াতি আমি
তর্কের কথা জিজ্ঞাসি সত্য বলো না দিও ফাঁকি
তোর দেহ দন্ড করে খন্ড মধ্যে বলো আছে কি
সাততলা আসমান জমিন সেও কথা বলো শুনি
কোন তালায় আছে পানি কোন তালায় মা জননী।

আছেরে ভাই সাত তালা আসমান
কোন কোনায় লুকইলো চাঁদ সত্য বলো তাহার সন্ধান,
কোন কোনায় লুকাইলো সূর্য
কোন কোনায় লাকুইলো চাঁদ
কয় কোটি তারা আছে বলো এই দশের কাছে
কোন তারার কি নাম আছে বলো এই আসরে।

আছেরে ভাই মক্কায় মসজিদ ঘর তার
আযান দেয় কোন পয়গম্বর সত্য বলো তাহার সন্ধান
সাত সমুদ্র তেরো নদী মধ্যে মধ্যে আছে চর
কোন চরে ফাতেমার বাড়ি
কোন চরে ছারে কাছারী কোন চরে তোমার বসতঘর।

৫. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

সকাল বেলা নদীর ঘাটে সখীলো ক্যান বা
আইলাম নদীর কুলে।
নদীর কুলে কুলে বেড়ায় ঘুরে কলসী যায় ভরে নয়নের জলে।
ক্যান বা আইলাম নদীর কুলে
ডাকলে বন্ধু কয়না কথা পাষাণে ভাঙিবো মাথা
কালার বেছানো পুলিতে
আমার মনে বলে কালার প্রমে দাসী হয়ে যায় চলে।
কালা সাঁতার খেলতেছে।

যখন শুয়ে থাকি একা ঘরে বন্ধুর কথা মনে হইলে
আমি কেমনে আর গৃহে থাকি
বালিশ ভেজে নয়নের জলে
ওসখী কেমনে আমি গৃহে থাকি।

আমি বলে গেছে চলে কোন বা দেশে রইলি ভুলে
তোর মনে কি একদিনও পড়ে না
একদিন হবো আমি কৃষ্ণ তুই হবি রাধা
কানাই কয় সেই দিন দেখাবো তোর মজা।

৬. উস্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

ঘাটে যাসনে রাধা ও ঘাটে গেলে পরে ফেলবে
খেয়ে কাঁনবে আমার আয়ান দাদা।
কালো কুমীর এলো জলে জল করলো কাদা
তাঁর আখি দেখি ছল ছল বিধু হাসি বদন কানা।

দেখি তার গার ছাউনি কালো,
আরো কালো চোখের মনি, তার দন্তগুলি সাদা
দুকোন হাত তার উপর দিকে অঙ্গুল হলো দশটি।
নোক কাটে না বহুদিনে খামছিয়ে ধরবে
তোমার তুই ঘাটে যাসনে রাধা।
নোনা পানি পাইয়া কুমীর জোর বান্দিলো মনে বড়ো
ও রাধিকা ধরিবে তোমার ও
ঘাটে গেলে পরে ফেলবে খেয়ে কানবে আয়ান দাদা।

সখ করে খাল কেটেছিলাম নোনা জল
আসলো কোথা থেকে রাধে ভেবে না পায় কুল
সেই খাল দিয়ে কালো কুমির এসে
লুটেনিলো মালামাল কানবি চিরোকাল।
মোটা সুতো মোটা ধূতি পরবো কি বহরে
খাটো ও রাধে কোন দিকেতে যায়। চলো
রাধে ফিরে যায় ঘরে যমুনায় ছ্যান করবোনা
ঘাটে যাসনে রাধা।

৭. উস্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

আওলে আল্লাযী বন্ধন দুইও মেতে
বিসমিল্লাহ সিওরে মা খাকি বন্ধন আরযুল্লা
মক্কা মদীনা বন্ধন কাবা শরীফ কালুল্লা
যার দাহন কর হিল্লা পড় রব
কূল জালল্লা কাদেরে কুদরৎ মাওলা।
ঘোর বিপদে পড়ে গো আল্লা ডাকিগো তোমার।
বাই বরণ ইন্দ্র যোগীদের দেওপরি
জন সভাতে বন্দিনা দিলাম এই দশের চরণ।
দাশ বলে ঘুরি ফিরি আমার অতি সার জীবন।
আমি কি আর অকারণ ঘুরি এই চৌদ্দ ভূবণ।
কিসে পাবো ভক্তি অনুমান পাগলা পায়না কোন স্থান।

৮. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

পাগলা কয় রায় কিশোরী বিন্দেরায়
তোরা আইকে যাবি যমুনায় কদম্বতলায়
দাঁড়িয়ে কালা বাঁশরী বাঁজায়।
কালার বাঁশীর সুরে মনো হরে মন রহেনা ঘরে।
রাধার নামটি বলে সুধায় কালা বাঁশরী বাঁজায়।

কোন কুলেতে জন্ম হয় তোমার।
তুমি সেও কথাটি বলো না।
না বলিলে ওশ্যাম কালা চাঁন তোমার ছেড়ে দেবো না।
তুমি মাঠে থাকো ধেনু রাখে
তুমি নারীর বেদনা জানো না কিছু বোঝোনা।
পোড়া মুখী নাগর তুমি হে কর বোধের ছলনা।

দেখবো দিদি সে কেমন কালা মজাইছে
রাজবালা নন্দ ঘোষের তেমন ছেলে তাঁর এত ঠেলা।
মা চেনেনা বাপ চেনেনা
ও মা বলে ডাকে যশোদার নন্দ তোমার
কেমন বাবা হয় একদিনও ডেকে দেখলেনা।

৯. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

পাগলা কয় ঘর দেখে মরি এ ঘর বেধেছে কোন ধ্বনি।
দুই খুঁটি পরিপাটি মধ্যে আগুন পানি।
ঘরের নয় দরজা দেখতে মজা বাতাস রয় রাতদিন।
বাতাস বন্ধ হলে ও ঘর থাকবে না তো জানি।

আমি পাগলা বিশ্বাস ঘরের করছি আনাগোনা।
সাধের ঘর ফেলে যাবো সে ওতো এক ভাবনা।
ও ঘর নতুন কালে ছিলো ভালো এখন জল মানায়না।
খুচি দিয়ে রাখতাম ও ঘর ঘরামী মেলে না।

আগুনে পোড়ে না ও ঘর পানিতে পঁচে না
বলোকি আজব লীলা। বিধির ও কারখানা।
যে না জানে ঘরের সন্ধান সেও তো আদলা কানা।
দিন থাকতে মুর্শিদ ধরে করগা জানা শোনা।

১০. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

গত শোন চৌদ্দ নাঙ্গাল গিয়েছিলাম বিরার মাগুন।
আমি কোন ফজরে উঠি,
বাড়ির মুংলা এড়ে ডানি জুড়ে বিয়ার সামনে বসি।
বিয়াই মারিবে খাশি
খাশি থুয়ে মসুড়ির ডালগো
বিয়াই দেলেগো মনের হাউসী।

বিয়ার একটি গাভী ছিলো
রাত দুপুরে দুতে গেলো বাবা তিন ছটাক দুধ হলো।
তিন ছটাকে পানি মিশিয়ে নয় ছটাক
বানাইলো তোমরা ভাত সেরে নিও।
বিয়াই দুধ দিয়ে পাত দিত ভাসিয়ে যদি গাভী না নাড়তো।

পাগলা কানাই ভেবে হতো সার,
করলো মনের বুদ্ধি বেড় বাড়িতে বাড়ি।
আমি লোকজন নিয়ে ফকরে কাজে এসে করলাম
ঝাঁক মারী গরীবের বাড়ি।
কেমন করে যাবো ফিরে আমি লজ্জাতে মরি।

১১. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

কার কাছে কবো মনের দুঃখ আমিতো নিজেই আচরিয়া।
পান্ড চিরি চিরি সুপারি বাহাদুরি বসে বসে বত্রিশ বিটা
আমি নিজেই অচিরিয়া কার কাছে কাইবো মনের দুঃখ আমি নিজেই অচিরিয়া।

আইলাম যখন ভবে সিরিয়াল না ছিলো ভবে পাঠাইলো আমারে খোদায়।
কি কথা বলো দিলো সেই কথা পালন করো আমিতো কিছুই করলাম না।
ভবে আইলাম আর গেলাম গেলাম আর খেলাম ভবে পথের সম্বল কিছুই করলাম না।

পালা কয় হইলাম না মুরিদ কি করলাম আমি সাইজী।
ভুল করলাম আমি দেখি ভালো মানুষ পাইবো কোথায়।
যদি ভালো মানুষ পেতাম আমি তার চরণে যেতামা সন্ধান করতাম সেই জিনিষ।
কি হবে কবওে জানে সেই মালিক।

১২. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

গুরুগো বললো ভালো জানা গেলো আছি এই সভায়।
তোমার কথা শুনে গুরু দুঃখে জীবন জ্বলে যায়।
কোন কালেমা পড়লে গুরু মনের ঘোর কাটিবে আমার।

পাগলা কয় আর একটা কথা গুরু সুধায় বলো না।
কোন ওজুতে পড়ায় নামাজ কেরাত পড়ায় কোন জনা
রুকু সিজদা দেয় তারে চিনলাম না।
কে বা এসে ছালাম ফিরায় শুনবো মনের বাসনা।

আর একটা মানব গুরু এই দেহে আছে
তুমি বলো স্পষ্ট মনের কষ্ট আমি সুধায় গুরু তোমার কাছে।
পাগলা কানাইর বাসনা আছে।
সত্য করে বলো গুরু সেই মানুষ আছে কোন খানে।

১৩. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

কেন্দে মন মোহিনী বলে জাত গিয়েছে চলে।
রাস্তার চৌমহনায় ঘর বান্দিলাম আক্রুশরম সব ফেলে, সকলি ভুলে।
কি করবে ভাশুর শ্বশুর কালি দিয়েছি কুলে।
আমি কাঁনছি সদায় রাস্তায় পড়ে প্রাণ না থো বলে।
কাঁনতে কাঁনতে জনম গেলো আমি আজ দাঁড়াবো কোন কুলে।

এ জীবন মান শরম ঐ পদে শপেছি জাত কুলমান
ত্যাজ্য করে পাগল হয়ে বসে আছি।
দুই কুল খেয়েছি এবার যদি না দাও দেখা গলে নিবো দড়ি।
দাও দেখা প্রাণ সখা প্রেম সুতোয় মালা যে গেথেছি।

পাগলা কয় বন্ধুর দেখা পাইলে নিতাম চেয়ে গহনা পাঁচ কান।
কানের দুল ঝুমকো বেড়ী গলাতে হার চন্দ্র দানা নাকের বেঘর
খানা ঢাকায় শাড়ী রেশমী চুড়ী একদিন ও দিলে না পরে
যেতাম নিজ বাড়ি আছে পাগলার বসনে।

১৪. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

ভবে এসে বিয়ে পুষে সুখতো হলো না
স্বামী বিয়ে করে ঘরে রেখে একদিনো দেখা দিলো না।
আমার এই নব যৌবন গেলোরে মিছে অকারণ
মনের মানুষ পেলাম না।

আমি যে গ্রামে বসত করি ঐ গ্রামে মানুষ রয় ছয়জনা।
আবার ছয় জনাতে যুক্তি করে মোট ঘরে করে গমন।
আমি কি করি এখোন।
হেসে হেসে কাছে বসে তারা করে জ্বালাতন।

বন্ধুর আশায় আশায় রইলাম বসে,
আমি ফুল বিছানা পেতে রইলাম।
সেই ফুলেতে আতর গোলাম বিছানায় ছিটাইলাম।
পাগলা কয় তোর বন্ধু এলো কই।
পান বিড়ি এলাজ দানা বাটাই রইলো সই।

১৫. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

আজব এক কথা শুনলাম পথে যেতে যেতে যাবো
সেই মক্কা শহরে মক্কায় যাওয়া হলো তলো শুনে প্রাণ
শীতল হলো হাজী যারা আছে।

মক্কার ঘরে চারটি কোনা কুরানেতে আছে।
তিন কোনায় পড়ে নামাজ এক কোনা খালি আছে
সেই কোনায় কিডা নামাজ পড়ে।
এই কথাটা গুরু বলো না আমার কাছে।

পাগলা বলে ছলের কথা এই দেহে আছে গাঁথা।
আঠারোটা জাতীর কথা আমার হৃদয়ে গাঁথা
কোন কোন জাতি জন্ম নিয়েছে।
বাউলের জন্ম হইলো কোথা থেকে ও তার পেতা দিলো কে?

১৬. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

আজব কথা বলিবো রে ভাই, মুসলমান হরে হরির নাম নেয়।
এমন কথা শুনেছোরে ভাই।
আমি অষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলে যায় ধর্মের সভার।
ডান হাতে তজবি জপে বাম হাতে মালা জপে চলেছে
মক্কার পথ দিয়ে তাজ মাথায়।

আবার মুসলমানের ঔরসের পুত্র হিন্দুর সাথে সংকীর্তন গায়।
কখনও কখনও নামাজ যায়।
আল্লাহ বলে এ গো হরি মসজিদ ঘরে সিজদা দেয়।
আল্লাহ বলে মদিনাতে হরি বলে বিন্দাবনে।
পাগলা বলে ঐ মানুষ মৃত্যু হলে পুড়ায় কি তার গোর দেয়।

১৭. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

শোনরে বলি ওমন রসনা তোর বোঝাইলে কেন বুঝিসনা।
ভোজন সাধন কিছুই করলি না।
তোর সুদিন আসবে কুদিন ঘটবে বিষম যন্ত্রণা,
দিনে দিনে দিন ফুরালো ভেবে দেখরে দিন কানা।

দেলে নামাজ পড়ে করমে কেরাত কয় তোর
জবানে জিবরাঈল থাকে রুকু, সিঁজদা সেইতো দেয়।
চোখে ঈসরাফিল কানে মিকাইল
আজরাঈল রাশি কাতে রয়।

লামুকামে বাম করে যে জন আমি শুনি
বিশ্বাস তাহার বিবরণ।
তোর লাউকুতু মুকামে যে জন শুনি তাহার বিবরণ।
পাগলা বলে ভজবি যদি ধরো সেই গুরুর চরণ ॥

১৮. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

পাগলা বলে গড়া রথ নতুন কালে চালাতাম
তাল বেতালে এই শেষে কালে আর চলে না।
আমি ঘেরে ঘুরে দেখলাম কত যে ঠেলবে
সেই ঠেলেতে না, ঠেলতে ঠেলতে দিনও গেলো
আর ঠেলা আসে না। পাগলের রথ চলে না।

চড়নদার ছিলো যারা সব সরে পড়লো তারা
আমি হলাম দিশেহারা নজর ধরা ঘেরে যেতে
পারলাম না। যার কাছে যায় সেই রাগ করে
বলে তোর ভাটির রথে থাকবো না।
ইন্দ্র চন্দ্র রিপু ছয় জন তারা প্রবোধ মানে না।
পাগলের রথ চলে না।

যখন নতুন ছিলো দড়া জোরে চালিত ঘোড়া
এখন সারথি পড়েছে ভাটি হালিতে জোর মানে না
পাগলার হলো টাকাটানি যার।
পাগলের রথ চলে না।

১৯. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

নদীর কুলে মোদন আর মোহন দেখতে আলি যত সঙ্গীগণ।
আবার আমি কৃষ্ণ বাঁজায় বাঁশী দেখে তোদের রূপ যৌবন।
যৌবন কুলের রাজা আমি সাতীরা ভাবো কোন কারণ।

থুতনা মেরে বাঁশী কেড়ে নিবা আবার
আমার মাথায় ঘোল ঢেলে দিবা।
আবার তোমাদের ধরতে পেলে উলঙ্গ করবো।
আর একে এক করবো বন্ধন ফিরে যাবো না।

আবার ঢেমনা বলে করলি বর্ণনা
জানিসনা তোরা ঢেমনার গুণপনা।
আবার আমি ঢেমনা না হলে তোরা ডেমনী হতিম না।
পাগলা বলে কেন্দে মরবি তোরা রেহাই পাবি না।

২০. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

দোয়াই এসে ঠেকলাম বিষমদাই
ওই দোয়াই রাম ছাগলের ভয়।
একটি ছাগল রাগ করিয়া তিনটি বাচ্ছা দাবড়িয়ে খাই।
তবু ছাগলের পেট ভরে না, এ শুনি উল্টো কথা।
পানির নীচে যেয়ে ছাগল করছে রে হায় হায়।

দোয়াই এসে শিষ্য বলছে কে
তুরানা হাত দেখে এসে, সোনার ডিঙ্গিতে
চড়ে এসে পানি খাওয়াইলো পাগলারে।
চিনলাম না তাওে আমি, মরা কি জ্যান্ত
মানুষ যায় জলে ভেসে।

মরা বলে গিয়েছিলাম কাছে দেহ তাঁর পঁচিয়া গিয়াছে।
নব বয়সের দক্ষিণ পাশে কেটে দেখি তার রক্ত আছে।
যদি তাঁর চরণ পেতাম এনের কাম সেরে নিতাম।
বাক্সয় পুরে রাখতাম আমি না দিতাম জলে।

২১. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

ভবের পরে ঘর বেধেছে দেখলাম চমৎকার
আঠারোটা সুকাম আছে ঠক যেন ঘরের মাজার।
আঠারোটা সুকামের মধ্যে কে থাকে কোন জায়গায় কি নাম ও তাহার।
বলবা তুমি সভার মাঝে এ কথা শুনবে
লোকে বাহবা দিবে তোমার।

সেই যে ঘরের চালের ছাউনী পাগলা কানাইতাই কয়।
বলো দিনি বয়াতি ভাই ঘরের মটকা মারা কোন জায়গায়।
ঘরের তীর ঘাটানো কোন জায়গাতে বায়তুল্লার
ঘর কোন জায়গাতে বলো।
সানছে কোন জায়গাতে বলবা তুমি সভার মাঝে এই
কথা শুনবে লোকে বেশ বেশ বলবে তোমার।

পাগলা বলে কথা ভালো এই কথা সভায় বলো।
বিড়াল বড়ো সাঁতারী তার লেজেতে বান্দা কুলো।
ওদের গান শুনে লোকে হাঁসে
গোবরে পোকায় দেয় উলু ওরা কি গেয়ে গেলো।
কানায় ভেবে বলে কি জানি আছে কপালে
পাগলা পড়লো পাতারে।

২২. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

উড়ে যাইবে পঙ্খপাকি পঙ্খ দানা খাই।
পাখি নীচ মুখো তাকায়। ঐ
আবার পাখি হয়ে ছালাম জানায় নবীজিরও পায়।
পাগলা কয় মন আমার যেয়ে করো সেই পাখির সন্ধান।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (রা) কালেমা হয়না যেন ভুল।
কালেমা ভুল হইলে পড়বী ফেরে হারাবী দুই কুল,
সাফায়েত করিবে না রাসুল ।
যেদিন তোমার লাবাবে কবরের ভিতরে কেউ থাকবে না
তোমার সাথে থাকবে আল্লাহর নাম।
আল্লা বলে ধরো কষে ছেড়ো না আমার নাম।

পাগলা কানাই ভেবে বেল কিরামুন কাতিমুন
আসবে তোমার কবরে।
চোখেও দেখে না কানেও শোনে না তোর কি হবে শেষে।
আট পাটি দাঁত তাঁর কপালে।
ভয় দেখাবে বিশাল আকারে পাগলা বলে ধরো গুরু
পার হয়ে যাবি কবরে।

২৩. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

শোন বিন্দে বলি তোরে কথা
কোস তুই ঘেরে সুরে।
রাধা আমার সামী নয় রে এই কথা তুই পালি কনে।
কানাই কয় যারে ফিরে উঠকা ঘরে ঔষুধ তোর দেবো গোপনে।
এামা যখন বিয়ে করতে যায় আমা তখন সাথে লইয়া যায়।
মামা যেয়ে বসলো আগে আমি বসলাম মামার বায়
বিয়ের যত মন্ত্রগুলি একে একে পড়লাম সমুদয়।

বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলো রাধে সাতপাকে
দিলো মামার সাথে পাক দিলাম আবার।
ফুলের মামা নিয়ে হাতে ও রাধা আমার হাতে দিয়ে দেয়।
লোকজন উঠলো লাফ মারিয়া ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরে যায়।
এই দেখিয়া মৈথল ঠাকুর এখন কি করবো
আমি ও রাধে কাছে যায়। ঠাকুর বলে আইয়ানের ও স্ত্রী হয়।

২৪. উম্মাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

ও বিন্দে কথা জিজ্ঞাসী বহু কষ্টে ওলো
বিন্দে এই মথুরায় এসেছি এখন কেনো দেও কটুগালি।
বিন্দে কুটনী গালি শুনে মর্মে লাগে ব্যাথা এই তোমার জিজ্ঞাসী।

তোর ঐ রোগ আমি চিনেছি বতল পুরা
ঔষুধ আছে আমি নাম ডাক্তার মদন হার।
পোড়ো নারী চিকিৎসা করি এক ফোটার
দাম লক্ষ টাকা তোমার কাছে চায়নে টাকা।
উচো করো জনা শুই ফুটিয়ে মরি।

ও পাগলাজী ভেবে কয় নারী স্বভাব
নারী ঘরে রইতে পারে না।
কামাড় আইলো মথুরায়।
তোর সারা শরীরে শুর শুর করে টিকিতে না পারিস
ঘরে মাথার মধ্যে চিড়িক মেরে যায়।

২৫. উম্মাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

ময়ুরীর পাঙ্খা নৌকাখানী খেয়াদী
আমি সারাদিন ঘাটে থাকি।
সখিগণ পার করিতে আনা আনা নিয়।
ছিরদ্দিদের পর করিতে কানের সোনা নিয়েছিগো নিয়েছি।
বাঁশরী সব মাথায় লইয়া যায় মধুপুরে।

আমি যখনই গিয়েছিলাম নন্দলায় আমার
পিতা নন্দলাল বাথানে যায়।
খুদার জালাতে আমি ছাতি ফেটে যায়।
পাগলা কয় ভান্ডারপুরী ছিল ননী।
চুরি করে খাইয়াম তাই খেইলাম তাই।
সেই কারণে মা যশোদা গো আমার বেন্দে নিয়ে যায়।

বাড়ি এসে যশোদা ভাড়ে ননী খায়।
ননী খেলো কেবা সত্য করে বলো তাই কিছু বলবো না।
গোপাল কইলো খাইলাম ননী হাঁসতে হাঁসতে মায়ের কাছে যায়।
যশোদা বলে এত ননী খাইলী তুই কেমন করে বল না আমার।

২৬. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার:　পাগলাকানাই

সভায় এসে ভাই সালামু জানাই।
সভায় যেজন গুনিন থেকো বালক বলে রেখো পায়।
আমি অতি মূর্খ মতি না জানি ভোজন সৃষ্টি
কর যেয়ে দিনেরে উপায়।

সভায় এসে ভাই একটি কথা মনে হয়।
মুখ দিয়ে খায় না নাক দিয়ে গেলে দেখে
হইলাম চমৎকার।
নাড়ী ভুড়ি রাজ্য জুড়ে কও কথা বিচার করে।
পিছনে তার তিন ঠ্যাং আছে তবু চলে উজো হয়ে।

সভায় এসে ভাই একটি ধুয়ো মনে হয়।
হাতে যখন ঋতু আসে তরে
মস্তকে তার গর্ব হয়।
ডন্ডে হয় লক্ষ ছেলে কত্ত কথা বিচার করে।
পাগলা বলে হাতে যখন ঋতু আসে কখন
কার গর্ব হয়।

২৭. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার:　পাগলাকানাই

ইন্দুরী যন্ত্র বাজায় ছুচোই করে গান
ছারপুকায় পায় নুপুর দিয়ে জোনাকীর
পাচায় হেরিক্যান নেচে বাহার দেয় চুলচুলে পোকা।
কানাই বলে আন্দাজে ঘোড়া
পার করে তলিয়ে মরে নিহাত দরিয়ার মাঝে।

এবার কোর ঘোর ফলিতে ছাগলের কান বাঘে চাটে।
খেকশিয়ালের ডাক শুনে কুকুর চৌকির তলে।
এবার কোর ঘোর কোলিতে।
বাঘ বাগলে খাচ্ছে পানি এক জাগাতে দেখিনি ভাই বাবার কালে।
এক সাথেতে খাচ্ছে পানি লোকে আবার হেসে মরে।
এবার কোর খোর কোলিতে।

তাল গাছেতে সুপারি ধরে, সুপারি গাছে তাল
খন্ডনে পাখির নাচনা শুনে ব্যাঙে মারে ফাল।
তাল গাছে সুপারি ধরেরে।
গাহক বেটা গাচ্ছেও গান আগা পাছা নায়
এই শুনিয়া মনে মনে বড় লজ্জা পায়।

২৮. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

বেশ বেশ কালাচাঁন বেষ্ট গানের
জবাব দিয়েছো সভার লোকে জানতে
পারিলো উদোর ঘাড়ের পিন্ডি লয়ে
বুদোর ঘাড়ে চাপিয়েছো।
বান্দিও গলায় চান্দি লাগিয়েছো।
আমবস্যার মধ্যে ভাই সকল পূর্ণিমা ধরে ফেলেছো।

জাতি পাটনী বাউ তরুণী ও কালো হরি
তোমার মামীর কয় ডিগ্রি জ্বর তুমি
বলো বলো বংশী ধারী।
মদনা পুকায় কেটেছে নাড়ী মদনা পুকা বড়ো বেটা
হে ছাড়বে না তোমার ও মামীর।

কানাই ধানের চিড়ে কুটে করলো তোমার
মামীর পট্টি আয়োজন তবু তোমার
মামী না হইলো চেতন। চক্ষু থাকতে চক্ষু
নাইরে কর্ণে তালা লেগেছে বাঁকা ছিদ্দি রহিত হয়েছে।
তোমার মামীর জোড়া কমল হে ধরে ফেলেছে।

২৯. উম্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

জাত ব্যবসা ছেড়ে গো ওরা জারির দল ধরেছে।
মুরগীর চামড়া ছুলে নিয়ে
খুঞ্জরী ছেয়েছে ও ডুগডুগি বানায়েছে।

থাবা দিলি বোল ওঠে না হাররে হায়
তাতে পত্তালি মেরেছে।
ছালার কোনা কেটে নিয়েগো ওরা ফতুয়া বানিয়েছে।
ইংলিশ কোট গায় দিয়ে বেটা বাহার
যে জিতেছে ও গলায় ঘড়িয়ে ঝুলিয়েছে
তেকুনা এক ভ্যাড়া কেটে বাহার যে
জিতেছে গলায় ঘড়িয়ে ঝুলিয়েছে।

পাগলা কানাই ভেবে বলে রে আমার একটি কথা।
পরের ধুয়েই নাম বসাইয়ে
করেছো মোর খাতা কাটা সুবোধ মুটা মুটা।
বিদ্যার নামে নন ঢনাঢন কলম
ধরার ঘটা বিটার চড়িয়ে ভাষবো সেটা।

৩০. উস্বাদ আলী কবিরাজ
গীতিকার: পাগলাকানাই

কপাল পোড়া জনম দুঃখী গুরু আমি একজনা।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম
গেলো দুঃখ বিনে সুখতো হলো না আমি একজনা।
গর্বে থাকতে মারছিলো পিতা শিশু কালে মরলো মাতা চোখে
দেখলাম না। কে করে তার লালন পালন
গুরু কে করে তার মাস্তনা আমি একজন।
কপাল পোড়া জনম দুঃখী গুরু আমি একনজনা।

মা বাপ দুটোই গেলোযে মরে
কেন্দে কেন্দে ঘুরি আমরা তামাম গ্রাম
কেউ দেয়না দুটো অন্ন কি খেয়ে বাঁচি সংসারে
গুরু তাই বলো আমারে।
সারা রাত মনে করি ঐ
সকাল বেলা কে ভাত দেবে আমায়
মন সেই দিকে টানে।
দেয়না ভাত কেউ আমারে মনের দুঃখ কারে কই
ওগুরু সুখ আমারে কয়।

গিয়েছিলাম ভবের বাজারে
ছয়জনাতে করলো চুরি বান্দিলো আমারে
তাদের সবার খালাস দিলো গুরু আমার দিলো জেলখানায়
কপালপোড়া জনম দুখি আমি একজন।

০১. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির উদ্দিন

দয়াল নামটি শুনে বাবা,
আইছি নদীর কিনারে।
পার করো পার করো বাবা,
পার করে নেও আমারে।

১। সকাল দুপুর হেলাই গেলো,
সন্ধাই আঁধার নেমে এলো।
রাতির ঘোর কোথায় যাবো,
ঘুরে মলাম অন্ধকারে।

২। আগুনের লেলিহান ওঠে,
পানির ঔ ফুয়ারা ছোটে,
ডুবি কিম্বা পুড়ি বাবা,
ঠাহর পাইনা অন্তরে ॥

৩। ডাকি আমি ও গুণধাম,
আমার প্রতি হইল না বাম।
দুর ভাগা এই রফি অধম,
হাত ধরে নেও কিনারে ॥

০২. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির উদ্দিন

কর্ম গুণে সুফল মেলে
দোষ দিওনা বিধাতার
সকলি কর্মেও ব্যাপার ॥

১। স্বভাব দেখো কাঠ ঠুকরা পাখি
মেওয়া গাছে করে ডাকা ডাকি।
পাকা মেওয়া গাছে খুয়ে,
পঁচা কাঠে লক্ষ তার ॥

২। স্বভাব দেখ চাত কিনি,
সদাই থাকে মেঘ ধিয়ানি।
খায়না কভু মর্তের পানি,
আকাশ পানে লক্ষ তার ॥

৩। শাকুন পাখি উর্ধে ওড়ে
নজর থাকে তার মর্তের পানে।
অধিন রফি হলো হাড় শকুনে,
স্বভাব তার ঔ প্রকার ॥

০৩. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির উদ্দিন

শোন বলি মন খবরদার
পবো নদী পাতাল ভেদি,
নামলে জলে ওঠা ভার ॥

১। জালে জুতেল বড়শি আলি,
ঐ নদীতে ডুবে সবাই মলি।
মাছের নামে ফাক্কা পলি,
কাঁদা মাখাই হইল সার ॥

২। বাঁধাল বাঁধলি এটে সেটে,
অরবি মাছ নদীর জল ছেকে।
বেগ জলের এক ধাক্কা এসে,
তাও দিলো কেটে তোমার ॥

৩। রফি বলে ভাউ না চিনে,
জল খুললি রাত্র দিনে।
ভাষলে সে মাছ তিথির গনে,
খেপলা ফেলে অমনি ধর ॥

০৪. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির উদ্দিন

মন কি বলে এই ভবে এলি
নিজের ঘরে সাজ না দিয়ে
কার ঘরে চেরাগ ধরালি ॥

১। নিজের ঘর তোর আধার হলো
চোর গন্ডাতে লুটে নিলো।
ঘরের মাল তোর সব ফুরালো
দিন দরিদ্র হয়ে গেলি ॥

২। মনি মুক্তা আখেরি পুঁজি
ভুলে গেলি কেন ও মুল্লাজি।
পাঁচ নিবে তোর লনত পাজি,
শয়তানের ধুকাই পলি ॥

৩। ওয়াকিমজ সালাত বলে
মিচকিনের হক না সাধিলে।
দাই ঠেকবি রফি পরকালে,
খাটবে না তোর রং পাচালি ॥

০৫. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গীতিকার: খাজা ছমির উদ্দিন

হবি যদি ধনির বেটা
সামাল করো তালা মারা
যেথাই তোমার মনির কুটা ॥

১। মনি কুঠাই চোর ঠুকিলে,
লুটে নেবে গোলে মালে।
বাবার দেয়া লাভে মুলেও
মাল ফুটা তোর হবে ফাঁকা।

২। ঈসরাফিলের সিংগার সুরে
ঢেউ ওঠে আসমান পুরে।
মনি পুরে রইনা মলি,
যেমন মরুর বুকে ঘোড়া ছুটা ॥

৩। মনি ঘরের তালা চাবি,
মুরশিদ ভোজলে হাতে পাবি।
ছমির বলে চাবি রফি,
হাতে নিয়ে কাল কাটা ॥

১. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: পাঞ্জু সাঁই

বেহাল দিনের কাইল কারা কলে সাই
আমারে কি অপরাধ করছি সাইজী তোমারী দরবারে ॥
তেল মাথায় ঢালদে মাগো তেল যথা উচিত আইন ধরে
আর তেলারের তেল দিলে দয়াল আমি কই তারে।
আমি যদি পাপ না করি তুমি ত্বরাবে কারে
নিরোগেরী বৈদ্ধের বড়ি সত্তরববি তুই আর করে।
পাঞ্জু বলে অন্তিমকালে বিধি বাম হয়ো না
মোর রূপ চাঁদ আমার গুণের বিধি যদি রে দয়া করে।

২. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: দুর্দ্দু সাঁই

রহমান রহিম নামটি আল্লার কাদেরও সুলতান
ঘড়িতে তুফান করো আল্লা পলকেতে দেয় আছান।
ইব্রাহিম খলিল উল্লারে ফেলিলেন আতষ মাঝারে
আবার তারে মেহের করে (আপনি আল্লা) আতষ।
কুয়া হইতে ইউছুবের উঠাইয়া বাদশাই দিলে
জেনেসারে হয়রান করে করিলেন ইয়াদা পুরণ।
ধুলা দিয়ে পাহার গড়ো সেই পাহাড় কেন আবার ভাঙ্গো
দুদ্দু বলে আমার ত্বরো কদমেতে দিয়ে স্থান।

৩. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: রুপই

এসো দয়াল দিনো বন্ধু এ দাসেরে চরণ দাও হলাম পদে (২)
অপরাধী কপাল বলে ফিরে কায় ॥
হযরত মুসাকে করিলেন দয়া দেখাইলেন তার নূর
তাজ্জিলা আমারে দেখাইয়া দিলে গঙ্গা যমুনা গয়া।
নিজাম উদ্দীন পাপি ছিল পাপের ভাগি কেউ না হলো
খুন করে পাপ উদ্ধারিলো মক্কার বুঝা হলো দায়।
রুপই বলে আমি বা কি জমা খরচ নাহি রাখি
তবু নাম ভরসা করি বাউল চাঁদের রাখা পায়।

৪. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: ফকির বলাই

আমার মনের গোল গেলো না।
এতো রকম বুঝা বাদি মন প্রবোদ মানে।
যখন ভবে পাঠাইলে একা
কেন পাঠাও না সঙ্গে দিয়ে চোর চোট্টা নেটা বদমাইস
তারা সুজা পথে থাকতে দেয় না।
মদনা বেটা ভারী ঠেটা কারো বাক মানে না
সে যে কাজের বেলায় ভুল করে দেয় সুজা পথে থাকতে দেয় না।
সাধক পথে বসি যখন ঘিরে নেয় কয়েক জনা
তারা কোন সাধনে যায় কেবা দুরে সেই মস্ত কেন আমায় দিয় না।
যেজন চুরি করে যায় গো সরে তারে কেন ধরো না
ফকির বলাই কি সেই দোষের দুষি
আপিলে খালাস পায় যেন ষোল আনা ॥

৫. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: ফকির বলাই

ঠিঁক কর (মন) নিজের জমি কাঠা ঘাপস ধরে বসি চাষ উঠড় লাঙ্গল।
৬টি বলদ নাঙলা করে
নামগা যেয়ে মাঠে রূপ কাঠের লাঙ্গল খানি মন কাঠের ইষে।
যদি করে কু বাড়ি লাগা ওগা জ্ঞানের বাড়ি জোয়ালে বেন্ধে
দড়ি যোত বান্ধা কষে ভক্তি নামে লাঙ্গল জুড়ে
আবাদ কেলো সেরে যোগে জেগে বীজ বুনিয়ে লাঙ্গলের গুজি ধবগা এটে ॥
নিজের জমি ঠিক না করে লাঙ্গল জুড়লি
বাকসা বনে উপর (২) গেল আবাদ হবে কিসে সেই বীজে ভাঙ্গুর হলে
গাছ জালাইবে চিটে থাকিব বলাই বলে ওরে চাষা কিরে নিলো শামা ঘাষে।

৬. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: যাদু বিন্দু

মন চলো যায় ভ্রমণে কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে
সেথায় যাবি প্রাণ জুড়াবি, থাকবি মনের সখেতে।।
সেই বাগানে দুই জনা মালি একজন উড়িয়ার মেয়ে আর
একজন বাঙ্গালী
তারা ডাল ভাঙে না ফুল তলে না মুল তুলে নেয়।
সেই বাগানে বাকী ৪টি ফুল সৌরভে গৌরবে আমার মন করে
আকুল সেথায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যান করেছে শিব রয়েছে গোপনে।।
সেই বাগানে চৌদিকে যেবা গুণ (২)
সুরে গুণ (২) করে ওরে
গুণ জোরা যাদু বিন্দু বলে
গোসাই কবির বাগানের সন্ধান মেলে প্রবেশ করো বাগানে

৭. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: ফকির বলাই

বসে থাকগে অনুরাগে যে চেনে আমার আমি মরো দেখি মরার আগে ॥
কতজন ঘর ছেড়ে জঙ্গলে বাঁধে কুড়ে
আছে যে নিরিক ধরে না ভাল তাহাকে, ঝড়ি তুফানের ভয় রাখে না
না বসিলে ধিরানে নিজের অঙ্গ করে সঙ্গ তাহার নিন্দ্রা নাই তাহাকে ॥
যে চেনে আমার আমি তাহার প্রমাণ টিটু পাখি আছে
সে নিরিখ ধরে না উড়ে তার মাকে গাজেল জানে
'গাজার মস' সেঝোরে কি জানে
সে কোন আদারে কচু তার মুখে যা মিষ্ট লাগে।
ভয় ধুলো বয় গুরুর কাছে কি হবে অবশেষে
ভজ তার নবীন বষে যাতে গতাগতি বলাই বলে
গুরুর কাছে মহা মন্ত্র নিলে কালা কালের ভয় রবে না শ্মমনে ছবেনা তাকে ॥

৮. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: মহিউদ্দিন মধু

আমার আশা দিয়া রাখবা কত কাল আমার দুক্ষের ও কপাল ॥
ও দয়াল রে (২) একজনে দুখি যারা
মাতৃহারা সন্তান যারা গো তাদের দুঃখে (২) জীবন গড়া দুঃখটির কাল ।।
ও দয়াল রে (২) দুখের ডালি মাথায় করে যাবো
আমি কোন দুয়ারে এবার নগরে (২) ঘরিরে দয়াল গেলো না যনজাল।।
ও দয়াল রে (২) রুগ্নদেহে ঘুরি ফিরি জীবনটা ধাইলো কুরি,
এসে দাও জোর বিষের বাড়িয়ে (২) দয়াল আমি খাইবো পারাকাল ॥

৯. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: উসমান গণি

চরের নায়ে দেখি যত সব সাধুর নিশানা লাখে (২)
ফকির দেখি জাচাই করলে ঠেকে না।
দুই চক্ষু বুঝিয়া রয় ডাকলে নাহি কথা যে কয়
ফু দিয়া পাঁচ সিকি কয় গাজা খাবার বাসনা ॥
গ্রামে (২) ঘরে (২) ঘরে (২) মুরিদ করে
নারী পুরুষ ঝুইকা পড়ে সবাই তারে খেদম ও করে হাদিছ কুরান মানে না।
এ সব হলো ভন্ড ফকির অন্ধকারে করে জিকির
ধরবে যেদিন মনুকার নকির ভঙ্গিমাতে চড়বে না।
উসমান গণি ভেবে বলে নামের ফকির
অনেক মেলে আসল ফকির ঝড় জঙ্গলে তালাশ করে পোলাম না।

১০. মহিউদ্দিন মধু
গীতিকার: বলাই

তোরা যাসনে নদীর কুলে (২)
নদীর কুলে গেলে পরে হারা হবি লাভে মূলে।
সেই নদীর ত্রিধারে পালাওগে জ্ঞানের পারা শুকনাতে
জোয়ার সারা লাগবেরে তোর কুলে তরী লাগবেরে তোর কুলে ॥
কত জাহাজ বজরা যাচ্ছে যারা
সেই নদীর চাচড়ে নদীর ধুলায় পড়ে ঘুরতেছে জল
কাম কুমিরে খাবে গিলে।।
সেই নদীতে টানলে লাগাম সারি দ্বারে ধারে (২)
কাল পাহাড় ঘেমে জমতেছে জল ভাঘ ভাল্লুক ফিরছে কুলে ॥
আর পার ঘাটা হায়াত নদী ফেরার বয় নিরবধি
গুরুকে করো সখা নইলে পড়বি ফেরে নাই টাটল কপাল
অটিল কি বলিবো তোরে নিরিক বেন্ধে ধরো পারি বলাই কয় লাগবে তরী কুলে ॥

১. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : তোরাফ সাঁই

দয়াময় কি টম গাড়ি তেয়ার কইরাছে
দুই খুটির পর পেড়ম করে উব্দ করে ঝুলতেছে

চিত পুরেতে চিতেরশ্বরী চতুর দলের মধ্যে হরি সেই চলে গোকুলের বাড়ি
ফুশতে সিংঘ জিগো মোস্তকেতে হংসের ডিম্বু
দেহের বাম পাশে হু হু শব্দ মস্তকে ধোয়া উড়তেছে ।।
মন হরিনি দেখ তোমার দৌড়া দৌড়ি জায়গো এইবার মনের কাটায়
মিনিট ঘোরে এই ভবেতে চলতে ॥
তোরাফ সাইজী ভেবে বলে শোনরে মতলেব বলি তোরে,
এই দেহেতে আলির কবর শক্তির উপর রয়েছে ।

২. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : মনসুর

প্রেম করিয়া প্রেমিক মরে সইলো প্রেম তো মরে না।
প্রেমিকেরা দিশেহারা তারা মরণের ভয় পায় না ॥
প্রেমের নাইতো বসত বাড়ি,
তবে কেন প্রেম ভিখারি গো
আমি জনম ভরে ঘুরি ফিরি তবু পায় না ঠিকানা।
প্রেম যে এমন ছলনাময় পাগল কইরা
লুকাইয়া রয় গো শেষে
পরের মন কাড়িয়া নিলো নিজের মন দিলো না।
অজানাকে জানতে গিয়া অহোরাহ কান্দে হিয়া
মনুসুর বলে প্রেম করিয়া শুধু পাইলাম বেদনা ।

৩. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : হালিম বয়াতি

আমাকে আপন কইরা ভক্ত
তানা হইলে বন্ধু নিজে আপন হয়ে যাও
তোমার নাম আমার করল পাগল গো বন্ধু সুমধুর নামটি শোনায় ॥ ঐ

আঠারে হাজারে আলম ঘোমেতে ছিল,
মহান আমাকে জাগায়ে তখন ধরি তোমার পাও।
তোমার প্রেম আগুনে পোড়া দেই আরো পোড়াইয়া দাও।।
ভব মায়া বন্ধনেতে চক্ষু গেল কান্দীতে
কিছু সমায় তোমার সাথে একবার সুযোগ করে দাও।
আমি তোমাতে মিশিয়া রব গো বন্ধু দয়াময় দয়ার হাত বাড়াও।
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তুমি ভিতরে বাহিরে
তুমি জাহেরে বাতুনে তুমি যে খেলা খেলায়
সাধক হালিম কয়সে খেলার সাথি তুমি আমাকে বানাও।।

৪. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : খোরশেদ আলম

ঘর বেনধেছে ভাল ঘরমি
মোহাম্মাদ মোস্তফা নবী সাল্লোওয়ালা।
উম্মতকে তরাইতে নবী হইয়াছে হেল্লা ॥

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুল
খোদার নামের সাথে যুক্ত করলেনা
তার লেখা রয় আরশপরে দেখনা তায় উন
লক্ষ করে, নারি জাতি দিলনারে কয় কালা মুল্লা ॥

নুর জহুরা নুর জাবালী ছায়াবতী নাম
মন গড়ানো কথা তোমার এক পয়শা নাই দাম,
সেই সময়ে কোন মহৎ দিন তাদের দেখা হল,
তাইতে কথা প্রমাণ রইলো পড় নায়ুযুবিল্লা।।

যত মহত এই ধরাতে হয়েছে জারি কমনে
তারা জানতে পেল আগে হয় নারি
খোরশেদ আলম ভাবকে বসে শুনলো কথা
কাহার কারো মিথ্যা কথার ফল পাবে সে শেষ বিচারের বেলা।

৫. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : খোরশেদ আলম

বলো কোরাকেরী বর্ণনা
কয়টি রূপে রূপান্ত্রিত করে সাই রাব্বানা।

৭০ হাজার বোরাখছিল কোন বোরাকে শোয়ার হল
নবীজীর উঠতে না পারিলো উঠাইলো কোন জনা ॥ঐ

লাগাম ঝুলে রয় নিচেতে
কে উঠাইয়া দিলো হাতে
যাই বায়তুল মোকাদ্দাছেতে
পড়লো নামাজ কোন খানা।

বোরাক কোন নারি আকৃতি
সেই কি বোরাক প্রার্থক কি
খোরশেদ কয় তার কও হাকিকি
বাস্তব বোরাক কোন খানা।

৭. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : খোরশেদ আলম

পিরিতের বাজার ভালো না
নবীজী পৌছাইল কোথায়
তাহার চতুর পার্শে আল্লা রাখেছে বরকতময়।

কতিপয় দেখায় নিদর্শন
এই কথা কোরানেতে করেছে বর্ণনা
জানলে কথা বলো এখন
কোন সুরাতে কয়।

কোন মাসে কত তারিখে
নৈশ ভ্রমণ করল বলবে কোরান আলখে
বল নবী কোথায় থেকে
গেল কোন জাগায়

বল আগে ঈশারার ঘটনা
যেতে পথে কি ঘটিল কর বর্ণনা
করিও না তাল বাহানা
খোরশেদ আলম কয়।

৭. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : খোরশেদ আলম

বড় প্রেমিক ছিল আল্লার দ্বীনের রাসুল
তিনিও ঐ কাম করেছিল একথা কি ভুল।

কাম না থাকলে তিনার ভিতরে
ছেলে মেয়ে তিনার ঘরে হয় কি প্রকারে
প্রেমিক রয় উর্দ্ধ নজরে ছাড়িল খুল।

কোন প্রেমের প্রেমিকা ফাতেমা
গাইকে করে প্রতি ভজনা।
হাসান হোসেন দুই ভাই কেমনে পাই দুই কুল।

আবু বক্কর ওমর ওসমান আলী
চার খলিফার মধ্যে ছিল যে প্রধান
সবাইতো ছিল সন্তান করেছ কি উল।

বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী
৪৯টি সন্তান জন্মাইল তিনি
খোরশেদ বলে কামের খনি
আসো মালেকুল।

৮. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার: ইউসুফ

তুমি গুরু আমার পারে কান্ডারি
এ ভব কারাগার করিতে পারাপার
বিপাকে পড়ে যেন ডুবে না মরি।

নদির কিনারে যাই কত ঢেউ লাগে পায়
লাজে মরি হায় উপায় কি করি
দেহে-কাম কুম্ভীর যারা, আমায় করো তাড়া
প্রাণে যাই মারা বাঁচে না তরি।

চড়ে নৌকার পরে, হালটি কাশ ধরে
ধীরে ধীরে বাইয়া চলো নদির উপরে
তুমি হলে নিদয় ঐ পারে না যাওয়া যায়।
বসে আছি সেই আশায় করনা দেরি।

আমার মত কতজন বশে আছে সধমান
না পেয়ে পারের সম্বল গুরু বিহনে
বাউল ইউনুছ হইলো বন্ধু পার
এই ভব সিন্ধু ইউসুফ হল অন্ধ জনম ভরি।

৯. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : হালিম শাহ্

প্রাণের কোকিলরে তোর মায়াই ভুলিয়া
থাকিতে পারি না আমার পাজর ভাঙ্গো
প্রেমের ঢেউ বুঝিতে পারে না কেউ
পিরিতের কতই না যন্ত্রণা।

বসন্ত আসিলে বকুলেরী ডালে বিলাপ সুরে
করে দেওয়ানা তোমার কালো রূপের ঝলকে
হারিয়ে যায় পলকে মনেতে ধর্য্য মানেনা ॥

মনের আগুন মন পোড়ায় কত ফাগুন আসে যায়
আমারও মনের মানুষ এলোনা
আমি মন পাইতে দিলাম মন তার বদলে
জালাতন মন চোরারে কত না ছলনা।

মিষ্টি চিনি মিষ্টি গুড় মিষ্টি মধু সুর
মিষ্টি প্রেমের নাই তুলনা
ভালোলাগার মিষ্টি শাধ পরিমান
তার অপরাধ সাধক হালিম বলে
মনের শাধ মিটলোনা ॥

গীতিকার : হালিম শাহ্

১০. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : হালিম শাহ্

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কলেমা দেহের অলংকার
বীর মোহাম্মাদ রাসুল উল্লা বামেতে বসে আছে তার।

লাম আলেফ যোগ করিলে মিমের তালা
আপনী খোলে, হীরা কাঞ্চান মতি দোলে
চারি কলেমা পাওয়া ভার।

লাম আলেফ আছে জোড়া তেমনী মানুষ
দেহ ভরা লাম হরফ করে পিঞ্জীরী
আলেফ হল গ্রেফতার ॥

হালিম শাহ কয় দেলে ভাবি
কি অপরূপ দেখতে ছবি
পিরের কাছে আছে চাবি
সাধন করলে পাবি তার।

১১. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : হালিম শাহ্

গাধন ভজন গুরুর চরণ যা কর নিজ
গুণে ভক্তি হিন হয়েছি দয়াল সাধন জানিনে ॥

আট কুটুরি নয় দরজা আঠারো মোকাম
কোন মোকামে থেকো গুরু দিতেছে বারাম
কোন মোকামের কি বল নাম শুনতে বান্ধা হয় মনে।

জেলার হাকিম কাচারি করে, কাচারি ভাঙ্গি
লে পরে হাকিম রয় কোনে
হায়কোর্ট আদালত মুনছুর জজকোর্ট
সদর হাকিম রয় কনে ॥

মনে বলে দেখব হাকিম ঢাকা আর
দিল্লি আবার মুরশীদ আবাদ পলকে দেখি,
নইমদ্দি কয় দিন দয়াময়
স্থান দিও ঐ চরণে ॥

১২. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : জহর

রাসুল উম্মতের ভাব কবুল করে। উদয় হইলেন মদিনায়
রাসুল উল্লার ভেদ মর্ম খুজে পেলাম না। ঐ

চৌদ্দ ভূবণ ভোলে যার দেখে
সে ক্যান করে চৌদ্দ নিকে
রাসুল কি অভাবে। কি দায় ঠেকে
বিবির কাছে হয় দেনা ॥ ঐ

তিন বিবির হলো সু সন্তান
১ম বিবির হলো না ক্যান
ও তার বিবির মধ্যে কি ভেদ রইল
খুলে কথা বলনা। ঐ

খোদার আশোক নবীর পারে
নবীর আশোক বিবির পারে
রাসুল যখন করে বিবির নিহার
কোথাই থাকে পাক রব্বানা ॥

রাসুল যখন নিকে করে
কত টাকা দেন মহর বান্ধে
জহর বলে এ ভেদ পেলে
যেত মনের দোটানা ॥ ঐ

১৩. কুদ্দুস বয়াতী
গীতিকার : হাতেম শাহ্

শরা কোন নবী করেছেন জারী
যে জানো সেই নবী নামা
বল দেখি আমারি।

কোন নবী হয় দোস্ত খোদার
কোন নবীর পার পরওয়ানার ভার
কোন নবী হয় আব্দুল্লার ঘর
কোন নবী আওল আখেরী।

মেরাজে যায় কোন নবী
কোন নবী হয় আদম সূফী
কোন নবীর চৌদ্দ বিবি
ভবে করতেছেন এন্তেজারী ॥

কোন নবী কালেবে বসে
কোন নবী পাক পাঞ্জাতনে মিশে
দরবেশ হাতেম শাহ্ তার পায়না
দিনে নবী পুরুষ কিবা হয় নারী।

১. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : বাউল চাঁদ

ভেবেছো কি মন বিনা সাধনে খেওয়ার নায়ে চড়বা
সাধন ধীনে সেই তিরি বিনি পাঁছার খেয়ে মোরবা

বাঁশ করগে গুরুর দেশে বিদেশ কেনে ধূরবা
আপন মদনের বাধ্য করে শুদ্ধ সাধন করবা।

গুরু বস্তু অমূল্য ধন কোদা ঢোনা ছাড়বা
অনুরাগের ঘরে মাস অন্তরে একদিন তারে নাড়বা

রুপোয় বলে মুনা জেলে ভাই তোরো জালে না বাধবা।
বাউল চাঁনদে চরণ ভুলে বুরমা অনেলে জ্বলে মরবা।

২. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

কি অপরাধ করেছি প্রভূ তোমারি দরবারে
আমি হালছেরে বে হাল দিনের কাঙ্গাল বানাইলি আমারে ॥

তেলা মাথায় আজ তেল দেও দয়াল যথা উচিত ধরে
অতেলা রে তেল দেওয় না দয়াল বেশী লাগবে বলে।

আমি যদি পাপ না করি কে ডাকবে তোমারে
নিরোগেরও বদ্ধের বড়ি খোয়ায় বি আজ কারে।

অধিন পাঞ্জু কেঁদে বলে এই ছিল কোপালে
হিরু চাঁদ মোর দয়ার সাগর যদি দয়া করে ॥

৩. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : নয়মদ্দিন

এলাম সত্য দাপর কলির কুলোশ নাশিতে
সত্য ছিলাম ত্রেতা বর্তমান করতে
যুগের অবসান করলাম ত্রেপাত ভূমি দান বালি উধরিতে।

সবে বলে কলি গিয়াছে পাতালে কেহ বলে বালি আছে
আমার প্রধতলে আমি দিয়ে বিষেদ বলি
জগতে তাই বলি বালি মিশে আছে আমার আত্তাতে।

একদি ভৃগূ মনি আমার বক্ষে করলে পদাঘাত
কষ্ট পাবে বলে মনি তার পায়ে দিলাম হাত
আমার নাই মান অভিমান জ্ঞান করলাম ভক্তের সকল দান
হলো না নয়মদ্দির সেই জ্ঞান ওরে ভক্ত সিবাতে।

৪. **মোঃ আরজ আলী বয়াতী**
গীতিকার : লাল মোতিযান

এবার আমি সেজেছি মায়ার এক ডেকি
পরের ডানা ডেনে এলাম আপন ঘরে নাই খুরাকি।

দিনে দিনে কাম শক্তি বেড়ে যায়
কমিনির ওই তিরিলটেতে পিত্র কুল হারায়
আমি কাঞ্চালন কুলায় ছেড়ে এলাম তুশ ছাড়া চাল না দেখি।

ডেকি ছিলাম আমি ১৫ পুয়া কর্ম দয়ে ফের পড়ে যায় রই ১ পুয়া
আমি জানতাম যদি ১৫ পুয়া জমেরে দিতাম ফাঁকি।

আমি ডেকি সরগে যদি যাই দুই বেলা ধান ডানা লাথি এড়ার নাই
লাল মতির মনে এই বাসনা সদ গুরুর যেন খাই লাতি।

৫. **মোঃ আরজ আলী বয়াতী**
গীতিকার : ইরু
ঝুলেল জালাল করলেন খিয়াল যায়।
আপনি কিছু মাত্য নাই ছিল আগমে ছিলেন তিনি

পূর্ব আগম কথা সোন তার এমনি আকর্ষণ তাপে
আল্লা ছিলেন সে দিন আলেতে মিলন হলো নুরুতে
নার নুরুতে নির দলিলে ইয়া হাই শুনি।

সেদিন নুরে গিরে ময় নয়রা কারো হয় সত্তোর হাজার পরদার আড়ে।
এক ডিমবুর আকার হয় তার আওয়াজে
মুখ ফেটে ছিল ডিমবুর পরদা গলে হয় পানি।

মেহের সা বলে ইরু আছো শোন তালে
নবীর ডাইনে বেস্তয়ে বামে দায়োক সকলে বলে
আমি তত্য কথা বললামো হেতা বজ যত গেনি গুনি।

৬. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : নছের শাহ

এই দুনিয়ার আসলেন নবি পাপিকে করতে উদ্ধার
দিনের সরদার নবিজী আমার কিছু মাত নাহি ছিল আকার সাকার
আর প্রকার নাহি ছিল আকার

পূর্ব পরে নির অন্তরে হেমান্ত এক বায়ু ধরে
নুরছিল দাক তার ভিতরে যেমন দুগদে মাকম হয় তয়ার।

আলেপের এক কালেপ ফেটে নুরের বিন্দু পড়ে সুটে হাওয়া রূপে
ধরলেন এটে মিম রূপে সায় পরোয়ার।

কানদি লাতে সেন্ধুর ছিল জিবরাইল আনিতে গেলো
জিবরাইল হয়ত আদম পেল আদম হইতে শিশ পাইল
শিশ হইতে রক্তে রক্তে আসল আব্দুলার পেশানির পর

চাঁদে গায়ে চাঁদ লাগিল হয়ে গেলো দিপ্ত কার
ফুল বাস বলে ওরে নছের থেকো এক বার হুশিয়ার।

৭. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : খেপারাজ সা

বিদায়ও পিনজিরায় পাখি রাধা কিশনো নাম যপেনা
ওই নাম আমি যপি তুমি শোনো তুমি যোপো আমি শুনি না।

নাম কর নাম করো পুটে পমু আস্থা যাবে ছুটে
মানব আত্মা বসবে ঘটে জীবের সভার গেলে অভাব রবে না।

১৬ নাম ৩২ অক্ষরে ২৮ অক্ষর দেয়া গা ছেরে
অযপা নাম ৪ অক্ষরে ওই নাম সাধু যপে জীবে যপে না।

খেপা রাজ ক্রয় মনের দুখে কথা বলবো বা কার
শোনবে না কে মনের দুঃখ মনে থাকে মন মেলে মনের মানুষ মেলে না।

৮. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : বোলোরাম সায়

চুয়াডাঙ্গায় রইলি বসে আড়ঙ্গ ঘটা চিনলিনা
মন মেনো দোর সোনাতে গেলি না

হাঁসখালি আর বিরনগরে কিসননগর একটু দূরে
নব্দয়ের পিপের দিপ নিবায়ে সরুফ গব্রো চিলনি না।

শান্তি পুরে যাবি যদি মায়াপুরতে তেয্য নিরোবধী
কাটো আর সাথে পিরিত করে বর্ধমানে ভুল করে না।

বলোরাম কয় গেলো বেলা গুরুর পুঁজি নিয়ে মাল কিনে ফেলা
হাটের শেষে মাল কিনিলে পুকড়া বেগুন ছাড়া মেলে না।

৯. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : দুদ্দু শাহ

নফিএজবাদ জিকির যে করে পায় সে নাযাত
আল্লারি যাত নবির আইন প্রচারে ॥

লা ইল্লাহার কোথায় উৎপত্তি ইল্লারা কোথায় বসোতি
ল্লালহয়ের কি আকৃতি ইল্লাল কোন আকার ধরে রে।

নাগম্ম নফিজে হয় ইল্লাল এজবাতে উঠায় নফিযে এযবাদ
কাথরে কয়া ফোনা বাঁকা কয় কারে।

লা ল্লাহা উঠায় ইলে ল্লাহ নামায় দরবেশ লালনসা জিকিরের ডেত পাই
দুদ্দু হাসেল না করে তাই শুরু মুখে তোর ধরে।
দুদু সায়

১০. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার : যাদু বিন্দু

শুনি বিজ গোনিতে নাম্মাবার বেসি আছে
সেই যগায় দয়াল আমার ভুল গেড়ে গেছে
এইল ভুগ্ন আংশের দিন আমার তোনু হইল খিন
যাদু বিন্দুর দিন বুজি এই হালেতে যায়।

১১. মোঃ আরজ আলী বয়াতী
গীতিকার :
পাস পাবো কিসে গুরু আমি বিত্তি পরীক্ষায়।
আমি হরায়াছি দিসে ভাবতেছি বোসে
পুড়া মোন নিয়ে ঢেকলাম ভীষণ দায়।

পাঁচরতিতে আনা তুলা ৮০ তুলার সের
চল্লিস সেরে মন আসি কোসিনায় মন
কসর খোতন কোসেতে বড় সাকে হয়।

সাহিত্য বিজ্ঞানে আমার নাহি জ্ঞান
কোরোনে গেলে দয়াল বড় অজ্ঞান আমি
পড়িনায় ভোগল তায়রে এত গোল
মোন ভোগল তায়তে এত গোল
মন সাদা ইতিহাসে ধায়া বোমে।

তুমার গুণের কথা বলব কোত আর
রাম নাম ধরে এজগতে কোরেনায় আধারা
তুমি রাবোন কে যে বদ কোরেছো ১০ মোস্তু ছেকোন কোরে।

লামিয়া জামান মন
গীতিকার : পাগলা কানাই

কি মজার ঘর বেঁধেছে সাধের কামিলকার
ও ঘরের ভাব দেখে ভাবী নিরন্তর
কামিলকারের ভঙ্গি বোঝা ভার।

ঘরে আড়ে দিঘী একই সমান
সমান সমান বাঁধা ঘর (২)
আবার এক গাড়ির পর পাড়েম সারে
রেখেছে দুই খুটির পর
সেই যে ঘরে বসত করতেছে।
আমার নবাব মনোহর।
আবার চব্বিশ চক্র ঘরেতে আছে
আমার গুরু গোসাই কয়েছে
নিঃশ্বাসের কাজ বিশ্বাস হয়েছে।
আরে যে জন করে জিজ্ঞাসন
তার কি বিশ্বাস হয়েছে (২)
করলে ভক্তি পাবি মুক্তি
ভক্তি যে জন করেছে,
ও তারা গুরু শিষ্য একান্তর হয়ে
ও তাই জলে মিশেছে।।
অধরে সেই যে ঘরে অধর ধরা
ও তাই চিনলিনা মন চোরা
নিহার যোগে কর সাধনা।
কারো যোগে যোগে হয় সাধ্য-সাধনা
যোগ ছাড়া কেউ তাক পাবিনা
পাগলাকানাই কয় ভক্ত লালচাঁদ
তোর ভাগ্যে তা হল না,
মিছে, অমূল্য ধন করিসনে জতন
ধসে দেখরে দিনকানা ॥

১. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : খোরশেদ আলম
নতুন বধু চললাম নদীর কুলে কি মনের ভুলে
শ্বাশড়ি ননদি বাদি কি যেনো কি বলে।

গত দুই দিন হল বিয়ে
কাংকেতে কলসি লয়ে চলছি হেলে দুলে
আমি একাকিনী মনের মাঝে কি যেন কি বলেরে।

আহারে পিতলের কলসি
আমি তোরে ভালবাসি আমাই দেনা বলে
আমার কি যেন কি হারাইয়ে গেছে
বলতে নারী মুখ খুলে।

উদাসিনী পাগলিনী
হয়ে ফুলের ফুল রমনী এসেছিনা বলে
খোরশেদ কয় কোন দুর্দশা যেন ঘটে আমার কপালে।

২. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : পাগলা কানাই

কেমন করে চড়ব গুরু দুই চাকার এক বাই সাইকেলে
চড়লে পরে ছিটের উপর রয়না চরণ দুই পেডেলে।

আমি যখন হুপিং করি মনে করি উড়ো ধরি
ভুল হয়ে যায় ব্রেক করা
উব্দা করি খানার জলে।

ইংলিশ ম্যান বাবু যারা চড়ে মজা মারছে তারা
হচ্ছে না মোর হ্যান্ডেল ধরা
হাসছে নারী বুড়ো ছেলে।

দেখে গাড়ির রং চেহারা
পাম্প করে হই আত্মহারা
কানাই বলে দুঃখে মরি
বুক ভেসে যায় নয়ন জলে।

৩. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : মুনছুর

এখন না চিনিলে পরে আর আমি চিনব কবে
হাশরে কে উদ্ধারিবে।

কোন নবী হল উফাত
কোন নবী হয় বান্দার হায়াত
কোন নবী হয় আনফাছের সাথ
প্রমাণ পায় কোরান কিতাবে।

লওলা কালাম কোন নবীজীর সান
কোন নবীর নুরে ছারে জাহান
বিবরিয়া কর বইয়ান
শুনলে মনের আধার যাবে।

যিনি হল পারের কান্ডারী
কোথায় বসত মুকাম তারী
মুনছুর বলে আরজ করি
মায়ার বঙ্গ জ্ঞান অভাবে ॥

৪. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : খোরশেদ আলম

আরবি ভাষায় ছালাত বলে ফার্সিতে নামাজ
বলি বাংলাতে কও আমরা যখন বাঙ্গালী।

একটি ছানা পাক রব্বানা কোরানেতে ক্যান দিল না
ঐটা ছাড়া নামাজ হয় না কও তাহার তত্ত্ব বলি,
কয়জন মিলে নাযেল করে বুজাও বাংলার অর্থ করে
নামাজ পড় করো জড়ে প্রকাশ করে কও খুলী।

নামাজেতে যখন গেলী আল্লাকে কি দেখা পেলে
দেখা পেলে কও খুলে কালাধলা কি রূপালী
কি কৌশল কোন কোন ভাবে ধরাই
পড়লে দেখা দেয় গো খোদায়
দয়া করো কও আমায় নামাজের নিয়ম বলি।

যখন তুমি নামাজ পড় কোন বরজককে সেজদা কর
নামাজের আকার প্রকারে/প্রকাশ করে কও খুলি
নামাজের নিয়ত নিরূপণ প্রকাশ করে বল এখন
শুনবে শ্রোতা মনের মত কও ভেবে খোরশেদ আলী।

৫. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : খোরশেদ আলম

চষতে গেলে বীজ গুনা পারিনা ঠেকাতে বল
প্রতি চাষেতে বীজ না বুনে থাকি কি মতে।

কৃষক স্বামী স্ত্রী জমি কোরানেতে কয়
আমার জানতে হচ্ছে হয়
আবাদে এবাদত হয় কোন যোগের ধারাতে।

জিব হত্যা মহাপাপ কয় জগত স্বামী
হইলাম খুনী আসামী
এবার বল বাঁচি আমি কোন পদ্ধতিতে।

গুরু মনে কৃপা করে দেখায় ও সরল পথ
আমি করতেছি শপথ
ভুল করে ঝুলবোনা আমি মরণ ফাঁসিতে।

চাষ করি বীজ বুনির সুভ যোগেতে
সে যোগ চিনব কেমনে
খোরশেদ বলে সুযোগ পেলে যাব ধরাতে।

৬. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : আজিজ সাই

কি ভাবেতে কেমনেতে সুটল কর্ম বল করা যায়
জানি না তার ভাগ নিরূপণ
কোন কৌশলে কি কায়দায়।

নীরে ক্ষীরে ভিয়ান করে
অধরে আধার ধরে
উভয় নেয় সমান করে মনথনে দুর্দশা হয়।

টল অটল দুইটি বৈদিক
সুটল কি হয় গো সঠিক
দয়া করে কও আধ্যাত্মিক
শুনলে মনের আধার যায়।

কোন হয় মোর আদি করণ
করলে জ্বালা হয় নিবারণ
স্বরূপে রূপ মিশাব কখন
আজিজ সাইজির মরণ হয়।

৭. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : রূপোই

ভবের হাটে গোল বেঁধেছে।
ভবের মানুষ ভবে এল যার ভাবে জগত মেতেছে।

ভবের পরে চারটি মেয়ে
শুনি তাদের হয় নাই বিয়ে
মুখের অমৃত খেয়ে এক মেয়ে হামেল হয়েছে।

সেই মেয়ে সতী ভাল
এক গর্ভে তিন ছেলে হল
দুইজন মা বলে দুদ্ধ খেলো
একজন স্বামী হয়েছে।

অধিন রুপোয় ভেবে মরি
তাদেরত সব কান্ড ভারি,
ঐ দুঃখেতে ঘুরী ফিরি
বাউল চান্দের চরণের কাছে।

৮. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : খোরশেদ আলম

আমি আগম খবর জানতে চায়
কার গর্ভে জন্ম নিল বল খোদ খোদায়।

শিশু রূপ ধরল নিরাঞ্জন তুমি খুলে কও এখন
কাহার দুগ্ধ পান করিয়া হইল পালন
নবী কোথায় ছিল তখন কি রূপেতে কোন জাগায়।

আল্লা যখন ছিলরে গোপন ছিল ঘুমেতে মগন
কেবা এসে আচম্বেতে দেখাইল স্বপন
কি স্বপন সে দেখেছিল স্বপ্নেতে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এইসব বাতুনের কথা শুনিলে লাগেরে ব্যথা
আদ্য শক্তি আদি মাতা স্বয়ং বিধাতা
খোরশেদ বলে চিনলে মাতা পিতার সন্ধান পাওয়া যায়।

৯. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : মনছুর

কোন সাধনায় ধরবো তারে
না জানি শুদ্ধ সাধন রাগের করণ
মলাম আমি ঘোলায় পড়ে।

শুনি দেহে পঞ্চ আত্মা বাস করে কেবা কোথা,
কি নাম তাহার পুত্র কেবা কি বস্তু আহার করে।

শুনি কথা সাধুর কাছে পঞ্চ রস এই দেহে আছে,
তার কোন সাধন করলে পরে
দেহে কামের গন্ধ যায় দূরে।

কোন রতিতে আদ্য শক্তি কোন রতিতে জগত পতি,
কোন রতি হয় গলক পতি
কোন রতি রয় গলক দ্বারে।

খেপা পাচু চাঁন্দে বলে
মুনছুর রে তুই পলি ফেড়ে
তারে পাবি কোন সাধনে
দেখবি বসে আপন ঘরে।

১০. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : রাধা শ্যাম

অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাস করে
জ্ঞান অর্যনো নয়নে দাও।

মায়ায় মহিত হয়ে ভুলেছি তোমারে
চৌরাশী লক্ষ যুনী ঘুরি বারে বারে
এভব সংসারে মরি ঘুরে ঘুরে
আমারে কৃপা করে আলোর পথ দেখাও।

ভ্রান্ত জীব আমি ভ্রমন্ড গেল না
অসার সংসারে সারত হল না
আশা যাওয়া বারে বার পায় হে লাঞ্ছনা
এভব যন্ত্রণা আমারে ঘুচাও।

তোমা বিনা কেহ নাই এই জগতে
অগতির গতি দেও শুনি বেদ পুরাণেতে
দাস রাধা শ্যামের প্রতি শীঘ্রই
কর ভক্তি করিহে মিনতি ফিরিয়া চাও।

১১. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : খোরশেদ আলম

দশে ইন্দ্র হয় রিপু কেমনে করি বশ
তাদের বাধ্য করতে গেলে উথলায়ে পরে ৬৪ রস।

কোন ইন্দ্র কোন দেবতা
কি দিয়ে করব বাধ্যতা
কিসের তৈরি সেই দেবতা
আব কিনা হয় আতশ।

ছয় রিপু কিনামে আছে রে এই দেহ ধামে
কোন রিপু কোন মুকামে
করতাছে সব বসবাস।

কোন রিপু কিসে বাধ্য
জান যদি বল বৈদ্ধ্য
খোরশেদের তা নাইরে সাধ্য
আজিজ সারও করে আশ।

১২. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : মালেক সাই

আমি জানি গো বন্ধুয়ার পিরিতে কত জ্বালা
তোমরা আমায় কি বুঝাবে আমার অন্তর পুইড়া কয়লা।

বন্ধুর সনে প্রেম করিয়া কে রইয়াছে ভালা
দেখবি তোরা ঐ পিরিতে আমার অন্তর পুইড়া কয়লা।

যুগের পর যুগ থাকি বইয়া
গেঁথে নামের মালা সইলো
নেয় না মালা দেয় সে জ্বালা করে ছলাকলা।

দুখের পরে সুখরে বন্ধু
জ্বালার পড়ে ভালা সইলো
কয় মালেকে আশবে ভবে বন্ধু চিকন কালা।

১৩. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

গুরু দয়া করো মরে গো বেলা ডুবে এল।
চরণ পাবার আশে রইলাম বসে পারের সময় বয়ে গেল।

অমূল্য ধন লয়ে হাতে ভবে এসেছিলাম টাপার বলে
ছয় জনা বোম্বেটে জুটে পথ ভুলায়ে সে ধন লুটে নিলো।

বেলা গেল সন্ধ্যা হল যম রাজার ডঙ্কা বাজাইল
মহাকালে ঘিরে এল
সঙ্গের সাথী কেহই নারে এল।

কি হবে মোর অন্তিম কালে
রয়েছি বিনা সম্বলে
পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে সাধের জন্ম বিফলেতে গেল।

১৪. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

বড় চিন্তা ঘুন লেগেছে মোর অন্তরে।
কোন গুণে পাব তোরে।

আমার দুই নয়ন ঝরে দুঃখ আর বলব কারে
কে আছে মোর ব্যথার ব্যাথিত আমার কেবা আদরে
আমি প্রেম সাগরে ভাসাই তরিরে
আমার ডুবলো ভরা কিনারে।

আমার মনত পাগল পারা হয় না নিহারা
বনে বনে ভেঙ্গে ফিরি পাইনা কনো অধরা
যমন কলমী লতা জলে ভাসেরে
ফিরতেছি দ্বারে দ্বারে।

দুঃখ কই যাবে তারে এভব সংসারে
তুমি বিনে ভরসা নাই গুরু চরণ দাও আজ আমারে
অধিন পাঞ্জু বলে মুর্শিদ বিনেরে
কেন্দে ফিরতেছি দ্বারে দ্বারে।

১৫. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : খোরশেদ আলম

বাংলাতে কও আমরা যখন বাঙ্গালী
আরবী ভাষায় ছালাত বলে ফার্সীতে নামাজ বলি।

একটি ছানা পাক রাব্বানা কোরানেতে ক্যান দিল না
ঐটা ছাড়া নামাজ হয় না কও তাহার তত্ত্ব বলি
কয়জন মিলে নাজেল করে বুজাও বাংলা অর্থ করে
নামাজ পড় করো জড়ে প্রকাশ করে কও খুলী।

নামাজেতে যখন গেলে আল্লাকে কি দেখা পেলে
দেখা পেলে কওগো খুলে কালা ধলা কি রূপালী
কি কৌশল কোন ভাবে ধরায় পড়লে দেখা দেয়গো খোদায়
দয়া করে কও গো আমায় নামাজের নিয়ম বলি।

যখন তুমি নামাজ পড় কোন বর্জককে সেজদা করো
নামাজের আকার প্রকার প্রকাশ করে কও খুলী
নামাজে নিয়ত নিুপণ প্রকাশ করে বল এখন
শুনবে স্রোতা মনের মতন কয় ভেবে খোরশেদ আলী।

১৬. মিনারা পারভীন (মিনি)
গীতিকার : খোরশেদ আলম

যারা যারা হয় নাই বায়াত তারা পায়না মওলাজীর সাক্ষাত।
হোক না কেন নবী রাসুল রয় মালেকুল তাদের সাক্ষাৎ।

যে করে নাই বায়াত গ্রহণ জিব্রাইল তার বার্তা বাহন
জীবনে পায় নাই দরশন এটার তাদের সাত প্রতিঘাত।

জিব্রাইল ওহি পেত বিশ্বাস করে প্রচারিত
উম্মত যারা মেতে নিত বে উম্মত করত প্রতিবাদ।

মেরাজ করতে নবী গেল যতক্ষণ না বায়াত হল
আল্লার দেখা নাহি পেল হইয়া তারা নুরের পাকজাত।

বর্তমান কামেল যেজন এলহাম তাদের হয় সর্বক্ষণ
খোরশেদ বলে একটায় কারণ যেহেতু হইল বায়াত।

১. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

সংস্কৃতি চর্চা করে জান প্রফুল্ল থাকবে প্রাণ ॥
যার ঠিক আছে রিতিনীতি, তার জন্য এই সংস্কৃতি
কাকুতি মিনতিই হয় কল্যাণ ॥

ঠিক আছে যার রিতিনীতি, এইটাই তাহার সাংস্কৃতি
কারো ক্ষতি করতে নাহি চান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়, দেশ দশের উপকার কর
সুশিক্ষা দেও যার যারো সন্তান ॥

খেলাধুলা যার যার রুচি, করে নিও সময় সূচি
জীবন গড়ার এইতো মূল বিধান
বাবা মায়ের এই কর্তব্য করে না যেন নেশাদ্রব্য
হবে সভ্য রাখবে বংশের মান ॥

লাকুম দিনুকুম অলিয়ার দ্বীন, বলেছেন, রাব্বুল আলামিন
যার যার দ্বীন সে রাখিও বলবান
যার যার ধর্ম সেই সেই করো বলছে আল্লা পরোয়ারো
খোরশেদ কারো শুনাইহলে এই গান ॥

২. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : হাফিজ মাস্টার

মাঠ ঘাট ছেড়ে দিয়ে পাঠশালাতে পড়বো গিয়ে
সেই আশাতে পাঠশালাতে সবাই মোরা পড়তে যায়।
আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আমরা সবাই পড়তে চাই।

জঙ্গী সন্ত্রাসী করবে যারা
জেলের ঘানী টানবে তারা ॥
লেখাপড়া পড়া শিখবে যারা
জজ, ব্যারিস্টার হবেন তারা ॥
লেখাপড়ার মূল্য কত বুঝবে এখন জ্ঞানীজন
আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আমরা সবাই আপনজন।

ছাত্র-ছাত্রীর পিছে পিছে
শিক্ষক অভিভাবক লেগেই আছে
স্কুল-কলেজে না আসিলে
শিক্ষক বাড়ি খবর দেয়।
আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আমরা সবাই পড়তে চাই ॥

ডিসি এসপির একই কথা
শিক্ষক হলো সমাজের মাথা
শিক্ষক সমাজ সজাগ হলে সুন্দর হবে শিক্ষাঙ্গণ
মোদের ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আমরা সবাই আপনজন।

সবার কাছে মিনতি করি
শেষ করছি ভাই আমার জারী।
সন্ত্রাসমুক্ত বাংলা গড়বো
সবারই যে একই পণ

মোদের ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আমরা সবাই আপন জন ॥

৩. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : হাফিজ মাস্টার

ঘুমাইয়া ছিলাম ছিলাম ভাল
জেগে দেখি ছাওয়াল নাই ॥
কোন বা পথে ছাওয়াল পাওয়া যায়, ও বন্ধুরে ॥

পুলিশ জনতা, জনতাই পুলিশ
থানায় কোন হবে না নালিশ গো
পুলিশ জনতা সজাগ হলে
জঙ্গির কোন জায়গা নাই ॥
কোন বা পথে শান্তি পাওয়া যায় ও বন্ধুরে ॥

ডিসি, এসপির একই নীতি,
জঙ্গির সাথে নেই প্রীতি গো,
যৌথ বাহিনীর অভিযানে
জঙ্গিদের জীবন রাখা দায় ॥
কোন বা পথে ...... ছাওয়াল/শান্তি পাওয়া যাই ও বন্ধুরে ॥

পুলিশ জনতার এই অভিযান,
সৃষ্টিকর্তা বড়ই মেহেরবান গো,
পুলিশ জনতা একই থাকলে ॥
জঙ্গির কোন স্থান নাই ॥
কোন বা পথে .... ছাওয়াল/শান্তি পাওয়া যাই ও বন্ধুরে ॥

ঘুমাইয়া ছিলাম ছিলাম ভাল জেগে দেখি ছাওয়াল নাই ॥
কোন বা পথে ছাওয়াল পাব ভাই ও বন্ধুরে ॥

৪. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নষ্ট করতে চায় জঙ্গি বাংলাদেশ বাংলাদেশ
হইয়া দেশের আসক্ত দিয়া শহিদানের রক্ত
মুক্ত করছিল আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ

মুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধা, তাদেরকে জানাই শ্রদ্ধা
তারাইত বাংলার বাসিন্দা হয়নি শেষ
তাদের সব বংশবালা জুড়ে আছে এই বাংলা
করে রাখবে উজালা, সোনার দেশ সোনার দেশ

শত শহিদের রক্তের দান কখনো হবেনা ম্লান
আসুক যতই ঝড় তুফান পাবেনা ক্লেশ
আমরা মুক্তি সন্তান, এই দেহে থাকিতে প্রাণ
মারব না পিছুটান থাকতে নিঃশেষ থাকতে নিঃশেষ

জঙ্গি হওগো হুশিয়ার বলিতেছি বারে বারে
হাতে না লইতে হাতিয়ার ছাড় দেশ
থাকতে চাইলে মঙ্গলে, ফিরে আয় মায়ের কোলে।
খোরশেদ আলম বলবে ভাল বেশ বেশ বেশ বেশ ॥

৫. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

কৃষ্ণ কাঁন্দে মথুরাতে রাধা কান্দে ব্রজধাম
পিরিত করিয়া কেবা পায় আরাম
হয় কলঙ্ক নয় বদনাম।

লাইলী মজনু প্রেম করিয়া কাঁদে আজিবন
কেঁদে কেঁদেই গেল মারা হইলনা মিলন
প্রেম করিয়া সিরি ফরহাদ জীবনটায় করিল
বরবাদ পুরাইলনা মন্ত্রকাম।

চন্ডিদাস আর রজকিনি তারাও প্রেম করিয়া
জীবনে হইল না মিলন গিয়াছে মরিয়া
প্রেম করে ইউসুফ জোলেখা
উভয় উভয় পাইয়া দেখা তবুও করে প্রেম সংগ্রাম।

প্রেম করিল বিল্ব মঙ্গল আর চিন্তামনি
চিন্তা মজির চিন্তায় চিন্তায় কাটাইল রজনী
খোরশেদ কয় সব ছিল প্রেমিক।
কামে না পাইয়া হইল প্রেমিক পাইলে সবায় করত কাম।

৬. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

দররিয়ারে কেন ভালোবাসলাম না আমারে
আমার আমি বাসলে ভালো যাইতো না আমায় ছেড়ে।

পরকে ভালোবেসে আমি করিয়াছি ভুল
তাইতে এখন হচ্ছে নিতে সেই ভুলের মাসুল
আমার একুল সেকুল গেছে দুই কুল তবু না পায় তোমারে ॥

নিজকে নিজে যেজন ভাবে ভালোবাসিয়াছে
অধর নিধি প্রাণ গোবিন্দ সেজন বস কইরাছে
জগত ঘোরে তাহার পাছে পেতে কেবল তাহারে ॥

খোরশেদ বলে নিজকে যেজন ভাল যে বাসে না
পরকে ক্যামনে বাসবে ভালো তায় মোরে বলো না
আমি ভালোবাসার তালবাহানা করিলাম জনম ভরে ॥

৭. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

তুমি আমার হইলারে জানের জান
চাও কি প্রেমের প্রতিদান জেনে শুনে
ভুলের দেশে (আশায়) রাখলে কেন দয়াল চান

যখন তুমি থাক অনেক দূর হৃদয় মাঝে
ভেসে উঠে তোমার কান্নার শুরু তখন
চোখের জলে বুক ভাসে মোর
তাইতে লেখি তোমার গান।

ভালোবাসি কিনা তোমারে, তুমি কি বুঝতে
পার না রই অন্তরে আমি না হয়
মনের ফেরে দুরে করি অবস্থান।

শত জন্মের হই অপরাধি
সকল পাপ করিয়া ক্ষমা কাছে নেয় যদি
খোরশেদেরি নিরবধি বাজবে হৃদে সুরের তান।

৮. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : উম্মত আলী

বলগো সখি বলগো তোরা
কোথায় আমার মন চোরা অনেক দিন হয়েছি হারা তারেরে

প্রাণ সখিরে–
পশু পক্ষি বেলার শেষে সবাই ফিরে বাসায়
আসে মিলে মিশে পোহায় সে রজনী
আমায় কি আর লয়না মনে নিশি পোহায়
বন্ধুর সনে শয়নে স্বপনে দেখি তারে রে ॥

প্রাণ বন্ধুরে–
আমার বন্ধুর প্রেমের এমনি ধারা
হয়েছি বিয়োন্তে মরা শেষ মরার আর কয় দিন আছে বাকি–
আমার বন্ধু যদি না আসে, প্রাণ ত্যাজিব
অবশেষে বলিশ তোরা বন্ধুর কাছে যাইয়া।

আমার বন্ধু এমন নিষ্ঠুর ছেড়ে গেছে এই মধুপুর
সেকি আর আমায় দিবে ধরা
উম্মত আলী পাগল ব্যাশে ঘোরে বন্ধু
তোমার আশে–একদিনওনা আসিলে ফিরিয়ারে।

৯. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

সখিকে বাজায় বাঁশের বাঁশি সখি
চল তারে দেখে আশি বাঁশি কে বাজাই
আমার মনে তারে দেখতে চায় আমার
প্রাণে তারে দেখ যতে চায় নাশি কে বাজায়।

সখি না হয় থাক তোরা একা যাই গোয়ালপাড়া
দেখি বাজায় কোন ছোড়া
আমার মনে বলে কৃষ্ণ ছোড়ারে
আমার মন পাগল কইরা লয়।।

কালার বাঁশির সুরে আমার মন রয়না
ঘরে ঘরে আশি কি যাদু করে–
তাইতে রাধা রাধা বলে লো-
কালার নাম করে বাশি বাজাই

মুখে যায় না লো বলা আয়ান নয় বেশি
ভাঙ্গা আমার মিঠেনা জ্বালা
খোরশেদের মিঠে জ্বালা লো
যদি আজিজ সাইকে কাছে পায়।

১. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : উদাস বাউল

আমার মনের আশা মিটায়াদে
প্রাণ সখিরে প্রাণ থাকিতে একবার দেখাদে।

একেতো বসন্তকালে কোকিল ডাকে তা মনে প্রাণে–
ডালে মনে আমার প্রেম অনল জ্বলে বন্ধু তরে (২)
নিভে না মোর প্রেমের আগুন জল দিলে বাড়ে দ্বিগুণ
আমার জনম গেল আগুন নিভাইতো প্রাণ বন্ধুয়ারে।

শিশুকাল খেলাতে গেল যৌবনে কলঙ্ক হল
সাধের জীবন বিফলে গেল প্রাণ বন্ধুরে-
প্রাণ সুফিলাম তোমার তরে অন্য কারুর চিনিনারে।

আমার হবার তা ভালোই হল
এই পিরিতের ফল বল তোমার লাইগা চোখ দুটি গেল
এবার যদি না পায় দেখা উদাস রে তুই সঙ্গে করে নে।

২. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

জীবে পায়না আমার দেখা জীবেরী স্বভাব থাকিতে
স্বভাব ছেড়ে ধরলে সুভাব আমি দেই দেখা ভক্তের ভক্তিতে

যেহি রাসুল সেহি খোদা
যেজনা ভাবিলো জোদা
ভজন পথে মুরশীদ খোদা
তিন রূপধরি এক রূপেতে

দেখ ভক্ত ভক্তির জোরে মুরশীদ রূপ দেখে মেরে
ভক্তে তখন বুঝতে পারে মুরশীদ বিনে কেউ নাই জগতে ॥

যার মন যেমন আমি হই তেমন
সেই রূপেতেই দিই দরশন
কারুর কাছে কইনা এমন
আমি সেই পরম দেখ চোখেতে।

যদি কেউ চিন্তে পারে কয়না কাউকে প্রকাশ করে
খোরশেদ বলে গেছে সেরে আর কিছু চায় জগতে।

৩. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

দিনের রাসুল এসে আরব শহরে দীনের বাতি জেলেছে।
দীনের বাতি রাসুলের রূপ উজ্বালা করেছে।

মহম্মদ নাম নুরেতে হয় নবুয়াতে নবী নাম কয়
রাসুলউল্লা ফানা ফিল্লা আল্লা সে মিছেছে ॥

মহম্মাদ হন সৃষ্টি কত্তা নবী নামে ধর্ম দাতা,
শরিয়তের ভেদে ওতে রেখে শরার মতে বুঝায়েছে।

জাহেরা ভেদ জাহেরাতে আশেকের ভেদ পুশিদাতে
মহর নবুয়াত আশেক দ্বারকে দেখাইছে ॥

রাছুল রূপ যার মনে আছে,
মনের আধার ঘুছে গেছে
অধিন পাঞ্জু ভাবনা জেনে লোকে বলে আমায় নাম ভ্রমেতে ভুলেছে।

৪. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

নবীকে চিনে কর ধ্যান
আহাম্মাদে আহাদ মিলে, আহাদ মানে ছোব্বাহান
আতিউল্লাহ অতিয়র রাছুল দলিলে আছে প্রমাণ

আল্লার নুরে নবীর জন্ম, নবির নুরে সারেজাহান
নুরে জানে আদম তনে বসত করে বর্তমানে।

আওয়াল আখের জাহের বতুন, চারিরূপে বিরাজমান
বাতুনে গোপনে থেকে জাহেরায় দেয় তারিক দান।

তরি ধরো সাধন কর আখেরে পাবা আছান
বর্তমানে নাহি জেনে পাঞ্জু হইলো হত গ্যান।

৫. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নতুন খালে কেমন হালে কবর মাছে চাষ
তাতে রয়না পানি দিন রজনী মাসের পরে ১২ মাস।

আমার ছোট একটা খাল
চৈত্র মাসে দারুন খরায় ঘটলো মাছের কাল
আমি যতই রাখি দিয়ে বাধাল জল টেনে চতুর পাশ ॥ ঐ

সহায় হও গুনমনি-
সর্বদায় ক্যান টলমল করে মোর খালের পানি
মনি ঋষি ধ্যানি জ্ঞানি মিটাব সবার পিয়াশ।

কবে আসবে সেই বন্যা
সেই আশাতে তোমার দ্বারে দিয়াছি ধন্যা তায়
খোরশেদ মরণ কান্না হতে তোমার চরণ দাস।

৬. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

চড় চড়েই গেলাম পড়ে তিন রাস্তার মোড়ে
আহা মরিরে আহ মরিরে মরিবে
আমি রাস্তা দেখে এক পলকে অমনি যায় মাথা ঘুরে।

একেতো হই নতুন চালক তাহাতে মনে বড় সখ
নতুন রাস্তায় নতুন গাড়ি যৌবনের চমক
গাড়ি মোড়ে যেতে ধাক্কা খেতেই
অমনি গিয়ার যাই বেড়ে ॥

ভাবিনাই মোড়ে ত্রিধার দেখেই হই মাতুয়ারা
কোনটা যুক্ত কোনটা মুক্ত
কোনটায় অধানা পিঙ্গলা শুষুম্না ইড়া কোন ধারায় বাচি মইরে।

গাড়ি ও চালক পুরুষ প্রকৃতি তাতে বাঁচার কি গতি
মরেও যেন বাঁচতে পারি দেও সেই পদ্ধতি
খোরশেদ আলম দিবারাত্রি চড়েই য্যান থাকতে পারে ॥

৭. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

আল্লায় কয় আচ্ছালাতুল মেরাজুল মোমিনিন
নামাজেই মমিনের মেরাজ
যদি ঠিক থাকে একিন।

তবে গুরুধরার কি বা প্রয়োজন
নামাজেতেই পাই গো যদি মাওলার দরশন
করব কেন গুরু ভজন থাকিয়া তাহার অধিন।

আল্লা কয় আমার শরিক কইর না
আমি হই লা শরিক এখলাছে বর্ণনা
ভক্তের মুরশীদ শাই রাব্বানা
এইটায় কি সঠিক আইন।

বল এখন আমি কোন পথে যাব
নামাজ পড়ব নাকি গুরুর ভজন করিব
কোন পথের যাত্রি হব
খোরশেদ ভাবে রাত্র দিন

৮. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

চাষা ভাই জমি চষে ঐ চাষে নিষ্ঠা কর মন
তুমি যখন তখন বীজ বুইননা গো
নাহলে যোগের নিরুপণ-জেনে লাও চন্দ্রেরী সাধন

কানা খুড়া আতর গুলা কেন হয় বোবা পালা
শোনি তার বরনন
চন্দ্র থাকলে ভালাটে গো–
তখনে করিলে মিলন ছেলে হয় পাগলের মতন

চোখে থাকলে হবে কানা–তখন রোপন করতে মানা কই নিগুড় বচন
কানো থাকলে হয় কানা কালাগো
নাকেতে নাকো হয় খতন
মুখেতে বোবারই লক্ষণ।

জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছেন সাই রাব্বানা
যার যা প্রয়োজন
খোরশেদ আলম জনম জনম গো–
কুপথে করিলো গমন
নিলনা আজিজ শার বচন।

৯. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

গুরুপদ সার করিলেরে ওরে সাধন করতে হয় না
গুরু কল্পতরু তলায় বসে
ওরে মিঠায় মনেরী বাসনা ॥

যাহা চাহিবি তাহায় পাবি অনার্থ নিবৃত্তি হবি
জানা আর রবে না–
ও তুই আনন্দে দিন কাটাইবিরে
ওর সহায় থাকলে গুরু জনা।

গুরুকে গোবিন্দ জেনে, যেজন থাকে সেই ধিয়ানে
ঘুচে যায় তার দেনা–
নারি রূপ হইয়াছে তুদ্দুরে
যে করে শ্রী রূপের সাধনা

শ্রীরূপের আশ্রিত যেজন, বিষয় বিষে রয় মগন
অন্য নাই কামনা
খোরশেদ আলম সার কইরাছোর
ওরে তাইতে আজিজ শার রূপখানা।

১০. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

ঐ রকমের ভক্ত কইরে কই
সব ছাড়িয়া ভক্ত ভাইয়া আমি দেশান্তরী হই।

গুরুর হাতে হাত রাখিয়া বায়াত হইবার পর
সেই দিনে তার গুরু লইয়া ছাড়বে বাড়িঘর
স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব গুরুই তাহার সব
গুরুই তার মক্কা মদিনা গুরুই তার আরব
গুরুই তাহার মাতাপিতা গুরুই তাহার সাই বিধাতা গো
গুরুই তাহার আধার আত্তা এক সুতাতে বাধা রই।

ঐ রকমের ভক্ত হইলে ঘুচে যাই অভাব
অবশ্যই সে আল্লা রাসুল করতে পারে লাভ
তার কাছেতে আল্লা রাসুল সব সময় বাধা,
যেদিক ঘুরায় সেদিক ঘোরে সদা সর্বদা
গুরু রুপে স্বয়ং মালেকুল মন রাখিতে থাকে ব্যাকুল
গো-নিতে ভক্তের চরণের ধন সব লোকেই করে হৈ চৈ।

ঐ রকমের ভক্ত পাইলে গুরুর জীবন ধন্য
বহু ভক্ত করে গুরু ঐ ভক্তেরী জন্য
কয়না রগবত প্রকাশ করে মনে মনে খোঁজে
অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলে অবশ্যই সে বোঝে
তুইলা দিয়া প্রেমেরী পাল হাল ছাড়িয়া হয় বিহাল গো-
খোরশেদ আলম হয় নাজেহাল আন ছাড়া ভাজিতে খই।

১১. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

মন দেখি আজব নদী মায়াবাধি
ইন্দ্রআদি সাব সাজিলো।
জীব আত্মা বলে রিপুর ভোলে
আনান্দে স্নান করতে গেলো।

নদী ভয়ানক অতি তিন দিকেতে
তিন ভাবে জল বেগ ধরিলো
ভিমরুল জকা অজগরে শব্দ করে
মাধ জল বেগ ধরিলো।

পঞ্চবান হারাইয়া পথে শ্যান করিতে
জিব আত্মা পাকে পরিলো
আত্মার যা সম্বল দিল সব হারাইলো
৮৪ আসি ঘুরে মলো।

কেঁদে তায় পাঞ্জু বলে এই কি বলিল
সমন ভুবন যেতে হলো
হিরুচাঁদ নিজ গণে দয়া করে কেশে
ধরে আমার তুলো।

১২. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

ভজন সাধন করবিরে মন কোন রাগে
আগে মেয়ের অনুগত হগে–
জগত জোড়া মেয়ের বেড়ারে
কেবল এক পতি সাঁইজি জাগে।

মেয়ে সামান্য নয় জগত করেছে আলময়
কোটি চন্দ্র যিনি কিরণ বুঝি আছে মেয়ের পায়।
মেয়ে ছাড়া ভজন করারে তা হবে না কোন যোগে।

যদি রূপার টাকা পায় জিব কপালে ছোয়াই
রজত কাঞ্চন স্বর্ণ রূপা গতি দিচ্ছে মেয়ের গায়
মেয়ে এমনি ধনি নাহি চিনিরে
জিব পড়বিরে পাপের ভাগে

মেয়ে মেরোনারে ভাই, মারলে গুরু মরা হয়
আহলাদিনি নাম রেখেবেনে চৈতন্ন গোসাই
ওযার দরশনে দুঃখ হরেরে তার চরণে
শরণ নিগে ॥

বলে হিরুচাদ আমার মেয়ে মন হর
যার আকর্ষণে জগবে পতি দিলেন রাধার
দাশা সিকার তুই ধরবি যদি গুরুর
চরক মেয়ের চরণ ধর আগে ॥

১৩. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

মালেক আল্লার আরশ কালেবে রয়
খুঁজে দেখলিনা হায়রে হায়
আছে কালেবেতে কালুবান
কালামুল্লায় জানা যায়।

কুলুবিল মোমিন বলে, কোরানে সাই খবর দিলে
দেখনা দুই নয়ন খুলে ছাব্বিছ ছেপারায়
ছফিনাতে দেখে শুনে, ছিনার এলেম ভাই
জেনে ছিনার এলেম ছফিনাতে
জানবে কেন দিন কানায়।

নবী আদম বারিতালা, এক দোমে হয় লিলা খেলা
দলিলে বলেছেন খোলা রাসুল দয়াময়
নাফাকো কত ফিহে বলে, দেখনা হাদিছ
দলিলে, কানার কথায় ঘুরে মলে
পেড় পিড়ে মদিনায়।

আঠারো হাজারে আল্লার আলেম ১৮ মোকামে মিলন
আরশ করছি লই কলম অজুদে সবায়
এই কলবে মাবুদ আল্লা চেছাইলে পাড়িবে গলা
পাঞ্জু তেমনি আলা ঝালা
আসামানে চেয়ে খোদা চাই।

১. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

আদম করে শয়তানের চাকরি কই প্রকাশ করি
অনেক পুরুষ ক্ষণেক নারী গুণেক বাদশা
ভিক্ষারি যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ তখন ধরি বিধাতা

তোমার আদি পিতামাতা বেহেস্তে রাখছিল
থাকতে নাও আমার ছলায় পড়ি
আমার কথায় গন্দম খাইয়া রতি পেল
তরল হইয়া করতে লাগল আমার তাবে দাবি।

কেরে আদম আমার করণ সন্তান হয় ২১ জন
আবার হাবিল কাবিল দেখ দুই ভায়েরি
আমার ছলনায় পড়ে ভাই দিল ভাইকে খুন করে।
এই পর্যন্ত কেউকে দিই নাই ছাড়ি।

লুত নবির সেই জামানা পুরুষ করে পুরুষ জেনা
করত ঘৃণা পুরুষ সব নারী–
নবি হইয়া দাউদ নাকি দেখে পাগল আউরিয়ার বিবি।
করে বিয়া উরিয়াকে মারি
আইশা বিবির গলার হাড় ছিড়ে ফেলি
যখন তাহার হার খুঁজিতে হইলো তার অনেক দেরি
খোরশেদ বলে নবির মনে সন্দেহ জাগায় শয়তানে-
এক মাস আল্লা তাই দেই নায় তারি ॥

২. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

আদমকে বানাইছি ফুটবল
এই পৃথিবি মাঠ সাজাইয়া খেলছি অবিরল

আমার প্রতিপক্ষ হয় আল্লা
আল্লার সাথেই সারা জনম করতেছি পাল্লা
দেখব তোমার আল্লা তালার কতই বাহুবল।

আল্লা চাচ্ছে এই আদম জাতকে
সু-পথে চালাইয়া তাদের নিতে বেহেস্তে
আমি চাচ্ছি দোজখেতে নিতে আদম দল

দুই পক্ষেরী লাথি খায় আদম
লাথি খেতে খেতে তাদের বের হয়ে যাই দম
আপনা আপনি হইবে নরম বিচারে সকল।

খেলার শেষে দেখারে জাবে
অতি কষ্ঠে আল্লা আমায় একটি গেন দিবে
৭২ গোল আল্লায় খাবে এইতো ফলাফল

খোরশেদ আলম কয় দুঃখের দুঃখী
৭২টি কাতার হবে সেদিন হবে দোজখী
একটা কাতার হবে সুখি ফেলতে ফেলতে জল

৩. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

কোন ডাকেই হয় না আল্লা খুশিরে
নাম ধরিয়া যতই ডাকে ততই রাগ হয় বেশি।

সমবয়সের বা হও তার বড়,
নাম ধরিয়া ডাকতে পারো নয় ক্যান বিয়া দবি কর
নাম ধরে প্রত্যাশি মালিকের নাম
ধইরা ডাক হইয়া দাসের দাসি

বান্দা করলে একবার আল্লা স্মরণ
করে দশবার, কি প্রয়োজন আছে তোমার
ডাকতে রাশি রাশি। ধ্যান স্মরণ পায় খোদারে কোরানে প্রকাশিরে।

থাকলে মুরশীদ বরজোখ ধ্যানে
খুশি থাকে নিরাঞ্জনে-আসিয়া মুরশিদের গান, তার রূপে যায় মিশি
খোরশেদ আলম জনম জনম রূপ দেখেই বিশ্বাসি।

৪. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নিচ ছুরাতে তৈরি খাচা সেই খাচাতে আমি রই
আমার খাচায় আমি বসে গোপনেতে কথা কই

গোপন থাকার এই উদ্দেশ্যই তোমায়
কেমন ভালো খুঁজতে খুঁজতে হইলাম নিজ
হবে তো প্রেম হবে শই

ভালোবাসার ভাব জন্মায়ে খেলছি খেলা তারে লইয়ে
যদি থাক আমার হয়ে আমি তখন তোমার হই।

যেজন চাই না ভক্তি ভরে, আমিও চাইনা তাহারে
খোরশেদ চাইলে ভক্তি ভরে আজিজ রূপে খাড়া রই।

৫. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

কে কি কাজ করেছে কবে ঐ ভুতের পাচালি
বাস্তবে আসল কথা কও খুলিও সেফালি ও দুলালি

সুরা ইয়াছিন ততো আয়াত বলিয়াছেন মালেক সাই
শুক্র কিটে মানুষ সৃষ্টি লক্ষ কি কর নাই
তায়, কিট বাহির হয় কোন দ্বারে,
কাম করেনা প্রেম করে, যা ছেড়ে ক্যান, অজাগায় চুল কালি ॥

যাহা পৃষ্ঠ বক্ষ দেশের মধ্যে হতে নির্গত
বেগবান বীর্য হতে মানুষ করলাম সৃজিত
সুরা তারেখ ৫ আয়াত ৬ হতে ৭ আয়াত
দেখতে চাইলে দেইখো কোরান খানি।

আকর্ষণ কর্ষণ করে কাম বীজ করে উৎপত্তি
মাতৃ গর্ভে যেরূপ ইচ্ছা বানায়
আল্লা আকৃতি, আল ইমরান ৬ আয়াত
বলছে আল্লা পাক জাতে এক কথা
বলে নায় খোরশেদ আলী।

৬. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নষ্ট করে দিবে মোরে ভালোবেসে এই জীবন
হঠাৎ দেখে ভুলে গেলে পস্তাতে হয় আজীবন।

মদিত কমলে যদি আগেই লেগে যাই পোকা
সেই ফুলেতে ফল ধরে না জানে না যেজন বোকা
থাকতে হবে একা একা ফুরাইলে সোনার যৌবন।

প্রথম, যৌবনের বাকি যে সামলাইতে
পেরেছে সেইতো ভবে সর্বস্থলে দিগ্বিজয়ি হয়েছি।
জগত ঘোরে তাহার পাছে পেতে কেবল তাহার মন ॥

সতীরো সতীত্ব যেমন কচুর পাতার পানি
কিঞ্চিত মাত্র লাগলে ঠুকা গাড়ি যায় জানি
খোরশেদ কয় হয় আগমানি না বুঝে নিজের ওজন।

৭. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

কামুকের মর্ম তারি বলিহারি যে করে কাম
সেই জানে গো সেই জানে।
কর কাম দিয়ে কাম লেনা দেনা গো
তোমার প্রেম হবে না কাম বিহনে ॥

আদম হাওয়া বেহেস্তের ভিতর তারা কাম করিয়া
কাটাইলো তিন হাজার বছর
তুমি কথা বলো জবর জবর গো
কেন আসল খবর না জেনে ॥

ছিল তারা অত্যান্ত সরল,
গন্দম খাইয়া রতি যখন হইয়া যায়
তরল কামের রিজাল্ট শেষ ফলাফল গো
তাদের আসিতে হইলো ভুবনে ॥

পূর্বেই আল্লার ছিল বাসনা,
মানুষ দিয়ে বানাই গড়তে রাব্বানা।
তাইতে কাম করিয়া সর্বজনা গো
যত রয় আদম শয়তানে ॥

কামের আশায় বিবাহ বন্ধন কামনা থাকলে
বিবাহ তার কি বা প্রয়োজন
খোরশেদ ভালবাসে মনের মতন গো
কেবল কামের আকর্ষণে ॥

৮. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : হাফিজ মাস্টার

নবগঙ্গার পাড়ে বাড়ি– লালন শাহের উত্তর সুরী
নবগঙ্গার পাড়ে বাড়ি–পাগলা কানাই'র উত্তর সুরী
দেশে দেশে ঘুরি ফিরি মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর ভাই– আমরা সবাই সালাম জানাই
দেশটারে স্বাধীন করতে দিয়ে গেছেন প্রাণটা
মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

প্রেমিক পুরুষ সেলিম চৌধুরী– মুরারীদাহে তাহার বাড়ি
ভূষণ রাজা ছিল ধনী বাড়ি তাহার নলডাঙ্গা ॥
মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

বাঘা যতীন, কেপি বসু– সাহসী আর অংকের গুরু
পাপেট গুরু মোস্তফা মনোয়ার– বাড়ি তাহার শৈলকুপায়
দেশে দেশে ঘুরি ফিরি মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

মল্লিক পুরের বটতলা– এশিয়ার মধ্যে নাম করা
এই দৃশ্য দেখতে আসে নগর বন্দর ছাড়িয়া
মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

মরমী কবি পাগলা কানাই– বেড়বাড়িতে বাড়িরে ভাই
হরিশপুরে জন্মে ছিলেন সম্রাট লালন শাহ-বাউল কবি পাঞ্জু শাহ
দেশে দেশে ঘুরি ফিরি মোদের বাড়ি ঝিনেদা

মুকুট রাজার কৃতিত্বে ভাই– ঢোল সমুদ্র সৃষ্টি যে হয়
দাদা দাদী বলতো আগে– থালা বাসুন পেত সেথায়
দেশে দেশে ঘুরি ফিরি মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

শৈলকুপার ঐ রসমালায়- বাংলাদেশে নাম করা ভাই
ঝিনাইদহ আসলেরে ভাই খেজুরের পাটালী পাওয়া যাই-খেজুরের গুড় পাওয়া যায়।
মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

ঝিনাইদহের ক্যাডেট কলেজ– দেখতে রে ভাই বড়ই আমেজ
হাজার হাজার ছেলে পড়ে সোনার জীবন গড়তে চায় ॥
মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

ঝিনাইদহ আসলেরে ভাই– বাউল শিল্পীদের সন্ধান যে পাই
হাসি মুখে খেতে দেব ঝিনাইদহের মিষ্টি পান ॥
মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

নবগঙ্গার পাড়ে বাড়ি– লালন শাহের উত্তর সুরী
নবগঙ্গার পাড়ে বাড়ি– পাগলা কানাই'র উত্তর সুরী
দেশে দেশে ঘুরি ফিরি মোদের বাড়ি ঝিনেদা, মোদের বাড়ি ঝিনেদা ॥

৯. জামিরুল বয়াতি
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নষ্ট করে দিবে তোমার ভালবেসে এই জীবন
হঠাৎ দেখে ভুলে গেলে পস্তাতে হয় আজীবন

মদিত কলমে যদি আগেই লেগে যাই পোকা
সেই ফুলেতে ফল ধরেনা জানেনা যেজন বোকা
থাকতে হবে একা ফুরাইলে সোনার যৌবন।

প্রথম যৌবনের ঝাকি যে সামলাতে পেরেছে
সেইত ভবে সর্বস্থলে দিগ্বিজয়ী হয়েছে।
জগত ঘোরে তাহার পাছে পেতে কেবল তাহার মন ॥

সতীরো সতিত্ব যেমন কচুর পাতার পানি
কিঞ্চিত মাত্র লাগলে টুকা গড়িয়ে যায়
জানি, খোরশেদ কয় হয় অপমানি না বুঝে নিজের ওজন।

১. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

দিনের রাসুল ও এসে আবর সরবিনে বাতি জ্বলছে
দিনের বাতি রাসুলের রূপ উজালা সে করেছে।

মহম্মাদ হয় সৃষ্টিকর্তা নবীর নামের ধর্মে দাতা
সে শরিয়তের ভেদ অতে রেখে শরা মতে বুঝায়েছে।

মহম্মদ নাম নুরেতে হয় নবুয়াতে নবী নাম
কয় রাসূল উল্লাহ ফানা ফিল্লাহ আল্লাহ তে সে মিসেছে।

রাসূল ভাব যার মনে আছে তার মনের
অন্ধকার দুরে গেছে ওদিন পাঞ্জু সে রূপ ভুলে বিপাকে সে পড়েছে।

২. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

দয়া করো মরে গো ওরে বেলা ডুবে এলো
আমি আশা নদীর কুলে বসে আমার আশা না ফুরালো।

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো যম রাজার ডঙ্কা বাজিল
আমার মহাকালে ঘিরে নিল সঙ্গের সাথি কেউ না রইল

অমূল্য ধন হাতে নিয়ে এসেছিলাম ব্যাপার বলে
কয় জনা বোমবাটে জুটে আমার পথ ভুলাই সে ধন লুটে নিল।

কি হবে অন্তিমের কালে আমি রয়েছি বিনা সম্বলে
অধীনপাঞ্জু বলে গুরু বলে আমার সাধের জনম বিফলে গেলেতে গেল।

৩. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

লোভে যেত না গঞ্জির ভজন সত্য বল মিথ্যা বলা গেলা
গোপী হয়ে সরল মনে গুরু কেন ভজেনা ॥

এসেছো এ ভবের হাটে হয়ো না মন ভুতের মুটে
এক দোকানে বেচেকেনে সদাই কেন কর না।

রসের ধারা জেনে লয়ে যেহান কর ময়রা হয়ে।
পাবেরে সেই প্রেম রত্ন জঠর জালা রবে না।

যেমন কানা বিড়াল দুধে বলে মরে চলে তুলা গেলে
পাঞ্জু মলো চিটে গুরে ভুলেরে মিছরি দানা।

৪. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

ভক্তির জোরে না ধরিলে মুখের কথাই কে পায় তারে।
ভক্ত হৃদয় হরি বসে সদাই ঝলক দেয় অন্তরে।
বনের পশু ভক্ত হুনুমান শ্রিরামের শ্রিপাত পদ্দে সপেছিল প্রাণ
তার চিত্র পটে রাম রূপ ছিল দেখাই হুন বুক চিরে।

হরি ভক্ত ছিল বিদুরে ভবের পরে দরিদ্র অন্ন নেই ঘরে।
ভক্তির জোরে হরি এসে খুদের অন্ন ভজন করে।
হরি ভক্ত মুচি রামের একজন কাটোর জলে গঙ্গায় এসে দিছলো দর্শন।
তার সেবাই সর্গে ঘণ্টা পরে ওদিন পাঞ্জু ঘুরে মরে।

মানুষ গুরু কল্প তরু বিশ্বাস হবে যার সন্তরে।
গুরুকে গৌরাঙ্গ জেনে সদাই ঐ রূপ নিহার করে।
অনুরাগ ধরেছে যাবে মন প্রাণ দেহ ধন অর্পন করে।
কুলও শিলের ভয় রাখে না ব্রজ গোপীর ভাবে ফেরে।

মানুষ রুপে ফিরতেছেন হরি নিষ্ঠা রতি যার হয়েছে হরি
হয় তারি রসিক ভক্ত হরি প্রাপ্ত করতেছে ভজন করে।
ব্রজ গোপী মহা ভাব ধরে পঞ্চ ভাবের পঞ্চ গুণে বেধেছে তারে।
নিত্য সেবাই বর্ত থাকে অন্ত সুখে পাঞ্জু ঘরে।

৫. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

প্রেম কি সামান্য রতন
মান ছেরে অমানি হলো রায় পদের মদন মোহন।
ব্রজের সরি রায় কিশোরী তিনি প্রেমের মহাজন
দাস খতে আসামি হলেন রায় পদে মদন মহন।

প্রেমের লাগি হয়ে যোগী শ্মশান বাসি
পঞ্চান্ন কিঞ্চিত ধ্যানে মর্ম জেনে বুঝে দেন শক্তির আসন।
খাস ভান্ডারে অমূল্য রতন কে জানে তার অন্বেষণ
অধীন পঞ্জু জানে কি তার জেনেছে সাধ মহাজন।

৬. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

আল্লা পাবে সত্য প্রেমের প্রেমিক হলে
সুমোর ধিয়ান যেমন রয়েছে কোমলে।

জলেতে কোমল রয় স্বভাব তারী হয়
বিকাশিত সূর্য্যদয়ে মদিত অস্ত গেলে।

যেদিকে সুরুজ চলে কমল সেই দিকে হেলে
ফেরে না সে কোন কালে ঝড়ি তুফান হলে ॥

তেমনী সে আসকদার পতিকে করেছে সার
যদি হয় ছারেখার তবু নাহি টলে ॥
হীন পাঞ্জুর আল্লা বলা না জানে পিরিতের জ্বালা
মিটিবে কি মালেক আল্লা মুরালক পালে ॥

৭. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

শুধু আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন পাগলা,
যেখাবে আল্লাতালা বিষম লিলা ত্রিজগতে করছে খেলা।

কতজন জপে মালা তুলশী তলা
হাতে ঝুলায় মালার ঝোলা
কত জন মারে তালি হরি বলি নেচে গেয়ে হয় উতালা ॥

কতজন হয় উদাসী তির্থ বাসি মক্কাতি দিয়াছে মেলা
কতজন মসজেদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করছে আল্লাহ।

স্বরূপের রূপ মানুষে মিলে আল্লা খোজ দিশ বিদেশে
কতজন ভাব না জেনে চরম কিনে হয়ছে কত গাজির চেলা।

নিত্য সেবায় নিত্য নিলা চরণ দিবে অধর কালা
পাঞ্জু তাই করে হেলা ঘটল জ্বালা কি হবে নিকাশের বেলা ॥

৮. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

ওরে তোর নামাজ পড়া কই হলো
করলিনে খোদার বন্দেগি বৃথা কাজে দিন গেল।

নামাজ পড়ার সময় হলো অজু করে তমাস রইল
যেমন পালের গরু ঘাটে দিল তেমনি সার হল।

তুই গেলিরে নামাজ পরতি বিধি গেল ছাগল রাখতি
তাইতে খোদা কোরান লিখন বিবির মনে গোল রইল ॥

দেহেতে যার আছে বর্তমান সেকি মানে অনুমান
তুই অনুমানে পারিস নামাজ অধিন পাঞ্জু তাই কল ॥

৯. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : জহর শাহ

পদে যার আছে ভক্তি তাইরী মুক্তি
এই উক্তি বেদ অনুসারে সাধনে করেছে নাই
সমন ভয় সঙ্কো নাই তার ভব পারে ॥

দেখ সেই ভক্তির ভগবান
তাহার প্রমাণ দেখনা মন বিচার করে আহাদ নাম
জপে তুত্তে হস্তির সুত্তে অগ্নির কত্তে নাহি মরে ॥

ছেড়ে রত্ন সিংহাসন রূপ সোনাতন
বৃন্দাবনে গমন করে ছেড়ে বাদশার
উজিরী নয় ফকিরি দন্ডধারি ত্রি সংসারে।

দেখ সেই কৃষ্ণপদে ভক্তি ভাবে প্রাণ সুপেছে গোপিনীরে কত জন
বলে মন্দ হয় না সন্দ গোবিন্দ ভজে অন্তরে।
সার কর শ্রীপাত পদ শ্যাম পদ রাখ অন্তরে জহরে দুর অদৃষ্ট হয় না
নিষ্ঠ তাইতে কষ্টে পায় সংসারে ॥

১০. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : জহরদ্দী

মন রসনা জহর জাবে শরিয়তে
সরা জারি ঠিক শ্রেষ্ঠদারী এ কি হও নবুয়তে।

আছে নব্বই হাজার কালাম নাজ জাহেরী কাম
তবে ছোন্নত নফল ওয়াজেব তামাম
কেন পড়তে হয় পুসিদাতে।

হারাম ১০ চিজ রেখে ছেলে গেলে
শরিয়তের আত গো ভুলে
নাম জপ সেই বস্তু ফেলে পেট ভরে কই না খেতে ॥

শরিয়তের মুল পুজি
দেল হুজুরী হও নামাজি
জহরদ্দীর কি কার সাধি প্রকাশ হল ভবেতে।

১১. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : জহরদ্দী

জানতে হয় নবীজির বেনা
আল্লার নুরে নবীর জন্ম নবীর নুর ছার দুনিয়া

নবী পয়দা হয় নুরে নিরে সেভেদ অতি গভীরে
রাগ পাত্রে ছিলেন নবী রাগেরী ঘরে
সেই নবী আবদুল্লার ঘরে তারে কেউ মানে কেউ মানে না।

নবী আমার আল্লাহের সালাম লিহাজ চারক মুকাম কোন মুকামে থেকে
নবী দিতেছেন খাস নাম জানলে সে নাম হবি খাস নাম
হবি খাস নাম পানা দিবে সাই রব্বানা।

হুয়াল আওলে নবী হুয়াল বাতুলে নবী জাহেরাতে
হন নবী আদম ও ছুপি আখেরাতে সেই নবী জিবের হল উপাসনা ॥
নবী দিনেরী মকবুল হক কারণ কবুল রোজ হাসরে হবেন নবী দিনের ও রাছুল
জহর বলে চিনে নেনা বাপের বিজে জান গঠন ॥

১২. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : জহরদ্দী

মানুষে আছে কিনা রব্বানা
সেটা হয় স্থুল প্রবর্ত ছারো মনের দোটানা ॥

কোরানে প্রকাশিত অলাকুল্লে সাই মহিত
সকল কাজ করে সেত বান্দার কেন হয় গুনা
রাছুল উল্লার নছিহত খোদা বান্দা বসত এক সাত
গায়েনের নুক্তা ওফাত করলে আয়েন হয় কিনা।

আদমের কালেবে খোদা ফেরেস্তারা করে সিজদা
আজাজিল হইতে খুদা খোদা ছিল জায়জান ॥

কুল্লে কুল নফি হাদি বিরাজ করে নিরবধি
না বুঝে জহরদ্দীর সব হল তা না না ॥

১৩. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : জহরদ্দী

শুনি তোমার নাম নারদ কবুল
শবিয়তে যাকর রদ মারফতে তাই কর স্থল।

শুনতে পাই লা শরিক আল্লা
শরিক নাই কেবল সাই একলা
কোরানে নাই আউজবিল্লা আয়েত দিলেন আপে রাসুল।

ছের কাহে ছের নুয়াইতে
খোদা ছাড়া নাই সিজদা দিতে
ভুক্ত হলেন আদমেতে কোশের আড়ে খেলতেছেন ঝুল ॥

উজন সাঁকোয় খোদার কি কাজ
বান্দা কোথা হতে উঠছে আওয়াজ
এ রূপ মেনেছিল মুনছুর হাল্লাজ জহরদ্দীর মনে তাই পল ভুল ॥

১৪. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : জহরদ্দী

সই আমার কাদা মাখা সার হল
ধর্ম্ম মাছ ধরবো বলে নামলাম জলে
ভক্তি জাল ছিড়ে গেল।

কুসঙ্গে সঙ্গ নিলাম কুপখানা বিল গাবালাম
খামাখ সব হারালাম উপায় কি করি বল
বিল খুজে পাই চাঁন্দা পুটি ছোমেরে লোভ চিলে লয়ে গেল ॥

মাছ ধরবো ধর্ম্ম বিলে সুরসিক বাগদী জেলে
ছিটকে জাল ফেলে মাছ ধরল
তারাই ভালো আমি হিংসা নিন্দা গুলী শামুক পেয়েছি কত গুলো।

মাছ ধরা পেচ পড়েছে উট ভুত পাচ লেগেছে
আরোবাদী জন ১৬ মাছ বিন্দু চরণ ভুল হয়েছি এলোমেলো।

১৫. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : দুদ্দু শাহ

মিরাজ আল্লা সঙ্গে মিলন হলেন সে আরস ভুবনে।
হস্তপদ নাই করে যার হাদিসে
আছে প্রচার তবে কেন গলে গলে মিলন তার হলো কমনে।

পুরুষকে কি মালেক রাব্বানা নবী
হলেন জানানা মিলন হলো এই দুজনার
নুর দেহ কি আদম তনে।

আকার শূন্য দেহ নাই যার আশ কনল
হয় কিসের পর সিংহাসনে বসে কে
তার আকার শূন্য যেহিজনা
আকারকে মাসক গুণে রয় আসকেতে
সে রূপ ধেয়ায় লালন শাহ্ কয়
সে ভেদ পাই দুদ্দু ছফিনাতের দেখে শুনে।

১৬. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : দুদ্দু শাহ

নফী এজবাত জেকের যে করে
পাই সে জাত আল্লাহরই জাত নবীর আইন প্রচারে
লা ইলাহা কথাই উৎপত্তি
ইল্লার কথাই বসিত লা ইলাহার কি আকৃতি ইল্লাকি আকার ধরে।

নেস্ত গম নফি লেখা যায় ইল্লাহ ইজবাতে সে হয়
সে হয় আশকে মাস মিশায়ে ফানা বাকা কয় যারে।

লাইলা নামায় ইল্লাহ উঠায় লা ইলাহা সে
সে জেকেরে ভেদ কয় দুদ্দু না বুঝে তাই কেবল মুখে তর ধরে।

১৭. মোঃ মতিয়ার রহমান
গীতিকার : দুদ্দু শাহ

আউলেতে আল্লার নুরে নবীর জন্ম হয়
আল্লাহ কি বস্তু কি আকার কে করে নির্ণয়।

শূন্যকারে পরয়ারে ছিলেন একা এক্কেরশ্বরে
কি রূপে তার নুর প্রচারে আসক মাশক নাই সে সময়।

নুর সৃষ্টি হয় কিসের পরে
জন্মান নবী করে উপরে
বল বল নবীজিকে সৃষ্টি হয়ে কিসের পরে বয়।

নবীর নুরে সারে জাহান হয়
তবে চৌদ্দই পালেন কোথায়।
বল বল নবীজিরে সৃষ্টি হয় কিসের পরে বয়।

১. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নবী গেল কিনা এল আল্লা।
যে যতই কর গানের পাল্লা,
(কিরে) নিগুঢ় তত্ব বুঝে কর পাল্লা।।
নবী যদি খেয়ে থাকে আল্লাও কিন্তু এসেছে
এক পাও গেলে আগাইয়া আল্লাতো দশ পাও আসে
যদি বলো আসে নাই নবী কোথাও যায় নাই।
মমিনের ক্বালেবে আরশ মহল্লা।।
আল্লা কুলে সাইনকাদির আল্লা কুল্লে সাইনমোহিত সর্ব ঘাটে বিরাজিত,
কিবা গরম কিবা শীত সর্ব ঘাটে কোন আল্লা,
কেবা আরশ মহল্লা কোন আল্লা দেখল হাবিবুল্লা।।
নিজকে নিজে যে দেখেছে হয়ে গেছে তার মিরাজ।
নবী কি দেখে নাই নবী এক ঘরে করে বিরাজ
খোরশেদেরী বাসনা, জান্তে আসল ঘটনা ।
মধু ছাড়া বসেনা অলিউল্লা।।

২. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

(ধন্য বলি তারে)
চোর চুট্টায় ও পেট (আল্লা)
দশ বিশ মিনিট করে স্মরণ,যদি মেরাজ হয়ে যেত।।
সংসারের জ্বালায় যত কাজে, তাই ফেলে পড়তে হয় নামাজ।
ক্যামনে তাহার হবে মেরাজ, মনটাই তার বিভ্রান্ত।
আবার কাজে যেতে হবে ঐ চিন্তায় চিন্তিত।
তখন ঘন ঘন সেজদা করে, মুরগীতে ধান খাওয়ার মত।
নয়ে চলি মূর্খ্য সমাজ, নামাজ পড়লেই কয় ভালকাজ।
আসলেতে হয় দাগাবাজ, বিধির বিধান মত
ঐ নামাজে সমাজ রক্ষা হবে অবিরত
নাহয়েল দোজখ তার কপালে, সুরা মাউন অর্থ মত।।
মজানে তারাবীর নামাজ, যেয়ে দেখি অরাজক কাজ।
ইমাম যখন পড়ায় নামাজ, অতিরিক্ত দ্রুত
ঐ পড়ায় দরদ থাকেনা, পড়েই মর্মাহত
খোরশেদ বলে কি ফল ফলে, সোনার মানুষ রয় ঘুমান্ত।।

৩. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

বন্ধুরে প্রেমের হৃদয় ক্যামে রায়।
স্বর্গ মত্ত পাতাল ভেদে বন্ধুর ছবি তোলা যায়।।
বন্ধুর প্রেমের কারিগরী, কোটি মাইল থাকলে দরীগো
লাগাইয়া পিরিতের ডুরি, বিনা তারে তার লাগায়।।
যেমন দেখ দুর্বিক্ষণে, দুরের বস্ত কাছে টানে গো
কেহ যায় না কারু সনে, তবু যেন এক জাগায়।।
দেখাশুনা আলোচনা, দুই বন্ধুতে হয় যখনা গো
জগতের লোক খোজ জানেনা, ফেরেস্তারা টের না পায়।
মেরাজী প্রেম যার হইয়েছে, তারী মেরাজ হইয়া গেছে গো
খোরশেদ আলম কানছে বসে, আজিজ শার দেখার নেশায়।

৪. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

একদিন দেখলেনা পরশী রয় উপসীগো(২)
নামাজের সময় হলে, সামনে কেউ পড়িলে কয়,
চলো সকলে নামাজ পড়ে আসি(২)
পরশী থাকলে উপবাস , ধনির হয়না নামাজ ধনি,
লোকের প্রথম কাজ পরশী ভালোবাসি।
পরশীর মন যুগাইয়া নামাজে যাও লইয়া,
তবে সাই কি ধরিয়া হইব খুশী(২)
খুব অভাবী গরীব লোক, ভুগতেছে হইয়া অসুখ।
চিকিৎসার অভাবে সে লোক, লয় মরণ ফাঁসি।
(তুমি) লাখ টাকা করে খরচ, চলেছ করিতে হজ্ব।
হজ্ব কি তোর এতই সহজ,ভুগলে প্রতিবেশী(২)
কন্যা দায় গরীব যত, হচ্ছে মর্মা হত।
টাকার অভাবে সেত, কন্যা যায় পুষি
খোরশেদ কয় যে হাজী লোক, ঐদিক কেন যায় না চোখ
তাদের চেয়ে ভাল লোক যে, হয় সন্ত্রাসী।।

৫. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

পাঞ্জে গানা নামাজ হতে, ধ্যান যোগের নামাজ উত্তম
আকিমুচ্ছালাতা লে জেকের কোরানে বলছে হরদম (২)
ধ্যান যোগে নাই সুরাকেরাত একা বসে নির্জন মুর্শিদ বরজক
সামনে রেখে স্মরণ কর একমনে দেখবে মাওলা
তোমার সনে,বলবে কথা অবিরম (২)
একচল্লিশ দিন করে দেখ, থাকলে দেখার বাসনা,
অবশ্যই করিবে সাক্ষাত,বলছে যখন রাব্বনা।
পড়ে পড়ে পাঞ্জে গানা, পায় নাই কেহ সাই পরম।।
জালালউদ্দিন রুমীছিল, বিশ্বের স্রেষ্ঠ মাওলানা
তবুও পাইল না দেখা, পড়িয়া পাঞ্জে গানা
(শেষে) শাম্‌ছ তাবরেজের ধুলিকনা, ছেড়ে লজ্জা শরম।।
(যেমন) ওয়াজ করুনি মুনছুর হেল্লাজ,
ধ্যানের নামাজ পড়িয়া আল্লাকে লাভ করেছিল,
এক জাগাতে বসিয়া একবার দেখনা ভাবিয়া,
কয় ভেবে খোরশেদ আলম।।

৬. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নবী থুইয়া নামাজ লইয়া, মরিতে সিকার (তারা)
তাদের দরকার নাই আল্লানবী, কি হবে মুর্শিদ সেবি
নামাজ বেহেস্তের চাবী এই টাই দরকার।।
(তাদের) দরকার নাই পাক পাঞ্জাতন, পাইলে রাজ সিংহাসন
প্রফুল্য হইবে মন, চায় সেই অধিকার।
(তার) বশ করিতে লোক সমাজ, ছলনায় রোজা নামাজ আসলেই যে ধোকাবাজ।
কেউ বুঝল না বেপার।।
(তারা) মোরে নবীর বংশগন, পাইছিল উচ্চ আসন হারাইয়া,
সেই সিংহাসন কানছে জারে জার।
(এখন) সাজিয়া সন্ত্রাসী, নিতেছে গলায় ফাঁসি
তবু ও ছাড়েনা মুন্সি, সন্ত্রাসী কারবার।।
(তাইতে) খোরশেদ আলম কয় যেতে, মোসলমানদের কাছে
এখনো সময় আছে হওগো হুসিয়ার
গুরুত্ব যে না দিবে, শেষ কালে সে পস্তাবে দুইকুল সে হারাইবে, পাবেনা উদ্ধ্যার।।

৭. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

মোসলমান হইতে হলে,কর আত্ন সমর্পন।
আত্ম সমর্পন কারি হয়, যত ভক্তগন।।
মোসলমান হয় ভক্ত হইয়া মুর্শিদ পদে সব বিলাইয়
আত্নাহিয়াতু পড়িয়া, করেছে আর্পন।।
মমিন ভক্ত ভক্তই মমিন, মুর্শিদ পদে হইছে বিলিন
মুর্শিদ তখন ভক্তের অধিন, সদা সর্বক্ষন।।
যে নামাজ সেই উপাসনা, যে মমিন সেই ভক্ত গনা
উপাসনায় সাই রাব্বানা, দেয়গো দরশন।।
আচছালাতুল মেরাজুল মোমিনিন, হাদিস কুদসী দিয়াছে চিন
মুর্শিদ রূপ রাব্বুল আলামিন, খোরশেদ কয় এখন।।

৮. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

তারাইতো মমিন মোসলমান।
আত্ম সমর্পন কারীরাই,বিশ্বাসী প্রধান।।
হোকনা অছি বাপ চাচা মামা
সন্ত্রাসীরা থানায় যেয়েই আস্ত্র দেয় জমা
তবেই তারা পায়গো ক্ষমা, এই টাই মুল বিধান।।
পাপী বান্দা সন্ত্রাসীর মতন
অস্ত্র জমা দিয়ে করে যে আত্ম সমর্পন
কোথায় থানা অছি কোনজন, করেছে সন্ধান।।
অস্ত্র তোমার নফছ আম্মারা
আত্ম সমর্পন করগে না পড়তে ধরা
নইলে করবে দফা সারা খোরশেদ বয়ান।।

৯. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

ও তোদের ঐ নামাজে মিলে কি আল্লা।
(মোয়াজ্জেন) আজান দিয়ে ডেকে নিয়েরে
তখন পড়ায় নামাজ মোল্লা।।
যার এবাদত তার তাগিদে..........
ডাকতে হয় কোন মতবাদে মোল্লা
তোদের ঐ ডাকে কি হৃদয় কাদেরে,তুষ্ট হয় না খোদাতাল্লা
নামাজ যে একান্ত ফরজ
পড় যার যার আপন গরজ মোল্লা
নিষ্ঠা মনে কর আরজরে ও তাই বলছে হাবিবুল্লা।।
(মোয়াজ্জেন) আজান দেয় প্রত্যেক ওয়াক্ত....
যেহেতু সে বেতন ভুক্ত মোল্লা
(তাইতে) আজান দিতে ভুল হয় না তোরে,সদায় রয় মোক্তাদির হে
খোরশেদ কয় কি কচি খোকা...
নাকি সব আসনে বোকা মোল্লা
নিজেকে নিজে দিয়ে ধোকারে বাঁধালি আজানেরী পাল্লা।।

১০. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

নইলে সে পায়না বেতন, তাইতে সে ডাকে সর্বক্ষন।।
তোমার মনে থাক বা না থাক গো, মোয়াজ্জেন করাবে স্মরণ
না- না কাজে ব্য স্ত হলে, আল্লাকে কি যাও গো ভুলে জবাব দাও এখন।
(মোয়াজ্জেন) হাইয়্যাচ্ছালা বলিলে গো,নামাজে কর আগমন।।
বেতন ভুক্ত হোক বা-না হোক,
তোমায় ক্যান ডাকবে অন্য লোক করিতে স্মরণ।
কেমন তোমার ভালবাসা গো, বুঝিনা কোন নিয়ম কানন।।
যে যাহারে ভালবাসে, সদায় রয় তাহার উদ্দেশ্য পাগলের মতন।
তাইতে খোরশেদ বুঝেসে ভেদগো পেতে চায় বন্ধুয়ার মিলন।।

১১. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

মোল্লারা জেনেই করে পাপ।
পাপ করিয়া ক্ষমা চাই নেই, পায় যখন সে মাফ।।
মোল্লারা সব জানে বেশী, তাই জেনেই পাপ করে
মাফ চাইতে লজ্জা পায়না আল্লারো দরবারে
(যেমন) বারবার কান কাটিলে পরে, হয়না অনুতাপ।।
লক্ষ লক্ষ খুন করেও হয়না সে আসামী
নামাজ রোজা করলেই খুশি হয়গো জগত স্বামী (বলে)
(তারা) লোক সমাজেও নামীদামী, সন্ত্রাসীরো বাপ।।
পাপ না করলে মাফ চাইতে না, পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচ বার
রোগ না থাকলে নিরোগীদের দরকার কি
ডাক্তার বলে আল্লা দয়ার ভান্ডার, পাগলের প্রলাপ।।
ঘন ঘন তওবা পড়ে, বার বার করে ভুল
কোরান পড়লেই মাফ করে দেয় আপে মালেকুল
মাধ্য যখন আল্লা রাসুল, হইনা ক্যান খারাপ।।
মক্কাতে আস ওয়াদ পাথর হাজী দিলে চুমা
শুনি তাহার জন্মের গোনা হইয়া যায় সব ক্ষমা
খোরশেদ কয় পাপ ছিল জমা,নচেৎ কি পায় মাফ।।

১২. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

মাওলানা শব্দের অর্থ আমি আল্লা।
মাওলানা হইছিল কেবল মোহাম্মদ রাসুল আল্লা।।
মনরে-২
দরূদ যে পড় পাঁচবেলা, আল্লাহুমা সাল্লেয়ালা
অর্থ করে দেখলনা কোন মোল্লা
মানরানি ফাকাদ রয়েল হক্কে কইল ক্যান হাবিবুল্লা।।
মনরে-২
জানো কি না তার কাহিনী,তার কাছেতে তারী বানি আনিতে জিবরাইল শুধু রয় হেল্লা
বরকতের মা দেয়না বরকত, ঠিক না থাকলে বিসমিল্লা।।
মনরে-২
যার নূরে কও হইল সবী, বুঝলে না কে আল্লা নবী
অবশ্যই পস্তাবী একদিন শেষ বেলা
খোরশেদ কয় যেইদিন উঠিবে মিজানেরী পাল্লা।।

১৩. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

মুরিদ হইয়াছ কোন তরিকা তে মোল্লা
হাত রেখেছ তুমি কার হাতে। ।বলো....
চিস্তিয়া কাদরিয়া নক্সাবান্দি মোজাদ্দাদিয়া
সত্য করে কও খুলিয়া চল কোন তরিক মাতে
আল্লা হতে এলহাম হয় কোন মোল্লার সাথে
কাদরিয়ার নয় টি শাখা, কোন শাখার কে হইল সখা
তাদের সঙ্গে হইলে দেখা বলনা কোন রূপেতে নাকি থাকো বেল গায়েব একিনেতে।।
পঞ্চ ভাগ হইল চিস্তি, কোন ভাগে কার গতা গতি
কোন ভাগে কে জ্বালায় বাতি চলিয়া শরিয়াতে
জান্তে খোরশেদ ঐ নিগুঢ় ভেদ রয় মেতে।।

১৪. খোরশেদ আলম
গীতিকার : খোরশেদ আলম

কোরবানি করত নারে ভাই মোসলমান।
ইসমাইল হইলে কোরবানি, খাইত কি যার যার সন্তান
ইসমাইলের পরিবর্তে দুম্বা হল কোরবানি
তাইতে খুশি হইল এরা বাড়ল খাওয়ার আমদানি আনন্দ হইল প্রবল,
ধর্ম করিতে পাগল উট দুম্বা গরু ছাগল, খাইতে না দিলে বিধান।
আমায় আমি ভালবাসি এই কথা চির সত্য আমিত্যই নফছ আম্মারা,
এই টাই নিগুঢ় মাহিত্য আমিত্যই যে কোরবানির মুল, বলিয়াছেন সাই মালেককুলে
ঐ কোরবানিই করেন কবুল, নইলে খাওয়ার অনুষ্ঠান।
কোরবানি করিতে চাইলে কর নফছ আম্মারা নফছ রহমানি তখন অবশ্যই দিবে ধরা
আজিজ শা কয় ওমন ভোলা ঘুচে যাবে সকল জ্বালা
খোরশেদ আলম করে হেলা পাইল না তাহার সন্ধান।।

১. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

গুরু দয়া কর মোরে গো বেলা ডুবে গেলো
চরণ পাই বার আসে রইলাম বসে
আমার পারের সুমাই বয়ে গেলো।
বেলা গেলে সন্ধ্যা হলো জোম রাজার ডাঙ্গা
বেজে এলো আমার মোহাকালে
ঘিরে নিলো সংগের সাথি কেওনা হলো।
কি হবে সাই অন্তীম কালে রয়াছি বিনা সমবনে
অধিন পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে আমার
সাধের জনোম বিথা গেলো।।

২. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : পাঞ্জু শাহ

দেখে আদ্য নদীর বিষমপাথার, পিছিয়ে তরী ভাসাইও,
মন মাঝি শ্রীগুরু কান্ডারী, তরিতে বসাও।।
সেই যে ত্রিবেনীর খালে, বিষম তরঙ্গের জলে,
মরবি ডুবে খাবি খেয়ে বাঁচবি কার বলে,
তাই বলছি তোরে বারেবারে, একজন চেতন গুরুর মঙ্গল।
সেথা মনি বাঁধা ঘাট, দ্বারে মুকুন্দ কপাট
চারচন্দ্র চার শহরে ফেরে মাঝখানে তার লাট,
সেথা গেলে পরে পটবে দরে যদি সব জ্বালা মিটাও।।
যে জন বেঁচেধন জনে.রত্ন মানিকে চেনে,
তাদের সঙ্গে সওদাগর চলবে কেমনে,
তাদের পুঁজিনাত্তি বোঝাই কিস্তি, ফড়ে কিতার জানে ভাও।।
গবিন ভাবছে বসে সঙ্গের সঙ্গি না পেয়ে,
কু সঙ্গেতে সঙ্গ করলে চলবে কেমনে,
এসব কারবারিদের কার বার দেখে,
যেতে ইচ্ছা হয় না কোথাও।।

৩. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : লালন শাহ

কে বোঝে কৃষ্ণের অপার নিলে,
ব্রজ ছেড়ে কেতার মথুরায় রাজা হলে।।
কৃষ্ণ রাধা ছাড়া তিলা বদ্ধ নাই,
ভারত পুরানে তায় কয়,
তবে কেন ধনি পুর্জয়, বিচ্ছেদ এ জগতে জানালে।।
নিগুম খবর জানাগেল,
কৃষ্ণ হতে রাধা হইল,
তবে কেন এমন হলো, আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলে।।
সবে বলে অটল হরি, সে কেন হয় দন্ড ধারী,
কিসের অভাব তারই,ঐ ভাবনা ভেবে ঠিকনা মেলে।।
কৃষ্ণ লীলা অঠাই,
ঠাই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই,
কি ভাবিয়ে কি করে খাই,লালন বলে পলাম বিষম ভোলে।।

৪. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : মদন গোসাই

যে নদি পার হয়ে এলাম সেই নদি দেখি সামনে
গুরু মোরে কৃপা করে পার করে নেও এ অধিনে
একা আমি আর যাবনা গেলে ফিরে আর আসবনা খাবি খাচ্ছে কত
জুনা ভ্রক্ষ বিসনু শিব তিন জনে ।
বলবো কি সে নদির গুন বাহার এক নদির বই তিরো ধার।
নদীর উপরে তার দিয়ে গুন বাহার
রূপ মোনোহা তার মাঝারে।।
উমোর চাঁদ কয় সেইজে নদি ও কেও পারো যাদি পাড়ি দিতি।
গোসাই মদনের থাকেনা বুদ্ধি দেখলে পরে দুই নয়নে।

৫. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : ইউসুব

এভব কারা কার করিতে পারা পার বিপাকে পড়ে যানো ডুবে না মরি।
তুমি গুরু আমার, পারে কান্ডারী
নদির কুলেতে যাই কত ঢেও লাগে গায় বলজে মরে যাই উপাই কি করি।
কাম কুমভির জার আমাই করে তাড়া পড়ে যাই ধরা বা চেনা তরি।।
চড়ে নৌকার পরে হালটি ধিরে ধিরে লয়ে চলে নোদি
উপারে তুমি হলে নিদয় উপারে না জাও যাই বসে আছিস ঐ আসাই করনা।
আমার মত কত জন বসে শার জনোম পাই
পারের সংধান গুরু বিহনে
উদাশ হয়ে বন্ধু পার করো ভব সিন্দু ইউছুব হয়ে অন্ধ জনোম ভরি।

৬. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : দুরবিন শাহ

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়িগো ঐ না মধ্যে মায় নদি
পাড়ি দেয়া বড় কঠিন গো সংগে ছয়জন বাধিরে ।
সখিরে চিঠি দিলে উত্তর দেইনা বিদেশি যারে
থাকে বহুদুরে দেখা দেইন সংবাদ নেইনা সে তো কঠিন হিয়ারে
সখিরে+নারি হইয়া সাগর বাইয় কেমনে দিতম পাড়ি
পাঙ্কা থাকলে উড়াল দিতাম ঐ না যাই তাম বন্ধুবাড়ি
সখির+ দুরবিন শাঃর অন্ততে ধরলো কাছা বসের ঘরে
আর কত কাল রাখব পেচানো ঐ না বিনা দরশনে।

৭. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : নিলু

আগে মদনকে দমন,
তবে দেখতে পাবি সশির কিনণ
মদন কে করে রাজি খেতে দেও তার
কাটের রুটি না খাইলে মারো লাঠি
কদবে বশে কর রদন।
নবো দারে মারো কাপাট জঙ্গল কেটে
বসাইগো হট সেই হাটে করবে
বেঁচা কিনা সুক্ষ, ভাবে দিবে ওজন।
নিলু বলে গেলো বেলা চেয়ে দেখরে ওমোন
ভুলা এখনো তোর আছে বেলা নয়ন খুলে দেখরে এখন।

৮. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার : দিনু

গুরু রূপ যার বিদই গাথা মুড়িয়ে মাথা
কিষ্ণ কথার আলপ করে
ভোলেনা সে অন্য ভোলে এ কৈ কালে মোন মদন কে বাদ্যকরে।।
দশে ইন্দ্র রিপু ছ যে ইরাই থাকে জে নেন্তমরে
আবার গভির সাথে বছোজেসেন মাঠে ঘাটে চলে ফেরে।
গুরু ধপে ধুলেরে মোন মনের মইলা মাটি যাবে দুয়ে আবার মোন সাবানে
ধুলে বেদাই সুনার মানুষ ঝলোক মারে।।
যার হয়েছে একান্তি মোন সে রত্ন ধন পেতে পারে।
অধিন দিনু বলে একই কালে উঠাই চাঁদের চরণ ধরে ভবো পারে জারে।

৯. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার :

লোভ থাকতে প্রেম হবেনা তোরে লোভের মত হলি।
ওতোর পায়ে সুধা লাগলো ধাধা সুধা বলে গরল খালি।।
প্রেমের যারা সাধন করতেছে তারা জেন্ত হই মোরা।
যমন কাটের সাথে লুহার পিরিত রে
ওরে জলে ভাসে তমনি।।
প্রেমের সধকরা বলে তোর জাস কুথাই চলে এমন মধুর প্রেম ছেড়ে
যমন চন্ডীদাস রজকিনি, মোলো তারা গলা গলি।।
প্রেমের সাধকরা বলে তুরা জাসকুথাই চলে এমন মধুর প্রেম ছেড়ে
ওতুই হাতের গুড়াই মানিকরে মেরে ঘুরে বেড়াস তব হেলি।

১০. মহিউদ্দিন ফকির
গীতিকার :

আমার এ দেহ নদি যত বাদি বাধিলে বাধাল ঠেক মানে না।
নদি বহনত ছিলো নৌকা চলিত ঝড় তুফানের ভইছিলনা
ভরা নদি ভরাট পালা কুমির এলো মোর গাঞে কুমারি কথা
সেই ঘাটের ঘাটুরে যারা পার হয় তার

১. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

আমি তোমার লাগী পাগল হইলাম রে,
তুমি দেখলে না দুই নয়নে ও সোনার ময়না রে।
তুমি ছাড়া কে আছে আর জীবনে-২

দেখতে তোমার ভাল লাগে
তাইতো ভালো বাসি আর ভাল লাগে তোমার রাঙ্গা ঠোঁটের হাঁসি।
আমি সেই হাসিতে পাগল হইলামরে,
আমি পাগল হইলাম জীবনে, ও সোনার ময়নারে
তুমি ছাড়া কে আছে আর জীবনে,

ঘুরি তোমার পিছে শুধু পাওয়ার আসাই
তুমি ওগো দিও না আসার মখেতে ছায়
আমার মনে হয় তুমি ছাড়ারে আপন বলতে কেহনাই
এ ভূবনে ও সোনার ময়না রে তুমি ছাড়া কে আছে আর জীবনে।

তোমার বাকা চোখের মিটকি দেখে হইলাম যে দেওয়ানা
আমার মনে হয় আমি তোমাকে পাবনা।
পাগল নজরুলেরই মনের আসা তোমার পাই যেন পরকালে
ও সোনার ময়নারে তুমি ছাড়া কে আছে আর জীবনে

২. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

বড় সাদ জেগে মাগো একবার তোমাকে দেখার
কী জানি কী আছে রে দয়াল কপালে আমার ।
বড় সাদ জেগেছে মাগো একবার তোমাকে দেখার।

মা গোঁ তোমার বাড়ী লোহার বেড়ী আমি কী তা ভাঙতে পারি,
নাইরে চাবি বসে ভাবি কী হবে আমার
বড় সাদ জেগেছে মা গোঁ একবার তোমাকে দেখার।

মা গোঁ দেখলে তোমার সুন্দর্ ঐ মুখ,
জোড়াত এই অভাগার বুখ,
থাকত না আর জালা ও দুঃখ,ও ব্যাথা থাকত নারে আর।
বড় সাদ জেগেছে মা গোঁ একবার তোমাকে দেখার

৩. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

ছাড়িয়া পাঁচ তলা, নামতে হবে গাছ তলা
মাটির কবর হবে আসল ঠিকানা।
কবরে খবর আছে ভুইলা যায়ও না।
আল্লাহ কবরে টেলিফোন কেড়ে নিতে তোমার জীবন
আজ্রাইল এসে হবে তোমার সামনে খাড়া,
কেড়ে নেবে তোমার জীবন শুনবে না কারোর বারন
একা পলকে মিটে যাবে তোর সকল বাসনা,
কবরে খবর আছে ভুইলা যায়ওনা।

কবরে শুয়াইবে যখন ফেরেশতা আসবে তখন
জিজ্ঞাসা করিবে তোমার তিনটি কথা,
জানা থাকলে ভাল কথা, না থাকলে বুঝবি মজা
ভাঙিবে তোর বড় মাথা, মানবে না নেতা।
কবরে খবর আছে ভুইলা যায়ওনা।
সাঁব বিচ্যু অজাগরে এসে তোমার কামড়াইবে
শুনেছি হুজুরের কাছে, এটা কুরআনে লেখা তাই,
মানুষ জোগাড় কর পরের কড়ি,
আখেরাতের পুজি নইলে সেদিন পড়বি ধরা, সবারি জানা
কবরে খবর আছে ভুইলা যায়ওনা।

৪. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

টাকা পয়সা এইমাল থাকিবে না চিরকাল
একদিন তোর চলে যাবে যৌবনের বাহার।
সেদিন কী হবে পাগল মন তোমার।
হয় যদি পেরালাইসিচ পড়ে যাবে এক পাস
সারা শরীল হবে এলোমেলো থাকবেনা আর
কোন বস সেদিন কেও শুনবেনা কথা
দিলে লাগবে ব্যাথা ছেলে বিটার বউ তোমার হইয়া যাবে পর,
কী হবে পাগল মন তোমার।
হয় যদি হঠাৎ মরণ ওরে ও মানুষ
মরণের আগে হয়ে যাবি বেহুস।
তোর থাকবে না কোন দাস,
পাবিনে আল্লাহর নাম পরকালে যাইয়া কেমনে হবি পার।
কী হবে পাগল মন তোমার,
ভেবে কয় বাউল নজরুল কী হবে গতি
দিমত গেল বসে বসে রাত্র গেল শুতি।
সেদিন নিতে জাবি আল্লাহর নাম ,
হবে বল বিয়ারিং জ্যাম, সেদিন তেল মারবেনা তোমার নজেল প্লানজার,
কী হবে পাগল মন তোমার।

৫. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

ও নবীজী নৌকার মাঝি আমায় করিও পার
আমি পাপি গুনাগার বান্দা দয়াল কেমনে হবেরে পার।
ও নবীজী নৌকার মাঝি আমার করিও পার।
সেই না নদী কেমনে হবে গো পার
তুমি দয়াল দয়া না করিলে দয়া কে করিবে আমার।
চুলের চাইতে চিকুন শাক হীরার চাইতে ধার।
ও নবী জী নৌকার মাঝি..............
না জানি দয়াল করেছি কত ভুল।
ইচ্ছা করলে ফুটাইতে পার দয়াল শুকনা ডালে ফুল,
দযকেতে দিয়া আগুন আল্লাহ, আগুন জলছে হা হাকার
ও নবী জী নৌকার মাঝি.........
হাসান হোসেন ছিল নয়নের মণি
ও দয়াল চাঁদ নবী তুমি জগত জননী।
হযরত আলি নৌকার মাঝি ফাতেমা জামিন্দার ।
ও নবী জী নৌকার মাঝি...................

৬. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

পাগল করে বসে আছ প্রেমের দোকানে।২
ঐ দোকানের বেচাকেনা করছ মনের আনন্দে।
পাগল করে বসে আছ প্রেমের দোকানে।।
ঐ দোকানের সামনে দিয়ে আমি আসি যায়।
আড় নয়নে দেখলে তাকায় তোমার বাপ ও মায়।
তোমার ভাই ভাবিরা কয়না কথা
তখন কী যে হয় মনে
পাগল করে বসে আছ.........
আগে যদি জানতাম আমি হবে রে এমন,
এত অল্প সময়ে দিতাম না আমার পাগল মন।
এখন এ কুল ও কুল দুই কুল গেল
দাড়াব কোন খানে।
পাগল করে বসে................
ঐ দোকানে বসে বেচ প্রেমেরি বড়ি,
তুমি ডাক্তার আমি রুগি বল কী করি।
পাগল নজরুলের ঐ মনের কথা বলি এখন কার কাছে,
পাগল করে বসে আছ প্রেমের দোকানে

৭. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

বি ভোর হলি রঙ্গ রসে, হারালি রে আপন ধন।
ও তুই দেকনা চেয়ে, যায় বেলা বয়ে ফুকল বাসি নিরাজন।
বি ভোর হলি রঙ্গ রসে............
খেলার ঘরে লাগল মেলা হিয়ালিতে করলি হেলা।
কত রসিক জনা করছে সদাই।
অনেক জনের হয় মরন।
বি ভোর হলি রঙ্গ রসে.........
মন তুই হলি এত হুস হারা, আপন কর্মে করে সারা,
করলিরে সব জারা জারা দিলি বানের জলে বিসর্জন,
বি ভোর হলি রঙ্গ রসে............
উবদ বাদুর ফলের আসে উবদ হয় রসে রসে
মরন হয় তার সভাব দষে, উবদ হইয়েই তার হয় মরন ।
বি ভোর হলি রঙ্গ রসে...........
পেয়েরে এই মানব জনম বাদুর দসাই কাটালি মন।
নজরুল বলে বাদুর হলে যেত জালা আজীবন।
বিভোর হলি রঙ্গ রসে..........

৮. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

তুমি আমি দুজন ছাড়া, ভালো নয় কেও সঙ্গে থাকা।
এক দিন জেন হয় গো দেখা।২
খুলিয়া বিদয়ের দার দেখাই তামছবি তুমার।
তাহার নিচে আছে দুই বন্ধু আর সোনা জলে নামটি লেখা।
এক দিন জেন হয় গো দেখা।২
দেখলে সেদিন বুঝবে প্রিয়া।
কতনা যতন করিয়া, তুমারি চাঁদ মুখ চাহিয়া
কাদি কত বসে একা,
এক দিন যেন হয় গো দেখা।
তবো প্রেমের বালাই নিয়ে,পাগল নজরুলকে তোমারে দিয়ে।
যাব আমি বিদায় হয়ে । নিয়ে শুধু সৃতি রেখা
একদিন যেন হয় গো দেখা।

৯. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : পাগলা কানাই

পাগলা কানাই বলে ভাই রে ভাই
ছোট কালের দিন আমার নাই এখন পইড়াছে ভাটি।
ও রতের চাকা ঘুরে ঝুবো খয়ে ভর পোল রথের ঝাটি।
আবার কী ভাবেতে নড়ে গেছে ধর্ম,ঘরার খিল কাটি,
তাই বল এখন কি দিয়ে আটি।
পাগলা কানাই বলে ভাইরে ভাই
ছোটকালের দিন আমার নাই এখন পইড়াছে ভাটি।
ও ছুতর দিল একখান রথ গড়ে
তাতে চড়ে শুখ করলাম তা মজা পালাম না।
আবার জিন্না কাঠের তক্তা রথের একটা মুগুর কেন দিলেনা ।
ও গরি নড়ত চড়তরে মারতাম দুইচার খেটের ঘাই,
জোড়ার মুখ আর খুলতে পারত নাই।
পাগলা কানাই বলে........
রথের ২২তলা উপর দিমুক
পাগলা কানাই তার দপে ও এখন পইড়াছে ভাটি
এখন হাটতে গেলে হুমড়ে পড়ি তিন ঠ্যাঙ্গে ভর করে চলি
ও এখন বল নেই হাটুতি,
১৬ চুঙ্গর বুদ্ধি কানার ১,চতুর বুদ্ধি এখন পইড়াছে ভাটি
পাগলা কানাই বলে ভাইরে..............

১০. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মুকুন্দ দাস

কৃষ্ণ মেলেনা রে ভাই গোউর মেলেনা
সারা গায়ে কাটিলে তিলক কৃষ্ণ মেলেনা।
ও তুমি ভক্ত ডেকে বলছ হরি,
অন্তরে তোর বিষের ছুরি ।
ও রে কাল রজনি কালে ঘিরে সাধন হতে দিলনা, না,না..
সারা গায়ে কাটিলে তিলক কৃষ্ণ মিলেনা।
ও তোমার এমনি জীবন এমনি যাবে
তুমার ভন্ডামিতে কি লাভ হবে।
তুমি বুকারে বুঝাইতে পার নিজে বুঝনা।
সারা গায়ে কাটিলে তিলক কৃষ্ণ মিলেনা।
মুকুন্দ দাস বলছে হরি অন্তিম কালে জ্যানো তোমাই
ডাকিতে পারি কাল রজনি কালে বিরা সাধন হতে দিলনা ।
সারা গায়ে কাটিলে তিলক কৃষ্ণ মিলেনা।

১১. মোঃ নজরুল বয়াতি
গীতিকার : মোঃ নজরুল বয়াতি

আর যদিনা ফিরি
খোজ করো পথের ও ধোলাই।
সবুজ ও ঘাসের নিচে যে খানে ঝিঝিরা ঘোমাই
খোজ করো পথের ও ধোলাই।
ফসলের মাঝে আমি রব
গানে গানে কত কথা কব
কৃষানীর মাঝে হৃদয় ও ছায়াই খোজ করো পথের ধোলাই।
আর যদিনা ফিরি।
অন্ধ পেচার মত হয়ত উঠানে এসে দাড়াবো (২)
বধুয়ার অঙ্গে লাল ডুরে শাড়ী হয়ে আল্লাদে কমর ও জড়ব
হয়ত ভিকারি এক কোন
দেকে কবে শোনে ও গো শেনে
সবাই বলবে নাগো না বেলা বয়ে যাই
খোজ করো পথের ও ধোলাই।

১. উস্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

১৭৩৯ সালে বিপদ ঘটিলো পুরো দেশে
ধৌত এলো পেটের জ্বালায় মান সম্মান গেল।
সোনা রুপা গয়না বে ছিলো তাই ঠেকিয়া আলেমরা সব মেছো পটিয়া দিল।
নিমুসল্লি মুসল্লি যারা,তারা মাছ বেঁচা ধরিলো ।
মাছ বেঁচা ধরে খালে বান্দলে দেয় সারা রাত বান্দালে রয়।
প্রভাত বেলা বাড়ি যায় ,
বেটিরা রাগ করিয়া কয় ,ঘরে যা মেছো বিটা তেরে
গায় আসটে গন্ধ করে ।
পাড়ার লোকে করে চালাকি তোর বিছানায় শোবনা।
আমি কেন বা নাকের সোনা বেচিলাম
বিধবার মত হলাম আগের মত ঘাটতে কইলাম।
আগে কেন খাটলিনে গোলাম
তোমার সাথে নিকে পুসে ঝাক মারি কাজ করলাম।
পাগলা বলে ছেড়ে দে ব্যবসা নাইরে আমরা ঘরে থাকবো না।

২. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

কলির যুগে দেখলাম কত কল ঢেকি কল
আর সুরপি কল পিটে কাটা কল।
আর এক কল দেখে এলাম হেকমা দিলে ওঠে রে জল।
বিচেলি কাটছে, কলে এই কলে জাহাজ চলে
ওপারে ধুমা ওড়ে এপারে হাওয় টানে জল
ঔ ওরে....
ইংরেজের এইচা বাহু বল ও তারা কারেন ধরে
তারে পুরে চালাচ্ছে সেই কল।
আগুন পানির খোঁজ রাখেনা খুব বেগে চালায় ।
সে কলে দিচ্ছে শিসে বেরুচ্ছে কোদাল কুড়াল,
ঔ ওরে দেখবো কত কলকব্জা আর নাটবল্টু
খুজে বেড়ায় কত মেশিন পার্টস পত্র গো
ও উংরেজ কত কিছু বানায়।
ঔ আবার অনুভব করিলো পাগলাই, ওরে কলির যুগে আসবে কত দুনিয়ার খেলা
কত গাড়ি কত জিনিস চলবে রাস্তায় ।
সেই কলে খাজ বানাইছে ইংরেজ বেটাই।
ওই আমি ঘুরি ফিরি দেখি কত
কত মানুষ কমনি যায়,
ওরে কলির যুগে কল বানাইছে গো, ও কত কিছু দেখি গো হাই।

৩. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ঘর খানা কার আশায় বান্দিয়েছো ঘর
ও ঘর খানা তোমার শিশু কাল যাবে হাসিতে খেলিতে জিবন কাল যাবে
রসে বুড়ো হয়লে পড়বি ফেরে কি হবে অব শেষে লো
সাইজি করে আশায় বান্দিয়েছো ঘর(২)
তোমার দন্ত নড়িবে চুল ও পাকিবে জোয়ারে লেগে যাবে ভাটি।
আস্তের আস্তের খসবে তোমার রং মহলের মাটি।
লো সাইজি কার আশায় বান্দিয়েছো ঘর(২)
পাগলা বলিবে দন্ত নড়িবে চামড়া হরে যাবে তিলি সময় কালে কর বন্দিগে পার হইয়া
যাবে লো সাইজি ল কার আশায় বান্দিয়েছো ঘর ও ঘর খানি(২)

৪. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

শোন ওলো বউ যদি কাছে আসে কেউ,তার সঙ্গে মোর কথা কইওনা ।
ও তোর পান চাবানো মিশ্রি হাসি দাঁত মিসকানো গেলোনা,
ও ভাসুর শ্বশুর দেখলে করবে দুর তোর ঘরে রাখবেনা
শোন ওলো বউ যদি কাছে আসে কেউ তার সঙ্গে মোর কথা কইওনা (২)
বার বার বলি তোমারে বউ ও তুমি বাহির হইওনো।
ও তুমি থাকবা বসে ঘরে আর কাঝ করবা সংসারে ।
তোমার ব্যবহারে মরে সব তাইতো তোমার দেখতে পারে না।
তুমি মিষ্টিমিষ্টি কথা বল আবার নামাজ পড় পাঁচ ওয়াক্ত,
ও রে পাগলা বলে শুনি কয় চল ভালো হয়ে আর ভালো হয়ে চললে বউ
তোমার দুঃখ আসবে না।
ও তোমার পান চাবানো মিশ্রি হাসি দাঁত,
মিসকানো গেলো না ও ভাসুর শ্বশুর দেখলে করবে দুর
তোমার ঘরে রাখবে না আর ।

৫. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

দরগা তালায় মানদ দিলে ওই মানদ কি আল্লাহ খায়।
এই মানুষে আত্ আল্লাহ এই মানুষি মানদ খায়।(২)
দেখি শুনি রঙের মেলা মানদ লই ওই দরগা তলায়
যত আল্লাহ ততকান্না, যত আল্লাহ ততকান্না সারে বাবা মনোষায়,
এই মানুষি আছে আল্লাহ এই মানুষি মানদ খায়।
আশা করে পাইবো খোদার যায় বাবা দরগা তলায়।(২)
বসে দেখে মানুষের কিল্লা , বসে দেখে মানুষির কিল্লা
পাগলা বলে কথা ভালো নায়।
এই মানুষি আছে আল্লাহ, এই মানুষি মানদ খায়।
দরগা তলায় মানদ দিলে ওই মানদকি আল্লাহ খায়।
এই মানুষি আছে আল্লাহ ,এই মানুষি মানদ খায়।

৬. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ঔ ও এক ফুলের সন্ধানে আমি জানিনা ,
কয়টা ফুল ও বানায়লো খোদায় কোন মুকামে আছে।
ও ফুল কোন মুকামে চলে যায়।
কোন ফুলের ও কি নাম আছে ও গুরু বলো না আমার,ও হাই
ফুল যাচ্ছিলো আরব সাগরে ও হাই ।
তরে পাইলো ও ফুল পাইলো ও ফুল আমেনা
ওরে ফুলের গন্ধে মন আনন্দে উজাল খোদার দুনিয়ায়
ফুলের খবর জানে ওমা ওমা আমেনা।
ফুল লইলো পেট কোচে আয়লো বাড়ি মা আমেনা ফিরে ও হাই।
বাড়ি এসে দেখে আমেনা ফুল তাহার কোচে নাই ।
বলে কথা শ্বশুরের সাথে আজব ঘটনা এই আর ,
আর ফুলের ঘ্রান এমন ও ছিল দেশে বিদেশে ছড়িয়ে গেল।
ঔ ও তাই পাগলা বলে বলি কথা এই ফুলের ও দরকার নাই।
যায়লো ও ফুল মদীনাতে পায়লো ও ফুল আমেনা।

৭. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ও পাগল মন আমার আমি কার বা জন্যে বানলামরে বাড়ি ঘর।(২)
ছোট বেলায় করতাম খেলা মাগো বেন্দে ধুলোর ঘর
ওরে বাড়ি যাবার সময় হলে ভেঙ্গে নিতাম বাড়ি ঘর।
আমি কার বা জন্যে বানলাম রে বাড়ি ঘর।
দালান বলো কোটা বলো রবে সারি সারি
ওরে মন মনুরা ছেড়ে গেলে শূন্য রবে বাড়ি ঘর।
আমি কারবা জন্যে বানলাম রে বাড়ি ঘর।
ও পাগল মন আমার।
থাকবে দালান ঘর ও বাড়ি বাবা
লওয়ে যাবে মোরে কানবে সবাই রাস্তায় পড়ে।
বাবা ঘরের ও ভিতরে, ওরে কেউ যাবেনা সাথে আমার কেউ যাবেনা সাথে।
আমার সাথে যাবে স্মৃতি আর কার বা জন্যে বানলাম রে বাড়ি ঘর।
ও পাগল মন আমার, আমি কারবা জন্যে বানলাম রে বাড়ি ঘর।(২)

৮. উস্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ময়ুর রুপে নবীজি তোফা গাছে রয় ৬০হাজার বৎসর নবী তোফা গাছে বসে রয়।
কোন দিকে ফিরে ছিল ও ময়ুর কি জপ করিতো,কত হাজার লেজ ও ছিল,
ওরে কত হাজার পশম ছিল, ময়ুরের কত হাজার লেজ ও রয়।
তার পায়ের রং ও কেমন ছিল সে ও কথা বল আমার।
কানে ছিল কোন দুল তাতে ও তার ঠোটের রং ছিল কমন।
ও তাই কত বছর ছিল গাছে ও হাই,
ও গাছের নামটি ছিল কি তাই বল আমার।
ও তুমি বলো বলো সত্যি করে তার মটুক ছিলো কিডা
আর বল কথা পাগলা বলে ও কথা ভুলে যেওনা ।
ও তার পশম গুলো কি হয়ে গেলো,
ও তার লেজ গেলো কোথায় আর তাই বলো আমার,
ওরে সেই লেজ আছে দুনিয়ায় ব্যবহার করে কিডা বলো বলো
সত্যি করে ও ঘটনা আবার,

৯. উস্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

খোদার খেলা আজব লীলা বুঝবেকে দুনিয়াতে
খোদার খেলা আজব লীলা ।
নিলো মাটি জিদ্দা থেকে আজরাইল ধরিল মাটি মুটো করে বানাইলো
আদম নিজ হাতে, বানাইলো আদম নিজ হাতে
মুন্ডু বানাই খোদাতালা।
খোদার খেলা আজব লীলা বুঝবে কে দুনিয়াতে(২)
আর বানাইয়ে খোদা আদম ছবি চল্লিশ দিন রাখলো জান্নাতের মধ্যে।(২)
চিন্তা করিলো খোদা, চিন্তা করিলো খোদায় রাখবো তার জান্নাতে আর ।
খোদার খেলা আজব লীলা বুঝবে কে দুনিয়াতে।।
একমুটো মাটির দ্বারা এক মুটো মাটির দ্বারা
আদম তৈরী করিলো আর খোদার খেলা আজব লীলা।
পাগলা বলে ভাবি আমি সর্বরাত ও দিনি আপসে আপসে হইলো হাওয়া,
আপসে আপসে হইলো হাওয়া রইলো জান্নাতের উপর,
খোদার খেলা আজব লীলা বুঝবে কে দুনিয়াতে।।

১০. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ময়ূর রূপে নবী তোফা গাছে রয়।
এক লাক্ষ চব্বিশ হাজার পশম রয়।
যুগে যুগে ফেলাইতো পশম সেই পশমে নবী হয়।
বলি কথা দিলাম ববলে ও হাই ।
সাড়ে তিন হাত লেজ ও ছিলো, হাজীদের ও পাগড়ি
এখন হয়, ও তার কানে ছিলো হাসান হোসেন সেও কথা বলে দিলাম
পায়ের রং ও সবুজ ছিল ও রে ভাই শুনে নিও ও ভাই।
ও তার মটুক ছিল হযরত আলী, পুব মুখো গাছে বসে রয়।
ওরে সত্তর হাজার বছর নবী তোফাগাছে বসে রয়।
পাগলা বলে ছিলো বসে তোমাদের আশায়,
ওরে যখন পশম শেষ হয়ে গেল পাঠাইলো খোদা বড় বলে
আয় দিনের নবী হয়ে আসলো আসলো বাবা মদীনায়।
ওরে রব করিতো কুরানের কথা ওরে খুতবা পড়ে পুব
মুখো ফিরে আর এক লক্ষ মতান্তরে বাবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর হয়।

১১. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

কলিতে হয় বউ রাজা স্বামীকে বানাইলো প্রজা
শ্বাশুড়ীকে দেখে বান্দির মত।
শ্বাশুড়ী কয় বউমা বসে বসে থেকো না কাজ করোগা বেলা হইলো কত।
কাজ করোগা বেলা হইলো কত।
আর বুড়ি সদায় করে ভগভগ শুনে শুনে হচ্ছে রাগ কাজ কর্মে নেয় নেয় আমার ইবা পায়ে আরে
ও ওরে, ওরে এবার বাদ দিবি খুটা উচিত মত
পাবি সাজা কপালে তোর মারবো মুড়ো ঝাটা।
আরে বলো কপালে তোর মারবো মুড়ো ঝাটা।
ওরে আমার বাবার বাড়ি যেয়ে পায় ধরে করিলি বিয়ে
এখন বুড়ি ঘন ঘন দিস খুটা
ওরে বউমা রাগী হয়ে টান দিয়ে ফেলিলো শ্বাশুড়ীকে
লাগলো বাবা মাজারই উপরে আরে বলো লাগিলো মাজারি উপরে।
একেতো সেই বুড়ো হাড় ঘুরতি ফিরতি লাগিলো চাড়
কেন্দে উঠলো বহুত বেদনা পেয়ে।
বাড়ি এসে মাজুর ভাই রাগ করে মায়েরে কয়
বুড়ো ভাল্লুক কেন বউ মেরেছো কেনো,
বুড়ো ভাল্লুক বউ মেরেছো কেনো
কলিতে হয় বউ রাজা স্বামীকে বানাইলো প্রজা।(২)

১২. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

শোনরে মন মোহিনী আমি বলি কথা যথা তথা, তোমার স্বামীর কাহিনী।
বেঁচে আছে এই দুনিয়াতে নামাজ পড় রোজা কর পেয়ে যাবা তোমার স্বামীর ও হহাই
রেখো নিরিখ মনেতে মনের সাথে বলরে কথা স্বামী পাবা নিকটে।
তা নাহলে বাবা না তারে ওরে নামাজ পড় বেশি বেশি
দোয়া কর খোদার জানি পাইবা তোমার স্বামীর,ও হাই
পাগলা কানাই ভেবে বলে নিজের স্বামী কবুল
পড়া ও রে ফেলে যাবেনা কোন দিনি
একুরেট কর মনের মধ্যে পেয়ে যাবা তোমার স্বামী ও হাই।
শোনরে মন মোহনী আমি বলি কথা যথা তথা তোমার স্বামীর কাহিনী।
বেঁচে আছে এই দুনিয়াতে নামাজ পড় রোজা কর পেয়ে যাবা তোমার স্বামীর।

১৩. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ও রে সখি আমি সত্য কথা কই,
ওরে কেউ খেতে দেয় ছানা মাখন
আর কেউ খেতে দেয় দই।
চুকা দই,ওরে সখি আমি সত্য কথা কই
আমি কাউকে রাখি আশেপাশে,কাউকে রাখি হৃদ মাজারে
আবার কাউরির যোগায় মন।
আমি কাউকে রাখি আশে পাশে বাবা কাউরের যোগায় মন
সখি আমি সত্য কথা কয়(২)
গিয়েছিলাম ভবতারঙ্গে দেখলাম সুধী কত গুলো ঘোরে আশে পাশে।
ওই আবার নব সখী আসে মোরে নব সখী আসে মোরে আমি ভাবি অকারণ।
সখি আমি সত্য কথা কয়।।
আর যখন থাকি বাঁশি লওয়ে সখীরা থাকে
আশে পাশে আবার উচ্চারন হয় রাধার নামে
উচ্চারণ হয় রাধার নামে বাবা আর
সখীরা গেয়ে কেমনে যাবো ভবতারঙ্গে ।
সখী মিলে আসে কাছে ঘুরি আমি চতুর পাশে কীর্তন করি।
ভাবে ভাবে, কীর্তন করি ভাবে ভাবে আমি পাগলা হাসে নিরালয়।
সখী আমি সত্য কথা কয়, সখী আমি সত্য কথা কয়।

১৪. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

আমি আর যাবো না ব্রজোপুরে বলবে রাধার।।
ওরে বটে কে এসে এসে বাবা জলের বাড়ি লাগলো গায়।
আর যাবো না ব্রজোপুরে (২)
আর থাকে রাধা নিরালাতে কান্দে বাবা মহারাতেক
আমি থাকলাম মামী লয়ে
আমি থাকলাম মামী লয়ে বাবা কংখর ও মারিয়ে।
আর যাবোনা ব্রজোপুরে।
আমি আর যাবোনা ব্রজোপুরে
আর যখন আমি যায় যমুনাতে রাধে আসে কলমি লয়ে মনে করে কৃষ্ণ আছে।
মনে করে কৃষ্ণ আচে ভাবি আমি বসে আর।
আর যাবো না ব্রজোপুরে তুমি বলো যে রাধার আমি
আর যাবো না ব্রজোপুরে।
আর নবছিদ্র বাশি আছে কোন ছিদ্রতে কি নাম ধরে।
নব ছিদ্র বাশি আছে কোন ছিদ্রতে কি নাম ধরে।
পাগলা কানাই ভেবে বলে, পাগলা কানাই ভেবে বলে মামী লয়ে থাকিস না
আমি আর যাবো না ব্রজোপুরে
তুমি বলো যে রাধার, আমি আর যাবো না ব্রজোপুরে
তুমি বলো যে রাধার।

১৫. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

শোনরে বলি ও মন রশনা তোর বোঝাইলে কেন বুঝিস না।
ভোজন সাধন কিছুই করলিনা,
ও তোর যাবে সুদিন আসবে কুদিন ঘটবে বিষম যন্ত্রনা।
দিনে দিনে দিন ফুরাইলো ভেবে দেখরে দিন কানা।।
আর দিলে নামাজ পড়ে ফরমে কিতাব কয়।
আচেচলে সালাম ফিরায় ডানি আর ও বায়
ঔ ও তোর জুব্বানে জিবরাইল থাকে রুকু সিজদা
সেইতো দেয়, চোখে ইসরাফিল কানে মিকাইল আজরাইল রাশিকাতে রয়।
ও তোর লাই মুকামে বাস করে যে জন,
আমি শুনি বিশ্বাস তারই বিবরণ তোর লাউ কুতুবে আছে।
যে জন শুনি তাহার বিবরণ।
পাগলা ভেবে বলে ধরবি যদি ধর সেই গুরুর চরণ
শোনরে বলি ও মন রসনা তোর বোঝাইলে কেন বুঝিস না।
ভোজন সাধন কিছুই করতি না।
ও তোর যাবে সুদিন আসবে কুদিন ঘটবে বিষম যন্ত্রনা।
দিনে দিনে দিন ফুরাইলো ভেবে দেখরে দিন কানা।

১৬. উম্মাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

করি প্রার্থনা গো রাব্বানা আমার করগো পার
কাতরে ডাকছি গো গুরু তোমারে বারে বার।
ওই আমি অতি মুখ মতি ছালাম জানাই,
মা বাপের পায়,ছালাম দশ জনার পায়।
আর ছালাম জানাই আমার শিক্ষা গুরুর পায়।(২)
ওরে ইমাম হোসেন দুইটি রতন ছালাম জানাই মা বাপের ও পায়।
ওরে ইমাম হোসেন দুইটি রতন ছালাম জানাই কাবা বায়তুল্লাহ ছালাম
দশ জনার আর ছালাম জানাচ্ছি হযরত আলীর পায়।
ওই আমি করি প্রার্থনা গো রাব্বানা আমার কর পার,
কাতরে ডাকছি গো গুরু তোমার বারে বার,
ওই আমি অতি মূর্খ মানুষ ছালাম জানাই মা বাপের পায় ।
ছালাম দশ জনার পায়, আর ছালাম জানাচ্ছি আমার শিক্ষা গুরুর পায়।

১৭. উম্মাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

হরি বলো নৌকা খোল জোয়ার বয়ে যায়।
ওরে আয় মাঝি ভাই নাও বেয়ে যায় নৌকা রাখো প্রেম তলায়
জোয়ার বয়ে যায়।
হরি বলো নৌকা খোল জোয়ার বয়ে যায়।
আর পাছের মাঝি ভালো যে ছিল তারা বেয়ে আগে না গেলো।
ওরে পুবন কোনায় মেঘ করেছে বাবা বাদাম টেনে দেও নৌকায়।
জোয়ার বয়ে যায়।
হরি বল নৌকা খোল জোয়ার বয়ে যায়।।
আর পাগলা কানাই বলে উজোলের মেঘ হয়লে
ধরবি বাড়ি ফিরবি না পিছনের দিকে।
ওরে যে যায়বে আগে বাড়ি, যে যায়বে আগে বাড়ি ফেরে পড়বে না সে আর জোয়ার বয়ে যায়।
হরি বলো নৌকা খোল জোয়ার বয়ে যায়। ওরে আয় মাঝি ভাই নাও বেয়ে যায় নৌকা রাখো প্রেম তলায় জোয়ার বয়ে যায়।

১৮. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ভদ্র লোকের স্বভাব দেখে চাষার মেয়ে কয়
প্রাননাথ বলি যে তোমার হাত পা পঁচে গন্ধ হল সেই ভাদুড়ে কাঁদায় ।
যত সব বাবুর মেয়ে রাস্তা দিয়ে হেটে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়।
দিদি মনির তরল আলতা পায় রেডিস্যুট আচ্ছা বেশমনায়।
আর ছোট কালে ছিলাম যখন পিতারই আলয়
ওরে পড়তে দেয়নি পাঠশালায়।
ওরে এখন আমি স্বামী তোমারই আশ্রয় ও হাই।
পাগলা কানাই তাই ভেবে বলে পেটের ছেলে বাপকে কয় শালা ও হাই।
ভদ্র লোকের স্বভাব দেখে চাষার কয়
প্রাননাথ বলি যে তোমার ।
হাত পা পচে গন্ধ হল সেই ভাদুড়ে কাদায়।
যত সব বাবুর মেয়ে রাস্তা দিয়ে হেটে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়।।

১৯. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ওরে নামাজ পড় পড় পানজি গানা
ওরে উজু কর হাটিয়া চল যাবো আমি মসজিদ খানায়।
জামাতে পড়ি ও নামাজ ও হাই।
ওজু কর সুন্দর করে সালাম ফিরাই ও ইমামের সাথে
তবে তুমি পাইবে জান্নাত ও হাই।
ওরে ফরজ নামাজ পড়া হল ওরে ওয়াজিব ।
পড় কুদরতের সাথে ভক্তি কর তুমি নিজেকে ও হাই ।
সুন্নত ও দেখিয়ো পড় নফল পড় বেশি বেশি নবী মোরে সাফাযেত করিবে হাশরে যাবি বেঁচে পড়
নামাজ দিলে দিলে ও হাই।
ওরে নফল পড় অসময়, ওরে নফল পড়ো বেশি বেশি আর দোয়া কর পাক
রওজায় ও হাই। তাহাজুত পড় শেষে রাত্রি আর কান্দো তুমি আল্লার কাছে।
ওরে পাগলা কানাই ভেবে বলে ইসকা পড় সাতটার দিকে ওরে বেরিয়ে
যাও তুমি আল্লাহর দিকে ।
নবী য়ানা কাজ কর দিলে দিলে ওরে তজবি
পড় সকাল বিকাল আখিরাতে পাইবে কাম, কররেতে পাইবে শান্তি আর ও হাই।

২০. উস্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ওরে ওই নামাজ আর কেমনে পড়ি ওরে নামাজ পড়বো কি করে কুরাান খুলে
আমি দেখি আ্উযুবিল্লাহ কেমনে থাকে ও গুরু তাই বলো আমার ও হাই।
আর পর ওয়ানার সিল রইলো কেমনে পড়ি নামাজ কেমন করে জীবন জুড়ে
আছে ওই কুরআন ।ও তোর আসল কুরানের খোজ দেখি সে লেখিলো
কুরান পাহাড়ের পর কেমন করে পড়ি নামাজ ও গুরু তাই বলো আমার ও হাই।
আর ছয় হাজার ছয় ছেসট্রি আয়াত ছিল নবীর ও কুরান সেই কুরআন ও এখন দেখিনা।
ওরে সেই কুরানে আছে নামাজ সেই নামাজ ও পড় আর ওরে সেই নামাজ ও পড় আর।
এই কুরআনের কথা ও গুরু আমি মানতে পারি না।
তাই নামাজ পড়ে উড়ে যাই ও কত সাহাবী কোন দিকে
গেল ওই আমি এই কুরআন পড়ে পাই না।
ও তাই পাগলা বলে ধরো কুরআন পাগলা বলে ধরো কুরআন
কুরানের মর্ম আমি পেলাম না কত দিনে খুজি আমি তারে পাই না।
আর পায়তাম যদি আসল কুরআন শুনিয়াছি মক্কার বিধান।
রক্তে লাল ও হয়ে যায় কুরান।

২১. উস্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

পাগলা কানাই বলে ঘর বেঁধেছে হিসাব দিয়ে
ওরে দুই খুটির পর পেড়ম সেঁজে জুত মেরেছে রং মিস্ত্রি।
দারোয়ান আছে খাড়া সিং দরজায় দাড়িয়ে তারা মধ্যেতে উঠোন হয়ে গেল চুরি।
আর দারোয়ান দেখে শুনে লাগলো ভয়,
ওরে শীত লেগে জল হয়লো গরম তাইতি ব্রম্ভার লাগলো ওরে।
জলে ফলে এক সাদ হয়ে জুড়ে দিয়েছে আগুনের কল,
ঘরেতে ব্রম্মার জলে গঙ্গার ও যুল নাভিস্থলে হাওয়াতে উঠছে আওয়াজ দেখ তোরা।।

২২. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ঘর দেখে মরি এ ঘর বেন্ধেছে কোন ধনী।
দুই খুঁটি পরি পাটি মধ্যে আগুন পানি ঘরের নয় দরজা ।
দেখতে মজা বাতাস বয় রাত দিনি
ওরে বাতাস বন্ধ হলে ও ঘর থাকবে না তো জানি ।
ওরে আগুনে পোড়ে না ও ঘর পানিতে পচে না
বলবো কি আজব লীলা বিধির ও কারখানা ওরে যে না জানে
ঘরের সন্ধান সে ও আদলা কানা।
ওরে দিন থাকিতে মুশিদ ধরে করগো জানা শোনা।
ওরে ঘর দেখে মরি এ ঘর বেন্ধেছে কোন ধ্বনি।
দুই খুঁটি পরিপাটি মধ্যে আগুন পানি ঘরে নয় দরজা দেখতে
মজা বাতাস বয় রাত দিনি।।
ওরে পাগলা বলে ঘরের কথা কে ভালো জানি
স্বাধের ঘর ফেলে যাবো সেও এক ভাবনা।
ও ঘর নতুন কালে ছিল ভালো এখন আর নড়েনা ।
ওরে খুটি দিয়ে রাখতাম ও ঘর এখন ঘরামি মেলে না।
ঘর দেখে মরি এ ঘর বেন্ধেছে কোন ধ্বনি।
দুই খুঁটি পরিপাটি মধ্যে আগুন পানি ঘরের নয় দরজা
দেখতে মজা বাতাস বয় রাত দিনি।।

২৩. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

পাগলা বলে বিয়ের সাজন সাজরে আমার পাগলা মন।
সাহাদত কলেমা পড় জনমের মত।
ওরে লা ইলাহা কলেমা পড় রাসুল্লাহ তরিক ধরো
ঘুম ভাঙিলে দেখবি তখন।
ওই রে আছে আতর গোলোপ আর কুরপি সাবান
ধরবি যদি গঙ্গা জল।
ওরে অহংকারের অপার মনে গন চেয়ে দেখ
মনে তোর গোর কবর।
ওরে একটি নারীর দুটি সন্তান কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান,
মুসলমানের বয় তরুণী সকলের প্রান্ত জানি ।
কাজের বেলায় এক সমান।
ওরে মরতে হবে এই দুনিয়ায় মুসলমানের কবর।
ওরে হিন্দুর মরা শশ্মানে দাহন
শেষে হইলো দেহের মিলন।

২৪. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

পাগলা বলে কাতর হলে ধরপত্র হানিফার
ওরে না ধরিলে প্রানতো আমার বাঁচেনা।
ওরে ছয় মাস হেটেছি কিছু না খেয়েছি
পেয়েছি যন্ত্রনা, ও হানিফ ওসও খবর রাখো না।
জয়নাল আলীর খোদ মদীনার সংবাদ সেওতো দেখোনা তারে উদ্ধার করনা।
ওরে জয়নাল আলী আছে কারগারে ও হানেফ সেও তো খবর রাখো না।
আর দামেস্কের এজিদ পাজী নতুন বাদশা হয়েছে ওই
জয়নাল আলীর কারাগারে দিয়োছ।
ওরে ময়মারা কুটনি ছিল জহুরানি বড় ইমাম মেরেছে ও জীবন দগ্ধ হয়েছে।
ওরে কার কাছে বলবো দুঃখের কথা লোক নেই কাছেতে।
কথা বলবো কার কাছে,
জয়নাল আলী বলে মা মাগো আমরা যাবো ঝেতে।

২৫. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

পাগলা কানাই কয় ছাতি ফেটে যায় দেখে বিধির খেলা।
ও বেলা দুই পার তামাম সোনার জানি ইমাম রনি দিল মেলা।
পিপাসার কষ্টে শূন্য পানির জন্য ছাতি ফেটে যায় শুকায় গলা।
ওরে ইমাম ডাকদিয়ে কয় বিধি গো ঠান্ডা পানি খেতে দাও এক পিয়ালা,
আর পিয়ালা এনে দিলো চুমুক দিয়ে খেলো তনু হন্ন কালা ।
ও মিয়া তনু হল কালা উঠে গেলো জ্বালা করে হেলা দুলা।
কোথায় রইলে কাছের দাদি দেখা দিও না নিদানের বেলা
ওরে সেজে করে ডাকছে যেন তোমার চাচাজীর মরণ কালে ধরি গলা।
আর হোসেনের ডাক দিয়ে এনে বসাইলো কোলের পার, ও তুমি আর কেন্দো না
মিয়া ভাই বলে হোসেন কেন্দে যায়।
চাললাম তোমার ছেড়ে অনাথ করে বংশ বিলাপ করে।
ওরে বারে বারে বারণ করি হোসেনকে এজিদের সাথে যেতনা লড়িতে।

২৬. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ওরে ও বেঁন্দে এক খানা ধুলোর ঘর ।
ওরে দড়িয়ে যেয়ে ঘরে উঠে ওরে টাকুর খায় তোমার আমার ।
ওপরে চাল নেই ঘরে তাই, ও তাই বাড়ি যাবার সময় হলে
ওই ঘর ভেঙে করতাম ছারেখার।
ওশুনি মার উদরে একখানা ঘর ছিল।
ওরে দশ মাস দশ দিন মা জননী আমার সেই ঘরে রেখেছিল।
কী খাবার দিত তাই বলো আমার ও হাই।
ওরে পাগলা কানাই ভেবে বলে সময় তোমার বয়ে যায়।
কর যেয়ে ভোজনে সাধন যাতে তুষ্ঠ হয় মহাজন।
কর যেয়ে দিনের ও উপায় ও হাই।
আর নবী বলে পড়লাম ফেরে কেমনে বলবো বায়তুল্লাহর কথা
স্বপ্ন যেগো নিয়ে গিয়েছিলো আমার।
ও তাই জিব্রাইল বলে ও হে দোস্ত ধরছি আমি তোমার সামনে
আর চলো তুমি কথা গুলো জেহেলের সাথে আর।
আর পাগলা কানাই বলে বলবো কি কথা খোদা হল সত্যি
আবার হকের দিকে খোদা রয়,
ওরে দেহে থাকে না রুহু আর আল্লাহ
আল্লাহ থাকে আবরা মহল্লায়।
এই দেহে তোর আছে আল্লাহ কোন পাগলে কয়।

২৭. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

বিল শুকালো মজা হলো মাছরাঙা আর ধেড়ে
টেকো বলে আমার মাথায় তেল লাগে এক কেড়ে।
দেদো বলে আমার গায়ে তেল চুইয়ে পড়ে।
কানা বলে মেঘ হয়েছে যাচ্ছে ঐ বক
উড়ছে কুজো বলে রে আমি বিছানা পেলে সুতাম চিৎ হয়ে।
নল বাগানে হেড়ো দিয়ে ছোদ্দি কবলালো
ওই পারে এক জমরে বুড়ো এই পাড়ার এক ছোমরে বুড়ো।
দুই জনাতে বাধিয়ে পাল্লারে ঘোড়ার পায় ছিন দিয়েছে মুলো।
পাগলা বলে বুড়ো হলে আপন বায়ু সরে।
নিজে পেদে আর এক জনের নিলো আচ্চা কোস্যে
বলেরে আমার চোকে হিন্দেছে তুলো।

২৮. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

পাগল পাগল কর ভবে, পাগল ভবে কয় প্রকার।
পাগলের ভাব বুঝতে পারে এমন সাধ্য কার।।
ওরে এক পাগলরা পাগলা ভোলা
গলায় দিয়ে হাড়ের মালা শ্বশান ঘাটে ভাবতে রয়,
আর এক পাগল জাগায় মাতাল যোগ ধিয়ানে বসে রয়।
আর এক পাগল গুরুও শিস্য তারা সব হয়ে গেল স্বর্গদায়।
পাগল পাগল কর ভবে, পাগল ভবে কয় প্রকার,
পাগলের ভাব বুঝতে পারে এমন সাধ্য কার।।
পাগলের দেখি খেলা কেউ ভাই ন্যাংটা হয়।
কেউ ভাই চুরি হাতে হেসে হেসে বেড়ায়।
এমন পাগল লজ্জা করে কত পাগল হিংসা করে
দেখি ভাইরে পাগলের খেলা ওরে তিন পাগলে ঘোরচ্ছে
মেলা দেখি আমি স্বর্গদায়।
খিদা লাগলে কত পাগল গো বাড়ির দিকে ধাওয়া দেয়।
পাগলা কানাই ভেবে বলে পাগল দেখলে দরদ ভাই
পাগলেরে খেতে দিলে আল্লাহ তাতে খুশি হয়।
ওরে সাত পাগলে দেখি মেলা কত আছে আলা ভোলা,
ওরে পাগল দেখলে ভালো বেসো ঘৃণা মনে করো না,
ওরে পাগলের ভাব বুঝতে পারে এমন সাধ্য কার।

২৯. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

বেড় বাড়ির পাগলা কানাই কয়,
কি কার খানা ঘটাইছে খোদায়।
ঢাকা জেলা আর মর্শিদাবাদ বসে দেখি
তাই চাঁন্দের বাজার মিলাইছেগো পশ্চিম এর গাছ তলায়।।
বউ বাজারে যেয়ে আমি তাকায় যে চতুর্দিকে
ভানুয়েন হয়েছে উদায় পাচু সাহেব বলে বুড়ি
মানদ একটা করে যায়,দুধ কলা চিনির ভোগগো।
যদি বুড়ো জোয়ান হয়।
এলোরে ভাই মাজা কুজো চিত্তিড় বাড় ভেমরো
কুজো গনডোগল গলায় তারা ধরেছে সন্ন্যাসির বেশ
উঠলো মেয়ে সভ্য গায় কয় একজন বয়াতি এলো ভাই,
তারা টাক পড়া মাথায়।

৩০. উস্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

পাগলা কানাই কয় আজব মজার কথা মনে হয়েছে।
সতি নারী ভবে এসে চার যুগ পয়দা করেছে।
এ কথা দশের কাছে শাস্ত্রে প্রমাণ আছে।
এ কথা জিভাসি বয়াতির কাছে।
শ্বশুরের সাথ মজিয়া রঙ্গ সেই নারীল গর্ব হয়েছে।
স্বামী এসে কোলে এসে মা বুলে বলে ডাকছে।
শোয়ামীর বলছে বাবা আমার এই দুগ্ধ খাবা
সেই নারীর জামাই তার হরন করেছে।
দেখে যালো রায় কিশোরী তোর নাগর এসেছে।
বাঁকা হরি বংশী ধারা মদন মোহন সেঁজেছে।
সেজেছে মোদন মোহন তোমার এই মানের কারন
ঔ দ্যা চোরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

৩১. উস্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

বড় ঘোর বিপদে পড়েগো আল্লাহ
আমি ডাকিগো বারে বার।।
নুহ নামে নবী ছিল অকুল দরীয়ায় তারে ভাসাইলো ,
দয়াল আল্লাহগো তুমি তারে দয়া করে লাগাইলে কিনারায়।
বড় ঘোর বিপদে পড়ে গো আল্লাহ ডাকিগো বারে বারে।
জাকারিয়া নামে নবী ছিল করাতে তাহার
মাথা চিরিলো দয়াল আল্লাহ গো।
দুই খন্ডিত হইলো নবী তবু উহু করিলো না।
বড় ঘোর বিপদে পড়েগো আল্লাহ ডাকিগো বারে বার।
ইব্রাহিম নামে নবী ছিল কাফেররা তার আগুনে দিল।
আগুন হতে উদ্ধার হলো তবু ইব্রাহিম পুড়লো না দয়ার আল্লাহগো।
পাগলা ডাকে পড়ে পাকে তুমি আমার তরায়ে নাও।
বড় ঘোর বিপদে পড়েগো আল্লাহ ডাকিগো বারে বার

৩২. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

যখন মানুষ হইবে জান্নাতি পুরস্কার দিবে
আল্লাহ নিজের হাতে পড় নামাজ রাত ও দিনি,
ওরে মন কর জিকিরি, ওরে পান্ডে খানা নামাজ পড়িও
পাঁচটি পুরস্কার দিবে খোদায়।
ওরে নামাজ পড় রোজা কর
এক এক নিরালায় আর জিকির কর রাত ও দিনি,
ওরে নিবে যখন জান্নাতের ভিতর ও হাই।
দেখবে গেট ও চল্লিশ দিন ও
আর ওরে জিবরাইল ও জান্নাতের মধ্যে দেখতি পারবে সেই দিন
পড় নামাজ রাত ও দিন ও হাই।
তোর কলবে উঠিবে জিকির রাত দিনি ও থাকবে না সে দিন।
ও রে পাগলা কানাই ভেবে বলে পড় নামাজ রাত ও দিনি
শেষ বিচারের দিনি পার হতে পারবি সেদিন।

৩৩. উম্বাদ আলী
গীতিকার : পাগলা কানাই

ওরে ওই নামাজ আর কেমনে পড়ি ও হাই।
ওই আমি সিজদা দিয়ে উঠে দেখি সামনে কালী বাড়ি ওই
নামাজ আর কেমনে পড়ি ও হাই
ওই আমি যখন যায় নামাজ পড়িতে
আল্লার বন্দিকে করিতে ওরে তামাম
কথা মনে উঠে ভুলে যায় নামাজের দিকে।
কেমন করে পড়বো নামাজ তাই বলো মোরে ও হাই
ও শুনি দাঁড়ি হলো সুন্নাতের কারবার
ওই আমি কত লোকের মুখে দেখিনা দাঁড়ি ও হাই